INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, Tripura on Thursday, the 14th July, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers, the Dy. Speaker and 40 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ১২ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার কোয়েশ্চান নং ১২ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে তথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি তথ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

৩। থাকিলে কবে পর্যন্ত খোলা হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩০টি তথ্য কেন্দ্র আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১। সদর—	৬ টি।
২। খোয়াই—	২ টি।
৩। সোনামুড়া—	২ টি।
৪। কমলপুর—	৩ টি।
৫। কৈলাশহর—	৩ টি।
৬। ধর্মনগর—	৩ টি।
৭। উদয়পুর—	২ টি।
৮। বিলোনীয়া—	৪ টি।
৯। অমরপুর—	৩ টি।
১০। সাব্রুম—	২ টি।
মোট—	৩০ টি।

২। আপাততঃ নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিভাগ ভিত্তিক তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে খোয়াই বিভাগে ২টি তথ্য কেন্দ্র চালু আছে। জনসংখ্যা অনুপাতে খোয়াই বিভাগ ত্রিপুরাতে ২য় স্থান। খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুরে আরেকটি তথ্য কেন্দ্র খোলা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এখানে প্রচুর পাঠক আছেন, এবং তাদের আগ্রহও আছে।

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, তথ্য কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে এবং জনসাধারণেরও আগ্রহ আছে এটা আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থাকে ভিত্তি করে এত গুলি করা হয়েছে। পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যের বড বড বাজার গুলিতে এ ধরনের তথ্য কেন্দ্র করা যায় কিনা সেটা আমরা চিন্তা করে দেখব।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সমস্ত তথ্য কেন্দ্রে কোন কোন পত্রিকা পাঠানো হয় এবং এই পত্রিকাগুলি রীতিমত তথ্যকেন্দ্র পেঁাছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, কলকাতার বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্রিকাগুলি এবং আগরতলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা গুলি পাঠানো হয়। রীতিমত এগুলি পৌছে না এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন তথ্য নাই। তবে মাঝে মাঝে ডাকের গোলমালের জন্য পেঁাছতে হয়তো কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। মাননীয় সদস্য যদি কনক্রীটলী এই ধরনের অভিযোগ আনেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকারে আসার আগে কতগুলি পত্রিকা ছিল এবং বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর কতগুলি পত্রিকা দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সাংবাদিকদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বেতনক্রম চালু আছে কি,

২। থাকিলে বেতনক্রমের শ্রেণী বিন্যাসগুলি কি কি?

৩। না থাকিলে নির্দ্দিষ্ট বেতনক্রম চালু করার প্রচেষ্টা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ, শ্রমদপ্তরের তথ্য অনুসারে বেসরকারী স্তরের পত্রিকায় মালিকগনকে পালেকর রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য অনুরোধ জানানো হযেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ রাজ্যে ওয়াকিং জার্নালিষ্ট আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে এর সংজ্ঞা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট-এর পারটিকুলার সংজ্ঞা কি আছে এ তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নাই। তবে এখানে যারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা সংবাদ সংস্থায় কাজ করেন, ঠিক পত্রিকার মালিক নন, এই ধরনের পত্রিকাতে কাজ করছেন, তারা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিযেশান গঠন করেছে বলে আমাদের জানা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে যে কযটা বড বড় দৈনিক সংবাদ পত্রিকা আছে, তারা নিজেদের বাইরের বড বড পত্রিকাগুলির মালিকদের কাছে ওয়াকিং জার্নালিষ্ট হিসাবে শো করেন এবং মালিকদের নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—বাইরের পত্রপত্রিকাগুলির মালিকেরা কি ভাবে তাদের প্রতিষ্ঠান চালান তা মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিশ্চয় জানা আছে। এখানকার ছোট ছোট পত্রিকাগুলি সেই পেটার্নেই তাদের সংস্থাগুলিকে চালান। এখানে ওয়াকিং জার্নালিষ্ট হিসাবে যারা কাজ করেন বা এসেসিযেশানে আছেন তারা তাদের সমস্যা নিযে আলাপ আলোচনা করেন। এর অতিরিক্ত তথ্য আপততঃ আমার কাছে নেই।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পালেকর রোযেদাদ কার্যকরী করার জন্য রাজ্যের পত্রিকার মালিকদের নিকট সরকার অনুরোধ করেছেন এবং সেটা কার্যকরী হচ্ছে কিনা সরকার অবগত নন। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে সাংবাদিকদের নিয়োগপত্র, তাদের কাজের সময় সীমা, ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই প্রশ্নটা শ্রমদপ্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এই প্রশ্নটা এখানে আসতে পারে কিনা আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পালেকর রিপোর্ট অনুযায়ী ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টদের বেতন কত দেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ১২৬ স্যার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং ১২৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮১ইং সন ও ১৯৮২ সনে শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্বে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাঞ্চনপুর লাঙ্গাই টি, ডি, ব্লকের অন্তর্গত দামছড়া গাঁওসভায় কতজন শ্রমিক কাজ করেছিলেন,

২) যারা কাজ করেছিলেন তাদের প্রত্যেকে কত পরিমাণ চাউল ও কতগুলি কাপড় পেয়েছেন,

৩) এবং কেহ না পেয়ে থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ১২৯ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ১৫৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের একমাত্র পাটকলটি লোকসানে চলিতেছে,

২) যদি সত্য হয় তার কারণ কি,

৩) পাটকলের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা কত,

৪) বর্ত্তমানে দৈনিক গড়ে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয়,

৫) এই পাটকলে মোট কয়জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল,

৬) এদের মধ্যে এ পর্যান্ত কয়জন চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে চলে গেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) পাটকলে লোকসানের কারণগুলি নিম্নরূপ :

ক) এই পাটকলে দৈনিক উৎপাদন ৪০ মেঃ টন হইলে ব্রেক এভার পয়েন্টে পৌছানো সম্ভব হইবে, অর্থাৎ দৈনিক উৎপাদন গড় ৪১ মেঃ টনের বেশী হইলেই এইখানে লাভ করা সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে মিলের উৎপাদন ৪০ মেঃ টনের আর্দ্ধেকেরও কম।

খ) ত্রিপুরার শ্রমিকদের মধ্যে এখনও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট অর্থাৎ কারখানার কাজের অভ্যাস না থাকায় এই পাটকলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত কম।

গ) যদিও এই পাটকলে কয়েক দফায় শ্রমিকদিগকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তবুও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। কেননা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের প্রায় তিন ভাগের এক অংশ কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ঘ) যদিও গত ১৯৮২ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে এই সংস্থায় বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে তথাপি কার্যকরী মূলধন এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ফলে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সংস্থাকে বহু টাকা সুদ হিসাবে দিতে হইয়াছে।

৩) শুধু মাত্র কাঁচা মাল ছাড়া যাবতীয় যন্ত্রাংশের জন্য কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এই সমস্ত দ্রব্য আনার জন্য প্রচুর পরিমাণ পরিবহণ ব্যয় হয়।

৩। এই পাট কলের সব কংটি তাঁত কার্য্যকরী হইলে দৈনিক হইবে ৪০ মেঃ টন।

৪) বর্ত্তমানে দৈনিক গড় উৎপাদন ১৬ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য।

৫) ১৯১৪ জন।

৬) ৫০১ জন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই পাট কলের শ্রমিক যারা ইস্তাফা দিয়ে চলে যাচ্ছে তার কারণ কি, সরকার কি মনে করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, প্রথমে যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল তার এক তৃতীয়াংশ পরে চলে গেছে। আমি উল্লেখ করেছি একটা চট কলে কম করে ৮ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করার যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হ্যাবিট অর্থাৎ যেটা বংশ পরম্পরায় যারা কাজ করে যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যে যেখানে পাট কলে আছে সেই সব রাজ্যের লোক পাট কলের কাজ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সুতরাং তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে এই চট কল একেবারে নূতন কাজেই এই কাজ অনেকেই সহ্য করতে পারছে না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এসেছে অনেক সময় বাড়ীর দিকে তাদের মন চলে যায় ইত্যাদি কারণে তারা ইস্তাফা দিচ্ছে। এই সমস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ট্রেনিং দেওয়া হয় তারপর একটা পিরিয়ডে তারা চলে যায়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যারা শ্রমিক তাদের কত টাকা মজুরী দেওয়া হয় এবং এই মজুরী তাদের জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার:—স্যার, মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই শ্রমিকরা প্রথমে ট্রেনিং হিসাবে ঢুকলে সে জন্য তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় এবং একটা পিরিয়ড তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদের নির্দ্দিষ্ট স্কেল দেওয়া হয়েছে এখন প্রশ্ন উঠেছে তাদের যে মজুরী দেওয়া হয়েছে সেটা শ্রমিকদের বাঁচার মতো কিনা। আমরা যে স্কেল নির্দিষ্ট করেছি ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই ধরনের স্কেল করা হয় নি। তবে আমরা মনে করি না এই মজুরী যা দেওয়া হয়েছে সেটা যথেষ্ট। তার জন্য যে প্রডাকশান সেটা অন্ততঃ পক্ষে ৮০ থেকে ৯০ পারসেণ্ট আন করা দরকার। সেটা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বা অন্যান্য বড় বড় রাজ্যে সম্ভব। আমার মনে হয় তার জন্য আমাদের সময় লাগবে। আমরা লোন করে পাট কল চালাচ্ছি তার একটা বিরাট শোধ আছে তার জন্য আমাদের এক পয়সাও প্রডাকশান হচ্ছে না কিন্তু এখন মিনিমাম যতটুকু দিতে পারি সেটাই দিচ্ছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৯১৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল, এই শ্রমিকদের ট্রেনিং দিতে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীরসিক লাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা কি সত্য, যেখানে শ্রমিকদের কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার কথা সেখানে দলবাজী চলছে, যারা কাজ করছেনা তারা গুরুত্ব পাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এটা অসত্য। মোটেই সত্য নয়।

শ্রীকেশব সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এখানে কয়টি টিটিং মেসিন আছে?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এই নাম্বারটা আমার কাছে নেই তবে মনে হয় সম্ভবতঃ ৩০টা মেসিন আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত কারণ দর্শাইয়াছেন অর্থাৎ যে কারণে পাট কলের উন্নতি হচ্ছে না, সেগুলি দূর করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছে। এবং কবে পর্য্যন্ত এটা দূর করা সম্ভব হবে?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমি তথ্য দিলে সদস্যদের পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৮১-৮২ সালে আমরা যখন পাট কল শুরু করি তখন আমাদের লস্ কেস হয়েছিল ৪৫ লক্ষ, ৮ হাজার টাকা, ১৯৮২ ৮৩ সালে এটা বেড়েছে ১ কোটি, ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সালে এটা কমে যাচ্ছে ৭৪ লক্ষ, ১৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে এফিসিয়েনসি যত বাড়বে এবং মেসিন যত বেশী চালু হবে তত বেশী প্রডাকশান হবে। আমাদের প্রডাকশান সেল হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে ৩২ লক্ষ, ৩১ হাজার টাকা, ৮২-৮৩ সালে ৭০ লক্ষ টাকা, ৮৩-৮৪ সালে ১ কোটি, ২৮ লক্ষ টাকা। কাজেই মেসিন যত বেশী কাজে লাগানো যাবে প্রডাকশন ততই বাড়বে। এখন লেটেস্ট আমাদের যে রিপোর্ট সেটা হচ্ছে ২০ টন করে উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের মার্কেটিং-এর খুব সমস্যা হচ্ছে। ১৮ লক্ষ ব্যাগ সিমেন্ট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া থেকে নিচ্ছেন। আমাদের বুক করা হয়েছে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। ৫০ হাজার সিমেন্ট ব্যাগ মামলাছড়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে দিতে রাজী হয়েছেন। নাগাল্যাণ্ডে যে সুগার মিল হচ্ছে ওরা এডভ্যান্স আমাদের কাছে অর্ডার প্লেস করেছেন। এই জুট মিলের ভবিষ্যৎ মোটেই অন্ধকার নয় কারণ অনেকেই চিৎকার আরম্ভ করেছেন গেল গেল কিন্তু আমরা দেখছি জুট মিলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার আচ্ছন্ন নয়। এর ভবিষ্যৎ উজ্জল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪০।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪০।

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ব্লকে কুর্ত্তি গাঁওসভায় ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট কয়টি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে?

২। উক্ত ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে যে কাজগুলি করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ ছিল কি?

৩। থাকিলে সেই সমস্ত তদন্ত করা হয়েছে কি ?

৪। মোট কত শ্রম দিবসের কাজ এই সমস্ত ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে করা হয়েছে ?

৫। উক্ত শ্রম দিবসের কাজ যারা করেছে তাদেরকে লেবার কার্ড না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

মোট ২৯টি ওয়ার্ক অর্ডার ফুড ফর ওয়ার্ক, এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পিতে দেওয়া হইযাছে।

২। না।

৩। প্রশ্ন ওঠেনা।

৪। মোট ১৮,৯৭৬ শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে।

৫। ১৯৮২ ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৮৩ ইং সনের মাচ মাস পর্য্যন্ত মোট ৭১৪ খানা লেবার কার্ড দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীফৈজুর রহমান :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কুর্ত্তি গাঁওসভার প্রধান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে শ্রম দিবসের হিসাব দিলেন যে ১৮,৯৭৬ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে, আমি ঠিক জানিনা আপনি এই তথ্য কিভাবে পেয়েছেন। আমি যে তথ্য পেয়েছি স্থানীয় জনসাধারণ যে অভিযোগ করেছেন নির্ব্বাচনের আগে কংগ্রেস আই.. ....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শুধু আপনার প্রশ্নটা বলুন।

শ্রীফৈজুর রহমান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন সেটা সঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য কন্সার্নিং অফিসার বি, ডি, ও যিনি আছেন, ইমপ্লিমেণ্টিং অফিসার, সেই অফিসারের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই সংগ্রহের ভিত্তিতে আমি এখানে উপস্থিত করেছি। যদি কোন মাননীয় সদস্যের সন্দেহ থাকে তাহলে তিনি জানালে আমরা তদন্ত করে দেবখার ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮০

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৮০

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে কাঁচা চামরা পাকা চামড়াতে পরিণত করার কোন সরকারী শিল্প কেন্দ্র আছে কি ;

২) থাকিলে কোথায় ;

৩) না থাকিলে এ ধরনের শিল্প কেন্দ্র খোলার জন্য কোন পরিকল্পনা নেবেন কি ;

৪) ত্রিপুরার প্রয়োজনে বাইরে থেকে পাকা চামড়া আনা হয় কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আগরতলাস্থিত অরুন্ধুতিনগর শিল্পনগরীতে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) হ্যাঁ।

শ্রীতরনীমোহন সিন্হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন বাইরে থেকে পাকা চামড়া আনা হয়, এই পাকা চামড়া ১৯৮২-৮৩ সনে পাকা চামড়া কতটুকু আনা হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এইটা ভিন্ন প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীমানিক সরকার, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীকেশব মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৩

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে প্রস্তাবিত কাগজ কল স্থাপনে কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে ;

২। সত্য হলে কবে নাগাদ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে এবং নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে।

৩) সত্য না হলে অনুমোদন পাওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) না ;

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুমোদন পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার গত চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চলতি ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা কালেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টিকে উত্থাপন করে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে এখনো উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয় নি। গত ৩।৬।৮৩ইং তারিখের চিঠিতে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন যে ত্রিপুরার কুমারঘাটে কাগজের কল স্থাপনের সম্ভাব্যতার বিস্তারিত দিক কমিশন খতিয়ে দেখেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা ঠিক কিনা কিছুদিন আগে পত্র-পত্রিকায় দেখেছি ত্রিপুরাতে কাগজ কল হবেনা সেটা অরুণাচলে করার চেষ্টা করা হচ্ছে ? এইটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—যোজনা কমিশন বলেছেন এই ধরনের তথ্য এখান থেকে কাগজ-কল নিয়ে যাচ্ছে ঐ জায়গাতে এইটা তারা জানেনা। তবে দুটুই অরুনাচল এবং ত্রিপুরাতে কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে তারা আলাদা ভাবে খতিয়ে দেখেছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যাব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কাগজ কল স্থাপনের জন্য যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে সেটা কখন তৈরী হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অনুমোদন করেছিলেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে একটি প্রজেক্ট অনেকদিন আগে তৈরী হয়। এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তা জানেন। তারপর হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশান ওরা আপডেইট করে আমাদের এইটাকে। পরে এইটাকে প্লানিং কমিশন এইটাকে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছেন। যে প্রশ্নটা এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে যানবাহনের ব্যাপার। কতগুলি ম্যাটেরিয়েলস্ আছে যেগুলি কাগজকল চালানোর জন্য দরকার। তারমধ্যে কয়লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব জিনিসগুলি বাইরে থেকে আনতে হয়। তেমনি কাগজ তৈরী হলে পরে ত্রিপুরার বাইরের কাগজ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়। ত্রিপুরার যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা তা ত্রিপুরার যে আমদানী হয় তার উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থাতে প্ল্যানিং কমিশন, অর্থ মন্ত্রনালয়কেন্দ্র মনে করছেন যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা যতদিন না পর্য্যন্ত উন্নতি না করা যায় ততদিন পর্যন্ত কাগজকলটি করা যাবে না। ইতিমধ্যে আমরা তাদেরকে জানিয়েছি কয়লার চাহিদার গ্যাস পূরণ করা সম্ভব হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে গ্যাস আমরা কয়েকটা জায়গাতে পাচ্ছি। কাজেই গ্যাস ভিত্তিক কাগজ কল করা যেতে পারে। এই প্রস্তাব আমরা দিয়েছি। এবং আমরা যদি অনুমোদন পাই তাহলে তালাদা করে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করব। যদি মনে করি এখানে কাগজ কল করা সম্ভব এবং এখান থেকে যদি তার প্রস্তুতি চলে, কারণ কাগজ কল স্থাপন করতেও ৩।৪ বৎসর লেগে যাবে। এই-সব কথা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। এখন পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন সদুত্তর পাইনি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

প্রশ্ন

১। সামগ্রিকভাবে তাঁতশিল্পের উন্নয়নে রাজ্যসরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

২। অবলম্বিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে উদ্ভূত ফলাফল সম্পর্কে কোন পর্য্যালোচনা বা সমীক্ষা হয়েছে কি ?

৩। হয়ে থাকলে পর্য্যালোচনা রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কি ?

উত্তর

১। তাঁতশিল্পের উন্নয়নে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছেন :—

ক) বার্ষিক প্রকল্প মাধ্যমে তাঁতশিল্পীগণকে ভর্ত্তুকীতে সুতা প্রদান, তাঁতঘর নির্মাণ বা মেরামতের জন্য অনুদান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁতশিল্পে শিক্ষাপ্রদান, তাঁতশিল্পে উচ্চতর শিক্ষাপ্রদান, তাঁতী সমবায়সমূহকে শেয়ার

মূলধন ঋণ, তাঁতঘর তৈরীর জন্য ঋণ, তাঁত আধুনিকি করনের জন্য ঋণ, অনুদান ইত্যাদি, ম্যানেজারের বেতন ভর্ত্তুকি প্রদান, তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর রেহাই প্রদান।

খ) ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্স ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাঁতী সমবায় সমিতিকে ন্যায্য মূল্যে সুতা ও যন্ত্রপাতি প্রদান, উৎপাদিত বস্ত্র বিপণন স্থাপনের ব্যবস্থা করা, করা,জনতা শাড়ী উৎপাদন ও বিপণন, কর্পোরেশনকে শেয়ার মূলধন প্রদান।

গ) ত্রিপুরা এপেক্স উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সদস্য তাঁতী সমবায় সমিতি সমূহের উৎপাদিত কাপড় বিপণনের ব্যবস্থা করা এবং এপেক্স উইভার্স সোসাইটিকে শেয়ার মূলধন প্রদান।

২। কোন সমীক্ষা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী মানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আমাদের রাজ্যে যেহেতু বড় বা মাঝারি ধরণের কোন শিল্প নাই সেহেতু তাঁত শিল্পকে কুটিরশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করে তার মাধ্যমে রাজ্যে যারা বেকার বা কর্মহীন আছে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ান যেতে পারে (এক নম্বর)। (২ নম্বর) গত ৫ বছরে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার পর্য্যালোচনা যেহেতু এখনও হয় নাই সেহেতু এ সম্পর্কে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজ্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—নিশ্চয়ই বিষয়টা বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বসিরাম দেববর্মা।

আচ্ছা মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস সাপ্লিমেণ্টারি বলছেন।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, রাজ্যে হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন যেটা আছে তার সঙ্গে বর্তমানে কতটা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি জড়িত এবং তাতে কতজন উপকৃত হয়েছে সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক কতটা এর সঙ্গে যুক্ত জানা নাই তবে প্যাক্স সোসাইটি দেখছে এবং যেখানটায় ওরা পারছে না সেখানটায় হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন দেখছেন। তাঁতীদের কাছ থেকে নির্দ্ধারিত মূল্যে উৎপাদিত বস্ত্র আমরা ক্রয় করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করছি। হ্যাণ্ডলুমের ঠিক নাম্বারটা আমার কাছে নেই তবে কমার্শিয়েল উইভার্স যারা আছে তার ২০০০ বেশী উপকৃত হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যে ৩টি ডাইং হাউজ করার পরিকল্পনা ছিল, সে কাজগুলির কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং না হয়ে থাকলে তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শান্তিরবাজারে, আমবাসায় এবং ধর্মনগরে যে ত"াতগুলি আছে সেগুলির কাজ আমাদের অবিলম্বে শুরু করার পরিকল্পনা আছে। শান্তির বাজারের সাইড সিলেকশন হয়ে গেছে। ধর্মনগরের জন্য ৪০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং ঐটার প্রজেক্ট যারা দেবেন তারা এসে গেছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, সেখানে জায়গা আমরা এই সপ্তাহে বা আগামী সপ্তাহে নিয়ে নেব।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাইলট সেন্টার যেগুলি আছে সেগুলির উদ্দেশ্য কি এবং সেগুলি উপযুক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পাইলট সেন্টারগুলিতে ৩ শিফ্‌টে উইভার্স'রা কাজ করে। সেখান থেকে ৯ লক্ষ টাকার বেশী প্রোডাকশন হয় এবং সেগুলি বিক্রীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং সে দিক থেকে পাইলট সেন্টারগুলি প্রথমে যে উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছিল তা ছিল উইভিং ট্রেনিং দিয়ে ত"াতীদের সংগঠিত করা। যেসমস্ত সেন্টারগুলি আছে আমরা এখন সেগুলিকে কন্‌সোলিডেন্ট করছি। কারণ তার উদ্দিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে যান ত"াত প্রচলিত আছে অর্থাৎ ঘরে ঘরে ত"াত আছে তারমধ্যে যারা গরীব দুস্থিত আছে সে সমস্ত পরিবারদের সরকার কিভাবে এবং কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটার উত্তর হল—আমাদের শিল্প দপ্তর আগে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে সুতো নিয়ে ওদেরকে দিত এবং তা সামান্যই দেওয়া হত। তাতে তাদের নিজস্ব ব্যবহারের পাচরা তৈরী হত। কিন্তু ইদানিং তাদের পাচরা স্কীমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাতে ১টা পাচরা থেকে তারা কম করে হলেও ১০ টাকা অর্জন করতে পারবে। তাতে প্রায় ৩০ হাজারের মত পাচরা আমরা সংগ্রহ করতে পারব এবং তাতে৩ হাজারের বেশী উপজাতি নন-কমার্শিয়েল উইভার্স'রা উপকৃত হবেন। কিন্তু সমস্যটা হচ্ছে আরেকটা জায়গায় কারণ তাদের যে প্রোডাকশন সে প্রোডাকশনটার মার্কেটিং ফেসিলিটিজ খুব সীমিত। যারা ট্রেডিশন্যালি কাজ করছে তারা তাদের নিজেদের ব্যবহারের পাচরাই তৈরী করছে। কারণ অন্যান্যরা তাদের এই পাচরা ব্যবহার করে না। তবে ইদানিং আমরা পর্দা এবং স্কুলে বালোয়াড়ী সেন্টারে সেগুলি ব্যবহার করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর হিসাব করে দেখা হয়েছে যে পূজার সময়ে যে কাজের বিনিময়ে কাপড় দেওয়া হয় সে স্কীমগুলি যদি চালু থাকে তাহলে ২৫ হাজারের মত পাচরাকে মার্কেটিং এর দিকে নিয়ে যেতে পারব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ট্রাইবেলরা আমাদের কাছ থেকে পাছড়া কিনে নিয়ে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের মার্কেটিং সমস্যা থেকে যাচ্ছে। তাদের এই হেবিট গ্রো না করা পর্য্যন্তই এই সমস্যা থেকে যাচ্ছে।

একটা পাছড়া তৈরী করতে ২৮ থেকে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। কিন্তু আমরা সেটা বিক্রি করি মাত্র ১৬ টাকা কি ১৭ টাকায়। সুতরাং ট্রাইবেলদের যাতে ইণ্ডাষ্ট্রিজের দিকে নিয়ে আসা যায় তার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করছি। তাদের এজন্য নানা ধরনের সুযোগ

সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এইরকম একটি ট্রেনিং সেণ্টার আমরা খোলেছি জম্পুই হিলে। সেখানে উপজাতিদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা এখন পর্য্যন্ত সেখানে এক হাজার মিটার কাপড় তৈরী করতে পেরেছি। কাজেই তাদের একটা হেবিট আগে গড়ে তুলতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ট্রাইবেলদের একটা অংশকে কেবলমাত্র এই স্কীমে আনা হয়েছে। কিন্তু যাদের এখনো আনা হয়নি বা তাদের আনা যাচ্ছে না তাদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য অন্য কোন ধরনের স্কীম নেওয়া হয়েছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যপারে আলাদা প্রশ্ন এলে তার জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খয়েরপুরে এই ধরনের দুটি ট্রেইনিং সেণ্টার রয়েছে। অথচ গত ৬ মাসেও এই ট্রেনিং সেণ্টারে কোন শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেন নি এবং যারা এই সেণ্টারে শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন তারাও রীতিমত তাদের বেতন পাচ্ছেন না, এ ছাড়াও বহু শিক্ষার্থী দু বছর ট্রেনিং নিয়েও বাড়িতে বসে আছেন তাদের কোন কর্ম সংস্থান হয়নি এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন এলে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১১৩।

প্রশ্ন

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিকে পুনর্গঠনের কাজ করা হবে কি, যদি করতে হয়, তাহলে কতটি গাঁওসভাকে এরূপ পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

২। গাঁওসভাগুলিকে গ্রাম সমিতি করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সরকারের উদ্যোগ আছে কি ?

৩। তাহলে কতটি গ্রাম সমিতি হবে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

৪। গাঁওসভার নির্ব্বাচনের সাথে সাথে কি গ্রাম সমিতির নির্বাচন করা হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরূপ কোন পুনর্গঠনের কাজ করার সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২। নাই।

৩। প্রশ্ন আসে না।

৪। না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সমবায় পদ্ধতিতে বর্তমানে কয়টি চা বাগান পরিচালিত হচ্ছে ?

২। ঐ ধরনের কতগুলি চা সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

৩। রাজনগর ব্লকের ডিমাতলীতে চা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাগান তৈরী করার কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। ৬ (ছয়টি)।

২। বর্তমানে চা সমবায় গড়ে তোলার কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। তবে চা সমবায় গড়ে তোলার উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। ডিমাতলী চা সমবায় সমিতি গত ১৭.৬.৮২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইয়াছে। এই সমবায় সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাদি এখনো সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। উক্ত সমবায়টি চা বাগান তৈরীর জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে (শিল্প বিভাগের নিকট) আবেদন করিয়াছেন। আবেদন পত্রটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

[illegible] আর্থিক বৎসরে কো-অপারেটিভ প্র্যাক্টিস [illegible] উক্ত সমিতিকে ম্যানেজারিয়েল গ্রান্ট বাবদ ৫,০০০ টাকা এবং শেয়ার ক্যাপিটেল বাবদ ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ চা বাগান তৈরী করার জন্য সমিতিকে যে জায়গা দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ কত ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ২৪৮।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ২৪৮।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরের (১৯৮৩-৮৪) ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত অমরপুর মহকুমায় এন, আর, ই পি ও এস, আর, ই, পি'র মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ?

২। এতে কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে এবং কতজন উপকৃত হয়েছেন ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরের (১৯৮৩-৮৪) ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত অমরপুর মহকুমায় এস, আর, ই, পি, তে মোট ৫,০১,৮২৫ টাকা এবং এন, আর, ই, পি, তে ৫২,২৫৭·০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ঐ কাজের জন্য এস, আর, ই, পি, তে ৬১,৮৪৩ শ্রমদিবস এবং এন আর, পি, তে ১০,৬৯৯ শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে। এবং ঐ কাজের মাধ্যমে এস, আর, ই, পি তে ১২,৩৬৬ জন এবং এন, আর, ই, পি, তে ২,১৩৯ জন উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এন, আর, ই, পি, থাকাতেও সরকার কেন এস, আর, ই, পি, হাতে নেন ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এন, আর, ই, পি, হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার-এর টাকার দ্বারা পরিচালিত। আর এস, আর, ই, পি হচ্ছে রাজ্য সরকারের টাকার দ্বারা পরিচালিত। অনেক সময় দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার এন, আর, ই, পি, টাকা সময়মত দিচ্ছেন না তখন রাজ্য সরকার এই এস, আর, ই, পি এর মাধ্যমে কাজ চালিয়ে নিয়ে যান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে বিভিন্ন গাঁওসভাগুলিতে কাজ বিতরনের সময় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি টি, ইউ, জে, এস, সমর্থিত গাঁওসভাগুলিতে কম কাজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিজেই বি, ডি, সি, র একজন মেম্বার। সুতরাং তিনি নিজেই জানেন কিভাবে কোথায় কি পরিমাণ কাজ দিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কিন্তু বি, ডি, সি, র সুপারিশক্রমে কাজ বণ্টন করা হয় না। আমরা দেখেছি যেখানে বামফ্রন্টের দলীয় প্রধানরা রয়েছেন সেখানে তারা বেশী কাজ পেয়েছে। আর টি, ইউ, জে, এস, সমর্থিত গাঁওসভার কোন প্রধান গেলে তাকে টাকা হাতে নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দল ভিত্তিক কোন কাজ করা হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৮।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৮।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ব্লকের অধীনে বি, আই, ডি, সি, কিভাবে কাদের নিয়ে গঠন করা হয় ; এবং

২। উক্ত কমিটির মেয়াদ কত বৎসর ;

৩। কোন নির্বাচিত জন প্রতিনিধিকে (বিধায়ক) উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করতে হইবে এমন কোন নিয়ম আছে কিনা ;

৪। অমরপুর ব্লকের অধীনে বি, আই, ডি, সি, এর বর্তমান চেয়ারম্যান কে ; এবং

৫। কবে নাগাদ উক্ত কমিটির পুনঃ গঠন করা হইবে ?

উত্তর

১। বিভিন্ন ব্লকের অধীনে সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া বি, আই, ডি, সি, গঠন করা হয়। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বি, ডি, ও, এবং শিল্প সম্প্রসারক অফিসার উক্ত কমিটিতে থাকেন।

২। কমিটির কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নাই।

৩। না, এমন কোন নিয়ম নাই।

৪। অমরপুর ব্লকের বি, আই, ডি, সি, এর বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামল সাহা।

৫। চলতি মাসেই (জুলাই ১৯৮৩ ইং) অমরপুর ব্লকের বি, আই, ডি সি, এর পুনর্গঠন করা হইবে।

শ্রীজওহর সাহা :—এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে বি, আই, ডি, সি, এর যে সকল লোককে সিলেক্ট করা হয় সেখানে যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার না করে শুধুম াদলীয়ভিত্তিতে—

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এটা সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অমরপুরে যাদের নিয়ে এই বি আই, ডি, সি, কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে বিরোধী দলের কোন লোক নেওয়া হয়নি তার কার

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা মনোনীত কমিটি। যাদের নিলে জনগণের উপকার হবে বলে সরকার মনে করেন তাদেরই এই কমিটিতে নেওয়া হয়।

শ্রীজওহর সাহা :—যাদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের নাম জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সেজন্য আলাদা নোটিশ দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে আকাশবাণীতে খবর দেবার কি পদ্ধতি রয়েছে ; এবং

২। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্য সরকারের প্রেরিত কতকগুলি সংবাদ বা বিবৃতি আকাশবাণীতে প্রচার করা হয়েছে এবং তা মূল সংবাদের বা বিবৃতির কত ভাগ ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে যে সব সংবাদ প্রচারিত হয় তার কপি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া এর পর যে সব সংবাদ তথ্য দপ্তর প্রচার করে সেগুলোও বিশেষ তৎপরতার সাথে টেলিফোন যোগে

অথবা সংবাদ প্রচারে, পর্যন্ত আকাশবাণীতে পাঠানোর যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আকাশবাণীর সংবাদ সম্প্রচারের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে সমস্ত সংবাদ তথ্য দপ্তর থেকে প্রচার করা হয় সেগুলোর কপি পরের দিন আকাশবাণী কেন্দ্রে পাঠানো হয়ে থাকে।

২। এ ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে আগরতলা শহরে পৌর নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যখন সারা শহরের মানুষ উৎফুল্ল তখন যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের নাম আকাশবাণী থেকে ঘোষণা করা হয় নি এবং সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে এই খবর দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—নিশ্চই তথ্য দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যে এতবড একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কি ভিত্তিতে এতবড একটা কেন্দ্র আকাশবাণী, সেটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নয়, অন্যান্য রাজ্যের মানুষকেও জানতে দিল না। সেই চিঠির জবাব আমি এখনও পাইনি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মিঃ স্পীকার—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৪

প্রশ্ন

১। আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে সুপারিশকৃত সকলেরই ব্যাংকের ঋণ পেয়েছেন কিনা ?

২। সুপারিশকৃত পরিবারের সংখ্যা এবং ব্যাংক ঋণ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা কত ?

৩। উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী সব কয়টা পরিবার ঋণ না পাওয়ার কারণ কি ?

৪। রাজ্যের ব্যাংকগুলি এবং জাতীয়কৃত ব্যাংকের মধ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণে সাফল্য কার বেশী ?

উত্তর

১। না।

২। ১৯৮২-৮৩ সনে সুপারিশকৃত পরিবারের সংখ্যা ১৭,৯৮০
ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ১০,৮০১

৩। সুপারিশ অনুযায়ী ঋণ না পাওয়ার কারণ নিম্নরূপ :—

ক। সুপারিশকৃত পরিবারের মধ্যে পূর্ব ঋণ গ্রহীতার সংখ্যার আধিক্য।

খ। চাহিদা অনুযায়ী উন্নত-জাতের গরু ও অন্যান্য সামগ্রীর অভাব।

গ। বৃহৎ অংশে জমির সঠিক মালিকানার অভাব।

ঘ। রাজ্য সমবায় ব্যাংক, ল্যাম্পস, ইত্যাদির আর্থিক দুরবস্থাজনিত ঋণ দানে অক্ষমতা।

ঙ। প্যাক্স ইত্যাদির ঋণদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী যথাযথ পূরণে অসুবিধার কারণে ব্যাংক ভিত্তিক ঋণ দানে বিলম্ব।

চ। আই-আর-ডি-পি রূপায়ণে উপরোক্ত অগ্র ও পশ্চাৎমুখী কার্যকরী সংযুক্তির অভাব।

ছ। উপযুক্ত সংখ্যায় ব্যাংক ফিল্ড্‌ষ্টাফের অভাব।

জ। এখনও এই ব্যাপারে সমীক্ষা করা হয় নাই।

শ্রীভানুলাল সাহা—যারা এখনও ঋণ পাননি তাদের ঋণ পাওয়ার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—যে সমস্ত কারণগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি থাকা সত্ত্বেও যাতে আরও সহজতর প্রণালীতে গরীব অংশের মানুষেরা যথাযথ ভাবে ঋণ পেতে পারেন তার জন্য রাজ্য ভিত্তিক ব্যাংক অফিসার এবং কর্মচারীদের নিয়ে একটা আলোচনা করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে কি করা হয়েছে সেটা এখনও জানানো হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহিন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A" & "B")

REFERENCE PERIOD

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই সভার শুরু থেকে অর্থাৎ তারিখ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটা কলিং এটেন্‌শান নোটিশ এবং প্রশ্ন দিয়েছি। কিন্তু লক্ষ্য করছি, আজ পর্যন্ত সেগুলির কোনটাই আসে নি এর কারণ আমরা জানতে চাই?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনারা আমার অফিসে আসুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আপনার অফিসে যাওয়ার কি আছে। এটা তো আমাদের অভিযোগ যে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কলিং এটেন্‌শান নোটিশ দিয়েছি, কিন্তু সেগুলি আজ অবধি আসে নি। স্যার, আমরা কিছু দিলে সেটা যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে কি সেগুলিকে আসতে দেওয়া হবে না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কি আমার সম্পর্কে কিছু বলছেন?

শ্রী অশোককুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমরা আশা করব যে আপনি নিউট্রায়েল থাকবেন। কলিং এটেনশানের অনেকগুলি নোটিশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আসে নি।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়ে থাকলে সেগুলি যদি নিয়ম-বিধি অনুসারে হয়, তাহলে নিশ্চয় দেওয়া হয়।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমাদের এখানে কিছু বলার বা অভিযোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছি যে আমাদের সেই অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনাদের কিছু জানার থাকলে নিশ্চয় আপনারা থেকে জেনে নেবেন। তাছাড়া এখানে নিয়ম বিধি অনুসারে সব কিছু করা হয়, আমি আশা করব আপনারা সেই সব নিয়ম-বিধি মেনে চলবেন।

মিঃ স্পীকার :- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ১৩-৭-৮৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর উত্থাপিত বিষয়টি হল গত ১২ই জুন কমলপুর মহকুমার হালাহালি বাজারে উগ্রপন্থিদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণ, লুঠতরাজ ও হত্যা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত উপরোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১১-৬-৮৩ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ৯টা ৪৫ মিঃ এর সময় ২৪ ২৫ জনের একটি উগ্রপন্থীদল মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কমলপুর মহকুমাস্থ হালাহালি বাজারে হামলা চালায় এবং বাজারস্থিত সর্বশ্রী খোকন দাস, অজিত দাস, হারাধন চৌধুরী, লক্ষ্মী সিং, সুভাষ দে ও অন্যান্যদের দোকান হইতে রেডিও, ঘড়ি টর্চ কাপড় ইত্যাদি এবং নগর টাকা সমেত প্রায় ৫১,৩৭৫ টাকা মূল্যের জিনিস-পত্র লুঠ করিয়া নিয়ে যায়। এই হামলার ফলে কৃষ্ণ সিং নামে এক ব্যক্তি মারা যান এবং আরও ৯জন আহত হন। এই ৯ জনের মধ্যে শ্রীহারাচাঁদ সিং নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হইয়া মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং পরে তিনি কমলপুর হাসপাতালে মারা যান। আহত ৮ ব্যক্তির নাম :—

১। শ্রীবিনোদ দেবনাথ, পিতা বঙ্ক দেবনাথ,

২। শ্রীআশোতোষ ভৌমিক, গ্রাম দেবীচরা।

৩। শ্রীশংকর ঋষিদাস, পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রদাস, জগহরিমুড়া।

৪। শ্রীপ্রেমানন্দ মল্লিক, পিতা মৃত নরেন্দ্র মল্লিক, হালাহালি।

৫। মহঃ জম্মুন মিঞা, পিতা মৃত আহমেদ আলী, হালাহালি।

৬। শ্রীগৌরহরি সিং পিতা মৃত খেমে সিং, হালাহালি।

৭। শ্রীমনীন্দ্র দেব চৌধুরী, পিতা মৃত ব্রজনাথ চৌধুরী।

৮। শ্রীকনক লাল দত্ত, পিতা পরেশ চন্দ্র দত্ত, কান্দিগ্রাম।

এই ঘটনায় কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৬।৩৯৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় মকোদ্দমা নং ৯(৬)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৭ ব্যক্তিকে যথা :

১) শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্ম্মা, ২) অখিল্ল দেববর্ম্মা, ৩) শ্রীঅমর মানিক মরশুম, ৪) শ্রীগিরিন্দ্র দেববর্ম্মা, ৫) শ্রীযশুদা মরশুম, ৬) শ্রীনেহায়ুয়া কলই, এবং ৭) শ্রীরসনা কলইকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারীকৃত এই ৭ ব্যক্তির মধ্যে ৪ ব্যক্তি বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—স্যার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। হালাহালি বাজারে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যে দুইজন নিহত হয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন, তাদের সরকার থেকে কি ধরণের সাহায্য করা হয়েছে, এবং যাদের দোকান ঘর লুঠ করা হয়েছে, তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—যারা নিহত হয়েছেন, তাদের একজনকে কাজ দেওয়া এবং কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা সেই আদেশ পেয়েছেন কিনা, আমি এক্ষুণি কিছু বলতে পারছি না। আর যারা আহত হয়েছেন, তাদের চিকিৎসার সময়ে সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর যাদের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাংকের মাধ্যমে কিছু আর্থিক সাহায্য তারা যাতে পেতে পারেন, তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে ৭ জনকে এরেস্ট করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, তারা সকলেই উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কি না বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই ধরণের তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে হালাহালি বাজারে উগ্রপন্থীদের যে হামলা হয়েছিল, তার আগেও সেখানে এই ধরণের হামলা হতে পারে পুলিসী রিপোর্ট ছিল যে কারণে ঐ অঞ্চলের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্য আগে থেকে সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এর আগেও কমলপুরের কয়েকটি অঞ্চলে উগ্রপন্থীরা হানা দিয়েছিল তখন হালাহালিতে সি, আর, পি, ক্যাম্প ছিল। উগ্রপন্থী দমনের জন্য সাময়িক ভাবে হালাহালি থেকে সি, আর, পি ক্যাম্প সরিয়ে আনা হয়েছিল। এখন অবশ্য আবার সেখানে সি, আর, পি, ক্যাম্প বসানো হয়েছে। শুধু সেখানে কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি বাজারে যাতে এই ধরণের হামলা না হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা ঠিক কিনা যে উইদাউট দি নোলেজ অব দি স্টেট গভর্ণমেন্টের সেখান থেকে সি আর. পি ক্যাম্পটা তুলে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সি. আর. পি. স্টেট গভর্ণমেন্ট অণ্ডারে কাজ করছে, কাজেই এটা সত্য হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হা মোহদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি, তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—গত ৫।৫।৮৩ইং কৈলাশহর মহকুমার এন, সি, পাড়ায় উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক রাবার বাগান অগ্নিদগ্ধ করা, সরকারী গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া এবং টাকা লুঠ করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতিও দিয়েছি। এখন আমি

মাননীয় পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে পরবর্তী কোন তারিখে বিবৃতি দেবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আগামী ১৫ই জুলাই তারিখে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকালিকুমার দেববর্মা মহোদয়, তাঁর নোটিশটির বিষয় বস্তু হল গত ২৫-৩-৮৩ইং তারিখে তুই-সিন্রাই এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবি ইউনিয়নের খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য হরিপদ মণ্ডলের দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী কোন তারিখে বিবৃতি দেবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগামী ২০ জুলাই তারিখে এই সম্পর্কে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "বিগত ৪ঠা জুলাই রাত অনুমান ৮টায় সেকেরকোট বাজারে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক মৎসজীবী ইউনিয়নের প্রাথমিক কমিটির সভাপতি উমেশ দাস, যতীন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণ দাস সহ বেশ কয়েক জন ব্যক্তি বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তি একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে ১৯শে জুলাই ১৯৮৩ইং বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ১৪ই জুন ১৯৮৩ইং উদয়পুরের খুপিলং বাজারে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমন ও লুঠতরাজ সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—গত ১৪ই জুন ১৯৮৩ইং উদয়পুরের খুপিলং বাজারে উগ্রপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমন ও লুঠতরাজ সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ই জুন ১৯৮৩ইং রাত্রি প্রায় ৮ টা ৪০ মিনিটের সময় জলপাই রংগের পোষাক পরিহিত অনুমান ১৫/২০ জনের অজ্ঞাত পরিচিত একটি উগ্রপন্থী দল খুপিলং বাজার আক্রমন করে ৫ জনকে লোহার বড ধারালো অস্ত্র, দেশী বন্দুক এবং রাংকেল দ্বারা আহত করে ৫টি রেডিও সেট, ২টি টর্চ লাইট, ৫টি হাতঘড়ি, বিড়ি, সিগেরেট, মেচ, সাবান ইত্যাদি যাহার আনুমানিক মূল্য ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় দুবৃত্তরা কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষন করে জনসাধারণকে হটিয়ে দেয়।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিল্লা থানার ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫/৩৯৭/৩৯৮/৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় শ্রী অংকুর চন্দ্র দেবনাথের অভিযোগ ক্রমে মোকদ্দমা নং ৩(৬)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনার পূর্বে খুপিলং গ্রামের দুইজন অভিযুক্ত ব্যক্তি শ্রী সূর্য্য জমাতিয়া এবং গয়ারাম জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। তাহারা কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি—খুপিলং বাজার যে দিন আক্রান্ত হয় ঠিক তার আগের দিন টি এন. ভি.র কিছু লোক বন্দুক ইত্যাদি ঐ যাদের এরেষ্ট করা হয়েছিল গয়ারাম জমাতিয়া এবং সূর্য্য জমাতিয়া এদের বাড়ীতে অবস্থান করেছিল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই খবর আমার জানা নাই।

শ্রী কেশব মজুমদার : -মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি উপজাতি প্রভাবিত পূর্ব খুপিলং এর উপজাতি যুব-সমিতির অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শ্রী গয়ারাম জমাতিয়া তিনি সাধারনত রাত ১০/১১ টার পর্য্যন্ত খুপিলং বাজারে থাকেন কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টায় চলে গিয়েছিলেন এবং সূর্য্য জমাতিয়ার বাড়ী যাওয়ার পথে লুঠ করা কিছু জিনিষ পাওয়া গিয়াছে এই রিপোর্ট আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী : —স্যার, কিছু জিনিষ পত্র পাওয়া গিয়েছে কিন্তু এর সঙ্গে উপজাতি যুব-সমিতির কোন নেতা এর সঙ্গে জড়িত কিনা তা বলতে পারছি না।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কি যে শ্রী স্বপন দেবনাথ, শ্রী নৃপেন দেবনাথ শ্রী শচীন্দ্র দেবনাথ শ্রী রবীন্দ্র দেবনাথ এরা সি. পি. এম. এর সমর্থক এর যে সব দোকানে বাকীতে জিনিষ পত্র কিনতো সেই সব দোকানের বাকী খাতাগুলিও সেই সঙ্গে লুঠ হয়ে গিয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি শ্রী বলরাম জমাতিয়া উনি একজন সি. পি. এম. এর সমর্থক এবং গত ১৪ই জুন রাত ৭টার পর উনার বাড়ীতে অনন্ত মনসুম, বীরলাল জমাতিয়া প্রমুখ কিছু লোক খাওয়া দাওয়া করেছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যারা এর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করেছে তারা এর মধ্যে ডাইরেকটলী জড়িয়ে পড়তে পারে বলে ষড়যন্ত্র করে সূর্য্য জমাতিয়া, তিনি একজন টিচার এবং গয়ারাম জমাতিয়া এবং তারা উপজাতি যুবসমিতির সমর্থন করে সেজন্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই তথ্য জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার জানা ছিল যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক যাই হোক এ সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে তদন্তেই সব কিছু প্রকাশ পাবে তখনই সব কিছু ঠিক হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, অনন্ত মুরসুম, বিরলাল জমাতিয়া তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যদি সাহায্য করেন তাহলে পুলিশ যে কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখামিক সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পন সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভা এবং তার বাইরে উপজাতি যুব সমিতির, 'উগ্রপন্থী' নেতা ও কর্মিদের নিকট আবেদন জানান, তারা যেন সশস্ত্র সংগ্রামের' ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করেন। তারা যদি ডাকাতি, নরহত্যা, খুনও গুম করা, বাজার লুঠ করা, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি জঘন্য কার্য্যকলাপ থেকে সডে আসেন, তাদের বে-আইনীভাবে সংগৃহীত অস্ত্র শস্ত্র সরকারের নিকট জমা দেন. সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক কার্য্যসূচির উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং তা শান্তীপূর্ণভাবে রুপায়নে আত্মনিয়োগ করেন তবে বামফ্রন্ট সরকার তাদের অতীতে কার্য্যকলাপের জন্য তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন না। যারা অস্ত্র শস্ত্র সমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তাদের জন্য সরকার অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। তাদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা আছে, তা রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করে তুলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করবেন।

তথাকথিত 'এ-টি-পি-এল-ওর' প্রেসিডেন্ট বলে পরিচিত শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া বামফ্রন্ট সরকারের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবের সাথে মুখ্যমন্ত্রী অফিস কক্ষে তার কয়েকজন সহকর্মীসহ দেখা করেন। তাদের সাথে আলোচনার মধ্যদিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের এই ধারণা হয়েছে যে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সত্যি সত্যি আগ্রহী। তাই তারা যাতে তাদের সমর্থকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আত্ম সমর্পনের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন তার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে তাদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। আলোচনা যেহেতু এখনো চলছে, তাই এখনি বিধানসভায় আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ দেয়া জন স্বার্থেই সংগত হবে না বলে মনে করি।

বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের একথা জানানো কর্তব্য বলে মনে করি যে, শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া এবং তার সহকর্মীদের সাথে এই এই শান্তির আলোচনা সমগ্রভাবে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী তৎপড়তা বন্ধ করার পক্ষে সহায়ক হচ্ছে। যে সকল যুবক ও ছাত্র বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে পা দিয়েছিল তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। উগ্রপন্থীরা উপজাতি এলাকায় জনগণের সমর্থন না পাওয়ার ফলে অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ছেন। তাদের মধ্যে ২ তালা সৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে, সম্প্রতি আগরতলায় অনুষ্ঠিত রাজ্য ভিত্তিক উপজাতি সম্মেলনে শান্তির জন্যে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। তাই, মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো, উগ্রপন্থীদের জনবিচ্ছিন্ন করা এবং যারা ঐ ভুল পথ পরিত্যাগ করেছেন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বামফ্রন্ট যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে তারা যেন আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন।

শ্রীমানিক সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার. এটা কি ঠিক যে বিনন্দ জমাতিয়া এবং তার সহকর্মীদেরকে সরকারের তরফ থেকে নিরাপত্তার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক আমি ষ্টেটমেন্টেও বলেছি যে যারা আত্ম সমর্পণের জন্য প্রস্তুত তাদেরকে নিরাপত্তার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আলাপ আলোচনা হয়েছে তাহলে তাদের সাথে আত্ম-সমর্পণের সময় কি কি জিনিস থাকবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— যেহেতু ব্যাপারটা আলোচনার পর্য্যায়ে এখনও আছে সেই হেতু এখনই হাউসের সামনে বলা যাবে না।

শ্রীমানিক সরকার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের সংগে কি টি. এন. ভির কিছু সদস্য থাকবেন ? বা টি. এন. ভি সদস্যদের মধ্যে কারোর সহিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, টি. এন. ভির. কোন সদস্যের সঙ্গে আলোচনা হয় নি।

শ্রীমানিক সরকার :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বিজয় রাংখলের সঙ্গে আত্মসর্পণের ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়েছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে বিজয় রাংখলের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মুখমন্ত্রী উনার বিবৃতিতে বলেছেন যে বিনন্দ জমাতিয়া উপজাতী যুব সমিতির একজন সদস্য। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি যে বিনন্দ জমাতীয়াকে দল থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্ত্তমানে তিনি এই যুব সমিতির কেউ নন্ ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্যার, এটা আমর জানা নেই। উনি তো যুব সমিতির প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তেলিয়ামুড়াতে যে ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হয়েছিল সেটার ভার-প্রাপ্ত একজন সেনাপতি ছিলেন তিনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, বিনন্দ জমাতিয়া সরকারের গাড়ী নিয়ে তিনি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে যুব সমিতির কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং বলছে যে তোমরা সি. পি. আই (এম) অথবা ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদে যোগ দেও এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জাননে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই উগ্রপন্থীর সমর্থন। এটা ঠিক নয়। গণমুক্তি পরিষদে বা সি. পি. আই (এম) যোগ দেওয়ার জন্য আলোচনার কোন স্তরে বলা হয়েছে সেটা কথা নয়। যে কোন দলের লোক আত্মসপর্ণ করতে পারে, যদি তারা উপজাতী যুবসমিতির ও হয় তাদেরকে বাঁধা দেওয়া হবে না, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে। উগ্রপন্থী কাজ যারা করছেন তারা যে কোন দলের হোক তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করা হবে।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি, কবে নাগাদ বিনন্দ জমাতিয়া তার অনুগামী সহ আত্মসমর্পণ করতে পারে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি, আলোচনা একটা জায়গায় আনতে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—এটা কি ঠিক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন বিনন্দ জমাতিয়া তিনি তার ২০০ অনুগামী নিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন ? এবং এর জন্য বিনন্দ জমাতিয়া উপজাতি সমর্থকদের হুমকী দিচ্ছে, তার গ্রুপের লোক বলে কার্ড নেওয়ার জন্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এইসব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :—এটা কি ঠিক যে, কথাবার্ত্তার সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিনন্দ জমাতিয়া এই আশ্বাস দিয়েছে, আত্মসমর্পনের পর তারা সি. পি আই. (এম) দলের হয়ে কাজ করবে। এবং তার ফলে মুখ্যমন্ত্রী তাকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী হয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা আমি আগেই বলেছি, কোন রকম সি. পি. এম. দলের হয়ে কাজ করার কোন প্রশ্ন উঠে না এবং উঠতে পারেও না। আমি আবার বলছি, তাদেরকে আমরা বলেছি, যদি তারা অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করে, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ২য়ত, যে সব মামলা মোকদ্দমা আছে সেগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—বিনন্দ জমাতিয়া যখন আলাপ আলোচনা করেন তখন কি তাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এখানে যে থার্ড ব্যাটেলিয়ন তৈরী করা হচ্ছে সেখানে উপজাতি থাকবে ৯০ জন এবং বাকী ১০ জন থাকবে অ-উপজাতি ? এই প্রতিশ্রুতি কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন ? এবং তাদের ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই ব্যাপারে কোন সর্ত নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় নি। এই রকম কোন বাইণ্ডিং থাকতে পারে না। ভারতবর্ষের কোথাও নেই। ত্রিপুরায়ও নেই। তবে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য তো জুমিয়াদের রাবার বাগান করার জন্য ২০ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। কেহ যদি রাবার বাগান করতে চান, তাহলে চাইলে টাকা পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আণীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

১৯৮৩ ইং এর ৭ই এপ্রিল উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমায় উগ্রপন্থী চূণী কলই-এর গ্রেপ্তার সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৭.৪. ৮৩ ইং তারিখ বেলা ৪টা ৩০ মিঃ এর সময় ৬ জনের একটি উগ্রপন্থী দল ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র সহ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিক রায় থানার অন্তর্গত নূতন করমছড়া বাজারের একটি রেশন দোকানের উপর আক্রমন করে। উগ্রপন্থীরা ২ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে রেশন দোকানের মালিক শ্রীহরেন্দ্র দেবনাথকে আহত

করে। তাহারা রেশন দোকান হইতে ৫০০০ টাকা এবং পশ্চিম করমছড়া বাজারের শ্রীমণ্টু পালের দোকান হইতে ৫০০ টাকা ও শ্রীমদনমোহন দাসের দোকান হইতে ১৫০ টাকা লুট করে।

অনুসন্ধান কালে ১টি ৯ এম. এম. খালি গুলির বাক্স ঘটনাস্থল হইতে উদ্ধার করা হয়। রেশন দোকানের মালিক শ্রীহরেন্দ্র দেবনাথ উগ্রপন্থীদের নিক্ষেপ করা গুলিতে আহত হইলে পর তাহাকে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পরে সেখানে তিনি এই আঘাত জনিত কারণে মারা যান।

এই ঘটনাটি ফটিক রায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(৪)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনার খবর পাইয়াই মনু সি. আর. পি. এফ ক্যাম্প হইতে শ্রীমানসাগড় সিং, ডি. এস পি. ও শ্রী.খাগাসরাম এস. আই. এর নেতৃত্বে একটি টহলদারী বাহিনী দুষ্কৃতকারীদের অনুসন্ধানের জন্য বাহির হন এবং চার জন উগ্রপন্থী উপজাতি যথা :- শ্রীচূণী কলুই, শ্রীকনক তারক কলুই, শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্মা (খোয়াই) এবং শ্রীচিংমরাং ত্রিপুরা (থামছড়া) কে গত ৭. ৪. ৮৩ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় তাহারা যখন মাছলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন আসাম-আগরতলা রোডের উপর করমছড়া ও মাছলির নিকট গ্রেপ্তার করেন। অনুসন্ধান কালে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হয়।

১। ১টি ৩৮ রিভলবার
২। ৩২টি ৯ এম. এম. গুলি
৩। ৪টি ব্যবহৃত ৯ এম. এম. গুলি
৪। ১টি গ্রেনেড, ১টি ডেটেনেটর সহ
৫। ৪টি হাত ঘড়ি
৬। ১টি ক্যামেরা
৭। ১টি টেলিফোন সেট
৮। নগদ ২৫৮৭ টাকা
৯। ১টি টি-এন-ভি স্ট্যাম্প
১০। ১টি ডায়েরী ও অন্যান্য কতক গুলি জিনিস।

এই ব্যাপারে অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৩ (৪) ৮৩ মনু থানায় নথি ভুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনাটির চার্জসীট দেওয়া হইয়াছে। শ্রীচূণী কলুই এই ঘটনা ছাড়া আরও ৩১টি অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

বর্ত্তমানে শ্রীচূণী কলুই এবং তাহার অপর ৩ সঙ্গীকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

শ্রীমানিক সরকার :—আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা মারফৎ জেনেছি, চূণী কলুই নাকি উল্লেখ করেছেন, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ট্রেনিং নিয়েছেন এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, যেহেতু মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে এবং চুনী কলুই-এর বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে কাজেই এই হাউসে এর বেশী তথ্য পরিবেশন করা ঠিক হবে না।

শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার,

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের একটা ব্যাপারে বিশেষ করে কলিং এটেনশান নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে যে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, সেই ক্লেরিফিকেশানগুলি যে ভাবে হাউসে উত্থাপন করা হয় তার বেশীর ভাগই এলাউ করা যায় না। আপনারা একটা জিনিষ সব সময় লক্ষ্য রাখবেন যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন যে স্টেটমেণ্ট দেন সেই স্টেটমেণ্টের যে সমস্ত পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টগুলির উপরই আপনারা ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন। পরবর্ত্তী সময়ে আপনারা এটার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

গভার্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনান্সিয়াল)

জেনারেল ডিসকাশন অব্ দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্

ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪ ইং।

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো - ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সালের বাজেট এ্যাষ্টিমেটসের উপর সাধারণ আলোচনা।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফহুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনারায়ন দাস :—মি: স্পীকার স্যার, গত ৮ ই জুলাই তারিখে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে কতগুলি জিনিষ লক্ষ্য করছি সেগুলি হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকার পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সেই ক্ষমতা পঞ্চায়েত যে ভাবে অপব্যাবহার করেছে এবং অর্থ যে ভাবে নয়ছয় হচ্ছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ত্রিপুরা সরকার বি ডি সি কে অর্থ মঞ্জুর করেন এবং সেই অর্থ বি ডি. সি চেয়ারম্যান প্রায়ে গঞ্জে যে সমস্ত গাঁও সভা আছে তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করেন। সেই বিলি বণ্টনে আমরা দেখছি যে বৈমাতৃসুলভ ব্যাবহার করা হচ্ছে। শাসক দলের সমর্থক এবং সমর্থক নয় এই দুইটা দলে ভাগ করা হয়েছে। স্যার, সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত মেলাঘর ৫০টি গাঁও সভা আছে। সেখানে একজন গ্রাম প্রধান, যিনি শাসক দলের সমর্থন পুর্ণ শ্রীসুকুমার বর্মন, উনি বি, ডি, সি থেকে সমস্ত রকম সাহায্য পাচ্ছেন। অন্যদিকে আরেক জন গ্রাম প্রধান, যিনি শাসক দলের সমর্থক নন, শশী বাবু উনি কাজ কারতে পারছেন না প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাবে। পরে উনি শাসক দলে যোগ দেওয়ায় প্রয়োজনীয় সাহায্য পাচ্ছেন। এই শাসক দলের সমর্থকরা কি ভাবে সরকারী নয়ছয় করবেন সেই চিন্তা ভাবনার

জন্য উনারা ঘরোয়া বৈঠক করেন। গ্রামে তাদের যে কমিটি আছে, সেই কমিটির সেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের মেম্বারদের বাদ দিয়ে প্রধানকে ধমকিয়ে উনাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নেন। গ্রামের মানুষ তো লেখাপড়া জানেনা। একজন শিক্ষিত লোক যা বলে তাই তারা মেনে নেয়। আজকে এই সাধারণ লোকদের জন্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেন, সে অর্থ শাসক দলের সমর্থক পুষ্টরা নয়ছয় করেন। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীরা যখন কোন জায়গায়তে জনসভা করেন তখন সেই জন সভাতে যোগদান করার জন্য গ্রামের লোকদের কুপন দিয়ে দেন। এই ভাবে সরকারী অর্থের অপব্যবহার চলছে। পঞ্চায়েত সক্রেটারী যদি এর বিরোধীতা করে তাহলে তাকে অন্যত্র ট্রেনসফার করে দেবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। আজকে সমস্ত ত্রিপুরাতে এই সমস্ত কাণ্ডাকারখানা চলচে। স্যার, জলসেচের জন্য গাঁও সভাতে পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। আমার সোনামুড়াতেও একটা পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে। এই পাম্পসেট দেওয়াতে সেখানকার সাধারণ কৃষকরা খুবই আনন্দিত হয়েছে যে এবার তারা অনেক ফসল ফলাতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল কৃষকরা যখন খেতে জল দেওয়ার জন্য পাম্পসেট চাইতে যায় তখন গাঁও প্রধান বলেন যে আজকে হবে না, আজকে পাম্পসেট বুক হয়ে গেছে, দুই-তিন দিন পরে আসবেন। এই পাম্পসেট শাসক দলের লোকদের সেবার কাজেই নিযোজিত। সাধরণ কৃষকরা এই পাম্পসেট-এর ব্যবহার করতে পারছেন না। হয়তো বা গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন লোকের মৎস্য চাষের জন্য পুকুরের জল সিঞ্চনে ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামের মধ্যে যাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে তারাই এই পাম্পসেট গুলি ব্যবহার করতে পারছেন। তাদের ধারনা গ্রামের মধ্যে বিত্তশালী লোকদের যদি দলে টেনে আনা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই দলে টেনে আনা যাবে। তাই তাদেরকেই ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পাম্পসেট গুলি ঝংকার ধরে নষ্ট হয়ে গেছে এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে খাদ্যের জন্য হাহাকার চলছে। গ্রামের মানুষদেরকে বাঁচাবার জন্যই প্যাকস গুলি তৈরী করা হয়েছে। সেই প্যাকস গুলিকে বিধান সভা নির্বাচন কালে ১ লক্ষ টাকা করে লোন দেওয়া হয়েছে। এই লোন দেওয়ার পরেই দেখা গেল এই প্যাকস গুলিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা এই সমস্ত কাজ করেছে তাদেরকে আইডেনটিফাই করার পরেও পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করছে না। কেন না এই লোক গুলি শাসক দলের সমর্থক। এই লোক গুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে প্যাকস গুলিকে আবার লোন দেওয়া হল কেন?

এই ভাবেই লুণ্ঠনের রাজত্ব কয়েম করছে বামফ্রণ্ট সরকার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনারায়ণ দাস :—আমাকে আরও তিন মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—না, আপনাকে আর তিন মিনিট সময় দেওয়া যাবে না, আপনি আর এক মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীনারায়ন দাস :— আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে নয় ছয়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে কেন কো-অপারেটিভ করা হয়েছে? আমরা জানি গ্রামের গরীব মানুষের উন্নতির জন্য করা হয়েছে কিন্তু আমরা আজকে লক্ষ্য করছি গ্রামের দরিদ্র মানুষরা সেই সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেলাঘর কো-অপারেটিভ গিয়ে দেখুন

সেখানে কি ভাবে লুটের রাজত্ব বলছে যার ফলে তার স্বীকার হচ্ছে দরিদ্র সাধারণ মানুষ। রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভের ৯ লক্ষ, ৬ হাজার টাকা তছনছ করা হয়েছে, সেই টাকার হিসাব চেয়েছিলাম কিন্তু কেন এখনও সেই টাকার হিসাব পাওয়া গেলে না? এটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণ মেনে নেবে না। নিশ্চয়ই না। কারণ দরিদ্র সাধারণের সামান্যতম সে চাহিদা সে চাহিদা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। গতকাল বাজেট ভাষণ দিতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার বাজেট বক্তব্যের সময় ১৯৮০ সনের জনের দাঙ্গার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন কং (ই) দাঙ্গা করছেন। কিন্তু সেই সময় মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী কং (ই) দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু আজকে বিধান সভায় দাড়িয়ে যখন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলছিল তখন তাঁরা বিভিন্ন ভাবে আঘাত আনছেন। এই বলে বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঙ্গু মগ।

শ্রীঅঙ্গু মগ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৮.৭.৮৩ইং তারিখ এ যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কেন না বিগত ৫ বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরা কেবল দলীয় স্বার্থেই কাজ করেছেন। তার কারণ হিসাবে আমি বলতে চাই সাতচাঁদ ব্লকে এখন পর্য্যন্ত কোন উন্নতি হয় নাই। এন. আর. পি এবং এস. আর. পির টাকা দিয়ে কোন কাজই করা হচ্ছে না সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ করা হচ্ছে। শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক স্কুল আছে সেখানে স্কুল ঘর করা হয়েছে এবং মাষ্টারও দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্কুল হচ্ছে না কারণ মাষ্টার নেই কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই হচ্ছে আজকে বামফ্রন্ট সরকারের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে ঘোড়াখাপ্পা রাস্তার আজ পর্য্যন্ত কোন উন্নতি হয় নি এবং শিলাছড়ি রাস্তারও অবস্থা তদ্রূপ। কারণ বিলোনীয়া, উদয়পুর হয়ে শিলাছড়ি যেতে মানুষকে ভীষণ কষ্ট করতে হয়। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন উনারা বলছেন অনেক রাস্তাঘাট করেছেন যদি সত্যই উনারা রাস্তাঘাট করে থাকেন তাহলে কেন আজকে ত্রিপুরার গ্রামে-গঞ্জের রাস্তাঘাটের চেহারা এই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে? কৃষির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন দরিদ্র কৃষকদের সাহায্য করা হচ্ছে জল সেচের মাধ্যমে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে জলসেচের কোন ব্যবস্থাই নেই। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার নাকি অনেক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যদি এটা সত্যি হয় তাহলে মনুঘাট, শ্রীনগর, ঘোড়াখাপ্পা ইত্যাদি স্থানে কেন এখন পর্য্যন্ত ডাক্তার পৌছায় নি কিন্তু তার জন্য বাজেটে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই অর্থ বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে এই টাকা কোথায় যাচ্ছে? কাজেই সর্বশেষে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে যেন সার্বিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হয় এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলী।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলি:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৮-৭-৮৩ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ

রক্ষা না করে তাদের দলীয় স্বার্থে রচনা করা হয়েছে। কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, বামফ্রন্ট রাজত্বে প্রশাসন প্রধানতঃ ও দলীয় স্বার্থে চলছে। বামফ্রন্ট শাসনে যত দলবাজী হচ্ছে এত দলবাজী আমি অন্ততঃ কোনদিন দেখিনি। প্রশাসনে ব্যাপক দলবাজীর সূত্রপাত এই বামফ্রন্ট রাজত্বে প্রথম। বামফ্রন্ট রাজত্বে দলবাজীর সীমা পরিসীমা নেই রাজ্য প্রশাসন মূলতঃ চালানো হচ্ছে সি, পি, এম, পার্টির স্বার্থে, গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে নয়। সি, পি, এম, নীতিগত ভাবে দলীয় একনায়কত্বে বিশ্বাসী গনতন্ত্রে নয়। সর্বক্ষেত্রে দলবাজী, দলবাজী চলেছে ও চলছে

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় সদস্য, আপনি আবার রিসেসের পর বলবেন। হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী—

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট রাজত্বে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট শাসনে দলবাজী সরকারী টাকা পয়সা খরচায় দলবাজী, ফুড ফর ওয়ার্কে দলবাজী, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দলবাজী, রিলিফে দলবাজী, চাকুরী ক্ষেত্রে দলবাজী চলছে, সবকিছু প্রতিষ্ঠানে দলবাজী চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত পাঁচ বৎসরে রাজ্য সরকারের হাতে দিয়েছিলেন শত শত কোটি টাকা গরীব মানুষের জন্য। কিন্তু এই শত শত কোটি টাকার কিছুটাও যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বা উন্নয়নের জন্য ব্যয় হত তাহলে সামগ্রিক ভাবে বঞ্চিত নির্যাতিত মেহনতী গরীব সাধারণ মানুষের বেশী উপকার হত। তারা এই টাকা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এই কারণে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ বিপর্যস্ত। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পাঁচ বৎসর বামফ্রন্ট শাসনে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে সরকারী অমূল্য ধন সম্পদ আত্মসাতের প্রমান আমাদের হাতে রয়েছে। তারা কি ভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন সরকার গত পাঁচ বৎসরের রাজত্বে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে পৃথিবীর নজীর-বিহীন একটা গনহত্যা পরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে বিধায়ক হত্যা, কৃষক, মজদুর, ছাত্র, গ্রামের গরীব অংশের গনতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে তারা হত্যা করছে, নারীধর্ষন, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই, আমরা এমন রাজত্বে বাস করছি, যে রাজত্বে খুনী আসামীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, উপরন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরাফেরা করছে। নিজের দলের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামের গরীব অংশের মানুষের যে অভাব অভিযোগ সেই অভাব অভিযোগ যাতে তারা প্রকাশ করতে না পারে, তাদের মুখ যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য তারা নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, সন্ত্রাস, নারীধর্ষন, লুণ্ঠন ইত্যাদি সংগঠিত করছে। এটাই তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা তারা ক্ষমতায় এসে শুরু করেছিলেন আজও তা চলছে। সেই সব কার্য্যকলাপ দমনে কেন্দ্রীয় সরকার যে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের হাতে দিয়েছিলেন ও দিচ্ছেন,

তারা তার অধিকাংশই আত্মসাৎ করেছেন। তার প্রমাণ হিসাবে আমি বলতে পারি, ক্ষমতাসীন দলের সি, পি, এম, সমর্থক জনৈক কৈলাসহর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকের তিন গণ্ডা জমি রক্ষার্থে সরকারী অর্থ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তা আজকে ব্যর্থ হয়েছে। সে ব্যর্থতার কারণে আজকে হাজার হাজার মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে। দুর্ভোগ ভোগ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে পারি ধর্মনগরের দক্ষিণ ফুলবাড়ী গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ওয়ার আলীর মেয়ের উপর সি, পি, এম, কর্মীরা কি ভাবে বর্বরোচিত ধর্ষণ করেছে। সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অদ্যাবধি গ্রেপ্তার করা হয় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফটিকরায় জনৈক গরীব দীনমজুরকে সি, পি, এম সমর্থকরা খুন করেছে। এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদেরও শাস্তি দেওয়া ত দূরের কথা গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয় নাই। কৈলাসহর মহকুমার কাঞ্চনবাড়ী এলাকার এক কৃষক পরিবারের পতি ভগবতী বসাক সহ চারটি শিশুসন্তান সহ সি, পি এম,-এর সমর্থক ২০-৩০ জন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে তার বাড়ী আক্রমণ করে এবং ঘরের ভিতরে রেখে বাইরে দরজা তালা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে অমানুষিকভাবে তাহাদিগকে মারা হয়। তাদেরও আজ পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাদের মধ্যে যাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, দেখা যায় সি, পি, এম, কর্মীরা বাজার থেকে ফলমূল কিনে তাদের জন্য সেই জেলখানায় নিয়ে দিয়ে আসে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে। কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ টন চাল দিয়েছেন, সেই চাল মজুতদার, মুনাফাখোরের হাতে যাচ্ছে। গত বিধান সভায় আমার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী চাল পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যারা নিরীহ মানুষ, নিরীহ বেকার যুবক-যুবতী আছেন তাদের কি বিপর্যস্ত অবস্থা। ধর্মনগরের চন্দ্রপুর গ্রামের বিপর্যস্ত অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের ২৫ বৎসরের যুবতী মেয়ে দিপালী কর্ম-সংস্থান ও অন্নসংস্থানকালে আর্থিক সাহায্যের জন্য জনৈক সি, পি, এম, দলের বিধায়কের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ দিপালী মেয়েটি জলে পড়ে আত্মহত্যা করতে হয়েছে অনাহার থেকে বাঁচার জন্য। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা নিশ্চিত যে এ বাজেটে ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থ জড়িত নয় এ ধরনের চিন্তা বা নীতি প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না বা অবস্থার সাথে সঙ্গতিহীন। এই বাজেট গরীব মানুষের পক্ষে বড়ই উদ্বেগজনক। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা যদি দলীয় স্বার্থে ব্যয় হয় তাহলে এই বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী এবং যতদিন না পর্যন্ত দলবাজী বন্ধ হবে ততদিন পর্যন্ত গরীব মানুষ কিছুই আশা করতে পারে না কেন্দ্রের দেওয়া অর্থের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের সি, পি, এম, ১৯৫০ সালে যে ধরনের সন্ত্রাসের পথে চলেছিল, আজকের সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকর্ম ও কলাকৌশল অবশ্যই ১৯৫০ সালের প্রতি-লিপি মাত্র। কাজেই উপরোক্ত কারণে নীতিগতভাবে এ বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকল্য মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা অশোক ভট্টাচার্য্যের প্রতি যে কটূক্তি করেছেন, সে

সম্পর্কে বলতে হয় যে, গত মার্চ মাসে লণ্ডন টাইমস, ইকনমিক পত্রিকায় ভারতের মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কেরা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারতের যে প্রশংসা হয়েছে আমি মনে করি তিনি তাহা পড়েন নি, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়াতে সংসদের সবাই অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছি এবং লজ্জাবোধ নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই ১৯৮৩ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমি সমর্থন করতে পারিনা। সমর্থন করতে পারিনা এই কারণে যে আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ওনার বক্তব্যে ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধের আশংকায় চীৎকার করছেন। উনি আমেরিকার রেগনের ভয়ে ভীত এবং সে ভয়ের কারণ দেখিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। রেগনের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতি ওনার বড় ভয়। কিন্তু শাসক দলে আজকে যারা বসে আছেন তারা জানেন না যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের যে বিস্ফোরণ সেটা বামফ্রন্ট সরকারের বিস্ফোরণেরই ফল। ১৯৮০ সালে আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রে ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়নি. নিহত হয়েছে এই বামফ্রন্টের অস্ত্রে, ঐ চীনের আঘাতে। তিনি ভয় করছেন আমেরিকার বিস্ফোরণের কিন্তু ত্রিপুরাতে যে বিস্ফোরণ হচ্ছে তার কোন কথা বলছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্রের মত বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং তৈরী করছে তার কোন কথা বলছেন না। উনি বলছেন সাম্প্রদায়িক উগ্রজাতিয়তাবাদী শক্তিগুলি একটার পর একটা ঘটনা ঘটাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যেখানে হাজার হাজার উপজাতি অনাহারে অর্ধাহারে আছে সেখানে উপজাতিদেরকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকি ভবনে এনে কেন্দ্রের টাকা খরচ করে উপজাতি প্রেম দেখান হচ্ছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা উপজাতি সম্মেলন ইত্যাদি করে খরচ করছেন। আবার বলছেন এটা নাকি বামফ্রন্টের একটা গর্বের বিষয়। ১৯৭৬ সালে সাতচাঁদ ব্লকে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী হরিচরণ চৌধুরীও এভাবে উপজাতি সম্মেলন করেছিল। তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের তফাৎ কোথায়? আমি একটা কথাই বলতে চাই যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহারে মানুষ মরছে সেখানে টি, আর, টি, সি, করে লোক দেখিয়ে উপজাতিদেরকে এনে সিংগারবিল প্লেইন ঘাঁটি ও জি, বি, হাসপাতাল দেখানোর কি অর্থ থাকতে পারে। আমি আরও বলতে চাই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেট শাসক দলের অনেক সদস্য না বুঝে বাজেটের চীৎকার করছেন। আজকে বিরোধী দলের যারা আছেন তারা শুধুই বিরোধীতা করছেন এটা যদি আপনারা ব্যাখ্যা করেন তাহলে পরে আপনাদের ভুল ধারণাই হবে। যদি এই বাজেটে কোন সত্যতা থাকত তাহলে পরে উপজাতি যুব সমিতি নিশ্চয়ই তার সমর্থন করত। এই বাজেটে ত্রুটি রয়ে গেছে। এখানে একটি দায়িত্বশীল সরকার থাকা সত্বেও ভুল বাজেট পেশ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি সম্পর্কেই বলছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা পুলিশ খাতে ৯ পার্সেন্ট ব্যায় করা হবে বলে যে কথা বলেছেন সেটা নাকি তিনি ভুল বলেছেন। এখানে বাজেটে পুলিশ খাতে ১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ

২৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছে যা নাকি ৮,৭২ অর্থাৎ ৯ পার্সেন্ট প্রায়। তাহলে কি করে শ্রী ত্রিপুরার কথা ভুল হল ? ওনারা বলছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার কিছুই করেননি। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮২ পার্সেন্ট লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ওনাদের এ ধরণের কথা সত্বেও ওনারা সে ক্ষেত্রে মাত্র ২ পার্সেন্ট টাকা ধরেছেন। অথচ ইলেকট্রিসিটির জন্য ধরা হয়েছে ৪ পার্সেন্ট টাকা। আমি বলতে চাই গ্রামের কয়টি লোক ইলেকট্রিসিটি নিতে পারে। যাদের হাজার হাজার টাকা আছে, যারা আগরতলায় ফ্যানের নীচে বসে আছেন। শুধু তারাই নিতে পারেন। এই সরকার ত তাদেরই সরকার। গরীবদের জন্য নয়। যদি গরীবের হত তাহলে নিশ্চয়ই গরীবদের খাতে আরও অর্থ বাড়ান হত। সেখানে ইলেকট্রিসিটি. জন্য ৪,২ পার্সেন্ট ধরা হত না। ওনারা পঞ্চায়েতের কথা বলেন যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্য উন্নত করা হবে। সে পঞ্চায়েতের জন্য ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার বাজেট করেছেন। পঞ্চায়েতের জন্য আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওনারা কথা ত বড় বড় বলেন। আমরা আরও দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি অর্থ মন্ত্রী তিনি বাজেট পেশ করার পর ৬০০ মিনিটের মধ্যে ৪০০ মিনিটই বাহিরে আছেন। এতেও প্রমাণ হয় যে বাজেটের প্রতি ওনারা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার উপর মেমোরেণ্ডাম একস্‌প্লেনেটরি বইয়ের মধ্যেও ভুল রয়েছে। পেইজ নং ৬,৭,৮,৯ ও ১০ এ ভুল রয়ে গেছে। আমি আপনাকে একবার খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী থাকা সত্বেও বাজেটে ভুল দেখান হয়েছে। একটার পর একটা ভুল দেখান হয়েছে। তার মানে কি বুঝা যায়, তার মানে কেন্দ্র থেকে টাকা এনে লুটপাট। কাজেই এই সরকার একটি বিকলাঙ্গ সরকার এবং এই সরকারের বাজেট একটি বিপলাঙ্গ বাজেট। তাই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। বিকলাঙ্গরা যেমন অন্যের অবলম্বন ছাড়া চলতে পারে না তেমনি এই সরকারও পুলিশকে অবলম্বন করে চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি যুব সমিতির নেতারা শিলং গিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। ত্রিপুরার এই দাঙ্গার একটা বিকৃত ব্যাখ্যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। অথচ আমরা দেখি ১৬ই জুলাই বামফ্রন্ট যে সম্মেলন করেন শুধু উপজাতিদের নিয়ে, সেখানে কোন বাঙ্গালীদের নেওয়া হয় নাই কেন ? সুতরাং এটা কি প্রমাণ করছে। তা কারোর বুঝতে বাকি নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে যে ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে সে টাকাটা কিভাবে তুলা হবে তার কোন নির্দ্দেশ নেই এই বাজেটের মধ্যে।

* * * * *

মন্ত্রীরা ভাল ভাল গাড়ী ব্যবহার করবেন খাসা চালের ভাত খাবেন আর সাধারণ মানুষ খাবে পুলিশের লাঠির বাড়ি। আমরা দেখেছি পাহাড়ে গঞ্জে সাধারণ মানুষ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করে চলছে আর মাননীয় মন্ত্রীরা গরম গরম ভাত পাচ্ছেন— অথচ এই গরীব মানুষদের দুঃখ তারা বুঝতে পারছেন না।

সুতরাং আমি বলব যে এইভাবে ভুল বাজেট বিধানসভায় পেশ করে এই হাউসের অপমান করা হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

* * * Expunged as ordered by the Chair.

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বাজেট অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তির উপর তৈরী করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ত্রিপুরার গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হবে। বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসের অপশাসনে সুদখুর. মুনাফাখোর, মহাজন এবং গুণ্ডাদের রাজত্ব চলছিল। আজ সেই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সুদখুর, মহাজন এবং গুণ্ডাদের রাজত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার ফলশ্রুতিতেই আমরা দেখতে পাই আজ আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনে ১৩টি আসনেই বামফ্রন্ট এর জয় জয়কার।

বিরোধী দলের সদস্যরা অসত্য ও ভুল তথ্য পরিবেসন করে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সেটা আজ বুঝতে পারছেন। আজকে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন বিভিন্ন জনকল্যাণমুলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। অথচ আমরা দেখছি বিরোধী দলের সদস্যরা তারা অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। গতকালকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে— কিছুদিন আগে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী নাকি মনু গিয়েছিলেন এবং সেখানে বলেছেন যে নোয়াখোলা গাঁওসভায় প্রায় ৫০০টি কোপন চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু এ তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার প্রধান সমস্যা হচ্ছে খাদ্য, বাসস্থান এবং শিক্ষা। বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন প্রকার বাঁধা বিপত্তি সত্বেও ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য প্রভৃতির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী নিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার পাহাড়ে পার্বত্য অঞ্চলে গরীব উপজাতি মা বোনদের যাতে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা নিয়েছেন। পার্বত্য অঞ্চলে গত ১৯৮২-৮৩ বছরে ৭টি প্রাথমিক ডিসপেনসারীকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেনসারাতে পরিণত করেছেন। ৮২-৮৩ সনে সমগ্র ত্রিপুরায় মোট ১৩০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ৮৩-৮৪ সনে বামফ্রন্ট সরকার আরো ২৮টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ আমরা দেখছি বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন কারণ তারা [illegible]র দেখতে পাচ্ছেন যে, ত্রিপুরার বুক থেকে বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের সেই মহাজন ও গুণ্ডাদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না।

এই ভাবে ২০৮টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে। আজকে চিকিৎসার প্রসারে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে গরীব উপজাতি এলাকার দুর্গম অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের প্রয়াস নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলো পৌঁছে দেওয়া ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীরা নানাভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করছে। আমরা জানি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গরীব মা বোনেরা এবং ছেলে মেয়েরা চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। আগরতলায় বা মহকুমা শহর-গুলিতে এসে তারা চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার হেলথ

গাইড প্রকল্প রূপায়ন করার জন্য ১৯৮২-৮৩ সনে ৬৮৮ জনকে হেলথ গাইড ট্রেণিং দিয়েছেন। ১৯৮৩-৮৪ সনে ৬৫০ জনকে ট্রেণিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ৭টি মহকুম শহরে চিকিৎসাগুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। কৈলাশহর এবং উদয়পুরের জেলা হাসপাতালগুলিতে আরও ৭৫টি করে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে আইন শৃঙ্খলা নেই। আমি বলতে চাই যে যদি ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মানুষ মরে তাহলে কংগ্রেস আই এর লোকেরা সেই মারা নিয়ে টানাটানি করবে। আজকে পৌর নির্বাচনের সময় চন্দন ভট্টাচার্য্য নামে একজনের মৃতদেহ নিয়ে তারা কি কেলেংকারীটাই না করেছে। কাজেই আপনারা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে এই বাজেটকে বিচার করুন এই আবেদন জানিয়ে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট অবলম্বনে বিরোধীপক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে এই বাজেটটা গতানুগতিক। আমি তাদের অনুরোধ করব যে আপনারা দিল্লীর অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন। তারা বলছেন ভারতবর্ষ দেশটা কৃষি নির্ভর। কাজেই যে ব্যবস্থা নিয়ে সর্বভারতীয় আলোচনা হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের বাজেটাও তৈরী করতে হবে। যেহেতু ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্য। কাজেই এখানেও সেই কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর দিকে নজর রেখেই ত্রিপুরার উন্নতির দিকে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজেটটা একটা যন্ত্র মাত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এই উন্নতিকে ত্বরান্বিত করব। এখন বাজেট আলোচনা করতে গেলেই দেখতে হয় যে সামন্ততান্ত্রিক আমলে দীর্ঘদিন শেকলে ত্রিপুরার উন্নতি বাধা ছিল তাদের ত্রিপুরার বিকাশের হার পিছিয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে সেই শেকলটা যতটুকু ভাঙ্গা গেছে, আরও কিভাবে সেটাকে ভাঙ্গা যায় এবং সেটা থেকে মুক্ত হওয়া যায় সেই দৃষ্টি নিয়েই এই বাজেট করা হয়েছে। প্রাক সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধে উপজাতি জনগোষ্ঠী সেই সুফল পায় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই সুফলের হাতিয়ার তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। উপজাতি যুবসমিতির একটা ধারণা ছিল যে তাদের জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল দেওয়া হবে। কিন্তু দেওয়া হয় না কেন সেটা আপনারাই জানেন। যা[illegible]ক উপজাতির জন্য একটা হাতিয়ার সেই জেলা পরিষদ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আজকে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিকাশের যে ধারা সেটার মূলে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে।

আমি এ কথা বলি না যে আমরা সব দিক থেকে এই রাজ্যের উন্নতি করতে পেরেছি। তবে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে এটা দাবী করতে পারে যে তারা রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নের একটা ধারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। ত্রিপুরাতে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর রাজ্যের অগ্রগতির এই ধারা খুলে দিয়েছে এবং এই অগ্রগতির ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাজেটকে সমর্থণ করা উচিত। বিরোধী পক্ষের সদস্যদের যদি কিছু বলার থাকে, তা তারা নিশ্চয় বলবেন এবং তাদের সেই

অধিকার আছে। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা বলেছেন সম্পদ কি ভাবে সৃষ্টি হবে, তার কোন কথা এই বাজেটের মধ্যে নেই। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সম্পদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা থাকলে আমাদের এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক সম্পদ সৃষ্টি করা যায় এবং সম্পদ সৃষ্টি করার প্রাথমিক যে শর্ত অর্থাৎ যা কিছু করলে সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, সেই সব কাজগুলি আগেই করতে হবে। যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হবে—রাস্তা ঘাট তৈরী করতে হবে, গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, এগুলির কাজ হয়ে গেলে রাজ্যের যে কোন জায়গায় প্রয়োজনীয় ছোট বা মাঝারী ধরণের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এছাড়াও সরকারী বা বেসরকারী স্তরে এমন সব কাজ যেগুলি করলে পরে সম্পদ সৃষ্টির রাস্তা খুলে যাবে। কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে চলে যায়, তাহলে সম্পদ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য সেটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই মুষ্টিমেয়র হাতে সেই ক্ষমতা না যেতে পারে, সেজন্য লড়াই চলছে। আজকে বিদ্যুৎ বলুন, বন, কৃষি অথবা জমির ব্যবহার, সবই তো সম্পদ সৃষ্টির জন্য। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এসব দিক থেকে যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন সেগুলিকে যদি বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে ত্রিপুরাতে সম্পদ সৃষ্টি হবে, এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। কাজেই এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার তাঁর বাজেট আলোচনায় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির কথা, দৃষ্টিভঙ্গিই প্রমাণ করবে কোন শ্রেণী গোষ্ঠি সাধারণ গরীব মানুষের জন্য কাজ করতে চায়, আর কোন শ্রেণী গোষ্ঠি পুঁজিপতি আর জোতদারদের স্বার্থে কাজ করতে চায়। কাজেই সঙ্গত ভাবে এটা বলা যায় যে শ্রেণী গোষ্ঠি পুঁজিপতি আর জোতদারদের স্বার্থে কাজ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিক কৃষক সংঘবদ্ধ হতে চাইছে। যে যেখানে কাজ করুক না কেন, শ্রমজীবি মানুষ তাদের স্বার্থ আদায়ের সংগ্রামে আজ ঐক্যবদ্ধ। কাজেই শুধু সম্পদ সৃষ্টি করলেই চলবে না, যারা সম্পদ স্রষ্টা, তাদের জন্যও আমাদের কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। আর বেকার সমস্যা, এই সম্পর্কেও মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আমাদের বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি এই সভার সামনে ভাল ভাবে তুলে ধরছেন। জন শক্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং তার জন্য অনুসন্ধান কার্য্য চালাতে হবে। আজকে তো প্রতিটি ব্লকে নাম রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থা আছে, গ্রামে গঞ্জে অনেক মানুষ আছেন, তাদের নানা রকম পেশা। বামফ্রন্ট বিভিন্ন পেশার জনশক্তির সমন্বিত রূপ দিতে চায়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সেই সুযোগটা গ্রামের ঐ সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে। যে যে কাজ করতে চাই, তাকে সেই কাজ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে কি এই সুযোগটা তাদের দেওয়া হয়েছিল? না তা দেওয়া হয়নি, কারণ মহাজন আর জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল, তাদের কাজ। আর এভাবে তারা জনগণের অর্থ ব্যবস্থাকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

আমি এই সম্পর্কে ডিটেল আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু এই সম্পর্কে ত্রিপুরা বাসী শুধু ত্রিপুরা বাসীই নয় ভারত বাসী হিসাবে এরা এই শিকল ভাংগার কাজকে প্রতিহত করার জন্য এটা করেছে। কাজেই এই বাজেটে সর্ব ক্ষেত্রের মানুষের জীবনের মান বাড়ানোর জন্য এবং

সব চাইতে পিছিয়ে পরা উপজাতিদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছিল তখনই এই সব করা হচ্ছে। আজকে এই বাজেট দিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ এবং ঐ পিছিয়ে পরা উপজাতিদের স্বার্থ কি ভাবে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে আপনারা সেই দৃষ্টি কোন থেকে এটাকে দেখবেন এই আশা করছি। সেই দৃষ্টি কোন থেকে আপনারা এই বাজেটকে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়ে বাজেটকে আবার আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী দীনেশ দেববর্মা

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : —মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। কারণ এই বাজেট সম্পর্কে এখানে অপজিশানে যারা আছেন তারাও আলোচনা করেছেন এবং আমাদের কলিং পার্টির সদস্যরাও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। বাজেট যে দৃষ্টি ভংগী থেকে বিধান সভারা কেন্দ্রের পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয় তাতে ফিনানশিয়ার হয়ারে কোন খাতে কত টাকা খরচা হবে এবং সেই টাকা খরচা করে কি পরিমাণ উন্নতি করতে পারবে তার একটা টার্গেট থাকে। সেই টার্গেটের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে এই বাজেটকে সমালোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে এটা নাকি কেডার পোষণ করার বাজেট। কিন্তু এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের জন্য। এই বাজেট শুধু সমাজের দরিদ্রতম মানুষের বাজেটই নয় এই বাজেট যারা সমাজের মাঝারী অংশের মানুষ এবং যারা জোতদার তাদের জন্যও। কারন তাদেরও জমিতে ফসল উৎপাদনের প্রশ্ন আছে যারা ব্যবসায়ী তাদের উন্নতির কথাও এখানে আছে। কিন্তু যে স্তরে এই বাজেটকে কেডার পোষার বাজেট আখ্যা দেওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এবং এই বাজেটকে অসম্মাণ প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এটা তাঁরা করতে পারেন সেই অধিকার তাদের আছে। আমরাও এক সময় বিরোধী দলে ছিলাম আমরাও বাজেটকে সমালোচনা করেছি। কিন্তু আমাদের সমালোচনা ছিল এই খাতে এত টাকা আছে এর দ্বারা এর উন্নতি হবে না কাজেই আরও টাকা এই খাতে বরাদ্দ করতে হবে এই রকম কিন্তু উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কাজ দেখছেন না আমাদের কর্মসূচী দ্বারা ত্রিপুরার কতটুকু উন্নতি হয়েছে সেই সব কথা তাঁরা উত্থাপন করছেন না। কাজেই আমি ছোট একটা হিসাব দিয়ে বলতে চাই গত সাড়ে পাঁচ বছরে এই জুলাই মাস বাদে গত সাড়ে পাঁচ বছরে ১৯,২৬,৫০,৩২০ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। এর দ্বারা কি হয়েছে রাস্তার কাজ হয়েছে জমির কাজ হয়েছে ছোট ছোট শিল্পের কাজ হয়েছে। এবং এই বাবদ যে টাকা আমরা খরচা করেছি সেই টাকাগুলি আমরা সঠিক ভাবে জনগনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এই বাজেট আমরা জমিদারদের জন্য করি নাই। আজকে যারা এ জমিদারদের ঐ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছেন এই বাজেট দেখে তাদের গাত্রদাহ দেখা দিতে পারে। আমাদের গভর্ণমেন্টের একটা পলিসি আছে সেই পলিসি হচ্ছে রাজ্যের যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের পুওরষ্ট, ভেরী পুওরর এবং ভেরী ভেরী পুওরর এই তিনটা ভাগে ভাগ করার জন্য আমি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি।

এই লিসটের মাধ্যমে তাদেরকে কাজের সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে সমস্ত ব্লক রয়েছে সেখানে টাকা অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে বেশী টাকা দেওয়া হয় এবং মানুষ উপকৃত হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। সেই জন্য আমি বলছি বর্তমান ভারতবর্ষের যে আর্থিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সীমিত ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমরা এই বাজেট তৈরী করেছি। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা এটাকে অবাস্তব বলছেন ভিত্তিহীন বলছেন মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের যে কথা বলা হয়েছে তারা কি সেটা পড়ে দেখেন নি। হাউসের মধ্যে বক্তব্য রাখার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু যে তথ্য এখানে পরিবেশন করা হয়েছে তাকে বিকৃত করার অধিকার কারও নেই। আজকে এখানে আইন শৃঙ্খলার কথা, মানুষের নিরাপত্তার কথা তুলে বিষোদগার করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে তাদেরকে যে এই আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কে? কারা সৃষ্টি করেছে? শুধু কি বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যে এই আইন শৃঙ্খলা? গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আসামে কি হচ্ছে? সেখানে আরও ৬টি জেলাকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে। শ্রীমতি গান্ধীর সরকারই তো সেখানে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যারা জনবিচ্ছিন্ন তারাই এই সমস্ত কাজ করছে। ঐ হানাহানিতে উগ্রপন্থী দল আমার গ্রামের দুই জন কৃষককে খুন করেছে। কংগ্রেস (ই) এবং যুব সমিতি এই ব্যাপারে তো তারা বললো না যে এ ধরণের হত্যা নিন্দনীয়, খারাপ। এইভাবে রাজনীতির নাম করে ডাকাতির নাম করে যদি মানুষ খুন করে তাহলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হতে বাধ্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারা বলছে যে পুলিশ খাতে এত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে কেন? আমাদের পুলিশের দরকার আছে। কারণ ক্রাইম বন্ধ করতে হবে আমরা সব সময় পুলিশের উপর নির্ভরশীল নই। মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে সেই জন্যই পৌর নির্বাচনে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটিতে যারা বাস করছেন তারা তো শিক্ষিত অংশের মানুষ, বড় বড় অফিসার, কর্মচারী, ব্যবসায়ী দোকনদার তারা তো বিপুল ভোটে আমাদেরকে জয়ী করেছে। তারা তো একটা সীটও পেল না। তার কারণ হল তাদের ভিতরে কোন দল হচ্ছে। উপজাতী যুব সমিতির মধ্যে কোন্দল হচ্ছে। এই কোন্দলকে ঢাকবার জন্য আজকে এখানে খুনের রাজত্ব ওরা সৃষ্টি করছে। আমরা এটাকে প্রতিরোধ করবো। মানুষকে খুন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। উপজাতি যুব সমিতির সম্মেলন হয়ে গেল যেখানে উপজাতী মাতব্বররা বলেছে যে দলের বিভেদপন্থীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা কি সেটা বুঝে না। এই জন্য আমরা বলছি যে সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকান। শ্রীমতি গান্ধী আগে বলছেন যে গরীবি হঠাও। আর এখন বলছেন যে গরীবি হঠানো যাবে না। দরিদ্র হঠাতে পারব না। কারণ সম্ভব নয়। শ্রীমতি গান্ধী নিজে স্বীকার করেছেন। উনারা ২০ দফার কথা বলেছেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হলাম যে এখানে এই হাউসে বিরোধী দলের সদস্যরা তো ২০ দফার কথা কিছু বলেন নি এই বাজেটের বিরোধীতা করেছেন মাত্র।

আমরাও তো কর্মসূচী নিয়েছি গরীব অংশের মানুষের উন্নতির জন্য। এটা তো বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে পড়ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কেন আমাদেরকে টাকা দেয়নি, কেন ৯ হাজার টন চাউল দেয় নি। আমরা পত্রিকায় দেখেছি কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়েছে যে আমাদেরকে একটু সাহায্য করুন আমরা টাকার অভাবে নির্বাচনের কাজ করতে পারছি না। পত্রিকায় আছে। তাদের নেতা অশোকবাবু বিভিন্ন জনসভায় বলছেন যে এই বামফ্রন্ট সরকার সব টাকা নির্বাচনে খরচ করছে। গরীব জনসাধারণের জন্য কিছুই করছে না। এটা কি রাজনীতি। দিল্লীতে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই বলেছেন, শ্রীমতী গান্ধীর কাছে. বলেছেন শ্রীপ্রণব মুখার্জীর কাছে যে টাকা আপনারা দেবেন না। দেখি, বামফ্রন্ট এখানে কি করে কাজ করে রাজত্ব চালায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ নেব না। কারণ. দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, গণতান্ত্রিক চেতনার ভেতর দিয়ে আন্দোলনে না আসলে আজকে আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলনে নামতো। শ্রীমতী গান্ধী চাল দেবেন না, এর জন্য তো নৃপেনবাবু, দশরথবাবু দায়ী নন। আমি বলতে চাই, এই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোকের বাজেট। এখানে ৮৫ জন কৃষক। সেই কৃষকের মধ্যে আবার জুমিয়া আছে। আমরা জুমিয়াদের জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে জুমের বীজ, জুম বাছাই এবং উপজাতি এলাকার মধ্যে যাতে আরো বেশী পরিকল্পনা করা যায় সেই জন্য টাকা দিয়েছি। সমতল জায়গায় আমরা কি দিয়েছি তার নামের লিষ্ট আমার কাছে আছে। আমি এখানে দিতে পারি। কারণ, আমরা চাই, গরীব মানুষকে দারিদ্র সীমার নীচে থেকে তুলতে। এই জন্য চিড়ার ব্যবসায়ীকে চিড়া বানানো করার জন্য টাকা দিয়েছি। মুড়ি ব্যবসায়ীকে টাকা দিয়েছি তার মুড়ি ব্যবসা করার জন্য। ঠিক তেমনি যারা টেইলারিং জানে তাদের ছোট ছোট টেইলারিং বানানোর কাজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। গ্রামের বেকারদের জন্য আমরা মতী গান্ধীর শোষণ ব্যবস্থায় কিছু করতে পারব না কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এর জন্য রিক্সা ওয়ালাকে রিক্সা কেনার জন্য টাকা দিয়েছি, গাড়ী ওয়ালাকে গাড়ী করার জন্য টাকা দিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট ২১ লক্ষ মানুষের চিন্তা ভাবনার দিকে নজর রেখেই অর্থমন্ত্রী হাউসে এনেছেন। এই বাজেটকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. বিগত ৮ই জুলাই ১৯৮৩ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। আমরা দ্বিতীয় বারের জন্য বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই আমাদের প্রথম বাজেট। আমরা প্রথম বামফ্রন্ট সরকার থেকে শুরু করে এই পর্য্যন্ত ছয়টি বাজেট এখানে উপস্থিত করেছি। আমরা যখন বামফ্রন্ট সরকার গঠন করি প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় এবং এইবারের নির্বাচনের সময় আমরা যে কর্মসূচী ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে উপস্থিত করেছিলাম

ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষকে আমরা যতটুকু সাহায্য করতে পারি যার পায়ের নীচে আছে তাদের মাথা তোলার সুযোগ করতে পারি কিনা তা দেখার সুযোগ করতে পারি কিনা তা দেখায় চেষ্টা করেছি। আমরা জানি, এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় সারা দেশটাকে এমন একটা কিনারায় নিয়ে এসেছে আজ স্বাধীনতার ৩৬ বৎসরে (আগষ্ট মাসে ৩৬ বৎসর পূর্ণ হবে) যেখানে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লোক বেকার সারা ভারতে। জিনিস পত্রের দাম আকাশ চুম্বী। সারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ৩৫ বছরের একচেটিয়া পুঁজি-পতিদের সরকারের সুযোগ নিয়ে ভেতরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মাথা তুলবার সুযোগ পেয়েছে। আর তার ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পাই, স্বাধীন আসাম, স্বাধীন পাঞ্জাব, স্বাধীন মিজোরাম, স্বাধীন ত্রিপুরা। তার পরি-প্রেক্ষিতে আজকে কোটি কোটি বেকার এই ৩৫ বছরে সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে আজকে এইখানে সাড়ে পাঁচ বৎসরের শাসনে পশ্চিম বাংলায় সাড়ে ছয় বৎসরের শাসনের মধ্যে যে সব নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন গরীব মানুষের জন্য কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে গরীব মানুষের জন্য তার ছিটে ফোটাও করা হয় নাই। তখন কি তারা গ্রামের কোন গরীব লোককে জিজ্ঞাসা করতো কেমন আছেন? গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ আজকে কাজ পাচ্ছে, তাদের আলোচনার সুযোগ আছে। এখানে আলোচনার সময় মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী বলেছেন, ক্যাডার ভিত্তিক সরকার। মাননীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তিনি যে সাব-ডিভিশান থেকে এসেছেন আমিও সেই সাব-ডিভিশানের থেকে এসেছি। ৩০ বছরের শাসনে ছামনু এলাকায় এমন একটি বছরও যায় নি, যখন দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যায় নি। শিশু কোলে নিয়ে মায়েরা গ্রামে গ্রামে ঘুরত। আজকে এ কথা বিধায়ক স্বীকার করবেন, যে এই সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। না, স্বীকার করবেন না। কিন্তু আমরা জানি, সাড়ে পাঁচ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছিলাম একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেব না সেই কথা আমরা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আজকে গ্রামের মধ্যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। বিধায়ক বুক দেববর্মা বলেছেন, সমস্ত কাজ কন্ট্রাকটরদের দেওয়া হচ্ছে। আমি পূর্ত বিভাগে আছি। কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে আপনারা যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে-ছেন তাদের আমলে ট্রাইবেলরা কি কোন কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন? আমরা ট্রাইবেল এলাকায় যেখানে গরীব মানুষের ক্রাইসিস্ আছে সেখানে বিনা টেণ্ডারে কাজ দিচ্ছি লক্ষ লক্ষ টাকার উপজাতি বেকারদের। কাজেই আমরা চেষ্টা করেছি এবং সমস্ত দৃষ্টি এই জায়গায় আছে। কিন্তু সারা দেশের কি পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে ওরা বলেছেন, উগ্রপন্থীর কথা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে চোরের মায়ের বড গলা। বাংলায় বলে, যে মায়ের ছেলে চোর সেই মা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছেলের সতীত্ব প্রমান করে। দাঙ্গা যারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা আজকে ঐ আসন গেড়ে বসে আছেন। যখন টি. আর. টি. সি, যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল অম্পিতে বাসের উপর গুলি করা হয়। নন-ট্রাইবেল, ট্রাইবেল সবাই যাত্রী ছিল। আর বিশালগড়ের মধ্যে বিগত রাস্তা রোকো আন্দোলনের সময় ২৩টা বাস জখম করা হয়েছে, যাত্রী বাহী বাসের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং যাত্রীদের আহত করেছে।

উনারা এক জায়গায় বসে এই সমস্ত কার্য্য কলাপের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারে আসায় তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। আর উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা যাদের জন্য ১৯৭৬ ইং সালে, ৭৮ ইং সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসী রাজত্ব উনারা কি আন্দোলন করেছেন আর বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর উনারা আন্দোলন করেন স্বাধীন ত্রিপুরা ঘটনের। উনারা শ্লোগান দেন যে ১৯৪৯ সালের পর ত্রিপুরায় যারা এসেছে তাদেরকে চলে যেতে হবে। এই আন্দোলনের প্রভাব তারাই আবার বাতিল করেন। কেননা বিগত নির্বাচনের সময় এই দুই অশুভ শক্তি এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল। কিন্তু কি উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন ট্রাইবেলের স্বার্থের জন্য বা অন্য কারোর জন্য? আমরা বাস নামাব, আর উনারা পুড়িয়ে দেবে, শিক্ষা দপ্তর থেকে ঘর তৈরী করা হবে, তারা সেই সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দেবে? মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য পথেই অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কাজেই আমাদের সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। যার জন্য আজকে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের কথা উঠেছে। স্যার, দেশের সম্পত্তি তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স কেন্দ্রে জমা হচ্ছে। সুতরাং এথেকে ত্রিপুরার মানুষ বঞ্চিত কেন? স্যার, সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এমন রাজ্যও আছে যেখানে ট্রাইবেলরা এখনও নেংটি পড়ে জুম চাষ করে, আমাদের ত্রিপুরায়ও আছে। কাজেই এই সমস্ত লোকের উন্নতি কল্পে কেন আমরা দাবী করব না। আমরা সেচের জন্য রাস্তার জন্য, পরিবহনের জন্য বিভিন্ন খাতে অধিক বরাদ্দের দাবী করছি। কিন্তু কেন করছি? কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য তো নয়। ত্রিপুরার গরীব মানুষদের কিছু সাহায্য করার জন্যই আমরা সরকারে এসে এটা চাচ্ছি। এই গরীব অশিক্ষিত ট্রাইবেলরা ১০ টাকা ধার করলে, মহাজন তার কাছ থেকে ১০০ টাকা নিত, লাকরী বাজারে আনলে তা জলের দামে নিয়ে নিত। কোন আমলে এগুলি হত? যাদের সংগে আপনারা লাইন করেছেন সেই কংগ্রেসী আমলেই হত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে কি এগুলি হচ্ছে? কাজেই এটা মনে রাখতে হবে যে বামফ্রন্ট সরকার সত্যিই জন কল্যান মূলক কাজ করে চলেছেন। পুলিশকে আমরা গণ আন্দোলন দমন করার জন্য ব্যবহার করব না, গরীব মানুষের উপর পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করব না। আজকে যারা এখানে নূতন এসেছেন তারা হয়তো এ গুলি দেখেন নি। যদি কংগ্রেসী রাজত্বে ফিরে যান তাহলে দেখবেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হিন্দুদের বিবাহ যখন হয় তখন কোষ্ঠী বিচার করা হয়। সেই কোষ্ঠী যদি রাজজোটক হয় তাহলে শুভ লক্ষন। কিন্তু বিগত নির্বাচনে কি হয়েছিল? অশোভ রাজজোটক। ইন্দিরা কংগ্রেসের সংগে উনারা এক যোগে মিটিং করেছিলেন বামফ্রন্ট হবার জন্য, কিন্তু পারেন নি। ইতিহাসের চাকা সবসময় সামনের দিকে যাবে। স্যার, আমরা যখন সরকারে আসি তখন দেখলাম বিগত কংগ্রেস সরকার আমাদের জন্য ৭৫ টা ভাঙ্গা বাস রেখে দিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা নূতন ৯০ টা বাস নামিয়েছি আরও ১৫টা বাস আসছে। যারা এখানে বিরোধীর আসনে বসে আছেন তারা কি কখনও ভাবতে পেরেছেন যে গণ্ডাছড়া, দামছড়ার মত জায়গায় পরিবহন চলবে। কিন্তু আমরা সরকারে আসার পর এই সমস্ত জায়গায় বাস পৌছে দিয়েছি। আর উনারা এই বাসগুলির উপর

আক্রমন করে চলেছেন। স্যার, ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী রাজত্বে ১·৫ ভাগ জমিকে ইরিগেশানের আওতারে আনা হয়েছিল। তখন কি ত্রিপুরা রাজ্যে গোমতী নদী ছিল না? ছিল না খোয়াই মনু নদী? আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিগুলিকে ইরিগেশানের আওতায় আনার জন্য কংগ্রেসী শাসকেরা কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেন নি। আমরা সরকারে আসার পর সীমিত আর্থিক অবস্থা ও ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে শতকরা ৫ ভাগ জমিকে স্থায়ী ইরিগেশানের আওতারে এনেছি। আর অস্থায়ী প্রায় ১৩ ভাগ জমি ইরিগেশানের আওতারে এনেছি। তিনটি পরিকল্পনা শেষ হলে আরও ৫ ভাগ জমিকে সেচের আওতায় আমরা আনতে পারব। স্যার, সংবিধানে রাজ্যগুলির সীমিত ক্ষমতার জন্য অনেক রাজ্যই অনেক কিছু করতে পারছে না। যার জন্য আজকে লড়াই চলছে। বামফ্রন্ট সরকারে আসার অল্প সময়ের মধ্যে ৫০০ কি. মি. রাস্তা করেছে, ৭০০ কি. মি. রাস্তা ব্রিক সলিং করেছে, ২০০ কি. মি. পীচ করেছি। অনেক গুলি বড বড় পুল কয়রছি। স্যার, ১৯৭৮ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকারের আগে সিডুয়েল অব ওয়াকের্র পেজ ছিল মাত্র ৩৯ আর আজকে সিডুয়েল অব ওয়াক'-এর পেজ নাম্বার হচ্ছে ৩০২। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জীপ গাড়ী চলে না। স্যার, উনারা ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের জন্য আজকে কাঁদুনি গাইছেন। তাই একটা কথা মনে পরছে "এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে"। ১৯৫৫ ইং সালে কংগ্রেসী রাজত্বে যখন তারা আন্দোলন করেছিল, তখন কি হয়েছিল? ছাটাই, না নয় চাকুরী চ্ছেদ। আজকে কর্মচারীদের জন্য তারা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষন করছেন। সব কিছু কথা দিয়ে হয় না। ত্রিপুরার উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার যে বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, আজকে সে লক্ষ্য পথে ধাবমান। আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তাঘাট সমস্ত কিছু করেছি এবং আরও করব। বাজেটের প্রতিটি পয়সা ত্রিপুরার জনগনের কল্যানের জন্য আমরা খরচ করব। আমি আশা করব বিরোধী বেঞ্চে যারা বসে আছেন তারা বাস্তাব দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বিচার করবেন। দিল্লীতে বসে খানা পিনা করলেই রাজ্যের গরীব মাহুষের কল্যান হবে না। বিরোধী বেঞ্চে যারা বসে আছেন তারা কি বলতে পারবেন যে বিগত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে গরীব মাহুষের স্বার্থে দুই একটি কথা বলেছেন? না, শুধু রাষ্ট্রপতির শাসন চাই বলে চীৎকার করেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসন দিয়ে কি হবে? আসামে তো রাষ্ট্রপতির শাসন দেওয়া হয়েছিল।

আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালীন সময়ে সেই রাষ্ট্রপতি শাসনের নমুনা দেখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দেশের মাহুষের জন্য একটু কাজ করুন। জনসাধারনের কাছে যা বলে এসেছেন এই বাজেটে যেটা পেশ করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি এবং আশা রাখছি বিরোধী পক্ষ থেকেও আপনারা অংশ গ্রহন করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় বনমন্ত্রী শ্রীআরবের রহমান।

শ্রীআরবের রহমান :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২২শে জুলাই ১৯৮৩ইং যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ লক্ষ মানুষের স্বার্থে পেশ করেছেন

সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। ফরেষ্ট এবং ব্যাক ওয়ার্ড এরিয়া সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য রাজ্য থেকে বনভূমি অনেক বেশী এই বন ভূমির মধ্যে ৩৬ পারসেণ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট এর মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ উপজাতি ভাই-বোনেরা এখানে দীর্ঘ দিন ধরে বাস করে তাদের জুম চাষের উপর তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বনকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য কাজেই বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর এই ভূমিহীন, গৃহহীন গরীব অংশের মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে সেই কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এই কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল ১৯২৭ ইং সনে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট যে তৈর হয়েছিল এই এ্যাকটের মধ্যে ছিল রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে ফরেষ্ট ইনভলব্ থাকবে কিন্তু ১৯৮০ ইং সনে দেখা গেল এই ফরেষ্ট এ্যাকটের মধ্যে একটা অর্ডিন্যান্স জারী করা হলো যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বন আছে সেখানে কোন মানুষ বাস করতে পারবে না, কোন রিলিফ ক্যাম্প বসতে পারবে না, কোন টাউন হতে পারবে না ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো। ১৯৮২ ইং সনের ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে যে কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল এবং অন্যান্য রাজ্য থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। শুধুমাত্র কং (ই) বিরোধী রাজ্যগুলি নয় কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্য থেকেও এই প্রতিবাদ এসেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে এই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে যারা বসবাস করে, জুম চাষ করে তাদের পুনর্বাসন কিভাবে হবে তার জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে। অন্ধ্র, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যের মধ্যেও এই রকম জুমিয়া ভাই-বোনেরা বাস করে তারা আজকে এই যে অর্ডিন্যান্স ফরেষ্টের উপর জারী করেছে তাতে রাজ্যের যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা এখন অর্ধেক হরণ করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষই আজকে এই ক্ষমতা দেবার জন্য দাবী করছে কারণ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা থাকলে রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করার ক্ষমতা রাজ্যের হাতে থাকে কিন্তু বর্ত্তমানে সেই ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে নেই। এই অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা হীন হয়ে যাওয়ার ফলে গরীব অংশের মানুষ যারা দীর্ঘদিন ধরে ভাল রাস্তাঘাট দেখে নি, যারা আলো দেখে নি সেই মানুষগুলিকে অন্ধকারে রাখার জন্যই এই আইন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এই ক্ষমতা পেতে চাই তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখতে হবে এবং সেখান থেকে অনুমতি কবে আসবে তার ঠিক নেই। বর্ত্তমানে বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াগুলিতে অনেকগুলি স্কুল করেছেন। কোন কোন স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক থেকে হাই স্কুলে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কোন সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করতে হলে ১৫ কাণি জমির দরকার হয়, অনেক সময় সেই ১৫ কাণি জমি দেওয়া হয় না তার ফলে স্কুলও করা সম্ভব হয় না। বিদ্যুতের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের জন্য কোন খুঁটি বসানো হয় নি কিন্তু বামফ্রণ্ট শাসিত রাজ্যে দেখা যাচ্ছে ২।৩ বছর ধরে গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুতের খুঁটি বসানো শুরু হয়েছে এবং অনেক ব্যাকওয়ার্ড এরিয়ার মধ্যেও এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

আজকে জলসেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফরেষ্টের মধ্যে অনেক রাস্তা হয়েছে

এস, আরই, পি, ও এন, আর, ই, পির মাধ্যমে। সেই ফরেষ্ট বিভাগের যে কাজ যে শ্রেণীর মানুষ এই কাজ করছে তারা হচ্ছে ত্রিপুরার সবচেয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত। এই কাজ করে তারা তাদের জীবন ধারণ করছে। কোন রকম বাঁচার সন্ধান করছে এই কাজ করে। মাননীয় বিরোধী দলের যারা সদস্য আছেন, তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব ফরেষ্ট এলাকাতে ঐ লোকগুলির কাজ করতে যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তাতে তারাও যাতে আমাদের সাহায্য করে। রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে আর কোন দপ্তর নাই ফরেষ্ট দপ্তর ছাড়া যে দপ্তরে তাদের কাজ দিতে পারে। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কাছেও অনুরোধ করব ফরেষ্ট দপ্তর, গ্রামাঞ্চলে যাতে কাজ করতে পারা যায় তারাও যাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করে। যেখানে রাস্তা ছিলনা, সেই জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হয়েছে। কোন কোন রাস্তা ট্রাইবেল মৌজার মধ্যে সেখানে কানেক্টেড হয়েছে। সেই রাস্তাগুলি দিয়ে আজকে গাড়ী আসতে পারে, জীপ যেতে পারে। কোন কোন রাস্তা পুরো হয়েছে, কোন কোন রাস্তা পুরো হয় নি। ফরেষ্ট দপ্তরে আমরা কতগুলি লেইক করেছি। তার মধ্য দিয়ে ফিশারী ইত্যাদি করার জন্য সমবায় সমিতির সংগে আলাপ আলোচনা করেছি। জঙ্গলের মধ্যে আগে জলের সুবিধা ছিলনা। আজকে কোন কোন জায়গায় রিংওয়েল, টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। এইভাবে ফরেষ্ট দপ্তরে কাজ চলছে। জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য দুটো ডিভিশন খোলা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের যে চেষ্টা চলেছে, যে অর্ডিনেন্স চালু করা হয়েছে তাতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করবে। আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিহীনদের স্বার্থে গরীব মানুষের স্বার্থে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার, এই ব্যবস্থাগুলি বিশেষ ভাবে মূল্যায়ন করে তার চিন্তা বাস্তবায়িত করে তুলবেন এই বলে গত ৮ই জুলাই মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়:— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব (উপ মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চলতি সনের যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেটকে তীব্র সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। যে অংশটার সংগে আমি সম্পর্কিত বাজেটের সেই অংশটা আমি আলোচনা করব। প্রথমে বিরোধী দলের থেকে বা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যেসব সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং যে সমস্ত সমালোচনা করা হয়েছে, সেগুলি নিশ্চয়ই আমরা পরখ করে দেখব এর মধ্যে সত্য আছে কিনা ক্রিটিসিজম ইজ অলওয়েজ ওয়েল। শিক্ষা সম্পর্কে আমি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অ্যাডুকেশান ইজ এ কনকারেন্ট সাবজেক্ট। শিক্ষা ব্যাপারটা কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই-ই মালিক। এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হয়, তবে যৌথ দায়িত্বে তা করতে হয়। এইটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। আমরা দাবী করেছি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত করার জন্য। প্রথমে তাই ছিল। শিক্ষা কি ধাঁচের হবে এই বিতর্ক দেশে অনেক আগে থেকে চলছিল, এখনও চলছে। এই বিতর্ক শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আমাদের আজকে বুঝতে হবে সমাজ ব্যবস্থার সংগে শিক্ষা ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ ব্যবস্থার সংগে শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা ভাবলে ভুল হবে। স্যার, আপনার বোধ হয় মনে আছে ব্রিটিশ আমলে যখন

দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ছিল তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা যারা প্রশাসনের কাজের জন্য যুক্ত থাকবে অর্থাৎ কেরানীর কাজ করবে বা অন্য কাজ করবে সেই ধাঁচেই তাদের শিক্ষা দেওয়া হত, আর বেশীর ভাগ লোককে নিরক্ষর রেখে তাদের কলে কারখানায় কাজে লাগানো হত শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গী এখন কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা এখন পুজিবাদীদের হাতে। পুঁজিবাদকে বজায় রাখার জন্য যে শিক্ষা যে ধরণের হওয়া দরকার আজও সেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পুঁজিবাদ গড়ার প্রশাসনিক কাজে শিক্ষাকে কাজে লাগানো হচ্ছে, সার্বিক উন্নয়নের জন্য নয়। অর্থাৎ শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা চালু রাখা হয়েছে, শোষণহীন সমাজ গড়বার জন্য নয়। শোষনহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্য সেখানে নেই। আপনারা জানেন, আমাদের দেশে যারা বড় বড় নেতা ছিলেন যেমন গান্ধী প্রমুখ, ওদের বক্তব্য দেখে ওদের জীবনী স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে দেখলে আমাদের অনেকেই খুশী হন। যাদের কথা বা নীতি, তাঁদের ছবি ও বাণী পাঠ্য পুস্তকে থাকার কোন বাঁধা নেই। বড় বড় নেতা ও পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকদের ক্ষতি হয় না কিন্তু সমাজ বিপ্লবী লেনিন ও মার্কসের কথা যদি কোথাও, কোন পাঠ্য পুস্তকে থাকে তাহলে সারা ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সমাজে চীৎকার পড়ে যায়। এই বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়...

[illegible] দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এর বাইরে থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলাদা করা যায় না। [illegible] কথা এবং ছবি থাকলে কোন আপত্তি উঠবে না। কিন্তু লেনিন বা মার্কসের যদি কোন কথা থাকে তাহলে পরে দারুন আপত্তি উঠবে। এই কথা মনে রেখে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার পবিবর্তনের জন্য যে চিন্তা করা হচ্ছে না তা না। কেন্দ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারেব জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছেন যেমন কোঠারী কমিশন গঠন করা হয়েছিল কিন্তু সে কমিশনের সুপারিশও পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়নি। আমরাও পরিবর্তন করতে চাই কিন্তু তাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাদ দিয়ে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে একা আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। গত ৫ বছরে বামফ্রণ্ট সরকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা বর্ত্তমানে চালু আছে তার একটু পরিবর্তন সাধন করেছে কিন্তু তাতে যে শিক্ষা নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে তা ঠিক না। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলগুলিতে হেডমাষ্টার নাই। এটা ঠিক যে হেডমাষ্টার ত্রিপুরার বেশীরভাগ হাই-স্কুলেই নাই। [illegible] ত্রিপুরা রাজ্যে যা ছিল তাতে কোন সিনিয়রিটি বলে কিছু ছিল না। কর্মচারিদের [illegible] সিনিয়রিটি না থাকলে তাদেরকে প্রমোশন দেওয়া অসুবিধা। আমি এখন এই হাউজকে [illegible] পারি যে প্রাইমারি থেকে আরম্ভ করে কলেজ টিচার পর্য্যন্ত সমস্ত সিনিয়রিটি [illegible] হয়ে যাবে এবং তখন প্রমোশন দিয়ে যে সব স্কুলে হেডমাষ্টার নাই সেসব স্কুলে হেডমাষ্টার দেওয়া যাবে। ত্রিপুরার আর্থিক ক্ষমতা অতি সীমিত। সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে [illegible] ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার বাজেট সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে [illegible] হাজার টাকা। সারা ভারতের কথা চিন্তা ক'লে দেখা যায় শিক্ষা খাতে [illegible] কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের কথা চিন্তা করলে ১৪.৫ শতাংশ আমরা শিক্ষা খাতে খরচ করেছি। এর উর্দ্ধে খরচ করেছেন এমন রাজ্য খুব কম পাওয়া যাবে। তবে

অন্যান্যদের আর্থিক সঙ্গতি আর আমাদের সঙ্গতি এক নয় কারণ আমাদের নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের উপর। অতএব কেন্দ্র যদি অনুদান না বাড়ান তাহলে আমরা আর বাড়াতে পারি না। আজকে সারা ভারতবর্ষে দাবী উঠেছে শিক্ষা খাতে ১০ ভাগ খরচ করা হউক। সেখানে আমাদের এখানে ১৪.৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। আমরা আশা করব সে দিক থেকে আমাদের আন্তরিকতাকে আপনারা এপ্রিশিয়েট করবেন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে আগে যেখানে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ছিল এখন সেখানে আমরা ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা করেছি। এটাকেও বাড়ানর চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সম্ভব হয় নি। এ পর্য্যন্ত আমাদের ১ হাজার ৯শ ৫২টি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। আমরা সরকারে আসার আগে ১৫২৮টি মাত্র ছিল। সিনিয়র বেসিক হয়েছে ৩০৬টি, হাই-স্কুল হয়েছে ১৫৯ টি। হায়ার সেকেণ্ডারী যেখানে ১০০ নীচে ছিল সেখানে ১৮২ টি হয়েছে। বামফ্রন্টের ৫ বছরে এগুলি হয়েছে। অথচ কংগ্রেসের ৩০ বছরের আমলে কি ছিল। বর্ত্তমানে প্রাইমারি স্কুলগুলি ৩ লক্ষ ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে কাভার করেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাইমারী স্কুলের আওতায় আনতে চাই। এই বছরের মধ্যে ৮১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে আরও অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। মিঃ স্পীকার স্যার, এত কম আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে আর বেশী করা সম্ভব হয় নি তবুও ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে আরও ৮৪টি নুতন প্রাইমারি স্কুল ও ২০ টি বালোয়ারী সেণ্টার খোলা হবে। ৩০টি প্রাইমারি স্কুলকে সিনিয়র বেসিকে উন্নীত করা হবে। ২০ সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই-স্কুলে পরিনত করা হবে এবং ১০ হাই-স্কুলকে হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। সেটাও নির্ভর করছে বাড়তি আর্থিক সঙ্গতির উপর। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এই বামফ্রন্ট সরকারই ত্রিপুরাতে মিড-ডে মিল চালু করেছে এবং তার ফলে ২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আজকে দুপুরে টিফিন পাচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে মিড-ডে মিলের আওতায় আনার। এতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শুধু তাই নয় সাধারণ স্কুল বৃদ্ধি করা ছাড়াও উপ-জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমরা দুইটি জায়গায় বোর্ডিং করেছি। একটি অমরপুর করবুকে সেখানে ৭৭ ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আরেকটি কালপুরের সত্যরায় চৌধুরী পাড়ায় সেখানেও ১০০ ছাত্র-ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সাব্রুমেও এরকম আরেকটির নির্মানের কাজ শেষ। আশা করা হচ্ছে আগামী ১ মাসের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাশ শুরু করা যাবে। ধর্মনগরেও ঐরূপ আর একটির নির্মাণ কাজ চলেছে। কিছু অসুবিধা থাকাতে দেরী হচ্ছে তবে পি. ডা. লিও. ডি. চেষ্টা করেছে তাড়াতাড়ি সেটি কমপ্লিট করার জন্য। এরকম আরও ১৭ টি হোষ্টেল ট্রাই-বেল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এবং সিডুাল কাষ্টের জন্য ১২ টি খোলার পরিকল্পনা আছে। যাতে আরও বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে হোষ্টেলে রেখে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে এস, সি, এস টির বোর্ডিং-এর স্টাইপেণ্ড ছিল মাত্র ২ টাকা। এখন সেটাকে বাড়িয়ে ৩ টাকা পরে ৪ টাকা ও বর্তমানে ৫ টাকা করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এভাবে বাড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু সব কিছুতেই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে কেন্দ্রের উপর কারণ আমাদের আর্থিক সঙ্গতি কম। কাজেই কেন্দ্রের অনুদানের উপরও সব

নির্ভর করছে যেহেতু আমাদের আয় খুব কম। যা কিছু বাড়তি কাজ হচ্ছে তা আমাদের নিজস্ব বাজেট থেকেই করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন যে অনেক খানে স্কুলঘর ও ফার্নিচার নেই। এটা ঠিক কিন্তু তবুও আমাদের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ৪২৫ টি প্রাইমারি স্কুলের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে ৭২৩ টি মেরামত করা হয়েছে। ৯১১৮ টি সিনিয়র বেসিক স্কুলের ঘর করা হয়েছে, ৭৫ টি মেরামত করা হয়েছে এবং নূতন করা হয়েছে ৯৫ টি। এছাড়াও ২৩টি হাই-স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি হাই-স্কুলে ৯ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১০ টি প্রাইমারি, ৩৩ টি সিনিয়র ও ৫২ টি হাই-স্কুলের কাজ টাকার সংস্থান হলে আমরা করতে পারব।

১২৮ টি স্কুল ঘর পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আর একটা স্কুল ঘর পুড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে ফার্নিচারও পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এতে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। এই বাজেটে সেই ক্ষতি পূরনেরও ব্যবস্থা আমরা নিতে চেষ্টা করেছি।

আমরা ৮,৮০,০০০ নেশনেলাইজড বই ছাত্রছাত্রীকে দিয়েছি। ককবরক্‌ভাষায় বই ছাপিয়েছি ৮০ হাজার। এই বইগুলিও বিলি করা হয়েছে। কাজেই তপশিল জাতি এবং উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের যাদের পরিবারের আয় ৫০০ টাকার নিচে তাদের বিনামূল্যে বই দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এস, টি এবং এস, সি, যারা আছে তাদের বিনামূল্যে বই দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার অন্যরাও মাত্র তিন টাকায় বই যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরক ভাষাভাষী নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক বাস করেন। এই ভাষার উন্নতির জন্য এ পর্যন্ত ৭৩৩ টি স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে ককবরক ভাষায় শিক্ষা চালু করা হয়েছে। আবার তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রনীতেও যাতে করে ককবরক ভাষা চালু করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ঐ শ্রেনীর জন্য বইও প্রস্তুত করা হইতেছে। এই পর্যন্ত আমরা ৭৯২ জন ককবরক শিক্ষক নিযোগ করেছি, আরো ২০০ বি ২৫০ জন ককবরক শিক্ষক করা সম্ভব হবে। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য নানা ধরনের জনকল্যানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করছেন। আমাদের স্কুলগুলিতে মাষ্টারের যে অভাব রয়েছে তা পূরনের জন্য গত পাঁচ বৎসরে আমরা ৩৩৫৪ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষক, ১৩৭০ জন গ্রেজুয়েট শিক্ষক, অনার্স গ্রেজুয়েট শিক্ষক ২১৯ জন এবং ককবরক টিচার ৭৯২ জন, ক্ল্যাসিক্যাল টিচার ১৭৮ জন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটার ২২৬ জন, মোট ৬,০৮৯ জন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা আরো নিয়োগের চেষ্টা করছি। তবে আমাদের যত শিক্ষকের দরকার সেই পরিমান অর্থ আমাদের হাতে নেই। সেই পরিমান টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে। সেই দিকটা মাননীয় সদস্যরা একটু উপলব্ধি করবেন। কারন টাকা ছাড়া শিক্ষক নিযোগ করা যায় না। সুতরাং কেন্দ্র যাতে আরো বেশী করে টাকা আমাদের বরাদ্দ করেন সে জন্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও আমাদের সাহায্য করুন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে নিযুক্ত হয়েছেন ৭,০২০ জন উচ্চ শিক্ষা অধিকার ২০৯৭ জন, সমাজ শিক্ষা অধিকার এ ৩, ৬১১ জন। মোট ১০,৯২৮ জন বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী দিয়েছেন গত পাঁচ বৎসরে।

এছাড়া ১৯৮২-৮৩ সালে এন. আর. ই. পি. এবং এস. আর. ই. পি. তে ঘর মেরামতী এবং নুতন ঘর তৈরীর জন্য খরচ করেছি ২৭,৬১,৬৭২ টাকা। ২৪৯টি ঘর মেরামতী করা হয়েছে, ৯৬টি ঘর নতুন তৈরী করা হয়েছে এবং ১০৯ টির মেরামতীর কাজ এখনো চলেছে। এছাড়া বি, ডি, ও, এর মাধ্যমে ৩০,৪৪,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন ৬৩১ টি ঘরের মেরানতী কাজ চলেছে, এবং এই ব্যাপারে পি, ডবলিও, ডি, কে দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। এবং ১৯৮৩-৮৪ বছরে মেরামতী বাবদ ধরা হয়েছে ৪৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমি মনে করি না যে এটা যথেষ্ট। কারন আমার নতুন ঘর তৈরী এবং মেরামতী বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নয়। যদি শিক্ষা খাতে ১০ কোটি টাকা বাজেট ধরতে পারতাম তবে সকল স্কুলে ফার্নিচার সহ সব খরচ চালান সম্ভব হতো। কিন্তু শিক্ষা খাতে কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করেছে মাত্র পোনে ছয় কোটি টাকা। সুতরাং আমি ১০ কোটি টাকা কোথায় পাব। আর আমাদের কাছে তো টাকার গাছ নেই যে আমরা ইচ্ছেমত টাকা খরচ করতে পারব। টাকার গাছ আছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বিভিন্ন প্রকার কর বসিয়ে তারা টাকা তুলে নিতে পারেন। আসবাব পত্রের জন্য এবারের বাজেটে ধরা হয়েছে ৫,৯৫,৩৩৩ টাকা। কিন্তু এই টাকার দ্বারা আমরা সব স্কুলে আসবাব পত্র দিতে পারব না। পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত আমরা বেঞ্চ দিতে পারব না তাদের জন্য আমরা আসনের ব্যবস্থা করেছি। তবে সে আসনের দাম ও পড়বে প্রায় ৯ টাকা করে। কাজেই শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা বসে নেই। ২য় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত উপজাতি ছাত্রীরা যারা রেগুলার স্কুলে যাচ্ছে তাদের ৪,৬০৬ জনকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে। এস, টি, এবং এস, সি, ছাত্রদের পোষাক দেওয়া হয়েছে ৯,৬০৮ জনকে। ৭,০০,৩০৪ টাকা দেওয়া হয়েছে বুকগ্র্যাণ্টসের জন্য ২০,৩৬,৮০০ টাকা দেওয়া হয়েছে পোষ্ট মেট্রিক স্কলার শিপের জন্য। টাকা থাকলে আরো দেওয়া যেত। আমরা আসার আগে সমাজ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল ৫৬৬ টি। গত চার বছরে আমরা করেছি ১১৬৬ টি কেন্দ্র। আগে এস, ই, ডবলিউ এর সংখ্যা ছিল ৬৮৩ আমরা আসার পরে নিয়েছি ১১০৬টি। এখন এই সংখ্যা হয়েছে মোট ১৭৮৯ জন। স্কুল মাদারের সংখ্যা আগে ছিল ৬০০ জন। এখন আমরা নিয়েছি ৯০০ জন। বর্ত্তমানে অঙ্গনাদির মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়াবে১০১৫ টি। সুতরাং আমরা দাবী করি না যে আমরা সাংঘাতিক করছি। তবে কংগ্রেসের আমলের সঙ্গে তুলনা হয় না। বার্দ্ধক্য পেনসান ১৯৮২-৮৩ সালে ৫,৯৯০ জনকে দেওয়া হয়েছে। এবং বর্ত্তমান বাজেটে আমরা ধরেছি ১৯৮৩-৮৪ বছরে ৮,৪১৪ জনকে দিতে পারব। ৭ম অর্থ কমিশন বার্দ্ধক্য পেনসান দেবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন মাসিক ৬০ টাকা করে। কিন্তু তারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন তার দ্বারা ৬০ টাকা করে মাত্র ১০৫৭ জনকে দেওয়া যেতো। আমরা ৩০ টাকা করে কমিয়ে দিয়ে ৮,৪১৪ জনকে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে ২৬,০৫৩ জন এই পেনসন পাবার যোগ্য। কাজেই মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝা উচিত।

৩০ টাকা করে আমরা আট হাজারের উপর দিয়েছি। কাজেই ফিনান্স কমিশনের কাছ থেকে যদি টাকা পাওয়া না যায় তাহলে বৃদ্ধদের কি উপায় হবে? কিন্তু কেন্দ্র তো আমাদের সাহায্য করছেন না। আজকে দেখা যায় ১,৬৫৬ জন প্রতিবন্ধীকে আমরা ১৯৮২-৮৩ সালে সাহায্য করেছি। ১৯৮৩-৮৪ সালে আরও ১ হাজার জনকে সাহায্য করতে পারব। আমরা

সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র বাবতে খরচ করেছি ১৪৮৪,৭৪৪ টাকা। মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন খরা বন্যা বাবত কিছু টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঋণ পাওয়া যায়। আমরা বলছি ঋণ না বলে এ টাকাটা একেবারে অনুদান বলে দিয়ে দিন। এই টাকায় তো কোন অ্যাসেট তৈরী হয় না। কাজেই এটাকে অনুদান হিসাবে দেওয়া দরকার। এই দাবী মুখ্য মন্ত্রী রেখেছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত কোন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য তার উল্লেখ করেন নি।

মাননীয় সদস্যরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অশোক বাবু বলেছেন এই বাজেটটা নাকি ক্যাডার ভিত্তিক বাজেট। আমি বলছি জনতা ভিত্তিক বাজেট। জনগনের কল্যাণের জন্য এই বাজেট।

নিয়োগ নীতি কথা তারা বলেছেন। এই ধরনের নিয়োগ নীতি এর আগে আর হয় নি। স্কুল এডুকেশনে ১৩টা রিক্রুটমেন্টের রুলস হয়েছে। কংগ্রেসী রাজত্বে রিক্রুটমেন্ট রুলস্ ছিল না এবং আরও ৯টা রিক্রুটম্যান্ট রুলস্ কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। হায়ার এডুকেশনে ২৩টা হয়েছে। কলেজ টিচারদের কনফার্মেশান, সিনিয়ারিটি প্রভৃতির জন্য কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস্ ছিল না। মোট ৬৩টি রুলস্ গত পাঁচ বছরে হয়েছে এবং সমগ্র প্রশাসন ধরলে হাজার খানিক হবে। আমি শুধু আমর ডিপার্টমেন্টের কথা বললাম কিন্তু ওরা তো সরস্বতীর বরপুত্র। যা বলেন তাই রামায়ন হয়। "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা-দেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ কাজেই ওরা যা বলবেন সেটা রামায়ন হয় না। এখনে যারা আছেন তাদের ছেলে মেয়ে, ভাই বোন স্ত্রী অনেকেই চাকুরী পেয়েছে এই বামফ্রণ্টের আমলে। (গণ্ডগোল) তবে হ্যাঁ, কিছু সদস্য বলেছেন শিক্ষিত হলেই চাকুরী পাওয়া না। আমি বলছি সব শিক্ষিত যুবককে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা বামফ্রণ্ট সরকারের নেই। এমন কি সর্ব্বশক্তিমান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরও নেই। তা না হলে এক কোটি দুই কোটি বেকার কেন হলো ?

বিরোধীদের কেউ কেউ আর একটা কথা বলেছেন সি পি এম না হলে বদলী হয়ে যাবে। সেজন্য তারা কোর্টেও যায় না। সি পি এম-এর সমর্থকদের এই সরকারকে সুস্থভাবে কাজ করতে দেবার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে তারা কোর্টে যায় না। অন্যদের কিছু সংখ্যক লোক যায়। কারণ নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তারা অন্য কথা ভাবতে পারে না। তাদের নৈতিক সেই দায়িত্ব বোধ নেই।

সাবজেক্ট টীচারের কথা বলেছেন। তিন বছরের মধ্যে সাবজেক্ট টীচারের যা প্রয়োজন আছে তা নেওয়া হবে এবং তার প্রসেস চলছে। মাননীয় সদস্যরা একটা সমালোচনা করেছেন জুমিয়া বীজ ধান বিলির ব্যাপারে বিলম্ব হয়। কিছু এদিক ওদিক হয়েছে। এটা আমরা স্বীকার করি। তবে আগামী বার যাতে এটা না হয় সেজন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর এ বাবত সব টাকা এ, ডি, সি, কে দিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি ভাদ্র মাসের জুমের বীজ ধান ক্রয় করতে, যাতে ঠিক সময়মত বিলি করা যায়। দিয়ে দাও।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন টি, ইউ, জে এস, এর হুমকির ফলে নাকি এ, ডি, সি, হয়েছে। নগেন বাবুকে আমি বলি তিনি যেন আর একটা হুমকি দিন ইন্দিরা গান্ধীকে যাতে ৬ষ্ঠ তপশীল

দিয়ে দেন। আর একটা কথা বলেছেন নগেন জমাতিয়া যে কংগ্রেস যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে বামফ্রন্ট সরকার তা অস্বীকার করতে পারেন না। হ্যাঁ, কংগ্রেস দিয়েছে হাজার হাজার বেকার এবং আর একটা সম্পদ উপজাতি যুব সমিতি। তার পর উপজাতি যুব সমিতি এবং অশোক বাবুদের মধ্যে বিবাহ হয়ে ছিল। তাই অশোকবাবুরা এখানে এসে বসেছেন। তবে যে ফুল শয্যা কণ্টক বিহীন হয় নি। সেটা কাঁটা হয়েই রয়েছে এখনও।

স্যার, ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে এখন আমি কিছু বলব। আমরা জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটা নূতন পরিকল্পনা নিয়েছি, তার একটা হল রাবার প্লেন্টেশান এবং তার জন্য আমরা একটা কর্পোরেশানও করেছি। এই কর্পোরেশানের কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি তবে সেটা সীমাবদ্ধ জায়গায় করা হবে এবং তার জন্য কিছু ট্রেনিংও দিতে হবে। তাতে প্রত্যেকটি জুমিয়া পরিবার ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ হিসাবে পাবেন আর একটা অংশ হবে অনুদান হিসাবে। এছাড়াও এর সংগে তাদের কিছু রোজগারের ব্যবস্থা থাকবে, সেগুলি হল পোলট্রি যেমন, হাঁস, মোরগী পালন, শূকর পালন ইত্যাদি। এগুলি তাদের আয়ের আর একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এসবই করপোরেশানের মাধ্যমে হবে। এছাড়া অন্যান্য ট্রাইবেল বা সিডিউলড কাস্ট যারা তাদের উন্নতির জন্য আমরা আর একটা করপোরেশান করেছি, সেটা হল ত্রিপুরা সিডিউলড কাস্ট ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশান। এই করপোরেশান থেকে এরই মধ্যে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ ঋণ দেওয়া হয়ে গেছে। এই ঋণটা দেওয়া হচ্ছে ব্যাংকের মারফতে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণ দিতে রাজী হয়েছেন আর বাকীটা দেবেন এই সিডিউলড কাষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশান। তাছাড়া নরম্যাল ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের যে সব স্কীম আছে, সেগুলিও এর সাথে সাথে চলবে। এছাড়া ডম্বুর থেকে যে উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের জন্য ৬৫১০ টাকার স্কীম আমরা চালু করেছি। তারা যাতে রাবার প্লেন্টেশান করার সুযোগ পায়, সেজন্যও আমরা চেষ্টা করছি। তবে সেখানে একটা বাধা আছে, সেটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট, যেটা সম্পর্কে একটু আগে আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় বলে গিয়েছেন। এটা এতদিন কনকারেন্ট লিষ্টে ছিল না। বনের জমির উপর রাজ্য সরকারের কোন হাত থাকবে না, এটা সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রের অধীন থাকবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই আইন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কিছুতেই মানতে পারেন না, সেজন্য আমরা বলেছি যে আইন যেটা করা হয়েছে, সেটা আইন হিসাবে থাকলেও সেই আইনকে চালু করার জন্য যে ক্ষমতা সেটা আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে দিতে হবে। এই ব্যবস্থাটা জরুরী অবস্থার আগে ছিল না, জরুরী অবস্থার অনেক পরে এই ব্যবস্থাটা চালু করতে চাওয়া হয়েছে, যাতে করে রাজ্য সরকারের কাছে বনের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। এই আইন যদি থাকে, তাহলে আমরা এই ত্রিপুরার রাজ্যের বনে রাবার প্লেন্টেশান করতে পারব না, বনের জমির উপর দিয়ে রেল গাড়ী আনা যাবে না, একটা স্কুল ঘর কিম্বা একটা ডাক্তারখানা করা যাবে না, এজন্য কেন্দ্রের আদেশের জন্য আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। সেজন্য আমাদের দাবী হল, কেন্দ্র এই সম্পর্কে যে আইন করেছেন হয় সেটাকে সংশোধন করতে

হবে, না হয়তো সেই আইনের ধারাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিতে হবে। কারণ বন ভূমিকে আমাদের রাজ্যের জনগণের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া, এ, ডি, সিও আমাদের এখানে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে যে ট্রেনিং সেণ্টার আছে, যেমন ওইভিং ব্যম্বো ওয়ার্ক, কেনিং এবং টেইলারিং ইত্যাদি, এগুলি সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এগুলি আমরা এ, ডি, সির হাতে তুলে দেব। কিন্তু এর মধ্যে একটা মস্ত বড অসুবিধা হচ্ছে, মার্কেট। এরজন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে কিছু টাকা চেয়েছি, সেটা পেলে আমরা নতুন করে ট্রেনিং সেণ্টার তৈরী করব। কাজেই কিছু করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন, সেটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়, সেটা আমাদের আগে থেকে দেখতে হবে। স্টাইপেণ্ড হিসাবে আমরা এর জন্য আগে যে টাকাটা পেতাম, সেই টাকাটা ও বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার নিজের দপ্তরগুলির সম্পর্কেও কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এর থেকে আপনারা নিশ্চয় ধরে নেবেন যে বামফ্রণ্ট সরকার রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তরিক ভাবে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছে এবং এই কাজটা যাতে সুষ্ঠভাবে চলতে পারে, কি হাউসের ভিতরে অথবা হাউসের বাইরে যে যেখানে থাকুন না কেন, তিনি যে কোন রাজনৈতিক দলেরই হউন না কেন, এই বিষয়ে রাজনীতিকে টেনে আনবেন না, কারণ এই কাজে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব নিয়েই আপনারা সবাই এগিয়ে এসে সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন এই আহ্বান সবার কাছে রাখছি এবং আশা করব যে বিনা প্রতিবাদে এই বাজেটকে পাশ করিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সহযোগী হবেন। একথাগুলি বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বাজেটের সমর্থনে আলোচনার শেষ দিকে বাজেটের উপর মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, সেজন্য আমি বিশেষ করে বিরোধীদলের সদস্যদের স্বাগত জানাই। বিভিন্ন দিক থেকে যে কন্সট্রাক্টিভ আলোচনা বা বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি নিশ্চয়ই এই বাজেট কার্য্যকরী করার সময়ে আমরা মনে রাখব। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে, সেজন্য আমরা দু:খিত এবং আমরা এই বিষয়ে তাদের সংগে ঐক্যমত হতে পারে নি। তারা বলেছেন যে এই বাজেটের মধ্যে পরিকল্পনার কোন কথা নাই, যার ফলে এই বাজেট কোন এ্যাসেস্ট তৈরী করতে পারে নি। সেদিক থেকে আমি বলতে চাই, স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনার প্রথম দিক থেকে শাসক গোষ্টি যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনাটা হচ্ছে প্লেনিং ট্রেপ, সেটা সামন্ত তান্ত্রিক, সেটা মুনাফা করার পরিকল্পনা, সাধারণ জনগনের উপর শোষণ করার পরিকল্পনা, যেটা খুব অল্প সংখ্যক লোক যাদের হাতে সমস্ত সম্পদ একত্রিত হয়েছে, সেই কল কারখানাই হউক আর অন্য কোথাও হউক। আজকে ৩৫ বছর পর আমরা যারা মার্কসবাদী, পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সমালোচনা করি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আজকে ৩৫ বছর পরে এসে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিটাই ভেঙ্গে পড়েছে। এক পাশে অফুরন্ত সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, আর এক পাশে অফুরন্ত দরিদ্রতা। কাজেই এই

থেকে আমরা বিরোধী দলের সংগে ঐক্যমতে পৌছতে পারে নি। ওরা বলেছেন যে কোন সম্পদ সৃষ্টি হয় নি। আমি এই সম্পর্কে ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে ৩৫ বছর ধরে শ্রীমতি গান্ধি জমিদারী উচ্ছেদের কথা বলেছেন, সে জন্য কাড়ি কাড়ি আইন করেছেন, তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক সেই ধনতান্ত্রিক জমিদার হয়ে গিয়েছে। ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে জোতদার জমিদারের কুকুরের নামেও জমি রাখা হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কংগ্রেস রাজত্বের ফিচার।

মূলধনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে। শ্রীমতি গান্ধীর প্ল্যানিং হচ্ছে মানুষকে না খাইয়ে রাখা। এখানে মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে এখানে দেশের মা বোনেরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পোষাক না পরতে পারলেও চলবে। ৮০০ কোটি টাকার তৈরী পোষাক বিদেশে চলে গিয়েছে। আমি যে জামাটা গায়ে দিয়েছি সেটি বিদেশে চলে যেতে পারত যদি তারা সেটি বেশী দাম দিয়ে কিনতে চাইতো। মানুষ না খেয়ে থাকলেও চলে এই কথাটাই আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে আনতে চাইছি। আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সেখানে কোন অশিক্ষিত নেই সেখানে কোন বেকার নেই সেখানে মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয় না। দেশের জিনিষপত্রের দাম এক পয়সাও বাড়ে না। তারা যা করছেন তা দেশের সমগ্র মানুষের স্বার্থেই করেন। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, উনারা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন এসেট দেখতে পাচ্ছেন না। এই যে আমরা এত এত ফার্ম করেছি, এইগুলি কোন এসেট নয় আমরা এক লক্ষ নারকেলের চারা বিলি করেছি দশ বছর পরে প্রতিটি গাছে যদি একশত নারকেল হয় এগুলি ত্রিপুরার এসেট হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা যে নূতন নূতন চা বাগান করেছি প্ল্যান্ড ওয়েতে ফরেষ্ট্র করেছি যা ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে বলে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি তাদের দৃষ্টিতে এসেট নয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে মাইলের পর মাইল রাবার বাগান করেছি যারা বিলোনীয়ার দিক থেকে এসেছেন আমি জিজ্ঞাস করতে চাই এগুলি কি এসেট নয় ? আমাদের পূর্ত মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরায় বিরাট বিরাট ব্রীজ হয়েছে রাস্তা ইত্যাদি হয়েছে এগুলি এসেট নয় ? শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রী সাহা তাঁরা কি গোমতী নদী সাঁতারে পার হন উঁরা কি ব্রীজের উপর দিয়ে হাটেন না। আমি ছোট বেলায় দেখেছি তখন আমার গ্রামে একজন লোক ছিলেন তিনি নেশা ইত্যাদি করতেন তিনি রাতের বেলায় নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন এবং তিনি দেখতেন যে নদীর উপর কোন ব্রীজ নেই কিন্তু সকালে আবার দেখতেন যে না ব্রীজ ঠিক আছে। আমি জানি না এই সব ব্রীজের উপর দিয়ে শুধু কি সি. পি. এম. র লোকেরাই হাটে উনারা কি সাঁতারে নদী পার হন। এইগুলি কি রাজ্যের সম্পদ নয়। এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এইগুলি করা হচ্ছে এইগুলি রাজ্যের এসেট নয়। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে ফিসারীজ কাজ করা হচ্ছে ডেয়ারীর ফার্ম করা হচ্ছে পিগারী করা হচ্ছে এইগুলি এসেট নয়। মাননীয় সদস্যরা দেখুন এই যে মৃতপ্রায় চটকল ছিল তাকে আমরা সরব করেছি এবং আমাদের মাননীয় ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার বলেছেন যে তিনি টি. আর. টি. সি.র ১০০টি বাস দিয়ে ফ্লীট তৈরী করে জম্পুই থেকে পণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত সার্ভিস চালু করেছেন এইগুলি এসেট নয়। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে একমাত্র

এসেট হচ্ছে ফাইভ ষ্টার হোটেল। স্যার, ১৮শ কোটি টাকা খরচ করে—আমাদের মাত্র খরচ ২০০ কোটি টাকা শ্রীমতী গান্ধী আমাদের বাজ্যের মত ১০ টার বাজ্যের টাকা দিয়ে দিল্লীতে ফাইভ ষ্টার হোটেল খোললেন ঐ খেলার জন্য না বিদেশকে দেখাতে হবে।
(ইণ্টারাপশান)

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যিনি এই হাউসে উপস্থিত নেই তাঁর সম্পর্কে এই হাউসে সমালোচনা করা যায় না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হতে পাবে না শ্রীমতী গান্ধীর নাম না নিতে পারলে বক্তৃতা করা যাবে না।
(ইণ্টারাপশান)

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—কথা হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী বলে চীৎকার করলে "পয়েণ্ট অব অর্ডার" হবে, কারণ এই হাউসে মাননীয় স্পীকারের রুলিং আছে যিনি এই হাউসে উপস্থিত নেই তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারা যাবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা এখানকার কোন সদস্য সম্পর্কে বলা যাবে না, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন যে তিনি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে কোন এলিগেশন আনছেন না, তিনি শুধু এটার উদাহরন দিতে চাইছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে কোন অশ্রদ্ধা করছি না, এখানে শুধু প্রধান মন্ত্রীর নীতির সমালোচনা করা হচ্ছে। যে দেশের রাস্তায় ৭ লক্ষ লোক বাস করে এমন কি তাদের সন্তান ও জন্ম নেয় সেই দেশের টাকা দিয়ে ৫ তারা হোটেল করা হবে বিদেশ থেকে দেখবার জন্য তারই সমালোচনা করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আমার কথা বলছি না উত্তর প্রদেশের একটা পত্রিকার রিপোর্টে গত ১২/৭/৮৩ ইং বিজনেস ষ্টান্ডার্ড পত্রিকায় বেরিয়েছে সেখানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস (ই)র কিষান কংগ্রেস নামে একটা কমিটি আছে সেই কমিটির একটা রিপোর্টে বেরিয়েছে একজন বয়স্ক লোক (ইণ্টারাপশান) স্যার আমি আপনার প্রটেক্শান চাইছি আমি তো মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে কোন ডিষ্টার্ব করি নাই। উনি কেন আমার ডিষ্টার্ব করেছেন। আমার কথা শুনুন সেই কাগজে বেরিয়েছে যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে কাল আমি এনে দেখাতে পারি, সেই কাগজে বেরিয়েছে একজন বয়স্ক শ্রমিক মাত্র ১ কে জি ফুড গ্রেনের বিনিময়ে কাজ করছে। এখন সেই ১ কে. জি. ফুড গ্রেনে যদি আমরা গম ধরি তাহলে, তার দাম পড়েছে দুই টাকা সেই দুইটার বিনিময়ে সে জিনিষ তৈরী করছে ২০ টাকার। কুড়ি টাকার মধ্যে সে পাচ্ছে মাত্র দুই টাকা আর আঠার টাকা চলে যাচ্ছে এই কায়েমী স্বার্থের পকেটে। সেই কথা আমি যখন বলতে চাইছি তখন ওদের গায়েতো লাগবেই। ওদের গায়ে লাগবে না কেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সে জন্যই আমি বলছি যে এটা হচ্ছে অত্যন্ত নেকেড ওরা একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে রিসোর্স মোবিলাইজ হবে কোথা থেকে? তারা গত ত্রিশ বছরে রিসোর্স যদি তৈরী করতে পারেন নি যদি বাধা সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমরা এখান থেকে কিছু সম্পদ সংগ্রহ করতে পারতাম।

গত ১৫ বছরে যে এসেট তৈরী করতে পারেন নি ১৫/২০ বছরে যেটা সম্ভব হয় নি সেটা অল্প সময়ে কি করে হবে। যে সমস্ত সংস্থা আছে লগ্নী করার জন্য, যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তাদের কাছ থেকে সারা পাচ্ছি না। শ্রীমতী গান্ধী ক্রেডিট স্কোয়াশ তৈরী করেছেন ১/৩ অংশ ট্রেন্সপোর্ট গাড়ী নামাতে চায়, সেই সমস্ত সংস্থাকে গাড়ী নামানোর জন্য গ্যারান্টি দিতে হয় আমাদেরকে। সেই সব ক্ষেত্রেতে আমাদের অন্যান্য ব্যাংক খুব একটা এগিয়ে আসছেন না। অন্য দিকে রিজার্ভ ব্যাংক দিনের পর দিন ঋণ নেওয়ার প্রোভিশনটাকে সংকুচিত করার নীতি অনুসরণ করে আসছে। সেটা আমাদের ত্রিপুরাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলছি যে শ্রীমতী গান্ধী যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন সেটা আমাদের পক্ষে বিপদ জনক। সেখানে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। আমার এখানে অনেক কিছু হতে পারে, একটা এগ্রি ফরেষ্ট করা যায়, কৃষি কলেজ করা যায়, মেডিকেল কলেজ হতে পারে, এখানে ডাক্তার নেই। একটা হ্যাণ্ডিক্রেফটস্ হ্যাণ্ডলুম ট্রেনিং সেণ্টার হতে পারে, এখানে একটা রাবার ট্রেনিং সেণ্টার করা দরকার বহুবার এন. ই. এ. সিকে অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যান্ত সাড়া পাচ্ছি না। আজকে গ্রামে একটা টিউব ওয়েল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা মেরামতের জন্য লোক পাচ্ছি না। পাব কি করে? সংস্কৃত পড়িয়ে এম. এ. পাশ করানো হচ্ছে। শত শত ছেলেমেয়ে সংস্কৃত পড়ে পাশ করে বসে আছে এবং বলছে যে আমাদেরকে চাকুরী দাও। আমরা চাকুরী দিব কোথায়। সেটাতো কমসোলসারী নয়। কাজেই শ্রীমতী গান্ধী যে নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালাচ্ছেন প্র্যাকৃটিকেলি এটা আমাদের পক্ষে বিপদজনক। যার জন্য আজকে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সেইজন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কি হচ্ছে? আজকে ঔষধ আগলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ড্রাগ ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি ন্যাশনেলাইজ হচ্ছে না। যেভাবে ঔষধের দাম বাড়ছে সেটা সাধারণ মানুষ কিনতে পারে? শ্রীমতি গান্ধী এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছে না। ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার বলেছেন যে আমরা যতটুকু পারি মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হচ্ছে খাদ্যের কথা। আমরা চেয়েছিলাম ৭ হাজার টন খাদ্য। আজকে সেটা পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া যায় না। দিল্লীতে কি একটা গভর্ণমেণ্ট আছে। ওরা কি করছে সেখানে? হয়তো নূতন মন্ত্রী বানাচ্ছে, তাদের দলের মধ্যে সমস্যা রয়েছে, দলকে বাঁচানোর জন্য ঐ সেখানে মারদাতে খুন খারাপি করতে হবে। এই সমস্ত কাজে তারা ব্যস্ত। আজকে শ্রীমতি গান্ধী বার্মা, থাইল্যাণ্ড থেকে চাউল আনছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি আমাদেরকে কি সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে? আমরাও তো বার্মা ও থাইল্যাণ্ড থেকে চাউল আনতে পারি। সেই ক্ষমতা তো আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হচ্ছে না। শ্রীমতী আজকে সমস্ত ইলেকশনে হেরে গিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। দেশের সর্বত্র একটা দুর্নীতি, একটা ক্রাইমের রাজত্ব কায়েক হয়েছে। আমার দেশের মেয়ে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। এই মেয়ে বিক্রী রিকশোওয়ালা করে না, বড় লোকরা করছে। ওরা মানুষকে শোষণ করছে। বাড়ীতে বাড়ীতে মানুষকে স্লেভ করে রাখছে। আজকে ৩০/৩৫ বৎসর পরও তারা

মুক্তি পায় নি। দিল্লীতে বসে ওরা কি ধরণের রাজত্ব চালাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমাজের এই যে অবস্থা এই সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এটা ওরাই সৃষ্টি করেছেন।

তৈরী করেছে সব চেয়ে বেশী ঐ অল ইণ্ডিয়া রেডিও দূরদর্শন যন্ত্র। করেছেন সেই সমস্ত মন্ত্রী যারা সিনেমা হলের মধ্যে কি করে খুন হয় সেই সব ছবি দেখান। সান ডে'তে ছবি বেড়িয়েছে, একটি মেয়ের, গলায় কাপড় দিয়ে বেধে টেনে নিয়ে কি ভাবে তাকে মার্ডার করা হয়েছে। মার্ডারের ছবি বেড়িয়েছে। আমি এই ছবি কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি। আমি লিখেছি, এই খানে আমরা অর্থ নৈতিক সংকটের কিংবা রাজনৈতিক সংকটের কি ভাবে মোকাবিলা করা যায় তা দেখতে পারব, কিন্তু গুণ্ডাবাজী করবেন, সিনেমা হলে খুনের ছবি দেখাবেন, কি ভাবে খুন করতে হয় তা দেখাবেন অথচ ইন্দিরা গান্ধী তথ্য দপ্তর সেন্সার করবেন না তাতো হতে পারে না। এই বই ত্রিপুরা রাজ্যে ঢুকতে দেব না আমি লিখে দিয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা অনেক শান্ত রাজ্যে হওয়ার কারণ হচ্ছে, এখানে গণতন্ত্র আছে। আর ত্রিপুরায় গণতন্ত্র আছে বলেই এখানে কোন ক্রাইসিস্ নাই, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা এখানে লাগানো যায় না।

(ভয়েসস্ ফ্রম দি অল অপজিশান বেঞ্চ: পাহাড়ী—বাঙ্গালী দাঙ্গা লাগানো হয়, সে কথা বলুন)

অপেক্ষা করুন। আমি জবাব দিচ্ছি। গণতন্ত্র আছে বলেই আজকে এখানে মানুষ ভাল করে কথা বলতে পারে, লিখতে পরে। সত্য কথা বলবো, লিখলে আমরা শ্রদ্ধা করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই কথা আমি বাহিরেও বলেছি আবার ভেতরেও বলছি। এমন কি সংবাদ পত্রে বলেও দিয়েছি। অন্তত টেন পারসেণ্ট যদি সত্য কথা থাকে, তাহলে আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা করব। কিন্তু যদি সেণ্ট পারসেণ্ট মিথ্যা থাকে, তাহলে আমাদের ক্ষুব্ধ হতে হয়, অসন্তুষ্ট হতে হয়। কিন্তু সংবাদ পত্রে যদি ১০ পারসেণ্টও সত্য থাকে, তবে আমার নজরে নিই। আমরা নজর দিচ্ছি না তা বলতে পারবেন না। ভারতবর্ষের কোন জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীদের সঙ্গে লোক দেখা করতে পেরেছে? সাড়ে তিন হাজার দরখাস্তে আমাকে সই করতে হয়েছে। এবং লক্ষ লক্ষ লোক সকাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করেছে। বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের কথা বলেছে। আগের কোন সরকারে তা ছিল না। পত্রিকাই বলুন, কিংবা অন্য কিছুই বলুন আমরা তাদের অধিকার দিয়েছি এবং সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা কারা ভাঙ্গছে? যারা সম্পত্তি ওয়ালা লোক তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা করার জন্য শুধু প্রাইভেট আর্মিই নয় তাদের ডাকাত দল রাখতেন হয়। আমরা জানি, মধ্যে প্রদেশ, উত্তর প্রদেশে ডাকাত দল রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টাতে হচ্ছে রিক্সাওয়ালার সম্পত্তি নাই, ভূমিহীনের সম্পত্তি নাই কাজেই গুণ্ডা বাহিনীর দরকারও নাই। বিশালগড়ের মধ্যে একটি স্যোসাল ওয়ার্ক হয়, যে সিদ্ধামুড়ায় একটি সোসাল ওয়ার্কারের দরকার হয়। তাদের হাতে বোমা পটকা তুলে দিতে হয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য। তারাই গণতন্ত্রের শত্রু। তা এই রাজ্যের মধ্যেই বলুন আর অন্য রাজের মধ্যেই বলুন বিহারে মাফিয়া বলে একটি দল আছে। কয়লা খনির মালিক, কল কারখানার মালিকদের মাফিয়া আছে মাননীয় বিরোধী দলের নেতাও

সেখানে যেতে পারবেনা না মালিকদের এই এব সমাজ বিরোধীদের রাখতে হয়। এই সব লোক নৃপেন বাবুর নয়, দশরথ বাবুর নয়। একটা লোকেও আমরা আজকে সেখানে যেতে দেব না। আজকে দেশে এই অবস্থা চলছে। এই সমস্ত লোক যারা রাস্তা রোখে আন্দোলন করেছিল বিভিন্ন জায়গায়, আমি জিজ্ঞেস করি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে, আমি সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, একটা ভদ্রলোকের মত কথা। কেন না, আপনিও ভদ্রলোক আমিও ভদ্রলোক। এই যে ৩—৪ দিন পর্য্যন্ত আমি এখানে আপনাদের আলোচনা শুনলাম, কিন্তু সি. বি. আই. এর কথা আপনির বলেন নি. আপনার বন্ধুরাও বলল না। একেবারে ভুলে গেলেন কি করে ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ :— বলব, বলব বলার আরো সময় আছে)

একেবারে ভুলে গেলেন কি করে ? এটা আমাদের বুঝতে যে হবে, এই দাবী তুললেন সে দাবীর কোন ভিত্তিই নেই। মানুষকে উত্তেজিত করে পুলিশের সামনে ছেড়ে দিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত আজকে এখানে নেই। একেবার পালোয়ানের মত টি. আর. টি. সি. গাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এইযে বীরত্ব তা ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গায়ে ব্যথা হবার মত। বাংলা একটি কবিতা আছে তার একটি লাইন আমি এখানে বলছি, ছায়ার সঙ্গে কুস্তী করে গাত্রে হল ব্যথা। কেন মানুষ খুন খারাপি করলেন ? এটা আমাদের বুঝতে হবে, এই সব কাজ জন স্বার্থে নয়। এই টি, ইউ জে. এস. ভদ্রলোকেরা তারা নিস্পাপ শিশু। তাঁদের জন্য ২—১ টা কথা বলতে চাই। ১৯৭৮ সালে বাংলা দেশে ট্রেনিং নিলেন কেন ? আমি ওদের জিজ্ঞাস করতে চাই, ১৯৭৮ সালে যে সব লোক বাংলা দেশে ট্রেনিং নিয়েছিল তারা ওদের দলে ছিল কি ছিল না ? চুনী কলই এর বিবৃতি পড়ুন। চুপ করে গেছেন। কথা বলতে পারছেন না ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম টি. ইউ. জে. এস. বেঞ্চ :— আগে বলে নিন, পরে সব এক সঙ্গে বলব)

কত নিস্পাপ আপনারা। মাননীয় সদস্যরা মনে রাখবেন, আমি পুলিশ মন্ত্রী। পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আমার হাতে প্রতিটি রিপোর্ট আছে। এই বাংলা দেশের ট্রেনিং এর অর্থ কি ? এটা শ্রীমতী গান্ধী বলে দিয়েছেন। আমাকে বলতে পারবেন না। মাননীয় সদস্যর, এ কথা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন। আমি একশ বার তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কারণ, বিলম্বে হলেও আমার কথা বলে দিয়েছেন, আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী কি বলেছেন ? বলেছেন, খালিস্থান আন্দোলন আমেরিকা করছে। খালিস্তান আন্দোলন যদি আমেরিকা করতে পারে, তাহলে স্বাধীন ত্রিপুরার আন্দোলন বাংলা দেশে বসে আমেরিকা কেন করতে পারবে না ? আজকে ৩০ বছর ধরে যদি নাগাল্যাণ্ডের নেতা ইংলণ্ডে বসে করতে পারে, ১৬ বছর ধরে এন, এন, এফ নেতা করতে পারেন, তাহলে কেন বাংলা দেশে বসে করতে পারবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, হাউসের সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি কি আরো সময় চান ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আরো ১৫ মিনিট বলতে চাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—হাউসের সময় আরো ১৫ মিনিট বাড়ানোর জন্য হাউসের কাছে সেন্স চাচ্ছি।

(হাউস অনুমতি দিল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ –৩০ বছর ধরে নাগাল্যাণ্ড করছে, ১৬ বছর ধরে মিজোরাম করছে তাকি বন্ধ হতে পেরেছে? আজকে এখানে চিৎকার শুরু হয়ে গেছে, বামফ্রন্ট থামাতে পারল না। খুন খারাপি চলছে, লুট হচ্ছে। ৩০ বছর যদি নাগাল্যাণ্ডে চলে, ১৬ বছর যদি মিজোরামে চলে, ২।৩ বৎসর ধরে যদি মনিপুরে চলে সে সব জায়গায় তো উপদ্রুত ঘোষণা করে মিলিটারী ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ কি করতে পারছেন আপনারা ? তাহলে, ত্রিপুরার ব্যাপারে এত চিৎকার করছেন কেন ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে বুঝতে হবে, এই যে ভদ্রলোকেরা এখানে টি, ইউ, জে, এস, এ রয়েছেন তাদের সাথে ওদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। আজকে এই সব লোক হলে দর্শক হয়ে বসে আছেন। তারা ঐ সব ভদ্রলোকদের হয়েই এখানে এসেছেন। যারা রাইফেল নিয়ে ঘোরা ফেরা করে তাদের সাথে টি, ইউ, জে, এস, এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুলিশের স্কট নিয়ে আমরা কেন চলা ফেরা করি তা এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে। টি, ইউ, জে, এস, ওদেরও তো দিয়েছি। আরো চাইলে দেব। এটা গণতন্ত্রের নিয়ম। গণতন্ত্রে কাউকে খুন করে না। আপনারা দেশের সম্পদ এবং সম্পদ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওরা এখানে যত গণতন্ত্র কায়েম হতে দেখছেন, তত ভায় পাচ্ছেন।

স্যার, আমি হাউসের সামনে বলছি, যারা বিদেশের চর হিসাবে কাজ করবেন তাদের সংগে কোন আপোস নেই।শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দপ্তর থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই বিজয় রাংখল লিখেছেন শ্রীমতী গান্ধীকে। সেই চিঠির বয়ান হচ্ছে –
"Arms insurgency was necessary to reach the heart of Smt. Indira Gandhi." তার অর্থ হচ্ছে—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হৃদয় জয় করার জন্য আমি সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছি। তার পরের বয়ান হচ্ছে ট্রাইবেলরা কোন দিন ভারতের নাগরিক ছিলেন না। তাদের জোর করে ভারতের নাগরিক করা হয়েছে। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তারা একথা মানেন কিনা যে ট্রাইবেলরা ভারতবর্ষের নাগরিক নন, জোর করে তাদের ভারতের নাগরিক করা হয়েছে টি. ইউ. জে. এস-এর সদস্যরা তৈদু সম্মেলনে বিদেশী সম্মেলনে বিদেশী বিতাড়নের যে প্রস্তাব করেন বিজয় রাংখল ছিলেন তাদের প্রধান নেতা। আর অন্যরা হাত তোলার মালিক ছিলেন। আরেক ভদ্র মহিলা যিনি এখানে অনুপস্থিত, তাঁর নাম আমি বলছি না, তিনি ছিলেন প্রধান উৎসাহ দাত্রী। তৈদু সম্মেলনে তার বক্তৃতা ছেলেদের উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল যে ত্রিপুরা কোন দিন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কোন দিন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই উৎসাহ তিনি দিয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য তিনি এখন এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই এটা বুঝতে হবে যে গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে। স্যার, দাঙ্গা কারা করেছেন তার জবাব আমাদের নেতারা দিয়েছেন, কাজেই

এইগুলি তোলার আর দরকার নেই। কিন্তু দাঙ্গাজনিত যে মামলা সেই মামলাগুলি অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং সেই বিলম্বের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিরোধী দলের নেতাদের নিতে হবে। এই মামলাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ৫টা কোর্ট আমরা করেছি। স্যার, আমাদের দুর্ভাগ্য আমি কারকে জানতে পারলাম যে সি. জে. এম. কোর্ট থেকে বহু কেসের ওয়ারেন্ট পর্যন্ত যায়নি এই এক বৎসরের মধ্যে। আমি জানিনা কোন রাজনৈতিক কারণে কিনা বা এই সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য কিনা ওয়ারেন্ট ছাড়ার যে কাজ, সে কাজটা উনি করেন নি। এই মামলাগুলি আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি বিশেষ করে টি. ইউ. জে. এস-এর প্রতিনিধি যারা এখানে রয়েছেন, আসামীদের বলুন তাড়াতাড়ি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সমস্ত আসামী আদালতে আত্মসমর্পন করেন নি, তারা যে দলেরই হোন, বা নির্দলীয় হোন, আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আমাদের সরকার তাদের জামিন পেতে কোন বাধার সৃষ্টি করবেন না। তারা যাতে এ্যাডভোকেটের সাহায্য পেতে পারেন তার জন্য প্রতিটি কোর্টে তাদের এ্যাডভোকেট রাখা হবে। আমরা চাই না বিনা দোষে তাদেরকে হয়রানি করা হোক। আমরা চাই তারাতাড়ি মামলাগুলি শেষ করা হোক। শাসক দলের এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যদি আসামীদের ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির করে দিতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। মামলাগুলি আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব। কোন দলীয় মনোভাব গ্রহণ না করে যেহেতু জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে, সে অসুবিধা দূর করার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন বলেই আমি মনে করি। স্যার, সীমান্ত সম্পর্কে আমি ২।১টি কথা বলতে চাই। আপনারা খবরের কাগজে দেখেছেন যে আসামে সীমান্ত এলাকায় একটা দেওয়াল তোলা হবে এবং তাতে ৫০।৬০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। দেওয়াল তারা করুন তাতে আমাদের কোন লোভ নেই বা আসামে অনেক বড় বড় কন্ট্রাকটর আছেন তাদেরকে টাকা পাইয়ে দিন তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেই রিপোর্টের সংগে দেখলাম দেড় কি. মি. অন্তর অন্তর ওদের একটা করে বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে। আর আমার এখানে আছে ৯।১০ কি .মি. অন্তর অন্তর। আমরাও তো আশা করতে পারি যে আরও বি. এস. এফ ক্যাম্প আমাদের বর্ডার এরিয়াতে থাকবে বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশীরা যাতায়াত করে বা উগ্রপন্থীরা কোন ঘটনা করে বাংলাদেশে চলে যায়। সেই এলাকাগুলিকে সীল করে দেওয়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখেছি এবং আজকে হাউসের তরফ থেকেও জানাচ্ছি যে আমাদের আরও বি. এস. এফ. দিতে হবে। আমরা চাই না আরও বাংলাদেশী এ রাজ্যে প্রবেশ করুক। বাংলাদেশকে যেহেতু ঐসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, ওখানকার অশুভ শক্তিগুলি ভারত বিরোধী আওয়াজ তুলেছে, সুতরাং ওখানে যে সমস্ত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের লোক আছে তাদের মধ্যে যদি কোন রকমের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তার কোন সম্ভাবনা নেই যে তা নয়, তাহলে এখানে উদ্বাস্তু হিসাবে কি ট্রাইবেল, কি বাংগালী এখানে প্রবেশ করতে পারে। ত্রিপুরার পক্ষে আর কোন নূতন উদ্বাস্তু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই বর্ডার এরিয়াকে সীলডআপ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। স্যার, চীন সম্পর্কে উনারা যে প্রশ্ন এখানে তুলেছেন, সে সম্পর্কে দুই একটি কথা আমি বলতে চাই। উনারাতো খবরের কাগজও পড়েন না তাই সব কথা ওদের বলাও মুসকিল। খবরের কাগজে এ সপ্তাহেই বেড়িয়েছে উনাদের প্রথম সারির নেতা,

মহাপাত্র চীনে গিয়েছিলেন। ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদও যাচ্ছেন না তা নয় যাচ্ছেন। উনারা সেখানে একই কথা বলেছেন যে—চীনের সংগে নরমেলাইজেশান চাই। আমরাও বলেছি ওনারাও বলেছেন। চীনের সংগে ভারতবর্ষের পার্টিগত সম্পর্কের অর্থ এই না যে—চীন যা কিছু করছে তাই আমরা সমর্থন করছি। অতীতেও আমরা করি নি। এখানে আমি পরিষ্কার করে বলছি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ কি চীন, কি সোভিয়েট ইউনিয়ন, কি সমাজতান্ত্রিক কি ধনতান্ত্রিক দেশের সংগে সহযোগিতা করবো আমাদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে। সে ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা, কি সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকার সংগে আমি মনে করি শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীরও দ্বিমত পোষণ করা উচিত হবে না। স্যার, প্রশাসন সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই, এমন কি পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কেও। যেহেতু এখানে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া রয়েছে, তাই কর্মচারীদের সংগে আমরা ঐক্য সুদৃঢ় করতে পেরেছি। কর্মচারীদের মধ্যে এমন কি পুলিশ বিভাগেও যে সমস্ত বাংগালী পাহাড়ী রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির মনোভাব রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে কিছু কিছু পত্রিকা বহিরাগতও রাজ্যের অফিসারদের মধ্যে একটা বিভেদ আনবার চেষ্টা করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা ত্রিপুরায় কোন দিনও ছিল না। এই সব উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা কায়েমী স্বার্থানেষীদের লাভ হতে পারে, ত্রিপুরার জনসাধারণ তার দ্বারা কোন লাভবান হবেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসন যন্ত্রকে আরও সক্রিয় করে তোলার জন্য যিনি চেষ্টা করবেন, তার স্থান ত্রিপুরায় আছে। তিনি যে কোন রাজ্য থেকেই এ রাজ্যে আসুন, আমরা তাকে সব সময় আদর করব।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে কংগ্রেস আমলে একটা আরদালির মতো ছিল বাড়ীর চাকরের কাজ করতো কিন্তু আজকে সেখান থেকে আমরা তাদের মুক্তি দিয়েছি, তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছি এবং তাদের এসোসিয়েশ্যান করবার অধিকার দিয়েছি। আমি পুলিশকে এই কথা বলতে চাই জনসাধারণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং যে কোন কাজে যদি কোন লোক একবার গ্রেপ্তার হয় এবং গ্রেপ্তারের পর তাকে কোন রকম নির্যাতন করা যাবে না। কিছু কিছু রিপোর্ট এখনও যে জনসাধারণের কাছ থেকে আসছে না তা নয় যে পুলিশের নির্যাতন হয়। আমি আশা করবো যে দোষী সে দোষগুলি তদন্ত করে দেখবেন। আমাদের প্রশাসনের যারা অফিসার এবং কর্মচারী রয়েছেন কিছু কিছু এনামলিজ হয়তো এখনও তাদের বাকী রয়েছে, তার উপর সেল গঠন করা হয়েছিল সেই সেলের কাজ আমরা শুরু করেছি এবং তার কাজও শেষ হয়ে যাবে। তাদের কাজের এখন আরও উন্নতি করতে হবে এবং সে দিকে আপনারা নজর দেবেন। এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের জনসাধারণের তুলনায় কিছু বিশেষ সুবিধা পুলিশ পাচ্ছেন কি শিক্ষক, কি অন্যান্য কর্মচারী থেকে আপনারা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। আপনারা যদি ভাল কাজ না করেন তাহলে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ভাল হবে না। আমি আশা করব সে সব ক্ষেত্রেতে সমালোচনা জনসাধারণের কাছ থেকে যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু হচ্ছে কারণ এখন আমাদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে, শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সম্পর্কে আলোচনা করা গার্জিয়ানের সঙ্গে এবং ছাত্রদের সঙ্গে কি করে শিক্ষার

মান বাড়ানো যায়, এর মধ্য থেকে পড়াশুনার ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। আমরা শিক্ষক কমিটি করে দিয়েছি। প্রাথমিক স্তরে সেই সব দায়িত্ব শিক্ষকদের নেওয়া উচিত, কি ভাবে ভাল ভাবে স্কুল চালানো যায়, শিক্ষা চালানো যায় এবং যে সমস্ত শিক্ষকরা ঠিক সময়ে স্কুলে আসা সম্ভব হচ্ছে না যাতে এইসব কাজগুলি কমিটির সাহায্য নিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষক সমিতি যেগুলি রয়েছে তাঁদের দায়িত্বে তারা সে সব কাজের উন্নতি সাধন করবেন, এটাই হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কাজ। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের কাজ আমরা শুরু করেছি। সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে এই প্রশাসনের উন্নতির দিকে, কাজের মান উন্নত করা এবং কাজের গতি বাড়ানো সেই সব দিক থেকে তাঁদের আমরা অনুরোধ করেছি সবাইকে। এই কথা আমরা জানাচ্ছি আমাদের সামনে খুব কঠিন সময় আমাদের উন্নতি করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে, ত্রিপুরায় যে সমস্ত অশুভ শক্তি আছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং আমাদের রাজ্যে নায্য অধিকার পেতে আমাদের প্রতি যে অবিচার করছেন, সেই অবিচারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। আমি যে বাজেট পেশ করেছি এবং যে ঘাটতি আছে সেই ঘাটতি পূরনে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করবেন এবং সেই ঘাটতি পূরনে আমি আশা করবো কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমরা এই বাজেটকে স্বার্থক করে তুলবো এবং ত্রিপুরার সব অংশের, সব দলের সব মতের জনসাধারণের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার—এই সভা আগামী ১৫ই জুলাই, শুক্রবার, ১৯৮৩ ইং (তারিখ) বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 33

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Developmeni Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার লংগাই ভ্যালীর দামছড়া ও খেদাছড়া সহ ৭ (সাত)টি গাঁওসভাকে নিয়া কোন সাব ব্লক গঠনের কথা সরকার ভাবছেন কিনা ?

২। এবং ১৯৭৭ ইং সনের পর ত্রিপুরার অন্য কোন স্থানে সরকার এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

রুরেল ডেভেলাপমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা

১। বর্ত্তমানে উত্তর ত্রিপুরার লংগাই ভ্যালীর দামছড়া ও খেদাছড়া সহ ৭ (সাত) টি গাঁও সভাকে নিয়া সাব ব্লক গঠনের কোন প্রস্তাব নাই।

২। গত ৩০-১০-১৯৮১ ইং তারিখ হইতে জম্পুইজলার টাকারজলা এলাকার বিশালগড় ব্লকের অধীনে একটি আলাদা সাব ব্লক গঠন করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38

By—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইন কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

২। এই আইন কার্য্যকরী করার ব্যাপারে কোন বাস্তব অসুবিধা রয়েছে কি ? এবং

৩। থাকলে সেই অসুবিধাগুলি কি কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন প্রচলিত হওয়ায় ও পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার নিজস্ব নূতন পঞ্চায়েত রাজ আইন প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইনের প্রয়োগ কি ভাবে হবে তা পূর্ণ-বিবেচনা ও পরীক্ষা করে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আইনের প্রয়োগ নির্ভর করছে।

২। হ্যাঁ আছে।

৩। এই আইন কার্য্যকরী করার পক্ষে যে বাস্তব অসুবিধাগুলি রয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক) প্রচলিত পঞ্চায়েত রাজ আইন পরিবর্তনক্রমে রাজ্যোপযোগী নিজস্ব নূতন আইন প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইনের কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হবে কি না তা পরীক্ষা করা।

খ) সমিতির আইন অনুযায়ী যে সমস্ত নিয়মাবলীর প্রণয়ন ও প্রকাশন শেষ হয়েছে তা পুনরায় পরীক্ষা করা ও বাকী নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশন করা।

গ) ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন চালু হওয়ায় ভবিষ্যতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ও ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কি ভাবে সমন্বয় সাধিত হবে তা পরীক্ষা করে দেখা।

Admitted Starred Question No. 39

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ব্লকের জোলাইবাড়ী, গৌরীপুর, পূর্ব্বইছাইলালছড়া গ্রাম নিয়ে একটি গাঁওসভা গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

২। কুর্ত্তি, চুরাইবাড়ী গাঁওসভাকে দুভাগে ভাগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এরূপ কোন গাঁওসভা গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। নেই তবে প্রযোজন বোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Admitted Starred Question No. 54
By—Shri Subodh Chndra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় পেচারথলে জুট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার যে যে গুদাম ঘরটি তার মালিক কে?

উত্তর

১। আসামস্থিত করিমগঞ্জ জিলার শ্রীকমলা বড়ুয়া।

Admitted Starred Question No. 108
By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাটে কাগজকল এবং আরো একটি চটকল খোলা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশেষ মতামত জানিয়েছেন কি?

২। যদি জানিয়ে থাকেন তাহলে কি কি মতামত ব্যক্ত করেছেন সরকার তা জানাবেন কি?

উত্তর

১। হঁ্যা গত ৩.৬.৮৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে।

২। (ক) কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা কমিশন থেকে গত ৩.৬.৮৩ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে ত্রিপুরার কুমার ঘাটে কাগজ কল স্থাপনের বিষয়টি যোজনা কমিশন সতত্র ভাবে খতিয়ে দেখছেন। প্রকল্পটি ত্রিপুরা থেকে অন্যাচলে সরিয়ে নেবার প্রস্তাব আছে বলে যোজনা কমিশন জ্ঞাত নয়। উক্ত পত্রে আরো জানান হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রকল্পটি রূপায়ণের পক্ষে প্রতিবন্ধক নয়। প্রকৃতপক্ষে বদরপুর লামডিং রেল লাইন প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। এই রেল লাইনটির ও পরিবহন ক্ষমতা একটিনির্দ্দিষ্ট মাত্রার অধিক বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ফলে এই লাইনটি কাছাড় জেলায় নির্মীয়মান কাগজ প্রকল্পটির প্রয়োজন মেটাতেও সম্পূর্ণ সক্ষম নয়। অতএব ত্রিপুরার কুমারঘাটে কাগজকল স্থাপনের বিষয়টি লামডিং বদরপুর রেল লাইনের বিকল্প একটি রেল লাইন স্থাপনের উপর নির্ভরশীল। রেল মন্ত্রক বদরপুর পর্যন্ত আর একটি নূতন রেল লাইন নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

যোজনা কমিশন থেকে আরও জানানো হয়েছে যে ত্রিপুরার কাগজ কল প্রকল্পে কয়লার বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করলে লামডিং বদরপুর রেল লাইনের পরিবহন ক্ষমতার উপর চাপ কিছুটা কমতে পারে কিন্তু কাগজ কলের অন্যান্য সামগ্রী কারখানায় নিয়ে আসা এবং তৈরী কাগজ রাজ্যের বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকেই যাবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ত্রিপুরার কাগজ কলের জন্য পাওয়া যাবে কিনা,

যোজনা কমিশন সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নয়। যোজনা কমিশন, বিষটি প্রাকৃতিক তৈল মন্ত্রকের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে খতিয়ে দেখছেন। তাছাড়া কয়লার বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে লামডিং বদরপুর রেল লাইনের অতিরিক্ত চাপ লাঘব হবে। তবুও অবসা সামগ্রী পরিবহন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত কাগজ ত্রিপুরা থেকে বাইরে পাঠানোর জন্যে এরকম সমস্যা থেকে যেতে পারে। কাগজকল প্রকল্পট দীর্ঘ দিন চালু রাখার জন্যে অতিরিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চিত ভাণ্ডার আছে কি না তা পেট্রোলিয়াম দপ্তরের সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন।

২। (খ) দ্বিতীয় পাটকল স্থাপনে কেন্দ্রীয় বক্তব্য এই যে, নূতন শিল্পনীতি অনুযায়ী ৫ (পাঁচ)ট নূতন পাটকলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তিনটিই পূর্বোত্তর অঞ্চলের জন্য। সুতরাং নূতন পাটকলের অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে পর্যালোচনা দরকার। পরবর্ত্তীকালে জানানো হয় যে দ্বিতীয় পাটকলের অনুমোদন দেওয়া হবে বর্তমান পাটকলের কার্যকরী সার্থকতার উপর ভিত্তি করে।

Admitted Starred Question No. 109

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকারী পরিচালনায় রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কয়টি ইটের ভাটি আছে,

২) এগুলো লাভজনক কি ;

৩) যদি লাভজনক হয় তাহলে সরকার কি নতুনভাবে একে সম্প্রসারণের চিন্তা করছেন ;

৪) এই ভাটিগুলিতে মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন,

৫) এদের মধ্যে বহিঃরাজ্যের শ্রমিক কতজন, এবং

৬) এর মধ্যে মহিলা শ্রমিক কত ?

উত্তর

১) ১৪টি।

২) হ্যাঁ।

৩) আপাততঃ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪) ক) স্থায়ী— ৭৫ জন।

খ) অস্থায়ী— ২৫০০ জন (স্থানীয় ও বহিরাগত)

৫) ৯,৫০০ জন | পুরুষ—৯০০ জন। | মহিলা—৬০০ জন।

৬) ৬০০ জন।

Admitted Starred Question No. 114

By—Shri Rashi Ram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকগুলিকে বিভাজন করা হবে কি ?

২) যদি বিভাজন করা হয়, তাহলে কোন্ কোন্ ব্লককে করা হবে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) উক্ত বিভাজনের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

৪) বিভাজন করা ব্লক পরিচালনার দায়িত্ব কাহার উপর ন্যস্ত করা হবে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে সরকার এ রকম কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 133
By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ১৯৮২-৮৩ইং আর্থিক বছরে মোট কত শ্রম দিবস এন, আর, ই, পি ও কত শ্রম দিবস এস, আর, ই, পিতে কাজ হয়েছে,

২) ঐ কাজের জন্য মোট কত দানা শস্য ও টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে ১৯৮২-৮৩ইং আর্থিক বছরে এন, আর, ই, পিতে ১১,২৬,৭০০ এবং এস, আর, ই, পিতে ৫২,৩৭,০২০ শ্রম দিবসের কাজ করা হইয়াছে ;

২) ঐ কাজের জন্য এন, আর, ই, পিতে মোট ১,২৬,২৯,৮৯২ টাকা ও ২০৮৯·৬২৩ মেঃ টন চাউল এবং এস, আর, ই, পিতে মোট ২,৯৭,১৩,৫৬১·২৪৭ ও ১০,৪৭২.৪৯৬ মেঃ টন চাউল খরচ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 156
By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Information, Cultural Affiairs & Tourism Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে ১৯৭৮-৭৯ সালে যুব উৎসব সংগঠিত করেছিলেন,

২) অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাজ্যের ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করার জন্যে নিয়মিত এই ধরনের যুব উৎসব আরও করা হবে কিনা ; এবং

৩) এক বৎসর এই উৎসব হবার পর এটা বন্ধ হয়ে থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ। এই ধরনের উৎসব নিয়মিত সংগঠিত করা হচ্ছে এবং আরও করা হবে।

৩) 'যুব উৎসব' নামে কোন অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে না হলেও প্রায় বছরই বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে সুস্থ সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 177

By—Shri Shyamacharan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Depart: ment be pleased to State :—

Question

1. The amount sanctioned and spent during 1982-83 for NREP and SREP.

2. The amount sanction by the Central Government for the year 1983-84 for NREP and how much of it has been spent till 31st May, 1983.

Answer

1. The amount sanctioned and spent during 1982–83 for NREP/SREP are given below :—

Amount Sanction		Amount spent	
SREP	NREP	SREP	NREP
Rs. 4,40,63,721/-	Rs. 1,28,00,000/-	Rs. 3,87,29,498,19 p.	Rs. 1,26,29,892/-

2. Amount sanctioned by the Central Government under NREP for the first two quarters of 1983-84 is Rs. 36,30,000/- and the expenditure incurred upto 31st May, 1983 is Rs.7,48,109·22 (Sanction order received on 7. 7. 83).

Admitted Question No. 184.

By—Shri Jawahar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) এ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্লকের অধীনে কতজন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বি. ডি. ও অথবা এস. ডি. ওকে জানানো হয়েছে?

(খ) এদের মধ্যে কোন্ কোন্ গাঁওসভার কতজন এবং তাঁহারা কে কোন্ দলভুক্ত?

(গ) যে সকল গাঁওপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে তদন্তক্রমে তাঁহার সত্যতা যাচাই করিয়া দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার চিন্তা করছেন কী?

উত্তর

১। (ক) প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্লকের ৯ (নয়) জন গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বি. ডি. ও এবং এস. ডি. ওকে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

(খ) ৯টি গাঁওসভার ৯ জন। গাঁওসভার নাম, প্রধানের নাম ও কে কোন্ দলভুক্ত তাহা এইরূপ :—

ক্রমিক নং	গাঁওসভা ও গাঁওপ্রধানের নাম	কে কোন দলভুক্ত
১	২	৩
১।	শ্রীঅন্দ্রীয় মরস্থম, প্রধান, পশ্চিম তৈছলং গাঁওসভা।	স্বতন্ত্র
২।	শ্রীঅনন্ত রিযাং, প্রধান, পূর্ব্ব তৈছলং গাঁওসভা	সি. পি. আই. (এম)
৩।	শ্রীগুন্যরাম রিয়াং, প্রধান, (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ব্ব ডুলুমা গাঁওসভা	সি. পি, আই, (এম)
৪।	শ্রীঅভয় কুমার জমাতিয়া, প্রধান, ডালাক গাঁওসভা।	সি. পি. আই. (এম)
৫।	শ্রীসাগারাম উচাই, প্রধান, উত্তর ত্রকছড়ি গাঁওসভা।	সি. পি. আই. (এম)
৬।	শ্রীসুরেন্দ্র কুমার রায়, প্রধান, দক্ষিণ চেলাগাং গাঁওসভা।	স্বতন্ত্র।
৭।	শ্রী নীহার কুমার ধর বাগ, প্রধান, রাংগামাটি গাঁওসভা।	সি পি. আই. (এম)।
৮।	শ্রীদসীন্দ্র ত্রিপুরা, প্রধান ইচাছড়ি গাঁওসভা।	সি, পি, আই, (এম)।
৯।	শ্রীক্ষাতীশ চন্দ্র শীল, প্রধান, রাজকাং গাঁওসভা।	সি, পি. আই. (এম) প্রার্থী হিসাবে তিনি প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় তিনি এখন সি, পি, আই. (এম) দলে নাই।

(গ) হ্যাঁ।

Admitted Question No. 185.
By— Shri Jawahar Saha

Wil the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এই পর্যন্ত অমরপুর ব্লকের অধীনে কয়টি গাঁওসভার হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছে ?

২। উক্ত ব্লকের অধীনে সব কয়টি গাঁওসভার হিসাব পরীক্ষার কাজ যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে তাহা কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্লকের ২৭টি গ্ৰাওসভার হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছে।

২। বাকী গ্ৰাওসভার হিসাব পরীক্ষার কাজ যথাশীঘ্র শেষ করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

পরিপূরক

সমগ্র অমরপুর ব্লকের অধীনে ৫১টি গ্ৰাওসভা ও ১২টি ন্যায় পঞ্চায়েত সংস্থা আছে। এযাবৎ ২৭টি গ্ৰাওসভা এবং ৩টি ন্যায় পঞ্চায়েত সংস্থার হিসাব পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	গ্ৰাওসভার হিসাব পরীক্ষা	ন্যায় পঞ্চায়েত হিসাব পরীক্ষা
১৯৭৬ ইং পর্য্যন্ত—	২টি	১টি
১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত—	৯টি	২টি
১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত—	২টি	...
১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত—	১১টি	...
১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত—	৩টি	...
	মোট-- ২৭টি	৩টি

ব্লকের অধীন বাকী যে সকল গ্ৰাওসভা ও ন্যায় পঞ্চায়েত হিসাব এখনো পরীক্ষিত হয় নাই সে গুলি যেন যথা শীঘ্রই পরীক্ষা করা হয় সেজন্য পঞ্চায়েত অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 211

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম তৈরী করেছেন,

২। কি কি বিষয়ের উপর তা করা হয়েছে,

৩। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে কি ?

৪। কি পরিমান অর্থ এই খাতে ব্যয় করা হইয়াছে,

উত্তর

১। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এ পর্য্যন্ত ৯২১.১১ মিটার দৈর্ঘের ফিল্ম তৈরী করেছেন।

২। ত্রিপুরার সংগ্রামী ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার উপর ভিত্তি করে 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ" নামে একটি তথ্য মূলক চিত্র তৈরী করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ। অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে।

৪। মোট ২,০২৯৫০.৩৫ পঃ ব্যয় করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 246.
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত বাজার উন্নয়ন করা হইয়াছে ও পঞ্চায়েত লাইব্রেরী স্থাপন করা হইয়াছে ?

২। পঞ্চায়েতগুলিতে কত একর পঞ্চায়েত জলাশয় ও পঞ্চায়েত বাগান গড়ে উঠেছে।

৩। বিগত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেশের গরীব জনসাধারণকে কত শ্রম দিবস কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ৬৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বাজার নির্মানের মধ্যে ৪০ টি বাজার উন্নয়ন ও ৭৪টি লাইব্রেরীর মধ্যে ৪৯ টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরীর স্থাপন করা হয়েছে।

২। অনুদান মঞ্জুরীকৃত মোট ৬৩ টি জলাশয়ের আনুমানিক ১১০ একর জলাশয় ও ২৬টি ফল বাগানে আনুমানিক ৫৫ একর বাগান গড়ে উঠেছে।

৩। পঞ্চায়েত বিভাগ কর্তৃক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মোট ২৯,৪৩,৯০০ শ্রম দিবস কাজ করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Stared Question No. 249.
By—Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ রাজ্যে দ্বিতীয় জুট মিল স্থাপনের কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে আছে কি না ;

২। এই জুট মিল স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সহায়তার কোন আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে কিনা ;

উত্তর

১। রাজ্য সরকার দ্বিতীয় জুটমিল স্থাপনে আশাবাদী। দ্বিতীয় জুটমিল স্থাপনের সময় সীমা নির্ভর করছে ভারত সরকারের লাইসেন্স দেবার উপর।

২। এখন পর্য্যন্ত সহায়তার আশ্বাস পাওয়া যায় নি।

Admitted Starred Question No. 267.
By—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বই মেলায় বিভিন্ন বুকষ্টল থেকে মোট কত টাকার বই বিক্রি হয়েছে ?

২। রাজ্য সরকার ভর্তুকী বাবদ কত টাকা ব্যয় করেছেন ?

৩। বিক্রির পরিমাণ দ্বিতীয় বই মেলার চেয়ে কত বেশী ?

৪। স্থানীয় বিক্রেতাদের বিক্রির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। প্রায় ১২,৬২,২৭০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

২। প্রায় ১,২৬,১১৭.৫৮ পঃ ভর্তুকী বাবদ ব্যয় হয়েছে।

৩। ৬,৬২,২৬০ টাকার বই বেশী বিক্রি হয়েছে।

৪। স্থানীয় বিক্রেতাদের মোট বিক্রির আনুমানিক ৫০ শতাংশ বই বিক্রি করেছেন।

Admitted Starred Question No. 271.

By—Shri Budha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ছাউমনু ব্লকের রাজধর গাঁওসভার মধুকুমার বোযাজা পাড়া এন, আর, ই, পি, বা এস, আর, ই, পিতে কোন রাস্তার কাজ গত তিন বৎসর ধরে দেওয়া হয় নাই,

২। সত্য হয়ে থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নয়।

২। প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un Starred Question No 12

By—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayet Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কতটি গাঁওসভায় পঞ্চায়েত অফিস ও লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয়েছে। আর কতটি হয় নাই তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

২। যে সমস্ত গাঁওসভার এখনও পঞ্চায়েত অফিস ও লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয় নাই সে গুলিতে অফিস নির্মাণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। অনুদান মঞ্জুরীকৃত ৬৮৯টি গাঁওসভায় পঞ্চায়েত ঘর ও ৯০টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরীর মধ্যে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৬০১টি গাঁওসভার পঞ্চায়েত অফিস এবং ৬৫টি গাঁওসভার পঞ্চায়েত লাইব্রেরী

নির্মাণ করা হইয়াছে। বাকী ৮৭টি পঞ্চায়েত ঘর এবং ৬২৪টি গাঁওসভায় পঞ্চায়েত লাইব্রেরী এখন পর্যন্ত নির্মাণ করা হয় নাই, তাহার ব্লক ভিত্তিকহিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	অনুদান প্রাপ্ত মোট গাঁও-সভার সংখ্যা।	নির্মিত অফিস ঘরের সংখ্যা	অনুদান প্রাপ্ত লাইব্রেরীর সংখ্যা।	নির্মিত লাইব্রেরীর সংখ্যা।
১	২	৩	৫	৫
সাতচান্দ	৪৯টি	৪৬টি	৭টি	৫টি
রাজনগর	২৫টি	২৪টি	৪টি	৪টি
অমরপুর	৫১টি	৫০টি	৫টি	৫টি
উদয়পুর	৫০টি	৪৭টি	৭টি	৫টি
ডম্বুরনগর	১১টি	১১টি	১টি	নাই
বগাফা	২৪টি	২১টি	৭টি	৩টি
পানিসাগর	৪৩টি	২০টি	৬টি	৫টি
ছাঁমনু	৩২টি	২৭টি	৪টি	নাই
কুমারঘাট	৫২টি	৪২টি	৬টি	৫টি
কাঞ্চনপুর	৭২টি	৩৭টি	৩টি	নাই
কমলপুর	৭৮টি	৪৬টি	৪টি	৩টি
মোহনপুর	৩৩টি	৩১টি	৪টি	৩টি
তেলিয়ামুড়া	৪ টি	১৬টি	৫টি	২টি
জিরানিয়া	৪০টি	৩৯টি	৬টি	৫টি
মেলাঘর	৫০টি	৫০টি	৯টি	৮টি
বিশালগড়	৬৭টি	৬৫টি	১২টি	৯টি
খোয়াই	৩২টি	৩০টি	৩টি	৩টি
	৬৮৯টি	৬০২টি	৯০টি	৬৫টি

২। অনুদান প্রাপ্ত যে সমস্ত গাঁও সভায় এখনও পঞ্চায়েত অফিস এবং পঞ্চায়েত লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয় নাই সেইগুলিতে পঞ্চায়েত অফিস ও পঞ্চায়েত লাইব্রেরী শীঘ্র নির্মাণ করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হইতেছে। বাকী ৫৯৯টি গাঁওসভার লাইব্রেরী নির্মাণের অনুদান পর্য্যায়ক্রমে মঞ্জুর করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 25.

By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Developmemt Depart ment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি টিউব ওয়েল ও কতটি রিং ওয়েল আছে ?

২। মোট টিউব ওয়েল ও রিং ওয়েলের মধ্যে কোন ব্লকে কতটি চালু (সচল) আছে ?

৩। এবং ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পানিসাগব ও কাঞ্চনপুব ব্লকে চালু টিউব ওযেল ও বিং ওয়েলের সংখ্যা কত ?

উত্তব

১। ত্রিপুরাব ব্লক ভিত্তিক টিউব ওযেল ও রিং ওযেলেব সংখ্যা নিম্নে দেওযা গেল :—

পশ্চিম ত্রিপুবা

	ব্লকের নাম	টিউবওয়েলের সংখ্যা	বিং ওয়েলেব সংখ্যা
১।	জিবানিযা	১,৮৪৪	৩৮৯
২।	তেলিয়ামুড়া	১,৩৮০	৩৮০
৩।	মোহনপুব	১,৫৭৬	৫৩৯
৪।	খোযাই	১,৩৯২	৩৮৮
৫।	মেলাঘব	১,৫১৩	৫০৮
৬।	বিশালগড	২,১৬৮	৬৬৫
	মোট :—	২,৮৭৩	২,৮৬৯

দক্ষিণ ত্রিপুবা

	ব্লকেব নাম	টিউব ওযেলেব সংখ্যা	বিং ওয়েলেব সংখ্যা
৭।	মাতাববাড়ী (উদযপুব)	১,৪৯৬	৪১২
৮।	অমবপুব	৯৭৬	৪০৬
৯।	বাজনগব	১,১৭৩	৪৩৬
১০।	সাব্রুম	১,১০৮	৫৩৯
১১।	ডম্বুবনগব	১৫	১৬৪
১২।	বগাযা	১,১৯২	৩১৭
	মোট :—	৫,৯৬০	২,২৭৪

উত্তব ত্রিপুবা

১৩।	সালেমা	.,০৬৩	৫১৩
১৪।	ছামনু	৩১৭	৪৪৪
১৫।	পানিসাগর	১,৩২৯	৬৬৮
১৬।	কাঞ্চনপুব	২	৫৫৪
১৭।	কুমাবঘাট	১,২৭৬	৫৪৭
	মোট :—	৩,৯৮৭	২,৭২৬
	সর্ব্বমোট :—	১৯,৮২০	৭,৮৬৯

২। ত্রিপুরার ব্লক ভিত্তিক চালু (সচল) টিউব ওয়েল ও রিং ওয়েলের হিসাব (সংখ্যা) নিম্নে দেওয়া গেল।

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	চালু টিউব ওয়েলের সংখ্যা	চালু রিং ওয়েলের সংখ্যা।
১। জিরানিয়া	১,৬৪১	৩০৬
২। তেলিয়ামুড়া	১,১৮০	৩৪০
৩। মোহনপুর	১,৪০৬	৪৬৪
৪। খোয়াই	১,১৮২	৩৪৮
৫। মেলাঘর	১,৩৬৬	৪৩২
৬। বিশালগর	১,৮৩৩	৪৮২
	মোট :—৮,৬০৮	২,৩৭২

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	চালু টিউব ওয়েলের সংখ্যা	চালু রিং ওয়েলের সংখ্যা
৭। উদয়পুর	১,১১২	৩৭০
৮। অমরপুর	৮৩০	৩৫৮
৯। রাজনগর	৯৭৩	৩৫০
১০। সাব্রুম	৯৫২	৪২৭
১১। ডম্বুরনগর	৮	১২০
১২। বগাফা	১,০১২	৮৮৫
	মোট- ৪,৮৯৭	১,৯১০

উত্তর ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	চালু টিউব ওয়েলের সংখ্যা	চালু রিং ওয়েলের সংখ্যা
১৩। সালেমা	৮০৭	৪২২
১৪। ছামনু	১৯০	৩৫৫
১৫। পানিসাগর	১,২০৫	৬৩৪
১৬। কাঞ্চনপুর	২	৫১৫
১৭। কুমারঘাট	১,০০৬	৪০৯
	মোট- ৩,২১০	২,৪২৫
	সর্ব্বমোট- ১৬,৭১৫	৬,৭০৭

৩। ১৯৮৩ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের চালু টিউব ওয়েল ও রিং ওয়েলের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

ব্লকের নাম	টিউব ওয়েলের সংখ্যা	রিং ওয়েলের সংখ্যা
পানিসাগর	১,২০৫	৬৪৪
কাঞ্চনপুর	২	৫১৫

Admitted Unstarred Questien No. 31.

Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Deportment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জুটমিলে কয়টি লুম বা তাত রয়েছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি চালু এবং কয়টি অকেজো অবস্থায় আছে।

৩। মিলে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত ?
(প্রশাসনিক এবং শ্রমিক পৃথক ভাবে)

৪। দৈনিক কত টন চট বা অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় ?

৫। ১৯৮০-৮১, ৮১-৮২ ও ৮২-৮৩ ইং অর্থ বৎসরে কি পরিমান মূল্যের সামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে ?

৬। উল্লিখিত তিনটি বৎসরে কর্মচারীদের মাহনে কত দিতে হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব)

৭। জুটমিল চালু করার পর এ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে সরকারের মোট কত লাভ বা লোকসান হয়েছে।

উত্তর

১। ১৪৫ টি

২। তন্মধ্যে ১৩২টি চালু এবং ১৩টি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

৩। প্রশাসনিক — ৩৬ জন।
শ্রমিক কর্মচারী—১৭৮৬ জন।

৪। দৈনিক গড়ে ২০·০০০ মেট্রিকটন চট উৎপাদন হয় এ ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় না।

		মোট উৎপাদন মেঃ টনে	মোট উৎপাদন মূল্য লক্ষ টাকায়
৫।	১৯৮০-৮১	৬৬৭·০০০	৩২·৩১
	১৯৮১-৮২	২৩৪৮·০০০	৭০·১০
	১৯৮২-৮৩	৩৫০১·৫০০	১২৮·৬৩

	কর্মচারীর সংখ্যা	মোট বেতন লক্ষ টাকায়
৬। ১৯৮০-৮১	প্রশাসনিক-২৪	৩·১৯
	শ্রমিক/কর্মচারী ১১৮২	১৯·২৬
	মোট :— ১২০৬	২২·৪৫
১৯৮১-৮২	প্রশাসনিক- ৩৪	৫·০৪
	শ্রমিক/কর্মচারী- ১৯১১	৪৪·৫৫
	মোট- ১৯৪৫	৪৯·৫৯
১৯৮২-৮৩	প্রশাসনিক- ৩৬	৬·২২
	শ্রমিক/কর্মচারী- ১৭৮৬	৭৮·১১
	মোট ১৮২২	৮৪·৭৩

৭। ১৯৮২-৮৩ অর্থ বৎসর পর্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলস্ [illegible] লোকসানের [illegible]
২১৬·৬৭ লক্ষ টাকা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 15th July, 1983 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister the Dy. Chief Minister, the 11 Ministers, Deputy Speaker and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—আজকের কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে ত্রিপুরায় উৎপাদিত খাদ্য শস্যের পরিমান কত ?

২। ঐ পরিমান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কত কম বা বেশী, এবং

৩। খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৩-৮৪ইং সনে সরকার কত ধার্য করেছেন ও তাহা পূরন করার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। চাউল—৪,২৩,৪৫০ মেট্রিক টন
২। গম — ৬,০০০ মেট্রিক টন
৩। ডাল — ২,৪২০ মেট্রিক টন

৪,৩১,৮৭০ মেট্রিক টন

২। চাউল—৭৩,৪১২ মেট্রিক টন বেশী।
গম — ২,১০০ মেট্রিক টন কম।
ডাল — ৪৯১ মেট্রিক টন বেশী

৩। চাউল—৪,৫০,০০০ মেঃ টন
গম — ১০,০০০ মেঃ টন
ডাল— ৩,৫০০ মেঃ টন

৪,৬৩,৫০০ মেঃ টন

কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

(ক) উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত মানের পরীক্ষিত বীজ পরিবহন ভর্তুকীতে কৃষকদের মধ্যে বিতরন।

(খ) বিনা মূল্যে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষা।

(গ) অধিক এবং সুষম জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ঘ) পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকী ছাড়াও ক্রয়ের মূল্যের উপরও শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকীতে বিভিন্ন সার কৃষকদের মধ্যে বিক্রীর ব্যবস্থা।

(ঙ) শস্যের রোগ এবং পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে কৃষকদের নিকট শতকরা ৩৩ শতাংশ ভর্তুকীতে কীটনাশক ঔষধ এবং স্প্রে মেশিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(চ) অধিক পরিমানে আবর্জনা সারের উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ছ) যেখানে যেখানে সম্ভব সেইসব স্থানে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

(জ) কৃষকগনের মধ্যে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(ঝ) জমি চাষের জন্য কৃষকগণকে পাওয়ার টিলার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

(ঞ) টিলা জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ এবং এক ফসলের পরিবর্তে দুই ফসলের চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ট) সেচ যুক্ত এলাকায় স্বল্প মেয়াদী জাতের বিভিন্ন ফসল চাষ করে বছরে দুই কিংবা তিন ফসলের উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ঠ) অধিক পরিমানে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ, গম বীজ, তৈল বীজ, ইত্যাদির "মিনিকিট" বিনা মূল্যে বিতরণের মাধ্যমে এই সব ফসলের অধিকচাষের কৃষকগণকে উৎসাহিত করা।

(ড) সরকারী খরচে কৃষকের জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ডাল জাতীয় শস্য তৈল-বীজ ইত্যাদি প্রদর্শন চাষের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

(ঢ) ভূমি ও জল সংরক্ষন প্রকল্পে আওতার ভর্তুকীতে চাষযোগ্য জমি উন্নত এবং উন্নীত করা জমিতে প্রদর্শনী চাষ ব্যবস্থা।

(ন) নুতন নুতন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি কৃষি প্রশিক্ষন ও প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত কৃষকগনের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং কৃষকদের উন্নত কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(ত) কৃষি তথ্য ও সরবরাহ সংস্থার প্রচার পত্রের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত করা।

(থ) ত্রিপুরায় কৃষি সমাস্যা নিয়ে গবেষণা চালানো এবং প্রত্যেক শস্যের উপযুক্ত জাত বাছাই করা এবং নতুন ফসলের চাষ প্রবর্ত্তন করা।

(দ) সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক হইতে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উৎপাদিত আউস, আমন, বুরো ফসলের ১৯৮২-৮৩ সনের ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক পরিমান সরকারের আছে কিনা আর ৮৩-৮৪ সনের ব্লক ভিত্তিক কত লক্ষ্য মাত্রা স্থির করেছেন সেই হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮২-৮৩ সনে আমাদের যা উৎপাদিত হয়েছে তা হল আউস ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন, জুম চাউল ৮ হাজার ৭৫০ মেট্রিক টন, আমন চাল ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন, বুরো চাল ৬৬ হাজার, খরিফ চাল সেটা হচ্ছে ৮১.৬০ মেট্রিক টন, গম ৬ হাজার মেট্রিক টন, রবি ডাল ১ হাজার ২৬০ মেট্রিক টন। এই হচ্ছে ৮২-৮৩ সনের। আর ৮৩-৮৪ সনের হল আউস ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন, জুম চাল ১১ হাজার মেট্রিক টন, আমন ২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন, বরো সেটা ৬৬ হাজার ধরেছি, খরিফ চাল ১৭০০ মেট্রিক টন, গম ১ হাজার মেট্রিক টন, রবি ডাল ১৮০০ মেট্রিক টন। মোট হচ্ছে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দিলেন তা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের কতদিন পর্য্যন্ত খাদ্য চলতে পারে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি হিসাব করে দেখি যে মাথাপিছু যদি আমরা ২৫ কিলোগ্রাম দিতে যাই তাহলে আমাদের প্রায় ৫ লক্ষ টনের মত লাগে। সেখানে আমাদের ২৫ হাজার মেট্রিক টনের উপরে আমাদের ঘাটটি থাকে। সবসময়ই এটা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে বৃষ্টির জন্য আউস ফসল প্রায় ২০ হাজার মেট্রিক টনের মত নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ ফসল বাজারে আসেনা, অন্য জায়গায় চলে যায়। সেখানে উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ ঘাটটি থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ মেট্রিক টনের মত ঘাটতি থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরশিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীরশিরাম দেববর্ম্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬১ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি সমবায় সমিতি আছে ?

২। সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে কতটি চালু আছে এবং কতটি বন্ধ হয়ে আছে ?

৩। সমবায় সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে থাকার মূলতঃ কারণ কি ?

৪। যে সকল সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো পুনরায় চালু করার ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৩২৭টি রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতি আছে।

২। উক্ত সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ৩২০টি সমিতি লিকুইডিশান আছে, ৪৩০টি বন্ধ হয়ে আছে এবং ৫৭৭টি চালু আছে।

৩। যে সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে আছে তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণগুলি এইরূপ :—

(ক) সভ্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

(খ) সরকারী আদেশ কার্য্যকরী করিতে সমিতি কর্ত্তৃক বাধা সৃষ্টি করা যথা প্রশাসক নিয়োগে আদালতে মামলা দায়ের,

(গ) সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে সমিতির পরিচালক মণ্ডলির প্রয়োজনীয় আগ্রহের অভাব।

৪) প্যাক্স ও ল্যাম্পস ব্যতীত অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির পুনরায় চালু করার ব্যাপারে সরকার এক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। জিলা ভিত্তিক বন্ধ হওয়া সমিতিগুলির চিহ্নিত করানোর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। চিহ্নিত করার পর যে সমস্ত সমিতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকিবেনা সেই সমিতিগুলিকে লিকুইডেশানে দেওয়া হইবে এবং অন্য সমিতিগুলিকে সরকার হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে। তদুপরি ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় ইউনিয়নকে সক্রিয় করিয়া ইউনিয়নের সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে ৪২০টি সমিতি বন্ধ হয়ে আছে এবং ৫৭৭ টি সমিতি চালু আছে, এই চালু বা বন্ধ সমিতিগুলিকে সরকার কত টাকা ঋণ বা অনুদান দিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মাননীয় স্পীকার স্যার,

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি চালু ছিল তারমধ্যে লিক্যুইডিশনে গেছে এরকম সমবায় সমিতির সংখ্যা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর সঠিক তথ্য এখন দেওয়া সম্ভব নয় তবে যেসব পুরান সোসাইটি ছিল তার থেকে কিছু প্যাক্স সোসাইটিগুলিতে পরিণত করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সে তথ্য এখন ওনার কাছে নাই তবে এইটা সত্য কিনা যে যেসব সমিতিগুলি বন্ধ হয়েছে সেগুলির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি যারা ছিলেন তাদের যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব ছিল এবং তা সত্ত্বেও তারা ব্যাংক থেকে, সমিতি থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছেন এবং এরফলে এই সমস্ত সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার এই তথ্য ঠিক নহে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই যে সমবায় সমিতিগুলি করা হয়েছে সেগুলি কি কি ধরণের সমবায় সমিতি এবং এগুলির কাজ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

Shri Abhiram Debbarma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ১৩২৭টি সমবায় সমিতি আছে এখন আমি তার শ্রেণী বলে দিচ্ছি:

1. Tripura State Cooperative Bank Ltd. 1.
2. Tripura Coaperative Land Development Bank Ltd. 1.

3.	Tripura Apex Marketing cooperative Society Ltd.	1.
4.	Tripura State Cooperative Wholesale.	1.
5.	Tripura State Cooperative Union Ltd.	
6.	Tripura Apex Weavers Cooperative Society Ltd.	1.
7.	Tripura Sch. Tribes Cooperative Development Corporation Ltd.	1.
8.	Tripura Sch, Caste Cooperative Dev. Cooperation Ltd.	1.
9.	Tripura Apex Fishery Cooperative Society Ltd.	1.
10.	Agartala Urban Cooperative Bank Ltd.	1.
11.	Agriculture Credit Society	617.
12.	Primary Marketing Society	14.
13.	Fishery Cooperative Society	111.
14.	Milk Supply Cooperative Society	43
15	Processing Cooperative Society	1.
16.	Farming Cooperative Society	3.
17.	Weavers Cooperative Society	130.
18	Other Industrial Cooperative Society	175.
19	Primary Consumers Cooperative Stores	90.
20.	Purchase and Sales Society	18.
21.	Non-Agri. Cooperative Society (Employee and Others)	15.
22.	Housing Cooperative Society	5.
23.	Piggery Cooperative Society	2.
24.	Other Non-Agri., Non Credit Cooperative Society (Transport, Labour, Forest Labour, Rickshaw Puller & Others)	93.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারির স্যার, আশারামবাড়ী সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির অফিস ঘরটি অন্য একজন অনেকদিন ধরে দখল করে বসে আছে এখন সে অফিস ঘরটি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা সরকার দিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই তবে মাননীয় সদস্য যদি আলাদা কোন প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব ।

শ্রীসুনীল রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হার যে প্রশ্নটা করেছিল সে প্রশ্নের উত্তর দেননি । ওনার প্রশ্ন ছিল এই কো-অপারেটিভগুলির নেচার অব্ ফাংশান কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে নামগুলি বলেছি সে নামগুলির মধ্যেই এদের নেচার অব্ ফাংশান কি আছে। যেমন ধরুন প্যাকুস এবং ল্যাম্পস, মার্কেটিং সোসাইটি রুবেল এরিয়া এসেনশিয়েল কমোডিটিজ, সরকারী লেভিজ এবং সিমেন্ট যোগান দেওয়া প্রভৃতি কাজ এইসব সোসাইটিগুলি করে থাকেন। এক একটা করে বলতে গেলে ত অনেক সময় লাগবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে সেগুলির অডিট করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেগুলির যে প্রচুর লক্ষ লক্ষ টাকা মেরে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে সেটা অডিটে ধরা পড়ে থাকলে সে কারচুপির জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেন্টারি হয় না। অনেক সাপ্লিমেন্টারি হয়েছে আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

মাননীয় সদস্য আপনি শুনুন, কারণ মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান মহোদয় উনার প্রশ্নের নাম্বার বলে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীদীননাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর কলেজ নির্মাণের জন্য যে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল তাহার নাম এবং উক্ত ঠিকেদারকে কত টাকার কাজের কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। তাহার পরিমাণ,

২। ইহা কি সত্য, যে উক্ত কলেজের দরজা জানালায় ইহাদের কাছে নিম্ন মানের কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয়েছিল,

৩। ইহা কি সত্য যে, উক্ত নির্মাণ কার্যে ভাল জাতের বালি ব্যবহার না করে কাঁকড়ী নদীর মাটি মিশ্রিত বালি ব্যবহার করা হয়েছিল যার ফলে নানাস্থানে বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে,

৪। সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৫। কলেজের কাজে সর্বমোট কত ব্যাগ সিমেন্ট খরচ হয়েছে তার পরিমাণ, এবং

৬। উক্ত কাজের প্রাপ্য সমস্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর কলেজ নির্মাণের জন্য জন্য শ্রীজগদীশ ভৌমিক নামে একজন ঠিকাদারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ১০, ০৯, ১৯৭ টাকার কাজের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল।

২। না,

৩। না,

৪। এ প্রশ্ন উঠে না.

৫। ৬, ৬৭, ১৫৬ ব্যাগ।

৬। চুক্তির সর্তানুযায়ী সিকিউরিটির টাকা ব্যতীত সমস্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—পার্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগর কলেজ এর কাজে যে কণ্ট্রাকটার নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি ভাল বালি এবং সিমেণ্ট দিচ্ছেন না বলে বিল্ডিং এর স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা সত্যি যে বিল্ডিং এর কোন কোন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার সাথে আলাপ করেছি। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন যে এই ফাটলে কোন অসুবিধা হবে না। তবু আমি এটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—পার্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে এ ব্যাপারে স্থানীয় পাবলিক যখন সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারের নিকট অভিযোগ করেন তখন উক্ত অফিসার তার তদন্ত রিপোর্ট সেখানকার জনসাধারণকে জানাননি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৯৬।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৯৬।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত মধু চৌধুরী বাজারটি সরকার গ্রহণ করিবার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

২। ঐ বাজারের দোকানদারদের সুবিধার্থে বাজারে সেড্ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

৩। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ সেড তৈরীর কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না,

২। আপাতত নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ :—পার্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে, ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য বহু টাকা খরচ করছেন এবং এ, ডি, সি, করেছেন অথচ উপজাতিদের সুবিধার্থে এই সকল বাজারগুলির উন্নতির জন্য সরকার ব্যবস্থা নেননি, এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজারগুলির গুরুত্ব দেখে সরকার বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন বাজারে সেড নির্মাণ করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই মধু চৌধুরী পাড়া বাজারটির গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় সদস্য যে দাবী করেছেন সে অনুযায়ী উক্ত বাজারে সেড নির্মাণ করা হবে কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে এটা সেড তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাতত নেই তবে পরে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন রাস্তায় মোট কয়টি সরকারী ও বেসরকারী বাস চলাচল করে,

২। এর মধ্যে কতটি দূরপাল্লার এবং কতটি টাউনবাস?

৩। রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলিতে টাউনবাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১। গড়ে ৯০টি সরকারী ও ১৭৫টি বেসরকারী বাস চলাচল করে।

২। সরকারী ৯০ টি বাসের মধ্যে ৮১ টি বাস দূরপাল্লার সার্ভিসে, ২টি জি, এম, হাসপাতালে, ৩টি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ৪টি টাউনবাস সার্ভিসে নিয়োজিত আছে। তাছাড়া বে-সরকারী ১৭৫ বাসের মধ্যে ১১৪ টি বাস দূর পাল্লার এবং ৩০টি টাউন সার্ভিসে নিয়োজিত আছে। বাকি গড়পড়তা ৩১টি বাস সাপ্তাহিক, মেরামতি আকস্মিক কারণ জনিত বন্ধ এবং মটর কর্মিগনের সাপ্তাহিক ছুটির কারণ বশতঃ বন্ধ থাকে।

৩। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অন্যান্য শহরে টাউন বাস চালু করার আপাতত কোন পরিকল্পনা না থাকলে ও পরবর্তী সময়ে সে ধরনের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই রোডে যে বাস সার্ভিস চালু রয়েছে তা যাত্রী চলাচলের তুলনায় অপ্রতুল। এই রোটে আরো বাস বাড়ানো হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে ৯০টি বাস ১৫টি রোটে চালু রয়েছে। সুতরাং এখন আর বাস সার্ভিস এই রোটে বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টাউন বাস সার্ভিস কিসের ভিত্তিতে চালু করা হয় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সাধরেনতঃ লোকসংখ্যা বাড়লে সে অনুপাতে টাউন বাস চালু করা হয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেটারী স্যার, নতুন করে টাউন বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ধরনের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—বিগত নির্ব্বাচনের সময় মাননীয় কারা মন্ত্রী অ্যাসুরেন্স দিয়ে ছিলেন যে নির্বাচনের পরেত ত্রিপুরার উদয়পুরে তিনি টাউন বাস চালু করবেন। এটা কার্য্যকরী করা হয়েছে কিনা ? (নো রিপ্লাই)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আগরতলার রোডে যে টাউনবাস চালান টি. আর. টি. সি. এর বাস দিয়ে তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে না লাভ হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ক্ষতি তো টি আর. টি, সি, তে হচ্ছেই। তবে অমরা আপাতত: শুধু ২ নং রোডটা নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়াশ্চান নাম্বার ১৫২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫২।

প্রশ্ন

১) সাত 'চাদ' ব্লকে শূকর ও হাঁস পালনের খামার করার পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত সরকারের ঐ কাজ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) সাত 'চান্দ' ব্লকের অন্তর্গত গার্দ্দাং এ শূকর পালন খামারের ঘর তৈরীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সমিতি রেজিস্ট্রেশান এখনও হয় নাই। হওয়া মাত্রই বাকী কাজ আরম্ভ হইবে। তাছাড়া সাত 'চান্দ' ব্লকে কোন ও হাঁস খামামার করার পরিকল্পনা সরকারের নাই। তবে একটি হাঁস পালন কো-অপারেটিভ গঠনের মাধ্যমে উপজাতি সদস্যদের মধ্যে হাঁস বিলি করার পরিকল্পনা আছে। কো-অপারেটিভ গঠিত হওয়ার পর সদস্যদের মধ্যে হাঁস বিলি কর হইবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—শূকরের ফার্ম যে করা হচ্ছে, তাতে কত টাকা এ পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯।

প্রশ্ন

১। নতুন বাজার (নব নির্বাচিত) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির কার্য্যকরী কমিটির অফিস বিয়ারার এখন পর্য্যন্ত নির্বাচন না করার কারণ কি ;

২। কবে নাগাদ নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অফিস বিয়ারার নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর এই সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হইবে ;

৩। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে উক্ত সমিতির পরিচালনার অভাবে হাজার হাজার টাকার সম্পদ নষ্ট হইতেছে ?

উত্তর

১। নতুন বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির অফিস বিয়ারার নির্বাচন বিলম্বিত হইলেও ইতিমধ্যে নির্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ।

২। বিগত ২২।৬।৮৩ ইং তারিখে অফিস বিয়ারার নির্বাচন পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আইনানুযায়ী যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচিত কার্য্যকরী কমিটি/অফিস বিয়ারার গনের নিকট দায়িত্ব অর্পনের ব্যবস্থাদি লওয়া হইতেছে ।

৩। ইহা সত্য নহে। কেন না সমিতির কার্য্যকরি কমিটির মধ্য হইতে অফিস বিয়ারার নির্বাচন আইনগত কারণে দেরী হইলেও সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা একজন প্রশাসকের অধীনে আছে এবং উক্ত প্রশাসক নির্বাচিত অফিস বিয়ারার গনের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্য্যন্ত সমিতির সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করিয়া যাইতেছেন ।

শ্রীজওহর সাহা :—বিগত সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে সেখানকার কার্য্যকরী কমিটি নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অফিস বিয়ারার নির্বাচন হলো গত মাসের ২২ তারিখে কিন্তু তাদের উপর এখন পর্য্যন্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হলো না কেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমি বলেছি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

শ্রীজওহর সাহা :—গত নয় মাস আগে কার্য্যকরী কমিটি নির্বাচিত হলো। কিন্তু ১০ মাস পরেও আজ পর্য্যন্ত তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বললেন যে সেখানে কোন প্রকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে না, তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সভায় তথ্য দিন বিগত বছরে এই সমিতির কতটুকু আয় হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমি বলছি কোন সম্পদ নষ্ট হয় নাই। কারণ একজন প্রশাসকের হাতে এর দায়িত্ব দেওয়া আছে। তিনিই সেটা দেখেছেন। কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :—সেই সমিতির কয়েকটা পুকুরে আছে, সেখানে মাছ ছিল, সেই মাছ-গুলি কোথায় গেল? সেটা আয় না হলেও, সম্পদ ছিল। সেই সম্পদের কথাই বলছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যে সম্পদই হোক, ক্ষতি হয় নাই কারণ সেখানে একজন প্রশাসক আছেন ।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে জানাবেন কি কবে নাগাদ নূতন অফিস বিয়ারারদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হবে ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যত শীঘ্র সম্ভব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :— ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : স্যার, ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২,

প্রশ্ন

১। কৃষকদের ফসলের সহায়ক মূল্য পেতে সরকারের দিক থেকে কি কি ব্যাবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

২। কৃষকদের উৎপাদিত কোন কোন ফসলের জন্য সহায়ক মূল্য দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। কৃষকদের ফসলের সহায়ক মূল্য পেতে রাজ্য সরকার ভারত সংকারের এগ্রিকাল্চারেল প্রাইস কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সহায়ক মূল্যনীতি অনুসরণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের কৃষি বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

সহায়ক মূল্য প্রকল্প সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়।

২। প্রতি বছর বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উপর সহায়ক মূল্য দেওয়া হয়—যেমন :— পাট, ধান ও চাউল, সরিষা, তিল, কাপাস, কমলালেবু, আনারস, আলু, আদা প্রভৃতি।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি সহায়ক মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সহায়ক মূল্য দেওয়ার যে গাইডেন্স তার উল্লেখ করেছেন। আমি জানতে চাই সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডেন্সটা কি ?

অভিরাম দেববর্মা :— সহায়ক মূল্য তখনই দেওয়া হব, যখন কৃষকের ফসলের বাজার দর খুব কমে যায় যেমন আমাদের ত্রিপুরাতে গত বছরের ধার্য সহায়ক মূল্য—কাপাস প্রতি কে জি ৩ টাকা, তৈল বীজ প্রতি কে জি ৩.৭৫ টাকা, আদা প্রতি কেজি ২ ৫০ টাকা, প্রতি কে জি ৫০ পয়সা। কমলালেবু ৪´´ থেকে ৭´´ প্রতি শত ১৪ টাকা, আনারস কেডেন্সা কুইন ভ্যারাইটিজ আলু ছোট প্রতি কে জি ১ টাকা।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সমবায় দপ্তর থেকে পাট, ধান এবং সরিষা ইত্যাদি সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— পাট সংগ্রহের ক্ষেত্রে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এজেন্ট হিসাবে, ত্রিপুরা এ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ, প্রাইমারী মার্কেটিং প্যাক্স এবং ল্যাম্পসগুলি সংগ্রহ করে থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, অবগত আছেন কি যে গত বছর সরকার থেকে বিভিন্ন ফসলের জন্য যে সহায়ক মূল্য ধার্য করা হয়েছিল, তা বাজার দর থেকে অনেক কম ছিল ? যেমন ধরুণ আনারস, এখনও বাজারে গেলে দেখবেন ১ টাকা আছে, অথচ আপনি জানিয়েছেন মাত্র ৫০ পয়সা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার যেহেতু বিষটা ওটিল সেহেতু আমি আপনার অনুমতী নিয়ে এই সম্পর্কে বলতে চাইছি যে কোন কোন সদস্য প্রাইস সাপোর্ট সম্পর্কে কিছুটা ভুল বুঝার চেষ্টা করছেন। যদি বিশেষ কোন ফসলের বাজাদের খুব নেমে যায়, তখন সরকার থেকে সেটাকে সাহায্য করবার জন্য সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু বাজার দর বেশী হলে সরকার খুসী, কারন তখন কৃষকেরা তাদের ফসলের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হন না বরং লাভবান হন। যেমন যখন কমলা লেবুর দাম একেবারে কমতে কমতে ৬ টাকা শ হয়েছিল, তখন সরকার সেটার সহায়ক মূল্য প্রতি শত ১৪ টাকা নির্ধারণ করেছিল। ফলে সেই ৬ টাকার কমলা লেবুর বাজার দর ২০ টাকা হয়ে গেল। কাজেই সহায়ক মূল্যটা হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যাতে কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পন্যের দাম কোন মতেই নীচে দিকে নেমে না যায় এবং সেই ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিসের বাজার দর যদি নির্ধারিত সহায়ক মূল্যের চাইতে বেশী হয়ে যায়, তখন সরকার তার সেই জিনিষ কেনেন না। কাজেই প্রাইস সাপোর্টের অর্থ এই নয় যে এটা একটা লাভের ব্যাপার। আলুর দর যখন প্রতি কে, জি ৩০ পয়সায় নেমে গেল, তখন সরকার থেকে আমরা সেই আলুর দর কে,জি প্রতি, ১টাকা বা ১টা: ১০ পয়সা করেছিলাম আর সেই সংগে সংগে বাজার দরও উঠে গেল। কাজেই কোন জিনিসের বাজার দর যাতে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে নেমে না আসে, সেজন্য প্রাইস সাপোর্টটা দেওয়া হয় অন্য কোন কারণে নয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে সহায়ক মূল্যে যে সমস্ত জিনিস কেনা হয়, অনেক সময় বাজারে গেলে দেখা যায় যে কৃষকেরা তাদের কৃষি পণ্য বিক্রি করতে পারছেন না, কারণ বাজার দর অস্বাভাবিক কম। অথচ সেই সুযোগে সরকার একটা সহায়ক মূল্য হিসাবে সেই সমস্ত জিনিসগুলি কৃষকদের কাছ থেকে কেনে নেন, এটা অবগত আছেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই ধরনের কোন তথ্য আমার জানা নাই।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৪,

প্রশ্ন

১। বিলোনিয়া মহকুমার শান্তির বাজারে টি, আর, টি, সি, বাস স্ট্যাণ্ড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হতে পারে ?

৩। না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। খাস ভূমি পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। খাস ভূমি পাওয়া গেলে গৃহাদি নির্মাণ করা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই যে প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য করলেন, ঠিক এই সমস্যাটা অন্যান্য জায়গাতেও আছে। শুধু শান্তির বাজারেই নয়, অমরপুর, যতনবাড়ী অন্যান্য সব

জায়গাতে। কাজেই এই সম্পর্কে যাতে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেজন্য সরকারী চিন্তা করছেন কিনা জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্নটা তো মূল প্রশ্নের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কাজেই এটার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

মাননীয় সদস্য, শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯,

প্রশ্ন

১। বর্তমান বছ-এর ১লা এপ্রিল হতে ১৫ই জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়টি সরকার যানবাহন নষ্ট হয়ে পড়েছে ?

২। এর মধ্যে দুর্বৃত্তদের হামলায় বা সংগঠিত আক্রমণে কয়টি যানবাহন ভাঙ্গাচুর হয়েছে ?

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে বিভিন্ন রকমের কয়টি যানবাহন নূতন করে রাস্তায় বের হবে ?

৪। ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরায় গাড়ী ভাড়ার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে ?

উত্তর

১। ২৬টি টি, আর, টি, সি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২। ২৬টি টি, আর, টি, সি বাস ভাঙ্গাচুর হয়েছে। এর মধ্যে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে ৩টি ও বিশালগড় রাস্তা রোখ আন্দোলনের ফলে ২৩টি বাস ভাঙ্গাচুর হয়েছে।

৩) বর্তমান ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বৎসরে টি, আর, টি, সির ১৫টি নূতন বাস ও ৫টি ট্রাক রাস্তায় চালু করিবার পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া, বে-সরকারী ৮৫টি বিভিন্ন রকমের নূতন গাড়ী রাস্তায় বার করিবার জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছে।

৪) ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে পরিবহণ ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে ৬ পয়সা বেড়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২৬টি যানবাহন ভাঙ্গাচুর হয়েছে, কাজেই এই যে বাসগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হল তার সংগে কোন রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ২৬টি বাসের মধ্যে ৩টি উগ্রপন্থীদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর বাকী ২৩টি বিশালগড় রাস্তা রোখ আন্দোলনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বে-সরকারী ৩টি গাড়ীও বিশালগড়ে রাস্তা রোখ আন্দোলনের সময়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বাসগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে টাকার অংকে সরকারের মোট কত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এই হিসাবটা এখন আমার কাছে নাই, কাজেই প্রশ্ন করলে আমি পরে দিতে পারব।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে গাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কাজেই সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ভুর্ত্তুকী দেওয়ার জন্য কোন দাবী পাঠান হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি গাড়ী ভাড়া বাড়ার কথা বলে নি। আমি বলেছি যে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে প্রতি কিলোমিটারে পরিবহণ খরচ ৬ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসৈয়দ বসিত আলী।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :— কোশ্চান নং ২২৪।

শ্রীবাদল চৌধুরী : – কোয়েশ্চান নং ২২৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর মহকুমার অধীনে ভমিতেলবাড়ী গাঁওসভাতে গত ৫ বছর Soil Conservation এ কত লক্ষ টাকার কাজ Superintendent of Agriculture, Kailashahar ও B.D.O., Kumarghat Block এর অধীনে হইয়াছে ?

উত্তর

কৃষি বিভাগ থেকে মোট ২,৫১,৫১২·৭৫ টাকা খরচ হইয়াছে। বি, ডি, ও, কুমারঘাট কত টাকা খরচ করিয়াছেন সেই তথ্য কৃষি বিভাগের হাতে নাই।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই টাকা জনস্বার্থে খরচ না করে জৈনক সমবায় কমিটির কর্মচারী আত্মসাত করেছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন অভিযোগ আমার কাছে নাই যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসে তাহলে আমি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচানলাল সাহা।

শ্রীচানলাল সাহা :— কোয়েশ্চান নং ২৩৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— কোয়েশ্চান নং ২৩৭

প্রশ্ন

১। গৃহ নির্মান প্রকল্পে রাজ্যে HUDCO এর কোন উদ্যোগ আছে কি ?

২। থাকিলে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

৩। কোথায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা

২। একটি প্রকল্পের জন্য হাডকোর সাথে আলোচনা চলেছে এবং হাডকোর সংস্থা থেকে একজন অফিসার প্রকল্পটির স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করে গেছেন। এই মাসে আর একবার পরিদর্শন করার কথা আছে।

২। আগরতলার নিকটবর্তী সুভাষনগরে একটি গৃহ নির্মান প্রকল্পের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগরতলার নিকটস্থ চন্দ্রপুরে আরও একটি প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক সমীক্ষা চলিতেছে।

শ্রীভানুলাল সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেই সব প্রকল্পের জন্য হাডকোর কোন প্রকল্প নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নেন এর সংগে হাডকোর পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালিকুমার দেববর্মা

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ২৫৯

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং২৫৯

প্রশ্ন

১। মংগিয়াবাড়ী ল্যাম্পস-এর গোডাউন ও অফিস গৃহ নির্মানের জন্য কোন অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে কি ?

২। যদি হইয়া থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত এ গোডাউন ও অফিস নির্মানের কাজ আরম্ভ হইবে।

উত্তর

১। মুংগীয়াবাড়ী ল্যাম্পস এর গোডাউন ও অফিস গৃহ নির্মানের জন্য কোন অর্থ মঞ্জুর করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ২৮৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ২৮৭

প্রশ্ন

১। চলিত আর্থিক বছরে উদয়পুর হইতে জম্পুইজলা (ভায়া আঠারবোলা) পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। চলতি আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ২৯৪

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ২৯৪

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে রাংগামাটি পর্য্যন্ত টি. আর. টি. সি সার্ভিস বাস বন্ধ রাখার কারণ কি ?

উত্তর

১। আগরতলা হইতে রাংগামাটি পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে অম্পি হইতে রাংগামাটি ঘাটের কোন কোন অংশ যাত্রীবাহী বাস (টি. আর. টি. সির) চলাচলের উপযুক্ত নহে বিধায় টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস বন্ধ রাখা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। কবে নাগাদ ঐ রাস্তায় টি, আর, টি, সির বাস পুনরায় চালু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

২। বর্ষার শেষে রাস্তার উন্নতি হইলে বাস চলাচল করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আগে অম্পি থেকে ২টা বাস চলত এবং সেই দুইটা বাসের ছাদের উপর বসেও যাত্রীদের যাতায়ত করতে হত এমন একটা রাস্তা যাতে কোন অলটারনেটিভ ব্যবস্থা নাই এই অসুবিধা থাকা সত্বেও কেন বাস সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হল জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারতাম যাই হউক কিছুদিন আগে আমরা তেলিযামুড়া থেকে ৪টা মেটাডোর দিয়েছিলাম--সেই রাস্তার সিকিউরিটির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে কিছু দিন আগে এই রাস্তায় আক্রমন হয়েছিল এবং রাস্তারও অসুবিধা আছে সেই জন্য এখন বন্ধ আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে বাসে আক্রমন হয়েছে সেজন্য বাস সার্ভিস কমিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্যান্য রাস্তায়ও টি, আর, টি, সির বাসের উপর আক্রমন হয়েছে সেই সব রাস্তায়ও কি সার্ভিস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সিকিউরিটির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে সেজন্য আমরা ধর্মনগরের বাস সার্ভিসও আমরা কমিয়ে দিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে অম্পি থেকে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত রাস্তা খারাপ আছে সেজন্য বাস সার্ভিস বন্ধ রাখা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি কখন থেকে সেই রাস্তা খারাপ হয়ে আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক দিন যাবত এই রাস্তা খারাপ হয়ে আছে-বর্ষার শেষ নাগাদ আমরা আশা করছি এই রাস্তায় বাস সার্ভিস আবার চালু করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জীপ, ট্রাক ইত্যাদি গাড়ী রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত যাতায়ত করছে এবং টি. আর. টি. সির থেকেও আমাকে জানিয়েছে যে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চলতে পারে-ডিপার্টমেন্ট থেকেও জানিয়েছে যে বাস সার্ভিস চলতে পারে তা সত্বেও সেই রাস্তায় বাস সার্ভিস বন্ধ রাখা হয়েছে কেন ? রাস্তা খারাপ নয়।

মিঃ স্পীকার :--সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি। ANNEXURE'— "A" & "B'

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য দুইটা ইনফরমেশন আমি হাউসে দিচ্ছি। তার মধ্যে একটা হল : -Hon'ble Members, There is no rule in the Rules of Procedure of intimating to the Members the reasons of disallowing the notices for Calling Attention and the notices to raise the matters of urgent Public importance during the Reference Period.

Shri Sudhir Majumder wanted to know in the House the reason how one of his Calling Attention notice has been disallowed. The only example I cite here though there are similar instances also Shri Sudhir Majumder is informed that his Calling Attention notice was admitted and entered in the list of business of 8 7.1983. But while I called him to raise his question in the House as per rule he was absent in the House and it fell through.

I would request the Hon'ble Members that if their Calling Attention notices and notices for Refenence period etc. do not come up in the House, they may meet me in my Chamber to know the reasons of their notices being disallowed.

Another is that, Hon'ble Members, I have seen in some of the Local Dailies, of today that the speeches of some of the Members and Ministers have been distorted and not reported correctly. Though I am not taking official congnizance to these aspect, such distortation is not permissible as per Parliamentary practice and procedures. This is for information of all concerned.

REFERANCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এবার রেফারেন্স পিরিয়ড। বিগত ১৩,৭.৮০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল:—গত ২৬.৪.৮৩ইং কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজারে উগ্রপন্থীদের হামলায় দোকান লুট ও দুজনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬.৪.৮৩ ইং রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় একদল উগ্রপন্থী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কমলপুর মহকুমাস্থিত শান্তির বাজারে হামলা চালায়। উগ্রপন্থীরা প্রথমে শূন্যে গুলি বর্ষণ করে। এই গুলি বর্ষণের খবর পাইয়া শ্রীনরেশ দত্ত নামে একজন ঔষধ দোকানের মালিক এবং শ্রীহরি লাল পাল নামে অপর একজন বাসন পত্র দোকানের মালিক এই শব্দের কারণ কি অনুসন্ধানের জন্য তাহাদের দোকানের দরজা খোলেন। দোকানের দরজা খোলামাত্র তাহারা বাঁশীর শব্দধ্বনিতে পান এবং এই সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থীরা বাজারে আক্রমন আরম্ভ করে। শ্রীনরেশ দত্ত এবং শ্রীহরি লাল পাল উগ্রপন্থীদের দেখিয়া তাহাদের দোকানের দিকে ফিরিয়া যাইতে সচেষ্ট হইলে উগ্রপন্থীরা

তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করে ফলে শ্রীনরেশ দত্ত তাহার বা হাঁটুতে এবং শ্রীহরি লাল পাল তাহার শরীরের পিছনের বা দিকে বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হন। তারপর উগ্রপন্থীরা বাজারস্থিত দোকানের দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া লুট আরম্ভ করে। দুস্কৃতকারীরা বাজারের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া এই লুটতরাজ চালায়। আর একটি বাঁশীর শব্দ হওয়া মাত্র উগ্রপন্থীদের মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক (সর্বমোট ২৫/৩০ জন) বাজারের পূর্ব দিকে চান কাপ, জামথাংগ এর দিকে চলিয়া যায় এবং বাকী উগ্রপন্থীদের একটি বাজারের দক্ষিণ দিকে কমলপুর আমবাসা রোডের দিকে রওয়ানা হয়। উগ্রপন্থীরা সর্বমোট ৮/৯ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করিয়াছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে ৩০৩ রাইফেলের দুটি খালি গুলির বাক্স এবং ১ রাউণ্ড এল, এর আর উদ্ধার করে। উগ্রপন্থীরা চলিয়া যাওয়ার পর শ্রীমহেশ পাল নামে এক ব্যক্তি যিনি নিজেও আর একটি দোকানের মালিক বাজারের মধ্যে আসেন এবং আহত শ্রীহরি পালকে রিকসা করিয়া হালাহালি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। কিছুক্ষণ পর দোকানের পেছন দিকে জংগলের মধ্যে আহত শ্রীনরেশ দত্তের কাতর শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহাকেও তিনি চিকিৎসার জন্য হালাহালি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠান। সকালের দিকে উভয় আহত ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

লুণ্ঠীত সম্পত্তি ও নগদ টাকা মিলিয়া প্রায় ৪৫,০০০/- টাকা এই ঘটনায় ক্ষতি হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৩৯৮ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারানুসারে মোকদ্দমা নং ১৫(৪)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনার সংগে জড়িত ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) শ্রীবেলা হালাম পিতা কামলাল থাং হালাম। শম্বুকছড়া, কমলপুর এবং (২) শ্রীঅনন্ত দেববর্মা পিতা রবি দেববর্মা, দুর্লভ নারায়ণ টাকারজলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। ঐ ব্যক্তিরা বর্তমানে জেল হাজতে আছে। ঘটনার তদন্তের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এই ডাকাতির ঘটনায় যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্য কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— কমলপুরের ঘটনার পর তার কাছে দিয়ে মহারাণী গ্রামের মধ্যে দিয়ে উগ্রপন্থীরা ঘুরাফেরা করেছিল এই রকম খবর পুলিশের কাছে আগে ছিল কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— এই ডাকাতির ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদেরকে কি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে ক্ষতিপূরণ করা হয় এখানে সেইভাবেই করা হবে।

মিঃ স্পিকার ঃ—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টি হল : –গত ১১ই জুলাই ১৯৮০ ইং কংগ্রেস (ই) সমর্থক গতাধিক সমাজ বিরোধী কর্তৃক সদর চড়িলামের উত্তর বজ্রপুর এর শ্রীভজন দেবনাথের বাড়ী চড়াও হয়ে বোমা নিয়ে হামলা করা এবং তার মা'কে মারপিট করা সম্পর্কে। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : —মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১২,৭,৮০ ইং তারিখে বেলা প্রায় ৫টার সময় শ্রীভজন দেবনাথ ও তাহার সঙ্গী আরও ৭/৮ জন ব্যক্তি যখন কদম তলাতে আসে তখন ঐ এলাকার কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক কিছু লোক তাদেরে ধাওয়া করে ফলে উভয় দলের লোকেরা এদিকে সেদিকে দৌড়াইতে থাকে। ধাওয়া করার সময় দুটি বোমা ফাটানো হয়। কিন্তু কর্তব্য রত পুলিশের সময় মত হস্তক্ষেপের ফলে একটি মারাত্মক সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় তিন ব্যক্তি যথাক্রমে (১) শ্রীহরি সাধন দেবনাথ, (২) শ্রীনিতাই দেবনাথ (৩) শ্রীহরিধন দেবনাথ বোমার টুকরার আঘাতে আহত হন। আহত ব্যাক্তিদিগকে বিশালগড প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে চিকিৎসা করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ঐ এলাকার চৌকিদার শ্রীপরেশ চন্দ্র ভৌমিকের নিকট হইতে ঘটনার খবর পাইয়া বিশালগড থানা হইতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই টহলদারী পুলিশবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষই ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই ঘটনায় বিশালগড থানায় ২টি মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হইয়াছে। একটি কংগ্রেস (আই) সমর্থক শ্রীমনোরঞ্জন সাহার অভিযোগ মুলে গত ১২.৭.৮০ইং তারিখ রাতে বিশালগড থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯ ধারা মুলে মোকদ্দমা নং ১২(৭)৮০ নথিভুক্ত করা হয়। ঐ দিনই সি. পি. আই সমর্থক শ্রীনিকুঞ্জ দেবনাথের অভিযোগমুলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২০ ধারার একটি মোকদ্দমা নং ১৩(৭)৮০ নথিভুক্ত করা হয়।

প্রথম অভিযোগের ভিত্তিতে চার ব্যাক্তিকে যথাক্রমে (১) শ্রীভজন দেবনাথ, শ্রীনিতাই দেবনাথ দেবনাথ, শ্রীহরিসাধন দেবনাথ ও শ্রীহরিধন দেবনাথকে গত ১২-৭-৮০ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় তাহারা সেই দিনই জামিনে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় অভিযোগের মুলে ১১ ব্যাক্তি যথা শ্রীনারায়ন দেবনাথ, শ্রীদিলীপ দাস, শ্রীবীরেন্দ্র শীল, শ্রীহারালাল দাস, শ্রীপরিমল দাস, শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ, শ্রীসত্য দেবনাথ, শ্রীরবীন্দ্র দেবনাথ ও শ্রী মণ্টু দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা সবাই বজ্রপুরের নিবাসী। তাহারা ১৩/৭/৮০ইং তারিখ জামিনে মুক্তি পায়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে গত ১১ই জুলাই সন্ধ্যায় চড়িলামের কংগ্রেস (ই) নেতা ভজন দেবনাথের বাড়ীতে যারা জামীনে মুক্তি পেয়েছে তাদের নিয়ে মিটিং করেছিল এবং ঐ মিটিং এ গণ্ডগোল করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্যদেরকে এটা জানাতে চাই যে রাজ্য সরকার ঐ এলাকার স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন তখন জন্য এই ধরণের উস্কানীমূলক কাজ ঐ এলাকায় শান্তি স্থাপনের পক্ষে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। সেই

সবাইকে অনুরোধ করছি সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। কারণ ঐ এলাকার মানুষের চরম ক্ষতি হচ্ছে। স্কুল বন্ধ অফিস খোলছে না, বাজার হাট বন্ধ। কাজেই আমি অনুরোধ করছি এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে এবং সেখানে যাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে সেই সরকারকে সহযোগিতা করুন।

শ্রীভানুলাল সাহা : —ঐ দিন ১৩ই জুলাই সমাজ বিরোধীরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পুলিন দেবনাথ, ভারতী দেবনাথ এবং বাদল দেবনাথের বাড়ী আক্রমন করে তাদের মারধর করেছিল ও বোমা নিক্ষেপ করেছিল কিনা সেই সম্পর্কে কোন তথ্য মাননীয় মহোদয় কি দিতে পারবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, কংগ্রেস (ই) সি. পি. এম. লোকেদের উপর আক্রমন করেছে তাহলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে পারি, যারা আক্রমন করেছিল তাদের গায়ে কি কংগ্রেস (ই) এর লেভেল লাগান ছিল এবং যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের গায়ে সি. পি এম লেভেল লাগান ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : স্যার, পুলিশের খাতায় এইগুলি থাকে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—ঘটনার আগের দিন ১২ তারিখে উত্তর বনজপুর নিবাসী শ্রীহরিদাস দেবনাথ যখন থানায় পুলিশের কাছে তথ্য দিয়ে আসছিলেন তখন বাজারের মধ্যে কংগ্রেস (ই) সমাজ বিরোধীরা তাকে প্রচণ্ড ভাবে মার ধর করে এবং তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করাও হয় এই তথ্য সরকারের আছে কি ?

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা আমি ঠিক জানি না। তবে থানা যেহেতু বাজার সংলগ্ন সেই হেতু এই ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে এই সব দাঙ্গার সময় বাজারের উপর দিয়ে থানায় যেতে হয় বলে সহজে নালিশ করা যায় না। জুনের দাঙ্গার সময়ও আমরা এ জিনিস লক্ষ্য করেছি। আজকে বিশালগডেও তা দেখেছি। আমি পুলিশ অফিসারদের অনুরোধ করব, থানায় যাতে মানুষ নালিশ জানাতে পারে সে জন্য লোকেদের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—এখন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার ও শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে :—

"গত ১৩ই জুলাই, ১৯৮৩ইং রাত্রে নন্দন নগরের শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য দ্বয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য দ্বয় এখানে উপস্থিত আছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ায় জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখে জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি ১৮ই জুলাই এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় ১৮ই জুলাই একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয়ের কাছ হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীমজুমদার এখানে উপস্থিত রয়েছেন নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো : —

"ভারতের গণতান্ত্রিক যুব-ফেডারেশনের রাঙাবাড়ি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক অমর দত্তের গত ২.৬.৮৩ইং কংগেস (ই) দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপবাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কেও ১৮ই জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে ১৮ই জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়ের কাছ হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীসিন্‌হা এখানে উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

'গত ১৪ই জুলাই ১৯৮৩ইং কৈলাশহর বিভাগে ফটিকরায় থানার অন্তর্গত নদীয়া বাজারে উগ্রপন্থী দ্বারা বাজার লুট ও অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।'

আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২০শে জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২০শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমন্‌মথ রূদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

"গত ৯ই জুলাই ১৯৮৩ইং কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গানগর বাজারে উগ্রপন্থী কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক লুঠতরাজ সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯,৭,৮৩ইং রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ১০।১২ জনের একটি অজ্ঞাতনামা উপজাতি উগ্রপন্থী দল যাহাদের মধ্যে একজন কালো প্যান্ট কাল সার্ট এবং মাথায় কাল টুপি এবং বাকী সকলে সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় ৪টি দেশী বন্দুক এবং ১টি ষ্টেনগানের ন্যায় ক্ষুদ্র অস্ত্র নিয়া কমলপুর মহকুমাস্থিত গঙ্গানগর বাজারে শ্রীরণজিৎ দেবনাথের বাজেমালের দোকানে হামলা চালাইয়া নারকেল তৈল, আলু, পাউডার, বিস্কুট ইত্যাদি যার মূল্য প্রায় ২০০০ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়।

এই ব্যাপারে আমবাসা থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় গঙ্গানগরের শ্রীরণজিৎ দেবনাথের অভিযোগ মূলে মোকদ্দমা নং ৪(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

উগ্রপন্থীদের ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে পথে প্রায় ২০০ টাকা মূল্যের কাপড় ফেলিয়া যায়।

এই ঘটনায় এখনও কাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই। একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করেন। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— এই গঙ্গানগর বাজারের কাছেই পুলিশ ক্যাম্প এবং সি. আর. পি. ক্যাম্প থাকা সত্বেও কি করে ডাকাতি হলো এবং এই সময় পুলিশ এবং সি আর পি. কি করছিলেন তা তদন্ত করে দেখা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে স্থানীয় একটি কাগজে যে ভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাও খুব দুঃখজনক। সেই সাথে এও খুব দুঃখজনক যে, একটি সি. আর. পি. ক্যাম্প এবং কাছাকাছি পুলিশ ক্যাম্পও রয়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখব, কেন সি. আর. পি. সময় মত উপস্থিত হতে পারল না এবং দুষ্কৃতকারীদের বাধা দিতে পারল না। এই সব বিষয় তদন্ত করে দেখার জন্য একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারকে পাঠান হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট পেলে পর আমি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীনকুল দাস :— জগবন্ধু বাজারে যখন উগ্রপন্থী দল আক্রমণ করল তখন কুসুম রাম রিয়াং নিখোঁজ হন এবং বীরেন্দ্র ভৌমিককে হত্যা করা হলো ঠিক গঙ্গানগর বাজারের মতই ঘটনা সেখানে সি. আর. পি ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তারা কিছু করতে পারল না। তাহলে, এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সি. আর. পি. রাখার প্রয়োজন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ঘটনাটিও সরকারের দৃষ্টিতে রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

'গত ১৩ই জুন ১৯৮৩ইং অম্পি ধনলেখা গ্রামের পেলাচাঁদ কলই পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৩.৬.৮৩ইং রাত্রে এস. ডি. পি. ও. অমরপুর এক গোপন সূত্রে বাজুরাই পাড়ার দয়াল কলইর বাড়ীতে কয়েকজন উগ্রপন্থী আশ্রয় নিয়েছে খবর পাইয়া, পুলিশ বাহিনী নিয়ে উক্ত উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য বাজুরাই পাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তথায় উপস্থিত হইয়া পুলিশ রাত প্রায় ২টার সময় দয়াল কলইর বাড়ী ঘেরাও করে। এই সময়ে কুকুরের চীৎকার শুনিয়া উগ্রপন্থীরা পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি বর্ষণ করেন। গুলি বিনিময় রাত্রি ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত চলে। ভোরে পুলিশ এলাকা অনুসন্ধান করে ১৩টা ব্যবহৃত ৭.৬২ এম. এম. এস. এল. আর গুলি এবং ৩টি .৩০৩ রাইফেলের

খালি কার্তুজ দয়াল কলইর বাড়ীর উঠান হইতে উদ্ধার করেন। আরও অনুসন্ধানের পরে উক্ত বাড়ীতে সংঘর্ষে নিহত পেলাচাঁদ কলইর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

উক্ত ঘটনায় শ্রী এ. কে. এস. ডি. পি. ও., অমরপুরের অভিযোগ মূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৬)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় ছইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

নিহত পেলাচাঁদ কলই পরিবারকে মং ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : – পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত কত রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আর মাননীয় সদস্য যে সময় বলছেন সেটাও ঠিক নয়। বিবৃতিতে আমি বলেছি যে রাত দুইটায় বাড়ী ঘেরাও করা হয় এবং সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত গুলি চলতে থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে রাত ২ ঘটিকা থেকে সাড়ে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত গুলি বিনিময় হয়েছে। এই দেড় ঘণ্টা যেখানে গুলি বিনিময় হলো সেখানে পুলিশ ৩০৩ রাইফেলের মাত্র তিনটি গুলি পেয়েছে। এটা যুক্তি সঙ্গত কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ সম্পর্কে তদন্ত চলছে। কয়েক রাউণ্ড গুলি সেখানে চলছে। তবে যেহেতু এটা একটা জংগল এলাকা কাজেই বাকী যে গুলি ফেরত পাওয়া যায় নি সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : – পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, নিহত পেলাচাঁদ কলই উগ্রপন্থী কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, নিহত পেলাচাঁদ কলই-এর বাড়ীতে উগ্রপন্থীরা আশ্রয় নিয়ে তিনি একজন লেবার। তিনি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরেই উগ্রপন্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল এবং যাকে খোঁজা হচ্ছিল তার এক নিকট আত্মীয় সে ঘরে ছিল, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ফলেই এই ঘটনাটা ঘটে, যার ফলে একজন দিন মজুর নিহত হয়েছেন। তারপ্রতি সরকার সহানুভূতিশীল ও তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, রেডিওতে প্রচার করা হয়েছিল যে গুলি বিনিময়ের সময় একজন উপগ্রন্থী মারা গেছে। এটা পুলিশী তথ্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— প্রাথমিক তদন্তে এটা হতে পারে, তখন বিস্তৃতভাবে তদন্ত করে দেখা হয় নি।

শ্রীরামাচরণ ত্রিপুরা : -পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, স্থানীয় অভিযোগ হচ্ছে ওখানে কোন উগ্রপন্থী ছিল না, কোন গুলি বিনিময়ও হয় নাই। এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, উগ্রপন্থী বলে যথেষ্ট প্রমান নিয়েই এখানে তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং যাকে খোঁজা হচ্ছিল তিনি একজন প্রথম শ্রেনীর উগ্রপন্থী। এবং সন্দেহ করা হচ্ছে পরবর্ত্তী সময়ে যে আক্রমন হয় হয়তো তার অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিল। মাননীয় সদস্যের এটা মনে করার কোন কারন নাই যে সেখানে কোন উগ্রপন্থী ছিল না। নির্দিষ্ট উগ্রপন্থী, যাকে পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি সেখানে খাওয়া দাওয়া করেছেন তার প্রমানও পাওয়া গেছে। এগুলি সংগ্রহ করেই আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, পেলাচাঁদ কলই ছোট একটি ঘরে থাকত এবং দিনমুজুরী করত সেদিন সে জানালা খুলে শুয়েছিল এবং একটা ল্যাম্পও জ্বালানো ছিল। জানালা দিয়ে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনাটিকে উগ্রপন্থী সংঘর্ষ এই রূপ দেওয়ার জন্য পুলিশ থেমে থেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুলি করেছে। ফলে একটা ছাগলও মারা গেছে। পরের দিন মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য দয়াল কলই, বিলাশ্বর কলইকে মেরে জখম করে থানায় নিয়ে যায় এবং উগ্রপন্থী বলে অভিযোগ করে তাদের এ্যারেষ্ট করা হয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, রাত দুইটার সময় একজন দিন মুজুরকে খুন করার জন্য অমরপুর থেকে একজন পুলিশ অফিসার ওখানে যাবেন মাননীয় সদস্যের এই কথা মনে করার কারন আমি বুঝতে পারছি না। তাকে ষড়যন্ত্র করে পুলিশ খুন করেছে, মাননীয় সদস্য এর এই অভিযোগ অবাস্তব এবং অসত্য। বাস্তব ঘটনার সংগে বিন্দু মাত্রও সম্পর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজ আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৫.৫.৮৩ ইং কৈলাশহর মহকুমার এন. সি. পাড়ায় উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক রাবার বাগান অগ্নিদগ্ধ করা, সরকারী গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া ও টাকা লুঠ করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— "গত ২-৫-৮৩ইং কৈলাশহর মহকুমার এন. সি পাড়ায় উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক রাবার বাগান অগ্নি দগ্ধ করা, সরকারী গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া ও টাকা লুট করা সম্পর্কে" বিগত ৫-৫-১৯৮৩ইং কৈলাশহর মহকুমার এন. সি পাড়ায় সরকারী পুড়িয়ে দেওয়া ও টাকা লুট করা সম্পর্কে কোন ঘটনা সরকারের জানা নেই, তবে গত ৫-৪-৮৩ইং তারিখে সংঘটিত একটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

গত ৫ই এপ্রিল ১৯৮৩ইং তারিখ সকাল ৫-৩০ মিঃ সময় কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী এন. সি নগর রাবার বাগানের কোয়াটার অফিস এবং রাবার বাগানে অগ্নি সংযোগ করে। এই ঘটনাটি ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ৫-৪-৮৩ইং তারিখে ৩নং কেস্ হিসাবে নথীভুক্ত করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা।

সেই দিন বেলা প্রায় ১০-৩০ ঘটিকার সময় মনুর ডি. এফ. ও শ্রী এস ঘোষ অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়া তাহার টি আর. জি-নং ২৯৩ গাড়ীতে উণ্টা ছড়ার নিকটবর্ত্তী ঘোশালী বাড়ীর রাবার বাগানের কাজকর্ম এবং রতনপুর পাড়ার রাস্তার কাজ কর্ম দেখাশুনা করিতে যান। জায়গাটি দুধপুর মেইন রোড হইতে ৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণে। পথে তাহারা দুধপুর ফরেষ্ট রেইঞ্জ অফিসের ফরেষ্টার শ্রীদিলীপ বাস্তি রায় এবং ফরেষ্ট গার্ড শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য্যকে গাড়ীতে তুলিয়া নেন। গাড়ী হইতে নামিয়া ফরেষ্টার এবং ফরেষ্ট গার্ড পায়ে হাটিয়া তাদের কর্মস্থলে চলিয়া যান।

যখন মনুর ডি, এফ ও ঘোশালী বাড়ীতে কর্মরত ৫০—৬০ জন শ্রমিককে তাহাদের কাজ সম্পর্কে বুঝাইতে ছিলেন তখন অনুমান বেলা ১১ ঘটিকায় ৯ জন উপজাতি দুষ্কৃতকারী শ্রমিকদের এক সর্দ্দার শ্রীনিকুঞ্জ মাঝিকে জিপগাড়ীটির আরোহী সম্পর্কে খোজ খবর নেয়। তাহারা আরও খোজ নিয়াছিল যে গাড়ীতে কোন পুলিশ পার্টি ছিল কিনা। বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ সময় দুষ্কৃতকারীদের একজন গাড়ীর ড্রাইভার শ্রীপরেশ দের সামনে হাজির হয় এবং তাহার হাত ঘড়ি ও নগদ টাকা ছিনাইয়া নেয়। লুণ্ঠনের পর। লুণ্ঠনের পর ড্রাইভারকে ডি. এফ ও এবং তাহার কর্মচারীদের নিকট নিয়া যায়। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতকারীদের একজন রিভলবার হাতে নিয়া বেঞ্চক্লার্ক শ্রীনন্দ দুলাল আচার্য্যের নিকট যায় এবং রিভলবারের ভয় দেখাইয়া তাহার হাত ঘড়ি ও শ্রমিকদের জন্য রক্ষিত মজুরীর টাকা তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেয়। তারপর দুষ্কৃতকারীরা ডি এফ ও এবং তাহার সহযোগীদের একটি লাইনে দাঁড়া করায় এবং রিভলবার দেখাইয়া তাদের হাত ঘড়ি ও মূল্যবান দ্রব্যাদি দিতে বাধ্য করে। সর্বমোট তাহারা ৫টি হাত ঘড়ি ও নগদ ১১০০ টাকা ছিনাইয়া নেয়।

দুষ্কৃতকারীরা ডি. এফ. ও ও তাহার সহকর্মীকে সাবধান করিয়া দেয় যেন তাহারা ভবিষ্যতে এ. ডি. সি. এলাকায় প্রবেশ না করে। ইতিমধ্যে একজন দুষ্কৃতকারী ড্রাইভারের নিকট হইতে গাড়ীর চাবি নিয়ে যায় এবং গাড়ী ৪টিতে আগুন ধরাইয়া দেয় ফলে গাড়ীটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎপর ডি এফ ও. ও তাহার কর্মীগণ পায়ে হাটিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। লাইনে দাড়া করানোর সময় দুষ্কৃতকারীরা ডি. এফ. ও. ও অন্যান্য কর্মচারীদের লাঠি দিয়া আঘাত করে। এত সম্বন্ধে ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারা যতে ৪ (৪) ৮৩নং কেস্ নথীভুক্ত করা হয়। শ্রীচুনী লাল কলই, শ্রীউৎপল্লা ত্রিপুরা, শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্ম্মা এবং শ্রীকনক তারক কলইকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে তারা জেল হাজতে আছে। ড্রাইভারের হাত ঘড়িটি এবং জিপ গাড়ীর চাবিও উদ্ধার করা হইয়াছে। উক্ত চার ব্যাক্তিকে চার্জসীট দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রীঅনিল দেববর্ম্মা, শ্রীকুমিয়া দেববর্ম্মা এবং অপর একজন পলাতক আছে।

শ্রীতরুনীমোহন সিনহা :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি এই ঘটনার কিছু দিন আগে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া নবীন রিয়াং চৌধুরী

পাড়ায় মিটিং করেছিলেন এবং সেখানে বলেছেন যদি সেখানে বাগান করা যায় তাহলে তাতে ট্রাইবেলরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নেই। তবে অনবরতই একটা প্রচার চলছে রাবার বাগনের বিরুদ্ধে। আমরা বহুস্থানে রাবার বাগান করেছি। দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও রাবার বাগানের অফিস রয়েছে সেই জায়গায় গিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো তারা যে পথ অনুসরন করেছেন সেটা পরিহার করুন। কারণ এর দ্বারা তাঁরা সাহার্য্য পাচ্ছেন এবং তার ফলে এই রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া —: পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ এনেছেন এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য মূলক। মাননীয় সদস্য। এখানে যে সমস্ত তথ্য তথ্য দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারা যায় যে যুব সমিতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে, এটার স্পেসিফিক উত্তর দিতে পারবেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সমস্ত ঘটনা পুলিশের কাছে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস্
(ফিনানশিয়্যাল)

"মুভিং ডিস্কাশন এ্যাণ্ড ভোটিং অন্ ডিমাণ্ডস্
ফর গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪ইং"

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ করা"।

আজকের কার্য্যসূচীতে ৭টি (সাত) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য সূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলি (কাট মোশান) পেয়েছেন। ব্যয় বরাদ্দের সমস্ত দাবীগুলো এবং যে সমস্ত ব্যয় বারাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। তরপর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানের) উরপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফহুইপদের অনুরোধ করছি এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা সভায় দেবার জন্য। এর জন্য এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে তার মধ্যে ৫ মিনিট থাকবে ভোটের জন্য, ২০ মিনিট হচ্ছে অপজিশ্যান সদস্যদের জন্য এবং ৩৫ মিনিট থাকবে ট্রেজারার বেঞ্চের জন্য। আমি প্রথমেই আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করবো তিনি যেন

কাট-মোশান সহ তাঁর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। মাননীয় সদস্য, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি চেষ্টা করবো। আমার প্রথম কাট মোশান হলো ডিসএপ্রোভাল অফ গভর্ণমেণ্ট পলিসি অন এডভারটাইজমেণ্ট। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে প্রেস এডভারটাইজমেণ্টের উপর যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন ভাবে সরকার তা দলীয় স্বার্থে ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থে এই সমস্ত টাকা ব্যবহার করে আসছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার স্বাধীনতার অধিকার হরণ করছেন কারণ বিগত মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশ্যানের সময় ভোটের বয়স কমিয়ে ১৮ বছর করেছেন। এবং পত্রিকার সাংবাদিকদের কোন প্রেস কার্ড দেওয়া হয়নি তার জন্য অবশ্য সাংবাদিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে ইলেকশনের সমস্ত খবর থেকে বিরত থেকেছেন। তাতে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের সমর্থন রয়েছে এটা আমি এই হাউসে ব্যক্ত করতে পারি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে কোন নির্বাচনই হোক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনই হোক, মাত্র ৬০ জন নির্বাচক সেখানেও প্রেস কার্ড দিয়ে থাকেন। আর বিধানসভার নির্বাচনই হোক এবং লোকসভারই নির্বাচন হোক সবখানেই দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পশ্চিম বাংলায়, ভোটাররা লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছেন। এই সমস্ত বড় বড় পত্র পত্রিকাতে আমরা দেখেছি। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে ক্ষমতাসীন দল তাদের অভ্যন্তরীন উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য কোন প্রেস ম্যানকে ঢুকতে দেননি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা গণতন্ত্রের কথা বলে, এইভাবে গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত আনছে। এইটা গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্বেগজনক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানিনা এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যাবে কিনা কারন অরুপ রায় তো আর বিধানসভার মেম্বার নন। আমরা দেখেছি তিনি একটি বিরাট প্রবন্ধ লিখেছেন যে সাংবাদিকরা ক্রীতদাস। সাংবাদিকদের ক্রীতদাস বলা হয়েছে এইটা এই হাউসে সর্বসম্মতি ক্রমে ধিক্কার জানানো দরকার। এইভাবে তারা এই সব কথা লিখে গণতন্ত্র এর বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। ত্রিপুরা দর্পনকে নাম করে তার বলেছেন ধুতি ছেড়ে লুঙ্গী পড়তে যাচ্ছেন এবং গোমাংস খেতে যাচ্ছেন। এই সমস্ত নীচু মানের কথা লেখা হচ্ছে ডেইলি দেশের কথায়। আজকে ডেইলি দেশের কথা এ ক্যাটাগরিত। তাদের বেশী বেশী করে অ্যাডভারটিসমেণ্ট দিয়ে দিচ্ছেন। দেইলীর দেশের কথা প্রচার করছে যে এইটা রাজ্য সরকারের ব্যপার নয়, ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাপার। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সরকার যে পলিসি বা নীতি নির্ধারন করেন সেটাকে ডি, এম কার্যকরী করেন মাত্র। কিন্তু ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী নীতি নির্ধারন করেন এটা ঠিক নয়। এটা কখনও হয়না। মাননীয় স্পীকার স্যার এই সমস্ত ঘটনার পেছনে ক্ষমতাসীন দল এই সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা তা হরন করছে। তাদের স্বাধীনতা হরন করার জন্য তারাই দায়ী। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ক্লাসিফাইড এ যে রেইট দেওয়া হয় ডিস্‌প্লের তুলনায় বেশী দেওয়া হয়। ডিস্‌প্লে এবং ক্লাসিফাইডের মধ্যে এইরকম ব্যবধান আর দেখিনি। যেখানে ক্লাসিফাইডের রেইট ডিস্‌প্লের রেইটের তুলনায় প্রায় ২-৩ ডবল বেশী। যার জন্য কোন পত্রিকায় ডিসপ্লের বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেনা বা দিয়ে

ধীরে কমে যাচ্ছে। এই রেইট এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ৫ টাকা ২৫ পয়সা পার স্কোয়ার সেন্টিমিটার। এইটা কোয়ালিশন মন্ত্রীর আমলের রেইট। এখনও তাকে বাড়ানো হয়নি। কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়ানো হচ্ছে, বেতন বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু পত্রিকার বেলায় বাড়ানো হচ্ছেনা। অনেক ছোট ছোট পত্রিকা আছে দীনগ্রস্ত অবস্থায় তাদের আর্থিক সমস্যাটা যদি আরও ভাল করতে পারেন সেদিক দিয়ে হলেও তা বাড়ানো দরকার। লটারীর যে বিজ্ঞাপন সেটা ত সরকার বিলি করেননা। ত্রিপুরা দর্পণ এবং দৈনিক সংবাদ এ ক্যাটাগরীর পত্রিকা। আর বি-স ক্যাটাগরির পত্রিকা বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা এত সমস্ত করেছেনা এই নতুন ত্রিপু 1, ত্রিপুরা টু-ডে এইগুলি কি সরকারী পত্রিকা না দলীয় পত্রিকা ? ডেইলী দেশের কথার সংগেত এদের কোন ব্যবধান দেখিনা। এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তারা ধরছেন। সেদিন দেখলাম বিরাট একটা হেড লাইন। সেই হেড লাইনে কি আছে ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাকি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু পেপার মিল, জুট মিল...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য আর এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন। আমাকে একটা প্রেস অফিস থেকে জানানো হল যে নতুন ত্রিপুরা নাকি আজকে বিলি করা হচ্ছেনা। আমি শুনেছি পরিপূর্ণভাবে সরকারের যে দোষ ত্রুটি আছে, সেগুলির জন্য যে প্রস্তুতি চলছে সেই কারনে তাদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। কাজেই এইটার জন্য তার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচে। পার্টির স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে তারা প্রচারের জন্য টাকা খরচ করছে। অন্যান্য যেসমস্ত পত্রিকা রয়েছে প্রাইভেট সেক্টর সেগুলি বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তার সবগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশানটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং মেজর হেড ২৮৫। ডিসঅ্যাপ্রোভেল অফ গভর্ণমেণ্ট পলিসি অন ফিণ্ড পাবলিসিটি। প্রশ্নটা হল যে ফিল্ড পাবলিসিটি এইটার অর্থটা কি ? এইটা কেন করা হচ্ছে। ফিল্ড পাবলিসিটি এমন একটা জিনিস, যেখানে দূর দূরাঞ্চলে গ্রামের মধ্যে লোক বাস করে, যারা শহরে আসতে পারে না, শহরের কৃষ্টির সংগে যাদের যোগাযোগ কম। এই অনগ্রসর, পশ্চাদপট এলাকাগুলিতে সাংস্কৃতিক কৃষ্টির উন্নয়নের জন্য ফিল্ড পাবলিসিটি সাধারনত করে থাকেন। আজকে আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি ফিল্ড পাবলিসিটিটা যখন কোন শাসক দলের কোন নেতা কিংবা মন্ত্রী কোথাও জনসভা করতে যান তার জন্য জনসমাগম করার উদ্দেশ্যে সিনেমা বা চলচিত্র বিশেষ করে অনগ্রসর, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় জন সাধারনকে একত্রিত করার জন্য তারা সিনেমা নিয়ে যান। কারণ তাদের সিনেমার প্রতি আগ্রহ বেশী। সেইসব এলাকাতে নেতাদের, মন্ত্রীদের জনসমর্থন বড় করার জন্য এই পাবলিসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের এখানে সিনেমা হল নেই। তারা দূর দূরান্ত থেকে এসে এই সিনেমা দেখে যায়। এই জনসমর্থন কুড়াবার জন্য তারা এই ফিল্ড পাবলিসিটিকে ব্যবহার করছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না !

আমি কয়েকটি উদাহরন দিয়ে বলতে পারি। অমরপুর সাব-ডিভিসানে আমরা যা দেখেছি তা হল দূর দূরান্ত থেকে উপজাতি ভাইয়েরা উপজাতি বন্ধুরা এস. ডি ও, বি. ডি ও এবং পাব্লিসিটি অফিসার যারা আছেন তাদের কাছে বলেন কিন্তু তাদের সেখানে পাব্লিসিটি দেখান হচ্ছে না। তারা বলেন আমাদের তৈল নাই, আমাদের মাসিক বরাদ্দ শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাসিক বরাদ্ধ কি করে শেষ হল তা এস, ডি. ও, বি. ডি. ও বা জনসাধারণ কেউই জানে না। কিন্তু এস. ডি ও এবং বি. ডি ওর বাসার সামনে, কোয়াটারের সামনে দেখায়। অথচ জনসাধারণ যখন বলে তখন তাদেরকে মেসিন চালাতে তেল খরচা চেয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা নিজেদের পকেট পুরছে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখাতে পারব। এ নিয়ে বি. ডি সিতে আলোচনা হয়েছে। সরকারের এই যে ফিল্ড পাব্লিসিটির পলিসি, ফিল্ড এডভারটাইজমেণ্ট পলিসি সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি দেখছি যে বি. ডি. ওর বাসার সামনে যে খেলার মাঠ আছে সেখানে ওনি বা আর কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে অফিসারদের পাব্লিসিটির সিনেমা দেখান।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীজহর সাহা :— আবেকটু স্যার, দরিদ্র উপজাতি মানুষদের সংস্কৃতির কথা যদি চিন্তা করি তাহলে আমি মনে করি তাদেরকে পাব্লিসিটির সিনেমা দেখান উচিত। কিন্তু তা না করে সরকারী অফিসারদের বাসার সামান, কোয়াটারের সামনে মন্ত্রীর জনসভাতে দেখানোর যে পলিসি সে পলিসিকে আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না। অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যেসব কাট-মোশন এনেছেন সে সবগুলির উপর পৃথকভাবে আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি না বলে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং আমার যে ফিল্ড পাব্লিসিটির উপর কাট-মোশন ছিল সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :--মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার সমস্ত কাট-মোশনের উপর আলোচনা করবেন।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশনের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার প্রথম কাট-মোশন হচ্ছে "ট্যুরিষ্ট এডভারটাইজমেণ্ট এণ্ড ট্যুরিজম" এখানে ট্যুরিষ্টদের আকর্ষণ করার জন্য যেসব টাকা আগে ব্যয়িত এবং আবার ব্যয় করার জন্য যেসব টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যায়িত হবে না। ট্যুরিষ্টদের আকর্ষণ করার জন্য যেসব বাহিরের পত্রিকা এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া দরকার সেসব দেওয়া হচ্ছে না। কেবল যেসব পত্রিকা ত্রিপুরা রাজ্যে চলে এবং যে সব পত্রিকা সরকারের দলিয় পত্রিকা সেসব-গুলিতেই শুধু সরকারপক্ষীয় দলের প্রচারের জন্যই দেওয়া হয়। আসলে ট্যুরিষ্টদের আসার জন্য নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা যেসব পত্রিকা পড়ে সেসব পত্রিকাতে কোন এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া হয় না। তাতে ভারতের অন্যান্য ষ্ট্যাটের লোকেরা জানে না যে ত্রিপুরাতে ট্যুরিষ্টদের জন্য কোন বোর্ড আছে কিনা। তাই আমি মনে করি ট্যুরিষ্ট এডভারটাইজমেণ্টের জন্য যেসব টাকা ধরা হয়েছে সেসব টাকা উপযুক্তভাবে ব্যয় হবে না। এখানে ট্যুরিষ্ট লজ করার জন্য কোন পরিকল্পনা ধরা হয়নি। এখানে নীরমহল, উণকোটি

প্রভৃতির কোন সংস্কারের ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এখানে ৩৩৯ নং হেডে যেসব টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে সেটাকে আমি কোনমতেই সাপোর্ট করতে পারি না।

তারপরে ২৪ নং ডিমাণ্ডে "সাপ্লাই অব্ ফুড্-স্টাফ' আছে। বামফ্রণ্ট সরকার যে ফুড বিতরণ করেছেন তাতে আর দলীয় ক্রেতাদেরকে ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর সুযোগ করে দিয়েছেন। কাজেই ফুড সাপ্লাইয়ের জন্য যেসব টাকা ধরা হচ্ছে সেসব টাকা জনসাধারণের কাজে আসবে না।

আমার পরবর্তী কাট-মোশন হল "মিস-মেনেইজমেণ্ট ইন এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি ইন জেইল" আমরা আগে দেখতে পেতাম জেলের কয়েদীদের দিয়ে যেসব জিনিষ উৎপাদন করা হত তাতে ঠিকমত মার্কেটিং পেলে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু আজকে সেখানে মিস-মেনেইজমেণ্ট দেখা দিয়েছে। আজকে সেখানে এগ্রিকালচার বা ইণ্ডাষ্ট্রিতে উন্নতি কমে গেছে। আমরা অন্যান্য ষ্টাটে দেখেছি যে এরজন্য একটি মেনেইজ-মেণ্ট কমিটি থাকে পরিচালনা করার জন্য কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা দেখছি না। আজকে সেখানে ম্যাল-এডমিট্রেশান চলছে। তাই জেলখানার মধ্যে উপেন্দ্র ভৌমিকের হত্যা, অঞ্জলি কর্মকারের উপর ধর্ষণ ইত্যাদি হয়েছে এরকম অনেক কিছু আমরা শুনতে পাই।

আমার পরবর্তী কাট-মোশান হচ্ছে ৩৮, সেখানে হল—"করাপশন প্রিভেইলিং ইন দ্যা প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশানারি ডিপার্টমেণ্ট"। সেখানে নিজেদের দলীয় স্বার্থে কতগুলি বই ছাপা হয়। এটা পার্টির প্রচার কার্য্যের কারখানা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে। কাজেই এটার জন্য যেসব টাকা ধরা হয়েছিল সেসব টাকা জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয়িত হয়েছে বলে আমার মনে হয়না। সি. পি. এমের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটিকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ইলেক্শানে জেতার জন্যই দলীয়ই প্রচারের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারি ও পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট সরকারের দলীয় প্রচারের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই এই প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশন রি খাতে যেসব টাকা ধরা হয়েছে তাকে কোন অবস্থাতেই সাপোর্ট করা যায় না। আমার ডিমাণ্ডগুলির সমর্থনে এবং অন্যান্য সদস্যদের ডিমাণ্ডগুলির সাপোর্টে আমার মতামত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট-মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার কাট-মোশনটা হচ্ছে—"বাফার ষ্টকের টাকা" নিয়ে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি পারচেইজ অব্ কমোডিটিজ ফর বাফার ষ্টক, এ বাবত প্রায় ৭ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা প্রত্যেক বছরই রাখা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন বাফার ষ্টক রাজ্যে হয় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পরে রাখতে পারবেন।

এই সভা অত বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছিলাম যে লবন এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাফার ষ্টক করা হোক। আমরা দেখছি যে এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় লবন খরিদ করার সময়ে অনেক ভাল বাহানা করা হয়েছে। একবার এই লবন ধর্মনগর থেকে আগরতলায় আনা হয়েছে আবার আগরতলা থকে ধর্মনগর নেওয়া হয়েছে। আবার সেখান থেকে আগরতলায় আনা হয়েছে। এই ভাবে জনগণের অর্থকে অপচয় করা হয়েছে। সুতরাং এই ৭ কোটি ৪৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে আমি সেটা কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা।

এখানে আর একটা কাট মোশান আনা হয়েছে, এই আগরতলায় একটা প্রেস ক্লাব চালু করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে সে নতুন বিল্ডিং এ প্রেস ক্লাব এর উদ্বোধন করা হলো। অথচ যাদের জন্য এই ক্লাব করা হয়েছে তারা সেখানে কোন দিনই প্রবেশাধিকার পায়নি। সুতরাং এই ধরনের যদি হয় তবে এই প্রেস ক্লাব করার কোন অর্থ ছিল না। অথচ তাতে কিছু পাবলিক মানি নষ্ট করা হলো। তাছাড়া আমরা দেখেছি ছোট পত্রিকাগুলিকে অত্যন্ত কম ডিসপ্লে দেওয়া হয়। যেটা সাধারনতঃ কেউ গ্রহন করেন না। তারপর রয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের সম্পর্কে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে সাংবাদিকরা নাকি শতকরা ১০০ ভাগ খবরই মিথ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু এটা হয় কি ভাবে ? তাহলে বলতে হবে যে এই বিধান সভায় যা হচ্ছে তা সাংবাদিকরা সবটাই মিথ্যা প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এখানে মাননীয় জওহর সাহা ফিল্ড পাবলিসিটি সম্পর্কে যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করছি। এই ফিল্ড পাবসিটিতে যে প্রভিশন রাখা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। কিন্তু পাবলিসিটিতে সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি গ্রামের কৃষকদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ছবির প্রদর্শনী সেখানে করা হয়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় দেখেছি এই ফিল্ড পাবলিসিটির ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ভিজিটের সময় যে অঞ্চল বা স্থান উনি ভিজিটে যান সেখানে উনার সম্মানার্থে জনগণকে হিন্দি ফিল্ম দেখানো হয়। এই ভাবে পাবলিক মানির অপচয় ঘটানো হচ্ছে। সুতরাং আমি এই বরাদ্দ কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। সুতরাং এখানে যে সকল কাট মোশান এসেছে আমি সে গুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের আমি জানাচ্ছি যে এখানে যে আলোচনার জন্য বাড়তি ২৮ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল সে সময় শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আর কোন সদস্যকে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে আমি মাননীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দলের সদস্য তথ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা অনেক বক্তব্যই বলেছেন। তাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখা দেখা গেছে যে তাদের উষ্মাটাই সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। * * * * *

(এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কয়েকটি মন্তব্য মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার অনুরোধ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক্সপাঞ্জ করার নির্দেশ দেন।)

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় যে, 'দেশের কথা' পত্রিকাটি একটি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা। বিগত ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী শাসনের সময়ে এই পত্রিকাটি একটিও বিজ্ঞাপন পায়নি। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত পত্রিকাগুলিকে তিনটি কেটাগরীতে ভাগকরেন যথা এ. বি. সি. ইত্যাদি। এবং সে অনুপাতে পত্রিকাগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এখানে আমি বিগত বৎসরগুলিতে কি পরিমানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার একটি হিসাব দিচ্ছি।

১৯৭৫-৭৬ সাল— ২,৬৪,০০০ টাকা।

১৯৭৬-৭৭ — ২,৭৮,০০০ টাকা।

১৯৮০-৮১ — ৮,৫০,০০০ টাকা।

১৯৮২ ৮৩ — ৬,২০,০০০ টাকা।

১৯৮২-৮৩ সালে আমাদের টাকার পরিমাণ কমে গেছে। তাও সাড়ে চার লক্ষ টাকার উপর। গত তিন বৎসরে যে বিজ্ঞাপন আমরা দিয়েছি ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮২-৮৩ পর্য্যন্ত, তিনটা পত্রিকার কথাই বলছি। আমাদের দেশের কথা পত্রিকাকে দলের পত্রিকা বলেছেন। কিন্তু এছাড়াও আছে। "ত্রিপুরা দর্পন" একটা পত্রিকা। ওরা পেয়েছে তিন বৎসরে ৩,৮১,৫৯৩ টাকা। "দৈনিক সংবাদ" পেয়েছে ৩,০১,৩৫৬·৩৫। ডিসপ্লে তো ওরা ছাপায় না। শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন ডি, এ, ভি, এর কাছ থেকে ওরা পায় চার টাকার উপর পার কলাম। এখানে দেওয়া হয় ৩৫ পয়সা। এটা আমরা দিতে পারি না। সেখানে আরও ওকালতি করলেন যে আমরা যেন সেই হারটা বৃদ্ধি করি যাতে তাদের বাড়ীগুলি আরও উপরে উঠতে পারে। তিন তালা থেকে চার তালা হয়। "দেশের কথা" পেয়েছে ২.৩৮,৫১৫ টাকা। এটা একটা পত্রিকা এবং আমাদের বিরোধী দলের নেতা অশোক বাবুর পত্রিকা। এই পত্রিকা কংগ্রেসের মতাদর্শে বিশ্বাসী। যদিও কংগ্রেসের দলীয় পত্রিকা বলে তাতে কিছু লেখা নাই। এই পত্রিকাও বিজ্ঞাপন পায় গত তিন বৎসরে এই ভাবী ভারত পত্রিকা পেয়েছে ৫৬,৩০৩ টাকা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও এর চেয়ে বড় থাকে। এবং আমরা যে বিজ্ঞাপন দিই তার শতকরা ৮০ ভাগের বেশী আমাদের বিরোদ্ধে লেখেন যারা তারাই পান। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দৈনিক সংবাদের খবর হলো শিল্পমন্ত্রী কলিকাতায় বাড়ী ঘর করেছেন। নিশ্চয় আমি এর জবাব দেব। এই ধরনের পত্র পত্রিকা আবার বলেছেন যে সাংবাদিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। বেংগল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুসারে যাদের সংবাদের তথ্য সরবরাহ করার জন্য দেওয়া হয়, কাউন্টিং এর পর যেটা দেওয়া হয় সেটাই এখানে পালন করা হয়েছে। সাংবাদিকের রেকর্ড করার সুযোগ নেই। সেখানে গভর্ণমেণ্ট থেকে আমরা নির্দেশ জারী করতে পারি না নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে। এবং এই পৌর নির্বাচনের খবরটা সারা ভারতবর্ষে তারা চেপে গিয়েছেন। রাম মোহন রায়, বিদ্যাসাগর যারা সংবাদ পত্রের স্রষ্টা, তাদের রক্ত যাদের মধ্যে আছে তারা এই সংবাদ চেপে যেতে পারেন না। সেইসব সাংবাদিকদের স্বাধীনতার বড়াই করা সাজে না। লেলিন বলেছিলেন যে, হে, সাংবাদিক বন্ধুগণ, তোমাদের যে স্বাধীনতা প্রেম সেটা তো বড় লোকের টাকার থলি। পরে যখন ভিকটরী মিছিল হয় আগরতলা শহরে কয় ইঞ্চি খবর তারা দিয়েছেন? কংগ্রেসের মত তারা

মোটিভেটেড, অ্যান্টি কম্যুনিষ্ট এবং ভারতবর্ষের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে ঐতিহাসিক ভাবে একটা নিকৃষ্ট ভূমিকা তারা নিয়েছেন যা নাকি ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে কলঙ্ক জনক ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

চিনিকক পত্রিকা পেয়েছে তিন বৎসরে ৭,১৩৪ টাকা। ফিল্ড পাবলিসিটি সম্পর্কে বলেছেন। গ্রামের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। আমি জওহর বাবুকে বলতে চাই অমরপুরে যখন গ্রামের লোকেরা লোক উৎসবে যোগ দিলেন, তারা কি গ্রামের লোক নয়? আমরা ২১০ টা লোকরঞ্জন শাখা করেছি। সবগুলি গ্রামের জন্য। একটি মাত্র আগরতলা শহরে হয়েছে। এর মধ্যে যে সমস্ত সদস্য আছে তাদের সংখ্যা ১৫ হাজার হবে জাতি উপজাতি মনিপুরী মিলিয়ে। ৪১৫টা সাব ইনফরমেশান সেণ্টার আছে। সেখানে ত্রিপুরার তিনটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক এবং কলকাতার একটা দৈনিক পত্রিকা দেওয়া হয়। সিনেমা ইউনিট ১৬টা আছে প্রত্যেক মহকুমা টি, ডি, ব্লকে। সেখানে প্রতি মাসে ১০টা করে শো দেখানো হয়। আমি প্রসঙ্গত বলতে চাই আমরা পাবলিসিটির ক্ষেত্রে আগে যেটা ছিল মন্ত্রীদের চিত্ত বিনোদন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বাড়ীর খাসী চুরি হলে সেটাও ছিল খবর। আমরা সেটা করি না। এমন কোন শো আমরা মন্ত্রীদের জন্য করি না। তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী অনিল সরকার সিনেমা নিয়ে গিয়ে জনসভা করেছে এমন কোন প্রমান দিতে পারেন না।

আমরা বই মেলা করেছি। প্রথম বিক্রি হয়েছে ৪ লক্ষ টাকার বই, তারপর ৬ লক্ষ টাকা এবার ১৩ লক্ষ টাকা। প্রগতিশীল বই বিক্রি হয়েছে এক তৃতীয়াংশ। যেটা নাকি হিটলারের নীতির বিরোধী ছিল। তার নেশা ছিল কম্যুনিষ্ট জবাই করা এবং বই পুড়িয়ে দেওয়া। ওদের আমলে সংস্কৃতি ছিল ছিল কালী পূজা এবং কংগ্রেস। আমি আমরা সংস্কৃতি সুরু করেছি রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত জয়ন্তি দিয়ে, গাডয়া গাজনা, নৌকা বাইচ, মনসা মঙ্গল এইগুলিকে রিভাইভ করা হচ্ছে। আমরা গত ৫ বছরে ১০ হাজার ছেলেকে কবিতা মুখস্ত করিয়েছি। ওরা বলতে পারবে না নকল করেছে। এইভাবে ওদের ধস নেমে যাচ্ছে। প্রতি বিপ্লবী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। কাজেই ফিল্ড পাবলিসিটি হয় না এটা ঠিক নয়। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় কারা মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি সিক্সে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং মহোদয় একটি কাট মোশান দিয়েছেন। তাঁর কাট মোশানের বিষয়বস্তু হল মিস্-ম্যানেজম্যান্ট ন এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি ইন জেল। আমি তার উত্তরে বলতে চাই যে আমার কারাগারে যে কৃষি এবং শিল্প ইউনিট রয়েছে, তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কয়েদীদের অভাবে ঠিকমত কাজ চলছে না। (অপজিশান বেঞ্চ কয়েদীর সংখ্যা বাড়ালে তো পারেন ?) কয়েদির সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠে না। কারাগারে কৃষি এবং শিল্পের যে কাজ, সেটা কয়েদিরাই করে থাকেন, বাইরে থেকে লোক নিয়ে সেই কাজ করানো যায় না। আগরতলার কেন্দ্রীয় কারাগারে যে কৃষি জমি রয়েছে এবং যে পুকুরগুলি রয়েছে, সেগুলির থেকে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে, তার জন্য আমরা সেগুলিকে

এগ্রিকালচার এবং কিসারী ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিয়েছি। আশা করছি তারা এগুলির থেকে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে সমর্থ হবেন। এছাড়া কারাগারে যে শিল্প ইউনিট আছে, তাতে ছাপার কাজ এবং বুক বাইন্ডিং এর কাজ বেশ ভালভাবেই চলছে। তবে কয়েদীর সংখ্যা বেশী হলে সেই কাজ করতে কিছুটা সুবিধা হত। কাজেই মাননীয় সদস্য কারাগারের মিস্-ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন, তা আদৌ সত্য নয়। এমতাবস্থায় এই ডিমাণ্ডে যে পরিমান টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা যাতে হাউসে বিনা বাধায় পাশ হয়, সেজন্য আমি সভার সকল পক্ষের মাননীয় সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশানারী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকাশী রাম রিয়াং মহোদয় আমার ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি এইটে প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশানারী ডিপার্টমেন্টের করাপশান সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি কাট মোশান দিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশানারী ডিপার্টমেন্টে কোথায় এবং কি ভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, তার কোন কথাই বলেন নি। মনে হয় শুধু বিরোধীতা করার জন্যই তিনি এই কাট মোশানটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ছাপাখানাতে নাকি শুধু দলীয় বই ছাপা হয়, অন্য কোন কিছু ছাপা হয় না। আমার মনে হয় মান নীয় সদস্য যে বইর কথা বলেছেন, সেগুলি হচ্ছে নেশান্যাল টেক্স্ট বুক, ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ্য লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের পাঠ্য পুস্তক এই ছাপাখানায় ছাপানো হয়, যেগুলি নাকি সরকার বিনা মূল্যে ঐ সমস্ত ছেলেমেয়েদের বিতরণ করে। কাজেই ঐ গুলি দলীয় নয়। কাশী বাবুর ছেলে-মেয়ে, অথবা তাঁর আত্মীয় স্বজনের ছেলে-মেয়ে কিম্বা উনি যে দল করছেন, সেই দলের কারো ছেলে-মেয়েকে নিশ্চই এই বই দেওয়া হবে না, কারণ তাঁর ভাষায় এগুলি দলীয় বই। তাঁর এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি যদি সত্য করাপশান হয়, তাহলে তা হতে পারে। কিন্তু আমর প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশানারী ডিপার্টমেন্টে উনি দুর্নীতির কথা বলেছেন, তা আদৌ সত্য নয়। তাই আমি মনে করি যে তিনি এখানে তাঁর মন গড়া একটা অভিযোগ করেছেন, এর মধ্যে সত্যতার কোন সম্পর্ক নাই। তারপর তিনি ব্যালট পেপার সম্পর্কে বলেছেন, এটা নাকি অপচয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে, তার জন্য ব্যালট পেপার ছাপানোর দরকার, অথচ সেটা ছাপাতে গেলেই অপচয় হবে, এর মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই তিনি এমন কোন অভিযোগ বা দুর্নীতির কথা এখানে বলতে পারেন নি, যেটার জবাব আমাকে দিতে হবে। অভিযোগ থাকলে তো, সেই অভিযোগের উত্তর দেওয়া যায়, না হয় তো উত্তর দেব কিসের ?

আমার প্রিন্টিংএ্যাণ্ড ষ্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের কাজ কর্ম ভালই চলছে এবং এর আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। কাজেই উনি যে কাট মোশন এনে দুর্নীতির কথা বলতে চেয়েছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি, কারণ এর মধ্যে করাপশান বা দুর্নীতি বলতে কোন কিছু নেই। তাই আমি আশা করব এই ডিমাণ্ডের যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তা এই ডিপার্টমেন্টের সার্বিক উন্নতির জন্যই চাওয়া হয়েছে, হাউস আমার এই ডিমাণ্ডকে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পাশ করবেন, এই বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :-এখন আমি খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীরাম কুমার নাথ :--মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয় আমার ডিমাণ্ডে নম্বর টুয়েন্টি ফোরের উপর একটি কাট মোশন এনে তার বিরোধীতা করতে চেয়েছেন। তিনি তার কাট মোশনের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে খাদ্য বণ্টন এবং সরবরাহের মধ্যে নাকি দুর্নীতি চলছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে রাজ্য সরকার রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় চাউল, গম লবন এবং চিনি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য এই ডিমাণ্ডে ২৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৯১১টি রেশন সপের মাধ্যমে এই সমস্ত জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই তার মধ্যে যাতে রকম কোন দুর্নীতি না হয়, সেটাও সরকার দেখছেন। সরবরাহ বা বণ্টন ব্যবস্থাটা শুধু মাত্র সরকারী যন্ত্রের সাহায্যে করা সম্ভব নয়, সেজন্য বে-সরকারী যন্ত্র মাধ্যমেরও প্রয়োজন আছে। তাই বে-সরকারী ঠিকেদার দিয়ে অনেক সময়ে আমাদের এই কাজ করতে হচ্ছে যার মধ্যে স্বার্থান্বেষী কিছু লোক থাকবে না, এটা হতে পারে না। কাজেই সেই সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এই সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য সব সময়ে সুযোগ খুজবে, এতে আশ্চার্য্য হওয়ার কি আছে। তবুও রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। এটা নিশ্চয় সবার জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন নাই, যেটুকু আছে, সেটুকু আবার ধর্মনগর পর্য্যন্ত এসে বসে আছে। কাজেই এমত অবস্থায় রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তারপর মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আর একটা কাট মোশান এনে অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যে মজুত খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা নাকি অপচয়ের সামিল। মাননীয় সদস্য একথাটা কেমন করে বলতে পারলেন, আমি তা বুঝতে পারছি না, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হলে প্রাথমিক যে সর্ত পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষ করে রেল ব্যবস্থা, তা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটুকু আছে, তা কি উনার অজানা? সামনেই বর্ষা আসছে, সেই বর্ষাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে লাইফ লাইন আসাম-আগরতলা রোড, তাতে যে কোন সময়ে ধ্বস নামতে পারে। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তা কি তিনি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন? তা যদি করতেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যে প্রয়োজন, সেটা নিশ্চয় তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। কাজেই অপচয় সম্পর্কে তিনি যে কথাটা বলছেন, তার মধ্যে কোন সরবত্তা আছে বলে আমি মনে করিনা। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং সেই সঙ্গে হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি আমার ডিমাণ্ডে বরাদ্দকৃত অর্থটা সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে দিবেন। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demands to vote seperately, one after another, Of course, I shall first put to vote the Cut Motions. relating to the demand.

Now I am putting the Demand for Grant No 1 to vote. There is no cut motion. Now question before the House that a sum not exceeding Rs 29,54,000/- exclusive of eharged expenditure of Rs. 46,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Approoriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No 11 under the following Major Heads—211—Parliament/State/Union Territory Legislature Rs. 26,54,000/-, 288 —Social Security and Welfare Rs. 3,00,000/-

It was put to voice vote and passed.

Now I am putting the Demand for Grant No. 21. There are 4 Cut Motions.

Now question before the House that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 21 Major Head 285— that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy viz.—Dis-approval of Govt. policy on advertisement

(It was put to voice vot and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Jwhar Saha in respect of Demand No 21.

Major Head 285 "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of viz —Disapproval of Govt. policy on Field Publicity".

(It was put to voice vote and lost)

Now question before the house that a cut motion moved by Shri Kashiram Reyang in respect of Demand No 21. Major Head 339 "that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.—Disapproval of the policy of advertisment".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the the house that a cut motion moved by Shri Kashiram Reyang in respect of Demand No. 21, Major Head 339—"that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the speeific grievance that—Failure of the Left Front Govt. to attract the Tourist to Visit Tripura".

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Demand No. 21 vote. Now question before the house that a sum not exceeding Rs. 71,03,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Acconnt) Bill 1983], be granted to defray the changes which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984, in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads.

285—Information & Publicity	—	Rs. 67,00,000/-
339—Tourism	—	Rs. 4,03,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 25 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 17,89,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads.

288—Social Security and Welfare	Rs. 17.39,000/-
688—Loans for Social Security & Welfare	Rs. 50,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Naw I am putting the Demand No. 36 to vote. There is a cut motion on this demand and I am putting the cut motion to vote first. Now the question before the House that a cut motion moved by Sri Kashiram Reyang in respect of the Demand No 36, Major Head 256 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to the ventilate the specific grievance that-Mismanagement in Agriculture and Industry in Jail".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a sum not excceding Rs. 51,36,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in corse of payment during the year ending on the 31st March 1984 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head.

256—Jail	Rs. 51,36,000/-

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 38,00,000/- [inclusive of the sum specified in the culumn 3 of the schedule to the Appropriate (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges whieh will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads.

296—Secretariat Economic Service (Evaluation)	Rs. 3,40,000/-
304—Other General Economic Services (Economic Advice and Statistic).	Rs. 34,60,000/-

It was put to voice vote and passed.

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Kashirm Reayang in respect of Demand No. 38 Major Head 258 "That the amount of the Demand be rduced to Rs. 100/- to ventiate the specific grevence that Corruption prevailing in the Printing & Stationary Department".

(It was put to voice vote and lost).

Now qestion before the House that a sum not exceeding Rs. 1,13,75,000/- (inclusve of the sum specified in colun 3 of the schedule to the Approriation (Vote on Account) Bill, 1984), be granted to defray the charges which will come in crouse of payment during year ending on the 31st Mach, 1984 in respect of Demand No. 38 Major Head 258—Stationary & Printing Rs. 1,13,75,000/-

It was put to voice vote and passed.

Now question before the House that Cut moteon raised by Shri Kashiram Reyang in respect of Demand No. 24.

Major Head 509 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Corruption in distribution and supplies of Food Staff".

(It was put voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cut Motion raised by Shri Shyama Charan Tripura in respect of Demand No. 24, Major Head 509 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represents the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control, and eliminate the wasteful expenditure on purchase of essential commodities for buffer stock".

(It was put to voice vote and lost.)

Now the questton beforo the House is that a cut motion moved by Shri Shyama Charan Tripura, Demand No 24, Major Head 509 "that the amount of the Demand bo reduced by Rs. 100/- to represents the economy that can be effected on the particular mater viz. Failure to control and eliminate the watsteful expenditure on purchase of essential commodities for buffer stock".

(Then the Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the demand for grant No. 24 to vote, moved by Hon'ble Minister in charge of the Depatt. Now the question befor the House is that a sum not exceeding Rs. 27,52,33,000 inclusive of the sum specified in columm 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 24 under the following Major Head :—288—Special Security and Welfare Rs. 13,21,000, Major Head 309—Food & Nutrition Rs. 83,12,000, Major Head 509—Capital outlay on Food Nutrition Rs. 26,56,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :—ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা এবং ডিমাণ্ড পাসিং ইত্যাদি শেষ হল। সভায় পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস' রিজোলিউশন। এখানে তিনটি রিজিউলিশন আছে। প্রথমটা এনেছেন মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা, দ্বিতীয়টা মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং তৃতীয়টা এনেছেন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী। আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহাকে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটা মোভ করতে। যারা এই আলোচনায় অংশ নেবেন তাদের নামের লিষ্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োজন ভিত্তিক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ না বাড়িয়ে এবং বরাদ্দ খাদ্য রাজ্যে না পাঠিয়ে যে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরা বিধানসভা তারজন্য গভীর উদবেগ প্রকাশ করছেন। এবং অবিলম্বে ত্রিপুরার খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পাঠানোর দাবি জানাচ্ছেন।" এই প্রস্তাবকে উত্থাপন করতে গিয়ে আমি যে জিনিষটা হাউসের সামনে আনতে চাই সেটা হল আমরা যে রাজ্যে বাস করি সেই রাজ্য ভারতবর্ষের একটা প্রত্যন্ত রাজ্য যেখানে তার উৎপাদিত খাদ্য শষ্যের দ্বারা এই রাজ্যের চাহিদা মেটানো যায় না। এই রাজ্যে খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। কাজেই এই ঘাটতি মেটানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি প্রয়োজনীয় যে খাদ্যশস্য সেটা কেন্দ্র থেকে এখানে এসে পৌছে না। তাই খাদ্য সংকট থেকে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন এই খাদ্য সংকটের মোকাবেলা করার জন্য। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বার বার খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে খাদ্যের যে সংকট সেটা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ১৯৮২ সালে যে খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন তা হল জানুয়ারী থেকে জুলাই মাসে ৮ হাজার মেঃ টন, আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে ৯ হাজার মেঃ টন এবং নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ৭ হাজার মেঃ টন এবং ১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাসে ৭ হাজার মেঃ টন জুন মাসে সাড়ে সাত মেঃ টন যেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। রাজ্যের ন্যূনতম চাহিদা হল ৯ হাজার মেঃ টন যে পরিমাণ চাউল রেশন সোপগুলি চালাতে দরকার হয়। খাদ্য সংকটের জন্য উদয়পুর, অমরপুর এবং সাব্রুম মহকুমায় রেশন সপগুলিতে চাউলের পরিমাণ বাড়াতে হয়েছে। সেই সব মিলিয়ে ৯ হাজার মেঃ টন খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্র থেকে সে পরিমাণ চাউল আসছে না। বামফ্রণ্ট সরকার জরুরী তারবার্ত্তা দিয়ে কেন্দ্রের সংগে যোগা-যোগ রাখার জন্য চেষ্টা করছে এবং ত্রিপুরার প্রতিটি বি. ডি. সি থেকেও টেলিগ্রাম যাচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা একটা জিনিস লক্ষ করেছি আগে যে খাদ্য বরাদ্দ ছিল সেটা এখন কেন্দ্র থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বিধানসভার ইলেকশনের সময়ে আমরা লক্ষ করেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ. বি. গণিখান চৌধুরী এখানে এসে বলেছেন যে এখানে যদি কেন্দ্রীয় ধাঁচের মন্ত্রী সভা না হয় তাহলে জনগণের দুর্ভোগ বাড়বে। সেইজন্যই প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা দিচ্ছে না। প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগন আসছে না। গত মে মাসে ৭৪৫ ওয়াগন মানে গড়ে দৈনিক ২৫ ওয়াগন এসেছে। জুন মাসে ২৮০, জুলাই ১২৪ ওয়াগন এসেছে। রাজ্যের প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগন এসে এখানে পৌঁছে না। হোমকি দেওয়া হয়েছিল যে রেল ওয়াগন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এইভাবে কেন্দ্র ইচ্ছা করে এখানে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে রাখছে।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মতামতকে মূল্য না দিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে? প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি মানুষ যারা দুর্গম অঞ্চলে আছে পরবর্তী জুম না উঠা পর্যন্ত যাদের ঘরে কোন খাদ্য থাকবে না সেখানে আমাদের বেশী খাদ্য বরাদ্দ করা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা খুবই দুঃখজনক। আমি এ কথা বলতে চাই, রাজ্যে যে খাদ্য সংকট চলছে সে খাদ্য সংকট চলার জন আমরা একমাত্র দাবী করতে পারি কেন্দ্রকে। কেন্দ্রই খাদ্য বরাদ্দ না বাড়িয়ে, কিংবা বরাদ্দকৃত চাল সঠিক ভাবে না পৌঁছিয়ে পরোক্ষ ভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এই খাদ্য সংকটের মোকাবেলা করতে হয় রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন রেশনের মাধ্যমে কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে। আর কেন্দ্র এই ভাবেই চেষ্টা করছেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। তাই আমি আশা করব, খাদ্য নিয়ে যে দাবী, আমাদের ন্যূনতম যে চাহিদা আরো আড়াই হাজার মেট্রিক টন চাল প্রতি মাসে তা বাড়াতে হবে এবং তা নিয়মিত ভাবে রেল দপ্তরের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। এন, আর, ই, পি, এস, আর ই পি কাজ চালু রাখার জন্য খাদ্যের দরকার। এই প্রকল্পগুলি আজকে খাদ্যের জন্য আটকে যাচ্ছে। আমরা বিগত সময়ে দেখেছি, প্রচুর ওয়ার্ক অর্ডার বিভিন্ন ব্লকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খাদ্য শস্যের জন্য সেই সব ওয়ার্ক কমপ্লিট হতে বিলম্ব হয়েছে। এন, আর, ই, পি, এর জন্য এই বৎসর ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের দরকার এবং এস আর, ই, পি এর জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০ হাজার ৮৭৭ মেট্রিক টন বরাদ্দ কৃত চাল সময়মত না আসায় কাজগুলি বিলম্বিত হয়েছে। গরীব মানুষকে সাহায্য করার জন্য কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা আশা করব স্বাভাবিক ভাবে রেশন সপের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, এন, আর ই, পি, এন, আর, ই পি চালু রাখার জন্য, রাজ্যের দাবী, জনগণের যে দাবী সেই দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে বাড়তি আড়াই হাজার মেট্রিক টন বরাদ্দ করতে হবে এবং নিয়মিত তার যোগান দেওয়া হবে বলে রাজ্যকে আশ্বাস দিতে হবে। আমি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতা না দেখিয়ে ওয়াগন বরাদ্দ করে রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং খাদ্য শস্য পাঠাবেন। যদি তা দেখাতে পারেন, তাহলে রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উপকার হবে। এবং যদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখান, তাহলে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ এর বিরোধীতা করবে। আমি আশা করি, এখানে খাদ্য সংকট সম্পর্কে আমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি তার সঙ্গে আপনারাও সবাই একমত হয়ে সমর্থন জানাবেন।

মি ডেপুটি স্পীকার —শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এখানে যে রিজলিউশান এনেছেন খাদ্য সংকট সম্পর্কে সেটার উপর আমি ২/১ টা কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলব, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্র থেকে সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করছেন। কিন্তু বিগত কংগ্রেস আমলে ১৯৭৭ ইং সালের আগে দেওয়া হতো মাত্র ৪ হাজার মেট্রিক টন। আমি জানতে চাই, মাত্র ৫।৬ বৎসরের মধ্যে কি এখানকার লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে? আমি বলব, না তা হয়নি। মাত্র কিছু সংখ্যক বেড়েছে। কাজেই কেন্দ্র থেকে যে চাল এখানে পাঠাচ্ছেন, তা আমাদের রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু

এই চাল সুষ্ঠ ভাবে বণ্টন হচ্ছে না। আমাদের রাজ্য সরকার এই চাল নিয়ে দল বাজী করছে। গ্রামের রেশন সপগুলিতে চাল ঠিক মত বণ্টন হচ্ছে না। এই বৈষম্যমূলক বণ্টনের ফলে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত হচ্ছেন। যেখানে রেশন সপগুলিতে মাসে ৫ ব্যাগ্ চালের দরকার সেখানে মাত্র ২ ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে। এই বণ্টনের জন্য নিশ্চয়ই কেন্দ্র দায়ী নন। কেন্দ্র তো আর এই বণ্টন করেণ না। আজকে কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত চাল নিয়ে আপনারা খোলা বাজারে বিক্রী করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে, এটা নিয়ে তদন্ত করবেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, আপনি কি তদন্ত করেছিলেন ? জানি, করতে পারবেন না। কেন না, তাহলে তার চাপ এসে আপনাদের পিঠেই পড়বে। এখানে মাননীয় বিধায়ক ভানুলাল সাহা রেল ওয়াগনের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঠিক ভাবে নাকি রেল ওযাগন বরাদ্দ হয় না। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই, তাও আপনি মিথ্যা বলেছেন। প্রায়রিটি বেসিসে সব জায়গার জন্য রেল ওয়াগন বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু আপনারা তো এই সব চাল বিভিন্ন মার্কেটে কিংবা বাংলা দেশে পাঠিযে দিচ্ছেন। এ সব বন্ধ করার তো কোন চেষ্টাই আপনারা করছেন না। আমাদের রাজ্যে তো পুলিশী ব্যবস্থা কম নেই। তাহলে, কেন চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে কিংবা খোলা বাজারে ? রেশন থেকে চাল কেন বাজারে চলে যাচ্ছে ? চলে যাচ্ছে, এই কারণে সি. পি. এম. ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দিতে হবে তাই। চাল নিয়ে

কেন অপনারা ছিনি মিনি খেলেছেন ? কেন, আপনারা তদন্ত করেছেন না ? এসব বন্ধ করেছেন না কেন ? পুলিশী ব্যবস্থা তো আপনাদের যথেষ্ট আছে। ক্যাডার পোষার জন্য তো সব কর্মচারী দায়ী নয়। কিছু সংখ্যক সমস্যা কর্মচারী অবশ্য আছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিলে দেখবেন কংগেস আমলের মত আপনাদের অবস্থা হবে। তখন দেখবেন, আপনাদের হায় হায় ক্যাডার কোথায়। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যে চাল কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করা হয় তার সুষ্ঠ বন্টন করুন। যেসব ডিলারদের বিরুদ্ধে মামলা আছে তার ভযমালা করে তাদের রেশন ডিলার শাপ বাতিল করুন। তা যদি করতে না পারেন, তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি সম্ভব নয়। এখানে মাননীয় বিধায়ক ভানুলাল সাহা গ্রামের কথা যা বলেছেন তা তিনি শহরে বসে এত উতলা হচ্ছেন কেন ? আগরতলায বসে ক্যাডার দিয়ে তো রাজনীতি করাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে চাল দিচ্ছেন তা সুষ্ঠ ভাবে বটন করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার যে চাউল দিচ্ছেন সেটা উনারা সুষ্ঠ ভাবে বণ্টন করছেন না। রেশন সপ গুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায না। সব কালোবাজারী হয়ে যাচ্ছে। দু টাকার কেরোসীন খোলা মার্কেটে ৫ টাকা দিলে পাওয়া যায়। ৪ টাকার চিনি বাজারে ৬ টাকা দিলে পাওয়া যায়। এই সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলি সুষ্ঠ ভাবে বণ্টন করতে না পেরে শুধু কেন্দ্রের উপর দোষ চাপাচ্ছে। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি।

কক্--বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মান গীনাঙ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি আরনিঅ বিধান সভানি আদঙ মান গীনাঙ ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' তাই আঙ কক কয়েকটা সানা মুচুঙগ। আরনিঅ ব গছেই নাথা যে ত্রিপুরা রাজ্য' মাচায়া বা চাথাই বিয়াল তঙগ। অ কক ন তিনি গছেঅ, হানখে কেন্দ্রীয় সরকারনি আর' তাইসা মাইরুঙ রহারদি হানাই ব সনলা নাইঅ। চাঙব সানদি ন হানন'। হানখে গত মাস পর্য্যন্তচাঙ যুব-সমিতি পুরা এ. ডি সি অঞ্চল ন খাদ্য পীড়িত এলাকা ঘোষণা খীলাই তেইব চাথাইরগ বারিরাদি হানফুরু অ মন্ত্রী অজামা এবং তিনিনি আদঙ নবক বর' তঙ ? আফুরু মন্ত্রী অজামা তাম সা ? মাচায়া কীরাই, চাথার বিয়াল কীরাই। তাই তাম' সা গণ্ডাছড়া অ তিন মাসনি চাথাই তাঙফাঙনি মাইরুঙ তঙগ। কোন জাগাঅ মাচায়া কীরাই। বাঃ আফুরু নরক বর' তঙ ? এই যুব-সমিতি সারা ত্রিপুরা রাজ্য ব্লক ডেপুটেশান রীথা, আফুরুখে আর' যে প্রস্তাব তিসানাই তাই মন্ত্রী আভামা সিঅ মাচায়া কীরাই, বিয়াল কীরাই। আফুরু যদি চিনি আবন' গছেই নাঅই কেন্দ্রীয় সরকার ন মাইরুঙ রহরদি হানখে চাঙ তিনিনি কক ন গছে নাথামু। তাবুকখে কেন্দ্রনি বিরুদ্ধে সাজাবানাই তাম' তাম' তঙদে হানাই রুতুগাই নাঙ মানলিয়া হানখেইন পাইখা হানখে তাকু অম' ন সাই নাইসি না। আব' পুরা রাজনীতি, একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাই অ প্রস্তাব তুবুঅ। মান গীনাঙ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আঙ সাঅ তিনি অরানঅ মাচায়া কাবাঙমা, বহু জাগাঅ, থাই থাঙবাইখা। আর' বলঙগ থা বলঙ চকমানি আনি কামি গাঙাঅ, আঠাব' বীলা হয়াঙ জিয়লছড়া, নুনা ছড়া, চাথাইছড়া ইয়াকুঙ ইয়া পিরি সে সেই মানলিয়া হাকর। আইচুক আঙখেইন বীরাইরক তিসিঙ হরজকি লাঙা হরজাক, হয়াব ইয়া গ' দামবা তাইজাক থাবলঙ চকনানি লাম রাঅ সারিগ' সে ফিরসিনাই, থা-বলঙ যিসা মানখে আবন' চালাইনাই। অমবাই বরক থাঙ মান ? হাইখে চাঅই বরক থাঙ মান ? আঙ আর' ব্যাজার' থাঙ নাইমানি বরক সাথা, "আঙ থা-বলঙন মা ফাল' তাই আব' বাই বে খগনাই খগথাম মানমানি আববাই ন সম মস' রক মা পাইঅ। বামফ্রণ্ট জবাবদে রাইমান নরক তাম খীলাই তঙ ? যুব-সমিতি আন্দোলন খীলাই তঙফুরু নবক আন্দোলননি বিরোধীতা সে খীলাই তঙগ। তাবুকখে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,, এই অরনি আদঙ গীনা চৌধুরী সামানি আব ঠিকন'। অরনিঅ যে মাইরুঙ ফাইমানি আববাই মাচায়া থাইনা ককয়া, যদি এই মাইরুঙরক বিশালগড়তাই, বিলোনীয়া গানাতাই বস্তা বস্তা যাই থাঙয়াই। সাব খীলাই তিনি অর' যে প্রস্তাব তিসানাই ব চালেঞ্জ দা খীলাইমান ? থাঙয়া হানাই ? মানগীনাঙ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ববক আয়াঙনি তুবুই ফাইনাই এন. আর. ই. পি. হানদি এস, আর, পি, হানদি মাইরুঙ রহরনানি আর' ছৈলেংটা ব্লক অ একটা কামি তঙগ যুব-সমিতি খীলাইনাই আব' বরকনি অপরাধ। সেই অপরাধে থাঙনাই বিসিবা আর' তাবুক্র বিসিদক আঙখা, আব' মাইরুঙবহজাকযা। আব হাই অবস্থা। হাইন' মাচায়া থ'ইঅ। আর সবচেয়ে ওয়ানামাসিঙসা আঙখা মাচায়া হানাইস্য়া, মাচায়া হানাই গছেয়া। মাননায় ডেপুটি স্পীকার স্যার' তাবুকলে মা গছেয়। (গণ্ডগোল) কাজেই, মাচায়া ন গছেদি হানাই, কংগ্রেসনি সালাই তেইব হোম আঙথাই হানাই আনি কক পাইরাখা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এখানে তিনি একথা স্বীকার করে

নিয়েছেন যে ত্রিপুরায় অনাহার বা খাদ্যাভাব রয়েছে। একথা স্বীকার করেছেন আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরো চাল বরাদ্দের জন্য বলেছেন। আমরাও খাদ্যের দাবী করতে বলি। তাহলে গত মাস পর্য্যন্ত আমরা, যুব সমিতি সশস্ত্র জেলা পরিষদ এলাকাকে খাদ্য পীড়িত এলাকা ঘোষণা করে আরও অধিক পরিমানে খাদ্য সরবরাহের দাবী করেছিলাম। আন্দোলন করেছিলাম। তখন আজকের মন্ত্রী মহোদয় কোথায় ছিলেন? এবং আজকের প্রস্তাবকে মাননীয় সদস্য কোথায় ছিলেন? তখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন খাদ্যাভাব নেই, না খেয়ে কোন মানুষ নেই। আরো কি বলেছিলেন, গণ্ডাছড়ায় তিন মাসের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মজুত আছে। বাঃ আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? এই যুব সমিতি সারা রাজ্যে ব্লক ডেপুটেশান দিয়েছে তখন এখানকার প্রস্তাবক আর মাননীয় মন্ত্রীরা বলেছিলেন না খেয়ে কেও নেই খাদ্যের অভাবও নেই। তখন যদি আমাদের আন্দোলনটাকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরো অধিক খাদ্যের জন্য দাবী তুলতেন তাহলে আমরা আজকের প্রস্তাবকে সমর্থন করে নিতাম। এখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলার কি কি আছে চিন্তা করে যখন দেখলেন কিছুই নেই তখন এ প্রস্তাব এনে দেখলে কেমন হয়। এটা পুরা রাজনীতি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলছি আজকে এখানে না খেয়ে বহু মানুষ আছেন, অনেক জায়গায় মারাও গেছেন। সেই জিরলছড়া, আঠারমুড়া, নন্দাছড়া প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকায় বনের আলো খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। প্রতি ভোর বেলা পাড়ার মহিলারা বেড়িয়ে পড়েন আর দিনের শেষে সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরে আসেন। কিছু বন আলু পেলেন তাই সেদ্ধ করে খাচ্ছেন সবাই মিলে। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে? এমন খেয়ে মানুষ বাঁচে? সেখানে একটি বাজারে আমি লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারি তাদের এই বন-আলুই বিক্রি করতে হয় এবং তা দিয়েই লবন মরিচ এসবও কিনতে হয়। জবাব দিতে পারেন বামফ্রন্ট আপনারা কি করছেন? যুব সমিতির খাদ্য আন্দোলন আপনারা বিরোধীতা করেছিলেন। এখন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানকার মাননীয় সদস্য গীতা চৌধুরী যা বলেছেন সেটা ঠিকই যে এখানে যে সব খাদ্য আসে তা দিয়ে আমাদের এতো অভাব হবার কথা না যদি না সোনামুড়া, বিলোনিয়া, বিশালগড় দিয়ে ওসব খাদ্য বাংলাদেশে পাচার না হতো। এখানকার যিনি প্রস্তাবক তিনি কি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন যে হয় না বলে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এস, আর, ই, পি এন, আর, ই, পি, এর জন্য চাল আসে কিন্তু ছৈলেংটা ব্লকের একটি গ্রামে সেটা বিলি করা হয় না কারন সে গ্রামের লোকেরা যুব সমিতির সমর্থক। এটা তাদের অপরাধ। সেই অপরাধে গত পাঁচ বছর, এখন ছয় বছর হয়েছে সেখানে চাল পাঠানো হয় নি। সবচেয়ে অবাক হতে হয়, বামফ্রন্ট সরকার খাদ্যাভাব আছে এটা স্বীকার করে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখন তাদের (গণ্ডগোল) স্বীকার করতে হয়েছে। কাজেই খাদ্যাভাবকে স্বীকার করুন, কংগ্রেসী শাসন থেকে ভালো হোক একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় স্যার, শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরা

রজ্যের অবস্থান সারা ভারতবর্ষের তুলনায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ভৌগলিক অবস্থার দিকে গোটা দেশ প্রায় বিচ্ছিন্ন। রেল লাইন এই রাজ্যের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। রাজ্যের ভিতরে মাল পরিবহনে ট্রাক ছাড়া আর বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। এর মধ্যে এই রাজ্যে পরপর কয়েক বার খরা এবং বন্যার ফলে খাদ্যের ঘাটটি বিপুল ভাবে বেড়ে গিয়েছে। এমনিতেই ত্রিপুরা রাজ্যে সমতল ভূমির পরিমান কম, চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে টিলা ভূমি যেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না আর বাকী এক ভাগ জমিতে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর জলসেচের ব্যবস্থা করে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরপর কয়েকবার খরা ও বন্যার ফলে ত্রিপুরায় খাদ্যের অভাব বেড়ে গিয়েছে এটা কি কেন্দ্রীয় সরকার জানেন না? ১০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রে কি কোন সরকার আছেন? যদি থাকে তাহলে এত বড় বন্যা ও খরা হয়ে গেল এটার ক্ষয় ক্ষতি নির্দ্ধারণ করার জন্য কোন পর্যবেক্ষক কি পাঠানো হয়েছে? পাঠানো হয়েছে কি কোন সাহায্য? কোন সহানুভূতি কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি না। স্যার, যে মাসে ত্রিপুরা বন্যার কবলে পড়েছিল, সে মাস জুন মাস। এই জুন-জুলাই মাস হচ্ছে অভাবের মাস এটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও জানেন। সুতরাং এই মাসে ত্রিপুরার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আরও বেশী নজর রাখার কথা। কিন্তু আমরা দেখলাম এই জুন মাসেই খাদ্যের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার অর্দ্ধেকের চেয়েও কমিয়ে দিয়েছেন। রেল ওয়াগন ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে মে মাসে ওয়াগন এসেছে ২৪টা, সেখানে জুন মাসে ওয়াগন এসেছে মাত্র ১০টা। স্যার, এটা কেন হচ্ছে? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারন আছে? কারণটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে পৌরসভার নির্বাচন হচ্ছে, ঐ পৌর সভার নির্বাচনে সারা রাজ্যের মানুষকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। খাদ্যের জন্য রাজ্যের মানুষ যাতে হাহাকার করে তার জন্য রেলওয়াগন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল ওয়াগন এমনিতেই কম দেওয়া হচ্ছে, সেটাও আবার এই মাসে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের জন্য রাজ্য আজ চরম সংকটাপন্ন। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যেখানে খাদ্যের অভাব অত্যন্ত বেশী সেই উপজাতি এলাকার মধ্যে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তো এই সব কথা বলবেন না। উনারা বলবেন যে কংগ্রেস আমলে খাদ্যের বরাদ্দ কম ছিল, চাউল কম আসত। তখন অনাহারে যে মৃত্যুর মিছিল হত সেটা কি উনারা ভুলে গেছেন? কিন্তু আজকে আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরতে হয় না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে। এখন এখানে প্রায় সবাই তিন হাজার কেলোরীর মত খান। এ ব্যাপারে ত্রিপুরার স্থান সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চম।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এন. আর. পি. এবং এস. আর. পির মাধ্যমে কাজ দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে মানুষকে কাজ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে গরীব মানুষ বাঁচতে পারেন। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা চীৎকার করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য নেই, গ্রামে-গঞ্জে মানুষ না খেয়ে মরছে আপনাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উপর এত আক্রমন সত্ত্বেও এবার পৌর সভার নির্বাচনের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ১৩-০ গোলে বামফ্রন্টকে জয়ী করেছেন।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে যদি সামান্যতম জ্ঞান থাকে তাহলে কোন মানুষের পক্ষে এ সমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জে খাদ্য পৌছাবার চেষ্টা করছেন। এফ. সি. আই থেকে যে চাল দিচ্ছেন তার থেকে আরও বেশী চাল দেবার চেষ্টা করছেন। বিশালগড়ে বি. ডি. ও সাহেব যখন জি. আর. এর টাকা নিয়ে গেছেন তখন কংগ্রেস প্রধান ১০ টাকার মধ্য থেকে ৵ আনা করে নিয়েছেন নিজের পকেটে। এই অবস্থার জন্য তাদের আজকে ফল ভোগ করতে হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী সদস্য অভিযোগ করছেন গ্রামে-গঞ্জে নাকি রেশনে চাউল নেই কারন রাস্তা রোখো আন্দোলনের ফলে অনেক জায়গায় ঠিক মতো চাউল পৌছতে পারে নি এবং রেশন সপে গিয়ে বলেছেন চাউল বের করতে পাববে না তাহলে তো ব্লক অফিসে গিয়ে নালিশ করতে সুবিধা হবে কাজেই এই জন্যই রাস্তা রোখো আন্দোলনে তাঁরা নেমেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন এটা কেন্দ্রের সমস্যা নয়, এটা রাজ্যের সমস্যা, সত্যিই এটা পরিতাপের বিষয় কারন তিনি কেন্দ্র থেকে রাজ্যকে আলাদা ভাবে দেখছেন। আমি আশা রাখছি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এই হাউসে আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন সবাই সমর্থন করবেন এবং আমিও সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : –মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভায় আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক. টন চাউল পাঠাচ্ছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্র কোন সময় এই ভারতবর্ষের একটা জনসাধারণেরও মৃত্যু হয় এটা চান না বরং ভারতবর্ষের মানুষ যাতে দীর্ঘজীবী হয় সে চিন্তাই করেন। সেই সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন চাউল ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের জন্য বন্টন করার যে দায়িত্ব সেটাও রাজ্য সরকার পারেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন থেকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকেই খাদ্যের অভাব চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সেটা বুঝার এখন আর বাকী নেই। কংগ্রেসের আমলে ৪ হাজার মেট্রিক টন চাউল ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব রেশন সপ আছে প্রত্যেকটি রেশন সপে অনেকগুলি ভুয়া কার্ড আছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ জানেন। প্রত্যেকটি রেশন সপ থেকে যে ভাবে চাউল পাচার হচ্ছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এফ-সি. আই-এর গুদাম থেকে কেডারকে বাঁচাবার জন্য যে ভাবে ট্রাক বোঝাই করে চাল পাচার হচ্ছে সে জন্যই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে চাউলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা বলছেন প্রয়োজন ভিত্তিক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ না বাড়িয়ে এবং বরাদ্দ খাদ্য রাজ্যে না পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বিশালগড়ে থাকেন না কারণ আমরা জানি বিশালগড়ের প্রত্যেকটি রেশন সপ থেকে চুরি হচ্ছে বাস্তবিকই সেটা দুঃখের বিষয়। আমাদের মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি রেশন সপে বহু ফলস্ কার্ড আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন পর্য্যন্ত তার কোন তদন্তই করলেন না তার জন্যই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের জন্য হাহাকার উঠেছে। কাজেই উনাকে সেটা তদন্ত করে দেখতে হবে কি ভাবে ফলস্ কার্ডে ত্রিপুরা রাজ্যে চাউল দেওয়া হচ্ছে সেটা তদন্ত করে দেখুন। বামফ্রন্ট সরকার সব সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করছেন কিন্তু রাজ্য সরকার যে বিলি বণ্টন করতে অক্ষম সেটা স্বীকার করছেন না। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় যদি চাউলের প্রয়োজন হয় তাহলে জরুরী ভিত্তিতে চাউল পাঠান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো কেন্দ্রীয় সরকার যে চাউল দিচ্ছেন সেই চাউল সঠিক ভাবে রাজ্য সরকার বণ্টন করতে পারছেন না সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন আমরা অবাক। কারণ যুব সমিতির বিধায়করা যখন বলতে শুরু করেছিলেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিনযাপন করছে, মৃত্যুবরণ করেছে, সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে না কোথাও অনাহার নেই। খুব অবাক। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বসে আছেন। সেদিন আমরা যখন বলেছিলাম আপনারা একটু জাগুন, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা অনাহারে আছে। তখন উনারা বললেন না ঘুমাতে দাও মাননীয় মন্ত্রী ত কিছুদিন আগে মন্ত্রীত্ব পেলেন। উনাকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে দিন। তাই গত বিগত বিধানসভায় দেখেছিলাম মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনাকে জাগিয়ে দেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মরছে। যখন আমরা বলেছিলাম আপনারা কেন্দ্রকে জানান। আপনাদের দায়িত্ব আছে। আপনারা দায়িত্বশীল সরকার। পরে বর্ষা কালে হয়ত ত্রিপুরাতে অনাহারের বিভীষিকা দেখা যাবে। তখন উনারা মানেননি। গত মার্চ মাসে রাইমাভেলিতে একই পরিবারে ৫ জন লোক না খেয়ে মারা যায়। আমি যখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বললাম, তখন উনি বলেছেন আপনিই খাওয়ান না আপনি না ভোট পাইছেন তখন আমি বললাম আমার কাছে ত দায়িত্ব নেই। আমি কি করে খাওয়াব। আমাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিন। এই হইল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কথা। আমি এখানে গিয়েছিলাম স্থানীয় উপজাতি অ-উপজাতি আমার সংগে ছিল। রাত্রি ১০ টার সময় গিয়াছিলাম। গিয়ে দেখি মাটি ফাটছে। মাই, মাই ককবরকে বলে। আমি নিজের পকেট থেকে ১০ টাকা দিয়েছিলাম। তারপর দিন জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তাদের পাঁচ জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন উপজাতি যুব সমিতির বিধায়করা যা বলে সব মিথ্যা আজকে আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন, একটি মিথ্যা, একটিও অসত্য তাহলে আমি আমার এম, এল, এর পদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। আপনি প্রামাণ

করুণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে করছি। এইখানে অনাহারে মৃত্যুর একটা লিষ্ট করছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩১ জন মারা গেছে। কোন গ্রামে, কোন পাড়ায়, কোন গাঁওসভায়; কোন এলাকায় তা এই লিষ্টে লেখা আছে। আপনার অনুমতি নিয়ে করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলেন চোর গেলে নাকি বুদ্ধি বাড়ে। মানুষ হাজার অনাহারে, অর্ধাহারে মারা যাচ্ছে। এরা চীৎকার করছে বিধানসভায় খাদ্য চাই। খাদ্যের প্রয়োজন আছে, খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। গত কয়েকদিন আগে খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ত্রিপুরা খাদ্য আছে। সেই গণ্ডাছড়াতে, সেখানে নাকি ৩ মাসের খাদ্য মজুত রাখা আছে। আমি যখন সেখানকার ফুড ইন্‌সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের এখানে নাকি ৩ মাসের খাদ্য মজুত আছে। তিনি বললেন ৩ মাসের খাদ্য মজুত রাখেন কোথায়? রাখার ত জায়গা নেই। আর উনারা পত্র-পত্রিকায়, রেডিওতে প্রচার করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ঠিকঠাক আছে। গত পরশুদিন উনারা বলেছেন ত্রিপুরায় খাদ্য আছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, প্রমাণ করতে চাই, আজকে হয়ত কেন্দ্রকে দোষ দেওয়া হচ্ছে, কেন্দ্র খারাপ চাল পাঠাচ্ছে। কিন্তু আজকে রেশন শপে যে চাল দেওয়া হচ্ছে, অখাদ্য চাল দেওয়া হচ্ছে। উনারা প্রমাণ করুণ। উনারা এইগুলি দেখবেন না। নিজেরা খাসা চাল পায় অন্যরা পচা চাল খেলেও ক্ষতি নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি করছি। আপনারা দেখুন এখানে রেশনশপে যে চাল দেওয়া হয় তা খাদ্যের অনুপযোগী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতী নিয়ে তা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ছামনু, রাইমাভেলী সেখানে আপনার রেশনশপ ২২-২৩ কিলোমিটার দুরে সেই রেশনশপ থেকে তাদের চাল নিতে হয়। গণ্ডাছড়া থেকে ভগীরথ পাড়া অনেক দূর। প্রায় ২২ কিলোমিটার। ভগীরথ পাড়ার লোকদের সেই গণ্ডাছড়া রেশন শপ থেকে চাল নিতে হয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এস, ডি, ও, বি, ডি, ওকে জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই বি, ডি, ও মহাশয় কোন গ্রামে ঐ যেখানে দলপতি গাঁওসভা, ভগীরত পাড়া, রতন নগর গাঁওসভা, যেখানে মানুষ অন্ধকারে আছে সেখানে উনারা যাবেন না। উনি সে জয়গাগুলিতে যাননি। আজকে আমি বলছি যে ৩১ জন মারা গেছে প্রথম যে মারা গেছে সেটাই প্রমাণ করুণ তারপর বাকীটা আসবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মরছে। রায়মাভেলীতে আমি এস, ডি. ওকে, বি, ডি, ওকে এবং এ, ডি, এমকে জানিয়ে ছিলাম। জানার পর দেখা গেল কোথাও ১০ টাকা, ৫ টাকা, ৩ টাকা করে দেওয়া হল। জ্বালাইয়ালাইছে তোমাদার এম, এল, এ।, যেখানে সেখানে গিয়ে খালি কয় পত্রিকায় তুইল্যা দেয়, কই থিকা পুনাটা আইয়া জ্বালাইয়া লাইসল। এইভাবে তারা আমার বিরুদ্ধে বলে। সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজ ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে এটাই প্রমানিত হয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহরে মারা যাচ্ছে, দিনযাপন করছে। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা।

ককবরক

শ্রীকালি কুমার দেববমা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহাঅ 'হাউস' যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' আও আনি বাথাবাই হামজাকগাই কয়েকটা সানানি আরম্ভ খালাই অ। নাইদি অ প্রস্তাব ন বিরোধীতা খালাইমানি অর্থ অংখা ত্রিপুরানি

২১ লক্ষ বরকনি বিরোধীতা খীলাইমানি কীলাই অ। দ্বিতীয়তর কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা ঘাই হামজাকনা বাগাই-অ বিরোধীতা খীলাই মানি কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা খীলাই অই-ন মাইরুং হাময়া রীই রহরখা। মাইরুং হাময়া সকফাইমানি বাগাই চাঁও খাদ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে খীলাঅই মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার-ন' সাকা তাবুক পর্য্যন্ত মাইরুং হাময়া-ন' রহরঅই তংথ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু আব সিমিয়া কংগ্রেস আমল' এই ৬(ছয়) বৎসর আগে কাকড়া মুনছড়া থেকে আরম্ভ খীলাম গঙ্গানগর থেকে চাকমা পাড়া পর্যন্ত যে অবস্থা খীলাই কীনাংমানি আ অবস্থা তাবুকফান' হাময়া খ' মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া খা বলও হাথর মুগুই চিন্তা নাংগাই ফাইকানা হীনাই আও খা কাঅ। আহাইযে যে হাথর মুগই ফাইয়া হীনথেই ব অ কক সানা কগয়া বামফ্রন্ট ক্ষমতা কাইমা উল' কেব মাই মাচায়া খীয়া-খ। কিয়াবা বরকনি চানানি অভার কীরাই হীনাই মায়া বনি বাগাই ন রাজ্যনি খাদ্য বারিরীনানি, সময়মত খাদ্যতাই অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রহনা বাগাই কেন্দ্রনি থানি দাবী খীলাই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা তুবুমানি বন' আমি সমর্থন জানকঅই আনি বক্তব্য অরন' পাই রীথা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীকালি কুমার দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানিয়েছি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। বিরোধীদলের সদস্যরা যে এই প্রস্তাবকে বিরোধীতা করেছেন তার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ (একুশ) লক্ষ জনসাধারণকে বিরোধীতা করা। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা পাবার জন্য তাদের এই বিরোধীতা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করেই ত্রিপুরাতে খাবার অনুপযোগী চাউল পাঠান। এই খারাপ চাউল সরবরাহের বিরুদ্ধে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এখনো খারাপ চাউল পাঠাচ্ছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের আমলে অর্থাৎ বিগত ৬ (ছয়) বৎসর আগে পর্যন্ত কাকড়াছড়া, মুনছড়া থেকে আরম্ভ করে গঙ্গানগর চাকমা পাড়া পর্য্যন্ত এলাকাকে যে অবস্থার মধ্যে রেখে গেছে, এখনো সেই অবস্থা থেকে উত্তরনে সম্ভব হচ্ছেনা। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সেই এলাকার বনের আলুর গর্ত দেখে এসেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বলে আমার মনে হয়। তা না হলে তিনি এমন কথা বলতেন না। আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কেউ না খেয়ে মরেনি। তবে মানুষের অভাব দূর করেছি বলতে পারি না। কাজেই রাজ্যের জন্য খাদ্যের বরাদ্ধ বৃদ্ধির এবং খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সময় মত সরবরাহের দাবীতে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিযে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা এই বিধান সভায় খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি কিছু বলছি। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে খাদ্য দিচ্ছেন সে খাদ্যই রাজ্য সরকার ঠিকমত জনসাধারণের মধ্যে বিলি বণ্টন করতে পারছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি যে কিভাবে রেশন শপ থেকে সোজাসুজি চাল খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। আজকে আমরা দেখছি রাজ্যের বরাদ্দকৃত চাল কিভাবে মুনাফাখোরদের হাতে চলে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছেন যে রাজ্যের ধান-চাল জোতদার, মুনাফাখোরদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই যে যে পরিমাণ চাল কেন্দ্র থেকে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা আছে সেটাও যদি ঠিকমত বণ্টন করা হত তাহলেও এরকম অবস্থার সৃষ্টি হত না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কি ভাবে ল্যাম্পসসের ও প্যাক্সের মাধ্যমে জনসাধারণের জিনিষ ঐ সরকারী দলের ক্যাডার থেকে নিযুক্ত ম্যানেজাররা নয়ছয় করছে। এমন সব ম্যানেজার আছে যারা নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এই সব ক্যাডার ম্যানেজারদের হাত দিয়ে কিভাবে চাল পাচার হচ্ছে তা আমরা দেখছি। এইসব কারণে আজকে রাজ্যের জনসাধারণ এত দুর্ভোগ ভুগছে। বামফ্রন্টের নীতির জন্যই আজকে জনসাধারণ ভুগছে। ওনারা আমাদেরকে শুধু বিরোধিতা করেন বলেই দেখেন কিন্তু ওনারা বুঝেন না যে ভাল কাজকেও বিরোধীতা করা আমাদের নীতি নয়। আজকে প্রত্যেকটি ল্যাম্পস ও প্যাক্স-এর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা ভাষায় বলার নয়। আজকে আমরা দেখছি য কিভাবে জনসাধারণের জিনিষ তারা আত্মসাৎ করছে। রেশন শপ থেকে, গুদাম থেকে কিভাবে চাল পাচার হচ্ছে তা আমরা জানি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সোনাবিল সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির ধর্মনগরে পালিয়েছিল ম্যানেজার ২০ হাজার টাকা নিয়ে ধমনগরে পালিয়েছিল পরে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা দেখেছি ঐ লক্ষ্মীপুর টিলাবাজার প্যাক্স্ ও অন্যান্য অনেক প্যাক্স একপ চরম অবস্থার সম্মুখীন। এ ধরণের অবস্থা সত্ত্বেও আজকে ওনারা কেন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করেছেন। অতএব তাদের এই দাবি আমরা মানতে পারি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় ওভার হয়ে গেছে।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় একপ পরিস্থিতিতে এই দাবীকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না বলে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি জিনিষ এখন আপনার দৃষ্টিতে আনছি। আজকে আমাদের দেশে খাদ্যের সম্পর্কে যে কথাটা এসেছে যে এখানে খাদ্যের অভাব কিন্তু আমি বলতে চাই এই অভাবের অন্য কারণও আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে মানুষের কেনার সমস্যা। ত্রিপুরা রাজ্যের বহু মানুষ আজকেও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য বাজার থেকে.

খাদ্যে কিনতে পারে না। তাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেটে আলোচনার মধ্যে বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরায় যে সমস্ত প্ল্যান, পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তার অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা ঐ পুঁজিপতি, জোতদার জমিদার, বুর্জোয়ারা নিয়ে যাচ্ছে। আজকে সে কারণে দেশে বেকার বাড়ছে, ভূমিহীন বাড়ছে, গরীব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। যে হারে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। যে হারে এসব সমস্যা বাড়ছে সে হারে মানুষের হাতে পয়সা বাড়ছে না। কাজেই সেই দিকটার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ত্রিপুরাতে যে সম্পদ আছে সে সম্পদকে যাতে কাজে লাগিয়ে এসব সমাস্যার সমাধান করা যায় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকেও তারজন্য উদ্যোগ নিতে হবে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ৪ গ্রেইড পলিসি যেটা আছে সে হিসাবে আমাদের রাজ্যের, আমরা দেখেছি, কৃষকরা একটিও পয়সা বেশী পাছেন না গমের দাম বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা দাবী করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার একটিও পয়সা বেশী দেননি। এই সমস্ত কথা যদি বলা হয় তবে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের সুড-সুড়ী লেগে যায়। এখানে নগেন বাবুরা ডুম্বুর নগরের মানুষের জন্য কুম্ভিরাশ্রু করেছেন কিন্তু আমরা জানি এই ডুম্বুর নগরের মানুষের সাথে আমাদের হৃদ্যতা এই নগেন বাবুদের চেয়ে অনেক আগে থেকেই। আমরা গণ্ডাছড়া সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদীর্ঘ কাল থেকে রেখে এসেছি। আমরা দেখেছি সেই কংগ্রেসী আমলে সেখানে ছিলনা রাস্তাঘাট। এই জায়গটি ছিল ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বলতে গেলে একেবারে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে রাস্তাঘাট নির্মান করা হয়েছে। সেখানকার মানুষ আজ শিক্ষার আলো দেখতে পেয়েছেন। আর সেখানকার লঙ্গরখানা খোলে দেবার কথা কেবল নগেনববেুরাই বলতে পারেন। কারণ মানুষকে উপযুক্তভাবে খাদ্য না দিয়ে সেখানে লঙ্গরখানা খোলে দেবার স্বভাব রয়েছে তাদেরেই যারা কংগ্রেসী করেন বা কংগ্রেসের সঙ্গে যাদের যোগা-যোগ রয়েছে। সুতরাং আমাদের দাবী হলো লঙ্গরখানা ক্ষুধার্ত মানুষকে উপযুক্ত খাদ্য দিতে হবে। আজকে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং যে দুটি সরকার রয়েছে সেই দুইটি সরকারের নীতিই হলো সঠিক নীতি। আর শ্রীমতি গান্ধীর যে পথ সে পথ সঠিক পথ নয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শ্রীমতি গান্ধীর দল উচ্ছেদ হচ্ছে। কাজেই এই বলে আমি প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে সে প্রস্তাব সমর্থন না করার মতন পাগল আমি নই। তবে একটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এই বিধান সভায় যে খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন সে তথ্য গুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৮২ সালে ত্রিপুরায় ধান উৎপন্ন হয়েছে ৪,২৩,৪৫০ মেট্রিকটন এবং গম উৎপন্ন হয়েছে ৬ হাজার মেট্রিক টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে মাসিক খাদ্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৩৫,১২৭ মেট্রিক টন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা হলো ২১

লক্ষ। তারমধ্যে সকলে আবার ভাত খান না। ধরা যাক মোট ১৭ লক্ষ লোক ভাত এবং গম খায়। সেই হিসেবে জন প্রতি ১৫ কেজি করেও হলে মাসে মোট ২৫ হাজার ৫০০ মেঃ টন খাদ্য দরকার। তারমধ্যে আমাদের ত্রিপুরার উৎপাদন হচ্ছে ৩৫ হাজার মেঃ টন। সুতরাং আরো ১০ হাজার মেঃ টন উদ্বৃত্ত থাকার কথা। সে স্থলে গেল যে বাকি ১০ হাজার মেঃ টন খাদ্যও লেগে গেল। তাহলে তো ঘাটতি হবার কথা নয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। আরো খাদ্য কেন্দ্রের নিকট দাবী করা হচ্ছে। সুতরাং এতে নিশ্চয়ই অনেক রহস্য রয়েছে। নিকটেই বাংলাদেশ রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে এই চাল বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এবং আমাদের সরকারও এটা ভালভাবেই জানেন। এবং আমার এমনও মনে হয় যে সরকারে অধিষ্ঠিত এমন সব সদস্যরাও এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। নতুবা যেখানে খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা সেখানে কেন্দ্রের নিকট বার বার অতিরিক্ত চাল দাবী করা হচ্ছে।

যে তথ্য তাঁরা পেশ করছেন সেটা কি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য পেশ করছেন, না কি এই দাবীর পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে অথবা একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার জন্য এটা একটা অপকৌশল অথবা দলবাজী করার জন্য এটা একটা চেষ্টা? সুতরাং এই বিভ্রান্তিমূলক দাবী আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় শ্রীভানুলাল সাহা অতিরিক্ত খাদ্যের বরাদ্দের যে প্রস্তাব এনেছেন কতগুলি কারণে আমি তার বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিগত বিধানসভার অধিবেশনে এই খাদ্য সংকট নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম হাউসে যে বিভিন্ন জায়গায় সরকারী চাল যে রেশন গোদাম থেকে কালো বাজারে চলে যাচ্ছে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং বাজারে আসামী চাল বলে যে চালটাকে বিক্রি করা হচ্ছে সেটা কি আসামী চাল কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং এই ধরণের চাল ত্রিপুরাতে আসছে কিনা সেটা জানার জন্য একটা তদন্ত কমিটি করা দরকার। আজকেও দেখা যায় অধিক খাদ্যের বরাদ্দ নিয়ে যখন আলোচনা চলছে এই প্রস্তাব হাউসে আসার আগে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে সরকার কোন নির্দিষ্ট কিছু করেছেন বলে তাঁদের বক্তব্য পাই নি। খাদ্য সংকটের ব্যাপারে আমরা কতগুলি জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। অধিক খাদ্য বরাদ্দের দাবী কখন আসতে পারে? যখন দেখা যায় যে আমরা একটা সত্যিকারের খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়েছি। কিন্তু আজকে সত্যিকারের অবস্থাটা কি? একটা ঘটনা আমি তুলে ধরছি।

গত জানুয়ারী মাসে আমাদের অমরপুরে একজন ষ্টোরকীপারকে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি গত জানুয়ারীর ১০ তারিখে চার্জ নিয়েছেন। আমরা গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে খাদ্যের হিসাব পেয়েছি গত জানুয়ারী থেকে অমরপুরের ঐ গোদামের তাতে দেখা যায় যে ৭।৮ কুইন্টাল চালের কোন

হিসাব নাই। সেই ৭০০।৮০০ কুইণ্টাল চাল ইদুরে খেয়ে ফেলছে। সেই ইঁদুর সরকার পালন করছেন। আর ইঁদুরের কত বিরাট পেট, কত খাদ্য লাগে তার। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে এত বড় বড় ইঁদুর যদি সরকার পোষেণ তা হলে যে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল চেয়েছেন তাতে কুলোবে না। তার জন্য ১০০ হাজার টন চাল দাবী করতে হবে। যদি এটা সাবডিভিশানেই জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত ৭০০।৮০০ কুইণ্টাল চাল ইঁদুরে খায় তাহলে ত্রিপুরার ১০ টা সাবডিভিশানের জন্য প্রায় ১০০ হাজার টনের কাছাকাছি লাগবে।

এই যে ত্রিপুরার জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চাল পাচ্ছে সেটা সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ যখন দেখছে গোডাউনের চাল খেয়ে ফেলেছে ইঁদুরে তখন সরকার বলছে কেন্দ্রকে আরও চাল দিতে। কাজেই কাজেই ত্রিপুরাতে যে অবস্থা চলছে সেটা দূর করার জন্য আমি সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। সেই চালটা যদি জনসাধারণের কাজে লাগতো তাহলে আমার মনে হয় এই খাদ্য সংকট দেখা দিত না। আজকে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং মর্মান্তিক যে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্ম্মা অনাহারে মৃত্যুর একটা তালিকা এই হাউসে দিয়েছেন এবং সরকার যে ধরণের চাল সরবরাহ করেন তার একটা নমুনা মাননীয় উপাধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি আমরা এটাকে সঠিকভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আসলে খাদ্য সংকট নয়, বরং এটা বিরোধী আসনে বসে মজুতদারী কালোবাজারীর বিরুদ্ধে তাঁরা যে বক্তব্য একদিন রাখতেন তাকেই সমর্থন করছেন এখন সেই মজুতদারী কালোবাজারীকে প্রশ্রয় দিবে। কাজেই খাদ্য সংকটের নাম করে অধিক খাদ্যের যে দাবী করা হচ্ছে আসলে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল যে অধিক খাদ্যের জন্য দাবী রেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে মোট লোক সংখ্যা ২১,৩৪,৪২৫ জন। এর মধ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা ৪,১৭১৭৭২। এই রেশন কার্ডের মাধ্যমে যে রেশন দেওয়া হয় তাতে নরম্যাল প্রয়োজন সপ্তাহে এক কে, জি পার হেড, পার এডাল। কাজেই হিসাব করে দেখা যে এই হার রেশন দিতে হলেও আমাদের প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন ২৯৬০ মেট্রিক টন এবং প্রতি মাসে প্রয়োজন ৭,৮৪০ মেট্রিক টন, এটা হচ্ছে আমাদের নরম্যাল চাহিদা। তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থাতেও এ, ডি' সি এরিয়াতে বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চল যেগুলি আছে, যেখানে নাকি উপজাতিরা আছেন, সেখানে ডাবল রেশন দেওয়ার প্রয়োজন। এবং যে সমস্ত অঞ্চল সি, ডি, ব্লকের মধ্যে আছে, সেখানেও ডাবল রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা ত্রিপুরাতে গত তিন বছরের হিসাব করে দেখেছি যে ৯ হাজার মেট্রিক টন চাউলে রেশন দেওয়া সম্ভব হয় না। যদিও আমরা কেন্দ্রের কাছে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৯ হাজার মেট্রিক টন চাউল দাবী করেছি, কেন্দ্র আমাদের সেই দাবী কাট ছাঁট করে কমিয়ে

দিয়েছেন। সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে সময়টা, সেই সময়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে কোন কাজ থাকে না, তাছাড়া বর্ষার প্রাদুর্ভাব থাকায় চার দিকে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এমতবস্থায় এই সময়ে কিছু বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না করেই আমাদের মিনিমাম চাহিদা যেটা ৯ হাজার মেট্রিক টন ছিল, সেটা কমিয়ে দিয়ে ৭ হাজার মেট্রিক টন করে দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত এই অবস্থাটা চলছে আমরা কিন্তু তার আগেই ১৯ মে তারিখে কেবিনেটে বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের প্রতি মাসে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল দিতে হবে। নতুবা ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের সংকট দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যান্ত সেই দাবীও পূরণ করছেন না অন্য দিকে আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে খাদ্য পৌছানোর ব্যাপারে গত মে মাস পর্যন্ত আমরা ৭৪৫টি ওয়াগন পেয়েছি। জুন মাসে যখন খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন লক্ষ্য করছি যে এই পর্য্যন্ত মাত্র ২৮০টি ওয়াগন আমরা পেয়েছি আর ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত আমরা মাত্র ১২৪টি ওয়াগন পেয়েছি। কাজেই ওয়াগনের যে অভাব চলছে খাদ্য পৌছানোর ব্যাপারে, তাতেও

আমরা অসস্তি ভোগ করছি যে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মানুষকে খাদ্য যোগান দেওয়া হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না। এমনিতেই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর, সোনামুড়া এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর কৈলাশহর বিশেষ করে যেগুলি বন্যা অঞ্চল সেখান থেকে দাবী আসছে আরও বেশী করে খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই রেশনের চাউল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এবং লোকগুলিকে খাদ্যের যোগান দেওয়া যদিও রাজ্য সরকারের কাজ, তবু কেন্দ্রীয় সরকার যদি সময় মতো ওয়াগন না দেয় বা খাদ্য যথা সময়ে রাজ্যে না পৌছে, তাহলে এই সমস্যা আরও কঠিন হয়ে দেখা দেবে। খাদ্য পৌছানোর দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এই ২২ লক্ষ লোক যারা ত্রিপুরাতে বসবাস করছেন, তারা নিশ্চয় ভারতের নাগরিক। কাজেই তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি খাদ্য কম দেয়, তাহলে ত্রিপুরাতে অবশ্যই খাদ্য সংকট দেখা দেবে, এটা যে কোন লোকই বুঝতে পারেন। কেন্দ্রের কাছে আমাদের মূল দাবী, তাহলো প্রতি মাসে ১২ হাজার মেট্রিক টন। আর অন্য দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় যে সব জিনিসপত্র আছে, সেগুলির যোগানও যে খুব একটা ভাল, তা নয়। যেমন আমাদের কেরোসিনের মাসিক চাহিদা হচ্ছে ২ হাজার গ্যালন সেই জায়গায় আমরা কোন মাসেই প্রয়োজনীয় কেরোসিন পাচ্ছি না আবার সিমেন্টের অবস্থাও একই। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, আমি তাঁর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি ধারনা করতে পারি না যে আজকের এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজের জনসাধারনের প্রতি যাদের সামান্যতম দায়িত্ব-বোধ আছে, যাদের সামান্যতম সম্পর্ক আছে, তারা এই প্রস্তাবটার বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও বিরোধীতা করা হচ্ছে। বিরোধী দলের মধ্যে দুইটা মত আমরা দেখতে পারছি। একটা হল যারা টি, ইউ, জে, এস, এর সদস্য, তারা বলেছেন যে আগে যখন আমরা

লঙ্গরখানাগুলোতে বলেছিলাম, আমরা জায়গায জায়গায় গিয়ে দেখে এসেছি সব অনাহারে মৃত্যু হযেছে, তখন যখন চাউল আনেন নি, এখন চাউল আনা নিষেধ। আর এক দল যারা কংগ্রেস (ই), তারা বলেছেন যে চাউল দিয়ে রাজনীতি করা হবে, ওরা এই চাউল তাদের ক্যাডারদের খাওয়াবে, কাজেই চাউলের দরকার নাই আর যারা স্বতন্ত্র বলে পরিচিত, তাদের একজন তো অংক কষে দেখিয়েছেন খাদ্য হচ্ছে মায়া কান্না। কাজেই তার সেই অংকটা শিখলেই আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক। এটা বুঝতে হবে, আমরা যে খাদ্য আনি সেই খাদ্য আজকে নূতন আনছি না। সেই কংগ্রেস আমল থেকেই এই খাদ্য আসছে। আমরা মোটামোটি একটা হিসাব করে দেখেছি যে আগে যে খাদ্য আসতো, আর এখন যে খাদ্য চাওয়া হযেছে, তার মধ্যে ইতর বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, এখানে খরা বন্যা প্রায় লেগেই আছে এবং যে বছরটা চলছে তাতে এরই মধ্যে দুইবার বন্যা হয়ে গেল, জুমের ফসল হয় নি। তার আগের বছরও খরা গিয়েছে, বন্যা গিয়েছে। এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং এন, আর, ই, পি এবং এস, আর, ই, পি প্রভৃতি কাজের জন্য কিছু অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সব একত্র করে আমরা দেখছি যে আমরা খুব একটা মস্ত বড় অংকের খাদ্য দাবী করি নি। ওরা সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন দিতে চেয়েছেন, আমরা সেখানে মাত্র ২.৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য বেশী দাবী করেছি। ভারত এমটি বিরাট দেশ, আমেরিকা থেকে গম আনছেন, বার্মা থেকে, থাইল্যাণ্ড থেকে চাউল আনছেন। আজকে এ প্রশ্ন নয় যে কেন্দ্র সেটা দিতে পারবেন না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ চাউলও ত্রিপুরাতে আসছে না। আগামী তিন মাসের জন্য আমাদের ৩ হাজার মেট্রিক টন করে খাদ্য দিতে হবে। অন্যথা এই চাউলের বিলি বণ্টন টা এমন ভাবে করব যে কোন জায়গায় যেন চাউলের অভাব না ঘটে, ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমরা তা সময় মতো পৌছে দিতে চাই। এমন কি বহুদিন আগে যে রাস্তা রোখ আন্দোলন হয়েছিল, তখনও আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এবং চাউল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। যার ফলে কোথাও অনাহারে মৃত্যুর একটি ঘটনাও ঘটে নি। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব।

আমাদের কৃতিত্ব হচ্ছে যে চাল আমরা পাচ্ছি সে চাল আমাদের যে ডিষ্ট্রিবিউশান এপারেটাস আছে এটা মাননীয় সদস্যরা না জানতে পারেন এটা কেন্দ্রীয় সরকারের জানা আছে যে এপারেটাস সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ওযান অব দি বেষ্ট। সারা রাজ্যে দুর্গম এলাকায়ও আমাদের এপারেটাস রয়েছে সেই চাল আমরা দুর্গম এলাকাযও পৌঁছাতে পারছি। এবং সেই চাল আমরা দুর্গম এলাকার জন্য মজুত করে রাখছি। মাননীয় সদস্যদের এটা জানা দরকার এই যে ঘাটতি এবং আমরা যা চাইছি এটা নূতন নয়—আমি দুই বার দিল্লীতে গিয়েছি দুই বারই আমি সেই কথা জানিয়েছি। এটা আমার নিজের কথা নয় গভর্নর নিজে চিঠি লিখেছেন এ ডি. সির চেয়ারম্যান লিখেছেন বি. ডি. সি. তে দাবী জানান হচ্ছে। বি. ডি সি.র মেম্বাররা সব দলের লোকই রয়েছেন সেখানে যদিও এখানকার যারা রয়েছেন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের মত এত পণ্ডিত নন অবশ্য তবুও তারা গ্রামের কথা ভালই বলতে পারেন। আজকে এখানে একজন বিধায়ক—উদয়পুর নগরের

বিধায়ক তিনি এই হাউসে দাঁড়িয়ে এই রকম কথা বললেন যা একটি বিধান সভার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক সমস্ত অসত্য মন্ত্রীদের মুখে দিয়ে বলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যা আমি আমার দীর্ঘ পার্লামেন্টারী জীবনে শুনি নাই। একটু শ্রদ্ধা থাকা দরকার—এটা বিধান সভা এটা নাটক করার জায়গা নয়—এটার একটা মর্যাদা আছে এখানে কথা বলার সময় চিন্তা করতে হবে। আশ্চর্য্যের কথা : (ইন্টারাপশান) যত চীৎকার করতে পারেন করুন—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—উনি আপনাকে অপমান করেন নাই—আপনাকে অপমান করার জন্য বলেন নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—আমি আপনাকে অপমান করি নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোন দায়ীত্বশীল কোন লোক এই রকম কথা বলতে পারেন না (ইন্টারাপশান) স্যার, উনাকে বলতে দিন—বলুন আপনার কি বলার আছে বলুন (মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসে পরেন)।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করি নাই এবং আমি যা বলেছি আমি আমার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলেছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করেন নাই এই কথা আপনি বলতে পারেন সেটা আপনার দৃষ্টিতে, কিন্তু আপনি যা বলেছেন সেটা এই হাউসের পক্ষে অপমানকর। এটা ঠিক নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সব লিষ্ট দিয়েছে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি সমস্ত অসত্য। ত্রিপুরায় কোথায় কেউ যক্ষায় মরেছে কেউ ম্যালেরিয়ায় মরেছে সেই সব তারা এখানে লিষ্ট করে হাজির করেছে। ত্রিপুরায় কেউ না খেয়ে মারা যায় নাই। এই হাউসের কাছে এই সব চেলেঞ্জ শুনাবেন না আমরা সেই সব চেলেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। ত্রিপুরার ভোটাররা সেই সব দেখেছে এবং তারা সব কিছু দেখেই ভোটাররা ভোট দিয়ে সেই সব চেলেঞ্জের মোকাবিলা করেছে। ভোটাররা সব কিছু পরীক্ষা করে সেই সব চেলেঞ্জের মোকাবিলা করে আমাদের একসেপ্ট করেছেন এবং আপনাদের বর্জন করেছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আপনার বেশী সময় নেব না। আমি আশা করব এই বিধানসভা এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহার প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে "কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রযোজন ভিত্তিক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ না বাড়িয়ে এবং বরাদ্দ খাদ্য রাজ্যে না পাঠিয়ে রাজ্যে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরা বিধান সভা তার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং অবিলম্বে ত্রিপুরায় খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পাঠানোর দাবী জানাচ্ছেন"।

(প্রস্তাবটি সভায় ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি উনার প্রাইভেট মেম্বার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি। আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে "এই বিধান সভা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বিভিন্ন দপ্তরে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটাগুলি তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানাইতেছে"।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আমি এখন এই প্রস্তাবটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

(মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার দাঁড়ানোর পর)

শ্রীজওহর সাহা :—অন পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার,

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, উনি একটা জিনিষ জানতে চাইছেন। নোটিশটি কখন দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—যে কোন সময় স্পীকার এমেণ্ডমেণ্ট একসেপট করতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, নোটিশটি আজকে দিয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—রুল ৮০(২) ধারা মোতাবেক স্পীকার যে কোন সময় একসেপ্ট করতে পারেন ।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এই বিধান সভায় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চাই। উনার রিজিউলিশনের মধ্যে প্রথম লাইনের মধ্যে যে, বিধানসভা কথাটি আছে তার পরে বসবে। আমার সংশোধনীটা হল "এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বিভিন্ন দপ্তরে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটাগুলি তপশীলি জাতি ও তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার রিজিউলিশনটা মোভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আমার রিজিলিউশনের সমর্থনে এবং মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি এই কারণে যে এই রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যে সিডিউলকাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে কি শিক্ষায়, কি অর্থনীতিতে কি সামাজিক ব্যবস্থায় সব দিক দিয়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। সেই কারণে ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদেরকে কিছুটা স্পেশিয়েল সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দিক থেকে রিজার্ভেশনের প্রশ্ন

আসে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছি যে ষ্টেট গভার্ণমেণ্ট বলুন আর কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলির কথাই বলুন কোথাও এই সমস্ত রিজার্ভেশন মানা হচ্ছে না। কারণ আইন করে এটাকে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সিডিউল কাসটের সংখ্যা শতকরা ১২ এবং সিডিউল ট্রাইবসের সংখ্যা শতকরা সাড়ে সাত। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে এস. টি হচ্ছে শতকরা ২৯ এবং এস. সি. ১৭। সারা ভারতবর্ষের দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে দেখি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক পেছনে। যেমন টি. আর. টি. সিতে ১০০ এর মধ্যে ১০/১২ টাও পূরণ করা হয় নি। মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে দেখুন সেখানেও পূরণ করা হচ্ছে না। সিভিল সেক্রেটারিয়েটে করা হচ্ছে না। দেখুন আজকে মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানেও এস. সি, এবং এস. টির কোটা পুরণ করা হয় না।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি এসেম্বলির কথা এখানে বলতে পারেন না। কাজেই প্রোসিডিং থেকে এসেম্বলি কথাটা এক্সপানজ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে বলব, স্যার ?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের রিজাভেশন সম্পর্ক আমি কিছু এখানে বলতে চাই। কনষ্টিটিউশনের ১৬ ধারায় ক্লজ ফোরে বলা হয়েছে যে চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিক একই সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ক্লজ ফোরে যে রিজার্ভেশনটা করা হয় সেটা এস, টি, এবং এস, সি এর জন্য কিন্তু এটা ম্যানডেটরি নয়। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে সময় সময় নির্দেশ দেন যে চাকুরীর ক্ষেত্রে এ, সি, এবং এস, টির কোটাগুলি পূরণ করার জন্য। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা রিপোর্ট পড়ছি, সেটা হল ওয়ার্কিং গ্রোপ অ্যাণ্ড আদার্স ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশেস ফর ১৯৭৮-৮৩, এটাতে রিকমেনডেশন করেছেন যে, The Constitution should be amended by abolution of Clause 4 of Article 16. রিজাভেশন মেইনটেইন না করলেও চলবে। সেইজন্য এখানে বলা হয়েছে যে এটাকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসা হোক। এটা আমরা সমর্থন করি। এটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই বলে এস, সি এবং এস, টি কেনডিডেটসরা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে। কারণ সাধারণ প্রার্থীদের সংগে কমপিটিশনে এরা পারছে না এবং সেখানে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটা বর্ত্তমান অবস্থায় একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা মন্ত্রী দশরথ দেব, তিনি যখন পার্লিয়ামেণ্টে এম, পি ছিলেন তখন পার্লিয়ামেণ্টের সিডিউল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল ট্রাইবস কমিটির ষ্টাডি গ্রাপ টু কে লীড করে ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, Do you maintain rosters to ensure proper representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services ; And answer was that "Instructions have been issued to all appointing authorities in the State Government to maintain 100 point rosters to ensure proper representation of Sch. Castes and Sch. Tribes in services. Another question was that Have

Liaison Officers been appointed in administrative departments to keep a close watch on the maintenance of rosters And answer was that Liaison Officers have not been appointed in the administrative departments so far to keep a close watch on the maintenance of rosters. However the Director for the Welfare of Sch. Tribes and Sch. Castes is associated at the time of selection of candidates to various posts". মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই এটা ভুলে যান নি।

সেই ১৯৭৭ সালে তখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তিনি একটি বিল তৈরী করেছিলেন। সেই বিল পেশ করার সময় অবশ্য পাননি। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "If an appointing authority makes an appointment in contravention of the provisions of scotion 4 or 5 he shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees". উনি বলেছেন, যদি কোন অফিসার এই রিজার্ভেশন মেনটেইন না করেন, তাহলে তাকে ২০০ থেকে. ২৫০ টাকা ফাইন দিতে বাধ্য করা হবে। এই বিল উনি এনেছিলেন। এই রকম বিল আসামে চালু রয়েছে। সেখানে এ্যাক্ট হয়েছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি রাজ্য সরকারকে বলব, আপনারা তো পাঁচ বছর ধরে মন্ত্রীত্ব করছেন সিডুল ট্রাইবস্ এবং সিডুল কাষ্টস্‌দের অনেক কিছু বলেন, তাহলে আপনরা এই ধরণের বিল আনেন নি কেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই হচ্ছে অবস্থা। আমি বলব, তিনি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন, আমরা যেন রাজ্য সরকারকে রেহাই দিই। উনি আমাদের কাছে এই আবেদন করেছেন। রাজ্য সরকারকে এই দিক থেকে কেন রেহাই দেব ? আপনারা কি বলতে পারবেন এ ব্যাপারে আপনারা কোন আইন করেছেন ? একটা পোষ্ট খালি হলে সিডুল ট্রাইবসদের জন্য আপনারা তখন ৩টা পোস্ট করেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দু' মিনিট সময় নেব। একটা পোষ্টকে তিনটা পোষ্ট করেন. সেখানে একজন ট্রাইবেল নিলে কি হতো ? সিডুল ট্রাইবসদের কোটা খালি রয়েছে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রমোশনের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ১০ বছরের অ্যাক্সপেরিয়েন্স চাচ্ছে, তাহলে কি করে সিডুল কাষ্টস্ এবং সিডুল ট্রাইবস্ কোটা পূর্ণ হবে ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জানি, সমস্ত দপ্তরগুলিতে কোটা পড়েআছে, খালি হয়ে আছে, রাজ্য সরকার পারেন নি পূরণ করতে। যদিও স্কুলগুলিতে কক-বরক শিক্ষক কিছু নিয়োগ করেছেন বলে গর্ব করেছেন। আমি তা অস্বীকার করব না এবং এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ দেব, অভিনন্দন জানাব। কিন্তু এই প্রমোশনের ক্ষেত্রে জানতে চাই, আপনারা কয় জনকে প্রমোশন দিয়েছেন ? টি.পি. এস. সি. এর পোষ্ট খালি পড়ে আছে। সেইগুলি মেনটেইন করছেন ? সে গুলি আপনারা করেছেন না তো ? শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অপমান করতে চাই না। উনি নিশ্চয়ই গর্ব্ব করতে পারেন নিজেকে নিয়ে। কিন্তু আমি বাস্তবকে দেখতে বলব। কই, বাস্তব ক্ষেত্র

মন্ত্রী তো একথা বলেন নি ? এবং এখানে প্রশ্ন তুলা হয়, কোয়ালিফিকেশানের, টেকনিক্যাল মেকানিক্যালের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু যে গুলির জন্য এ সবের বার থাকে না, সেগুলি তো ফিল-আপ করা হয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সেটার কথা তো বলেন নি ? সেগুলি তো করেনি ? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে এখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে -রাজ্য সরকারকে রেহাই দেওয়ার জন্য এই দায়িত্ব অস্বীকার করাবার যে প্রবণতা তা আরো উদ্বেগ জনক। এই প্রবনতা আগামী দিনে আরো বাড়বে না তাকে বলতে পারে ? কাজেই তা করবেন না। এখানে উপজাতিদের স্বার্থে তা করবেন না এই অনুরোধ রেখে এবং আমার মোশানের সমর্থনে সকল স্তরের লোকের কাছে আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মানীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতীয়া যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন। এই প্রস্তাবটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলেই আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলছি, এই জন্য, রাজ্য সরকার তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন। কাজেই রাজ্য সরকারকে এখানে টেনে আনাটা মোটেই উচিত হয় নি। কাজেই এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দ্যেশ্যেই। এই জন্যই আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট প্রস্তাব এনেছি। আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পিছিয়ে পড়া জাতি উপজাতি যারা তপশিলীজাতি আছেন তাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেই বলুন কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রেই বলুন তাদের স্বার্থে রক্ষা করা হয়েছে। নগেন্দ্র বাবু নিজেও বলেছেন। এই সরকার উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই বিধান সভার ফ্লোর থেকেই ৭ম তপশিলী সংবিধান অনুযায়ী স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছেন। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু যে বিল পেশ করা হয়নি, যে শিশু প্রসব করলো না সেই বিল তিনি এখানে পড়ে শুনাচ্ছেন। কাকে শুনাচ্ছেন ? জানি না, কাদের হয়ে তিনি এসব বলছেন। যাদের নগেন্দ্র বাবু যে বিল পেশ করা হয় নি, যে শিশু প্রসব করলো না সেইটা এখানে এনে পড়ে শুনালেন। কাকে শুনাচ্ছেন জানি না, কাদের হয়ে তিনি এসব করছেন তাও জানি না। তবে আমি বলব, যাদের হয়ে তিনি এখানে এসব পড়ে শুনাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের ৩০ বছরের রাজত্বে উপজাতিদের জন্য কিছুই করে নি। বামফ্রন্ট সরকারই করেছেন। কাজেই কার দরদ আছে তা ত্রিপুরার মানুষের জানা আছে। আমার সময় খুব কম তাই আমি বেশী কিছু বলছি না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার কথাই বলুন না কেন। ভারত সরকারের তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কর্মী আছেন তার মধ্যে কয়জন সিডুাল কাস্ট কিংবা সিডুাল ট্রাইবস অফিসার বা কর্মী আছেন। একজনও নেই। কিন্তু ওদের লজ্জা হয় না এসব ভাবতে। ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন না তাদের দপ্তরে কত জন সিডুল কাস্ট বা সিডুাল ট্রাবস কর্মী আছেন ? যারা আছেন তারা বেতন ভোগী নন। কাদের হাতে নাম্বার প্লিপ লাগানো আছে কর্মী বলে। ওদের লজ্জা থাকা উচিত। এটা শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে।

(ভয়েস্ ফ্রম কংগেস বেঞ্চ :—এখানে অসত্য ভাষণ পরিবেশন করা হচ্ছে)

এটা শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে রিক্রুটমেণ্ট করুন না।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—গোটা ভারতবর্ষের কথা জানি না তবে কোথাও নেই এটা অসত্য ভাষণ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পয়েণ্ট অব অর্ডার তুলি নি। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, এটা অসত্য ভাষণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুক্ষণ আগে উনি উত্তেজিত হয়েছেন, এবং বলেছিলেন, বিধান সভাকে মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য। কাজেই এখানে আমিও বলতে চাই, বিধান সভাকে মর্য্যাদা দিয়ে এখানে অসত্য ভাষণ বলা বন্ধ করুন। আপনি যা বলেছেন তা অসত্য ভাষণ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যের বক্তব্য বলার অধিকার আছে। কাজেই তাঁকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—এখানে যা বলা হচ্ছে, তা অসত্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের চেহারা। আমরা বিধান সভায় জিজ্ঞাসা করতে চাই, অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যে রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ ছিল কিনা? বামফ্রণ্ট সরকার এসে করেছে। প্রতিটি কোটা পূরণ করা হয়েছে। এমন কি, যা অতীতের ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে হয় নি তা এই ত্রিপুরায় হয়েছে শতকরা ১ জন সিডুল ট্রাইবস্ এবং শতকরা ৬০ জন আদার কাস্টস্ পেত তা এই সব তথ্য বিধান সভায় এনেছি। তাঁরা তা দেখেছেন। আজ বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে একটি একটি করে সমস্ত পোষ্ট পূরণ করা হয়েছে। কাজেই এই যে প্রস্তাব এসেছে মাননীয় স্পীকার স্যার, তার সম্পর্কে আমি আর একটি কথাই বলতে চাই, সর্ব্ব ভারতীয় রিক্রুটমেণ্ট যা চলেছে, শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে যে সব চলেছে তা রেলেই বলুন, কিংবা পি. এন টি তেই বলুন কিংবা অন্যান্য দপ্তরেই বলুন সে কথা। আজকে পি. এন. টি. তে ইণ্টারভিউ দিতে গেলে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেকে শিলং যেতে হয়, রেলে ইণ্টারভিউ দিতে হলে গৌহাটি যেতে হয়, আসামে যেতে হয়। কিন্তু এখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার বলা সত্ত্বেও কোন ইণ্টারভিউ বোর্ড অফিস খোলা হয় নি। কাজেই এখানে আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি।

ত্রিপুরা রাজ্যে রিক্রুটমেণ্ট সেণ্টার করার জন্য আমরা বার বার দাবী করেছিলাম। কিন্তু সেই দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মানেন নি। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার প্রস্তাবের উপর আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছি, আশা করি হাউস আমার এই সংশোধিত প্রস্তাবটি গ্রহন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল মহোদয়কে উনার বক্তৃতা শুরু করার জন্য আমি আহ্বান করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এনেছেন এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে সংশোধনী এনেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য রংসক্ষিত কোটাগুলি পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্রের উপরই চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি বলতে যেটা এই সংরক্ষিত কোটাগুলি পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্য এই উভয় সরকারের। স্যার, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত যে কোটাগুলি সেগুলি তারা ফিল আপ করতে পারেন নি। কারণ তাদের সমর্থিত লোকগুলি এখনও পাস করে বের হয় নি। কিন্তু যারা পাস করে এখন বেকার বসে আছে সেই সমস্ত তপশীলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের দ্বারা সংরক্ষিত কোটা গুলি পূরণ করেন নি। এটা অত্যন্ত দলীয় স্বার্থ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিগত পাঁচ বৎসরে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আপনাদের নমুনা দেখলাম যে কোন সিরিয়েল নেই। বিগত বৎসর গুলিতে যারা পাস করেছিল তাদেরকে আপনারা ডিপ্রাইভড্ করেছেন। কারণ তারা কংগ্রেসী, কমরেড নন বলে। বামফ্রণ্ট সমর্থিত যে সমস্ত ছেলেরা আজকে পাস করে বেরুচ্ছে তাদেরকেই আপনারা চাকুরী দিচ্ছেন। ফলে বিগত বৎসর গুলিতে যারা পাস করেছিল, আপনাদের এই সাড়ে পাঁচ বৎসর রাজত্ব কালে তাদের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে গেছে। তাই আজকে তারা উদ্‌ভ্রান্ত বাঁচার জন্য লড়াই করবে নাকি আত্মহত্যা করবে ? আপনারা যদি বলেন তাহলে সে সমস্ত বেকারদের নাম, ঠিকানা আমি দিতে পারি। তারা কতবার চাকুরীর জন্য আপনাদের কাছে ধর্ণা দিয়েছে, কিন্তু আজও চাকুরী পায় নি। যারা একটা পিটিশান লিখতে পারে না, পরিবারের ৪/৫ জন চাকুরী করেছে তাদেরকেই আপনারা চাকুরী দিচ্ছেন। যারা অনাহারে আজকে মৃত্যুর সম্মুখীন বাম রাজত্বে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের সংশোধনীটি বিরোধিতা করে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব : —মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে। এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে সংশোধনী এনেছেন, আমি সংশোধী প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি। কারণ, এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিই বলুন আর কেন্দ্রই বলুন সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের যে রাইটস্ এণ্ড প্রিভিলেজ সংবিধানে স্বীকৃত আছে সেগুলি পুরাপুরি কেন্দ্রেও প্রতিপালিত হচ্ছেন এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও প্রতিপালিত হচ্ছে না। সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন আছে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আলাদা জিনিষ। এই রাজ্য সরকারের আওতায় অন্তর্ভুক্ত যে সব রাইটস্ এণ্ড প্রিভিলেজ রক্ষা করার কথা সেগুলি আমরা পুরোপুরি রক্ষা করেছি। ৭ম তপশীল মোতাবেক যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রয়োগ করে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ট্রাইবেলদেরকে অনেক সুযোগ করে দিয়েছি। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের রাইটস্ এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ ফুললী পালন করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে

বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর শতকরা ২৯ ভাগ ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট এর প্রতিটি অঙ্কই প্রতি-পালিত হচ্ছে। তবে যেখানে টেকনিক্যাল এবং হাইলি কোয়ালিফাইড যেমন, ডাক্তার, ইঞ্জি-নীয়ার সুইটেবল ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া না গেলে তিন বৎসরের জন্ত খালি রাখা হয়, এই পোষ্ট-গুলিতে কাউকে নেওয়া হয় না। ড্রিয়েল কাষ্টের কোটা হচ্ছে ১৩ পার্সেণ্ট। প্রতিটি রিক্রুট-মেণ্টঃ সিডুয়েল কাষ্টদের মধ্যে থেকে পূর্ণ করা হচ্ছে, তবে সেখানে সুইটেবল ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না সে পোষ্টগুলি ক্যারিড ফরোয়ার্ড করে রাখা হচ্ছে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস্‌দের অধিকার লংঘিত হচ্ছে না, এটা আমি কাগজে কলমে প্রমাণ দিতে পারি। আমাদের এখানে যে কোন রিক্রুটমেণ্টের সময় ডি পি, সি, থাকে তাতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের একজন অফিসার এবং যে দপ্তরে রিক্রুটমেণ্ট হয়, সে দপ্তরের একজন অফিসার থাকেন। তারা স্ক্রুটিনী করে দেখেন যে কোটা ফুল্লী পূরণ করা হয়েছে কিনা। আর যদি কোথাও প্রার্থী না পাওয়া যায়, ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়াতো সীট ডি-রিজার্ভেশান হয় না এবং ক্যাবিনেট তিন বৎসর ব্রট ফরওয়ার্ড পূরণ না হওয়ার আগে কোন ক্ষেত্রেই সীট ডিরিজার্ভ করে না। এটা আগের আমলে ছিল না। যার প্রমোশনের ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকার বিভিন্ন দপ্তরের ৪৫ জন সেক্রেটারি নিয়ে একটা ওয়াচ্‌ডগ কমিটি করেছেন তাতে আছেন চীফ সেক্রেটারী, উনি নিজে কমিটির চেয়ারম্যান, ফিনান্স সেক্রেটারী লেবার ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেণ্টের সেক্রেটারী। সে ওয়াচ্‌-ডগ কমিটির সাংশান ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই প্রমোশান হয় না। যদি প্রার্থী পাওয়া না যায় তাহলে পোষ্ট ক্যারিড ফরওয়ার্ড করে রাখা হবে, তবুও পোষ্ট পূরণ করা হবে না। স্যার, আমি চেয়েছিলাম ১৯৭১ সাল পর্যন্ত হিসাব দিতে, কিন্তু পারছি না। কংগ্রেসী রাজত্বে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফোর পর্য্যন্ত টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল পদে সিডুয়েল ট্রাইবসের পার্সেণ্টেজ হচ্ছে ১৩১১ পার্সেণ্ট, যেখানে ২৯ পার্সেণ্ট হওয়ার কথা ছিল। সিডুয়েল ট্রাইবস কর্মচারীর টোটাল সংখ্যা হচ্ছে ৫,২৩৯ জন। ১৯৭৮ ইং সন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল, ৩৯-৮৭৬ জন। ১৯৮১ ১৬.১৪ পার্সেণ্ট পর্যান্ত আমরা চাকরী দিয়েছি। যতটুকু সম্ভব ২৯ পার্সেণ্ট পুরাপুরি আমরা পালন করছি। টোটাল দাঁড়িয়েছে ৮,৮৮৪ জন। আমরা এই দুই বছরের মধ্যে ৩,৬৪৫ জন নূতন সিডুয়েল ট্রাইবসকে চাকুরী দিয়েছি, তার পার্সেণ্টেজ হচ্ছে ২৭, ১৯৮১ পর্যান্ত এবং এর পরও আমরা ১৬ হাজার চাকুরী দিয়েছি। ১৬ হাজারের হিসাব আমরা দেখিয়েছি এখানে হচ্ছে মোট ১৩ হাজারের হিসাব এখন সরকারী চাকুরীতে ট্রাইবস্‌দের যে অবস্থা ২১ পার্সেণ্টের কম হবে না, যে ক্ষেত্রে কংগ্রেস রাজত্বে ১৩ পার্সেণ্ট সামথিং ছিল। কংগ্রেসের রাজত্বে আপটু ১৯৭৭ পর্য্যন্ত ৩১৮৭ জনের চাকুরী হয়েছে এবং বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ৫৫২৪ জনের। এর পর ১৬ হাজারের চাকুরী হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে তাতে সিডিউল ট্রাইব-দের সংখ্যা ৭ হাজারের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যে পারসেণ্টেজ ৯.৩৫ ছিল সেই ক্ষেত্রে পারসেণ্টেজ দাঁড়িয়েছে ১০.৩৫ পারসেণ্টেজ পর্যন্ত, এই ১৬ হাজার ধরলে এসে দাড়াবে ১৫ পারসেণ্ট কাজেই মোর-দেন ৩০ পারসেণ্ট আমরা প্রাপ্য অর্থাৎ বামফ্রণ্ট সরকার পুরং

করেছেন। টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে সিডিউলড্ কাষ্ট ১৮·৩৯ পারসেন্ট লিড করেছে সেটা ৩০ পারসেন্ট এসে দাড়িয়েছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এই ধরনের প্রস্তাব রিকুয়েষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব উদ্যোগে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউড্ ট্রাইবস্‌দের কোটাগুলি পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং সেগুলি পূরণ হচ্ছে। সে দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিকোয়েষ্ট করার প্রয়োজন আছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি কমিটি রিকম্যানডেশান এখনও কার্য্যকরী হয় নি। কমিটি অন সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস প্রতি বছর ১৪।১৫ টি রিপোর্ট দাখিল করেন, সেই রিপোর্ট প্রদত্ত সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক ঠিক পালন করেন না। এবং অন্যান্য রাজ্যও পালন করেন না। তারপর কমিশনার অফ সিডিউল্ড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউলড্ ট্রাইবস্ প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছেন, তিনিও একবার করে রিপোর্ট পেশ করেন সেই রিপোর্টের মধ্যে অনেকগুলি সুপারিশ থাকে এবং সেই সুপারিশগুলির মধ্যে ৫০ পারসেন্ট কখনও কার্য্যকরী হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে নূতন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরন করিয়ে দেবার জন্য হাউসের মধ্যে একটা প্রস্তাব আনার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া ব্যাক্‌ওয়ার্ড ক্লাশ কমিশন গঠিত এই কমিটির সুপারিশগুলিও কার্য্যকরী করা দরকার। সেইজন্য সমস্ত দিক বিবেচনা করে যে প্রস্তাব সংশোধিত আকারে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এনেছেন আমি আশা করি এই প্রস্তাব এক বাক্যে তার পক্ষ হয়ে আপনারা সমর্থন করবেন। এবং সর্বশেষে আমি এই সংশোধিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করি।

মিঃ স্পীকার—আমাদের হাতে যে সময় আছে তার মধ্যে আজকের অর্ডার অফ বিজনেস্ আছে তা শেষ হবে না তাই আরও ১৫ মিনিট হাউস বাড়ানো হলো। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং সংশোধিত আকারে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় সংবিধান প্রনেতাগণ যখন সংবিধান তৈরী করেন তখন ৩৪১ এবং ৩৪২ ধারা রেখেছিলেন সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং যাদের আমরা হরিজন গিরিজন বলি তাদের সামাজিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে অন্যান্য অংশের মানুষের মতো যাতে এগিয়ে চলতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে সংবিধানের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী চাকুরীর ক্ষেত্রে সকলের ক্ষমতা Equality of opportunity in matters of public appointment এটাকে আর একটু সংশোধন করে ১৬(৪) ধারাতে বলা হয়েছে Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment's or post's in favour of any backword class of citizen. তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৬ আর্টিক্যাল আছে এটা ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপ্যাল এ্যাক্টের কাজেই গভর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সরকার এটা মেনে নিয়েছেন তা বলা যায় না। এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত রিজারভেশ্যান এ্যাকটের ইমপ্লিমেণ্টেশ্যান হয় নি, একসেপটেড হয় নি। ১৩. ৯. ৭৬ সালে যখন

ত্রিপুরাতে এই রিজারভেশ্যান এ্যাক্ট ফর সিডিউল্ড একসেপটেড হয় এবং ১৯৭৭ সালের ১৯শে জুলাই প্রমোশনের রিজারভ্যাশান হয়। রিজারভেশ্যানের অমরা যতটুকু ষ্ট্যাটিসটিকস্ জানা আছে সেটা হলো ৭২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিউলড কাষ্টদের শতকরা ৫ ভাগ এবং সিডিউলড ট্রাইবদের শতকরা ৯ ভাগ চাকুরী দেওয়া হয়েছে। ৭৭ সালে সেটা বেড়ে ১৫ পারসেন্ট হয়ে যায়। এখন সেটা কি অবস্থায় আছে তা বলেছেন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তবে ওনার সরকারের লিখিত বিবৃতি আমার কাছে আছে তার সংখ্যাগুলির লিখিত বিবৃতি ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল হ'তে ৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কত জনের চাকুরী হয়েছে, কোন পোষ্টে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফোর পর্য্যন্ত সমস্ত ডিপার্টমেন্টের হিসাব আমার কাছে আছে। এই পাঁচ বছরে সর্বমোট চাকুরী হয়েছে ২৮ হাজার, ৯শত, ৪৫জন, তার মধ্যে সিডিউলড কাষ্ট হচ্ছে ৪১৮৫ জন এবং ট্রাইব হচ্ছে ৬ হাজার, ৯৯ জন তার মানে শতকরা হিসাব বের করলে দেখা যায় শতকরা ১১ এবং ২১ ভাগ। কাজেই মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন যে সমস্ত টাকা পূরন করা হয়েছে সেটা আমি মনে করি ভুল তথ্য দিয়ে তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীদশরথ দেব—ভুল তথ্য নয় স্যার। যদি তাদের সবাইকে চাকুরী দেওয়া হয়, তাহলে তো আদারস্‌রা চাকুরী পাবেন না। কংগ্রেস আমলে যে কোটা পূরন করা হয় নি সে কোটাগুলির অনেকগুলি আমরা পূরন করেছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—যাই হোক এটা ডিভেটেড মিটিং নয়, আমি আশা করি আমার বক্তব্য শুনবেন। এখানে সবচেয়ে বেশী ভাগ এপেন্টমেন্ট হয়েছে ইরিগেশ্যান এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল ৩২ পারসেন্ট, সবচেয়ে কম হয়েছে এ. ডি. সিতে কারণ ১০৩ জন এর এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তার মধ্যে এস. সি ৪ জন এবং এস. টি ১৪ জন অর্থাৎ পারসেনটেজ হলো ৩'৮ এবং ১৩'৬।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এ. ডি. সিতে কোন রিক্রুটমেন্ট রুল হয় নি ডেপুটেশানে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—ডেপুটেশান নয় স্যার, এটা এপয়েন্টম্যান্ট, এটা আপনাদের তৈরী করা তথ্য। শ্রীসুখময় সেন গুপ্তের আমলের যে সমস্ত কন্টিজেন্ট কর্মচারীকে রেগুলার করা হয়েছে তাদের হিসাব বাদ দিয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার যে কাজ করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত কিন্তু তাঁরা যদি বলেন আমরা সম্পূর্ণ করেছি তাহলে এটা ঠিক নয় কারণ এটা কোন দয়া দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নয়। সংবিধানের প্রণেতাগণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, The main object for providing reservations for SC & ST in civil posts & services of the Government is not just to give job to some persons belongings to these Communities and thereby increase their representation in the services, but to uplift these people socially and educationally and make some place for them in the society. This was the more important, objective or "Reservations which included reservation in legislature too". বিধানসভাতে ও এই রিজার্ভেশান একইভাবে প্রযোজ্য। আপনারা জানেন একটি দল আছে অখিল ভারতীয়

শোষিত কর্মচারী সংঘ নামে। এই ব্যাপারে তারা সুপ্রীম কোর্টে কেইস করেছিলেন। এই কেইসে যারা বিচারক ছিলেন, তারা হলেন ডি, আর, কৃষ্ণ আয়ার, আর, এস, পাঠক, ও, চেন্নাপপা রেডিড। তারা এই ব্যপারে রিজাভেশনের পক্ষে রাধ দেন। এই রায়ে বলেছিলেন, এস, সি, ও এস, টি সম্পর্কে "given th: Opportunity and ehviroment the Indian dalits can make India great and g.ve up Clutches". (Ayer). কাজেই আজকে সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইবদের রিজাভেশানের যে প্রশ্ন সেটা দয়া দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নয়। যেহেতু তারা ভারতীয় তাদেরকে অন্যান্য ভারতীয়দের সংগে সমতালে এগিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ, যে অধিকার রয়েছে, সেই অধিকারকে ইমপ্লিমেণ্টেশান করার প্রশ্ন আছে। মাননীয় সদস্য কেশব বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি, রাজ্য সরকারের নয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কারণ সবচেযে বড অ্যাম প্লয়ার হচ্ছে ষ্টেইট, কেন্দ্র নয়। কারণ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, সারা ভারতবর্ষে ট্রাইবেলদের জন্য যে পারসেনটজ ধরা হয়েছে তা মাত্র ৭.৫০ পারসেণ্ট। কাজেই এই সারা ভারতবর্ষের কম্পিটিশনে গিয়ে আমাদের ত্রিপুরা টিকতে পারবেনা। এইখানে যে বিশেষ সমস্যা সেটাকে এখানে সমাধান করতে হবে। দলিত, শোষিত লোকগুলিকে উপরের দিক নিয়ে মুক্তি দিতে হলে তাদের মুল স্রোতের সংগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেদিন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে "আমরা অ্যাপয়েমেণ্টের ক্ষেত্রে ইনজাসটিস করিনা বা হয়না। আমার কাছে এই ধরনের কয়েকটা উদাহরন আছে। ১৯৭৯ এ

একটা ইণ্টারভিউ হয়েছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ২ বৎসরের রেঞ্জার পোষ্ট। এখানে ভেকেন্সি ছিল ৫টি। ৪টি এস, টি আর ১টা এস, সি,। আর একটা কলামে ছিল সুটেবল কেনডিডেইট আর নট অ্যাভেইলঅ্যাবল, এই অজুহাত দিয়ে মাত্র ২ জন এস, টি এবং ১জন এস, সিকে দেওয়া হল। আর বাকী দুটি পোষ্ট সুটেবল কেনডিডেট না পাওয়াতে দুট পোষ্ট ডি-রিজার্ভ করে দেওয়া হল। তারপর ঠিক সেইভাবে এক বৎসরের রেঞ্জারের পোষ্ট ফরেষ্টিতে সেটাও এইভাবে সেখানেও ৪টা পোষ্ট ছিল এস, টি, ২টা এস, সি দুইটা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সমস্ত জেনারেল পেয়ে গেল। এস, টি, এস, সি, পেল না। এইটা অপনারা না করতে পারবেন না। যে লিষ্ট অফ বোর্ড আছে তাতে ইনসট্রাকট করা আছে যে কোন পোষ্ট যদি ডি-রিজার্ভ করতে হয় তাহলে মিনিষ্ট্রি কনসার্ন, তার মতামত নিতে হবে। তিন বার প্রচার করে ইণ্টারভিউ নিতে হবে। কিন্তু দেখা গেল ১বার মাত্র অ্যাডভারটাইজ করে ডি-রিজার্ভ করে দিলেন। সেইভাবে অ্যাপয়েটমেণ্টের ক্ষেত্রে সিডিউল কাষ্টস্ সিডিউল ট্রাইবদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি করা হবে সেটা হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট রোষ্টার ফর লোক্যাল অর রিজিওন্যাল রিক্রুট-মেণ্ট অ্যাকচুয়েল পয়েণ্টস্ ইন ১০০ পয়েণ্টস রোষ্টার অফ ত্রিপুরা। এস, সিদের ক্ষেত্রে ১৩ পারসেণ্ট। এইটা ৪, ১১, ১৮, ২৫ ৩৩ ইত্যাদি। ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রেও ১, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ৩০, ২৩ ইত্যাদি এইভাবে রোষ্টার ঠিক করা হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই হোক অন্য ক্ষেত্রেই হোক প্রপারলি মেইনটেইন করা হয় না। বামফ্রণ্ট সরকার ভাল পারসেনটিজ চাকরী দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এইটা যাতে প্রপারলি মেইনটেইন হয় তার জন্য অনুরোধ

রাখব। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন তাতে নিজের দায়িত্বের কথা না ভেবে কেন্দ্রের উপর দোষ দেওয়া হয়েছে। এটা প্রশংসার যোগ্য না। তাই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেই মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে, উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য আপনারা যে ভাবছেন সেটা প্রমান করুন।

ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার রিজলিউশানটির উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। পরে মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেব।

Amendmentটি হল "After the word "বিধানসভা" appearing in the first line the words "রাজ্য সরকারও" be deleted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়)।

সংশোধিত আকারে

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মূল রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি, মাননীয় কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি হল "এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটাগুলি তপশিলী জাতি ও তপশীলি উপজাতি প্রার্থীদের দ্বারা পূরন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানাইতেছে।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি-ভোটে পাশ হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজলিউশানটি উত্থাপন করছি। রিজলিউশানটি হল "ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ন সমাধানের জন্য অবিলম্বে আকালী দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।" মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে এই বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি যে আমারা জানি কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পাঞ্জাবে আকালী দলের সংগে এবং বিরোধী দলের সংগে যে সমস্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি মীমাংশা করেছিলেন সেটা আকালী দলের যে দাবী সেই দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে যে পথগুলি ছিল সেটাকে সম্পূর্ন বন্ধ করে দিয়েছে। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার

থেকে এইটা ট্রাইবুনালে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এইটা আলোচনার কোন পথ রাখা হলনা। যার দরুন পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সম্প্রতি আগুনের বিভীষিকা আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। আর, এস, এস এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের মধ্যে সম্প্রতি বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিখদের সম্পূর্ণ পৃথক করে আলাদাভাবে একটা শিখ অঞ্চল স্বাধীন খালিস্তান করার জন্য শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। খালিস্তান সরকার গঠন করা হয়েছে ঘোষণা করা হয়েছে, শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। আকালী দল সরকার গঠন করেছে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সমস্যাটিকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সারা ভারতের বিরোধী দলগুলি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা নিয়েছিল যে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। প্রকাশ সিং বাদলের মাধ্যমে আকালীরা ১০টি দাবি কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিল তাতে বিরোধী দলগুলিরও স্বীকৃতি ছিল। সে ১০টি দাবির মধ্যে ৪ টি দাবি ছিল ধর্ম্ম সম্পর্কিত আর ৬ টি দাবি শুধু মাত্র শিখদের নয় সকল অংশের মানুষের দাবি ছিল। সেখানে অটোনমাসেরও দাবি ছিল। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্য রাজ্যের সম্পর্কও জড়িত ছিল তাই স্বাভাবিকভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ আশা করেছিল এটার একটা সুষ্ঠু মিমাংসা হবে। আকালীরা ভিন্দ্রানওয়ালার নেতৃত্বে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল কিন্তু যদিও এটা শিখদের স্বার্থ সম্বলিত আন্দোলন তবুও এই আন্দোলনের সাথে সারা ভারতের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের অনেক স্বার্থ যুক্ত ছিল। আকালীদলের আন্দোলনের দাবিগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু সে আন্দোলনের দাবিগুলির প্রতি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার অগণতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের এই ভূমিকা একসট্রিমিষ্টদেরকে সম্প্রদায়িক শক্তি যখন জোগাতে আরম্ভ করল তখন কেন্দ্রীয় সরকার এটার সমাধান করতে চাইল। তখন আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। তখন আমরা দেখলাম সেখানে প্রকাশ সিং বাদলের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চাইলেন কিন্তু তাতেও যখন পাঞ্জাবের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বানচাল করা গেল না, যখন প্রধানমন্ত্রী দেখলেন যে আর অন্য কোন পথ নেই তখন আকালীদলের সঙ্গে মিমাংসার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকলেন। সে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়ে সুনির্দ্দিষ্টভাবে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে ধর্ম সম্পর্কিত ৪ টি দাবির সমাধান হয়েছিল সর্ব সম্মতিক্রমে কিন্তু ১ টি দাবি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সে বৈঠকের সুপারিশগুলি গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্যতম চেষ্টাও করলেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে সময়টুকু বাড়ান হয়েছিল সেটুকু শেষ হয়ে গেছে। তাই পরবর্তী ডেইটে রিজলিউশানটি আবার তোলা হবে তখন আপনি আবার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

এই সভা আগামী ১৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং, সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 27.

By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি দামছড়া পূর্ত মহকুমা দপ্তরের আওতা থেকে জলেবাসা ও রৌয়া গাঁওসভা দুটিকে ধর্মনগর ১নং পূর্তমহকুমা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট এলাকাবাসীদের নিকট থেকে কোন আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে কি,

২। যদি পাঠানো হয়ে থাকে তবে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। এলাকাবাসীর তরফ থেকে এই ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 28

By—Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের নয়াগাং হইতে জলবাসা বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটির কাজ কত ইং সনে প্রথম শুরু হয় ;

২। বর্তমানে ঐ রাস্তায় কতটা ব্রীজ, কালভাট এর কাজ বাকী আছে ;

৩। রাস্তাটি ইট, সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৪। কবে পর্যান্ত ঐ রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা সম্ভবপর হইবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ইং সনে।

২। এস্. পি. টি. ব্রীজ ২(দুই) টা।

কালভার্ট ১৬ (ষোল) টা।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে রাস্তাটি জীব চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 60.

By—শ্রী Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the A H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সাব-প্লেন এলাকাগুলোতে কতটি ষ্টকমেন সেণ্টার আছে ;

২। উক্ত ষ্টকমেন সেণ্টারগুলির মধ্যে কতটি দপ্তরের নিজস্ব বাড়ীতে ও কতটি ভাড়া বাড়ীতে আছে ,

৩। সব ষ্টকমেন সেণ্টার গুলি চালু আছে কি ;

৪। যদি চালু না থাকে তবে অচল ষ্টকমেন সেণ্টারগুলির নাম , এবং

৫। চালু সেণ্টার গুলিতে দৈনিক গড়ে কত রোগাক্রান্ত পশুর চিকিৎসা হয় ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের সাব-প্লেন এলাকাগুলোতে মোট ৯ (নয়) টি ষ্টকমেন সেণ্টার আছে, এছাড়া ১৫ (পনের) টি ষ্টকমেন সাব-সেণ্টার, ৫ (পাঁচ) টি ভেটি ইউনিট, ১১ (এগার) টি পশু চিকিৎসালয় এবং ৪৬ (ছেচল্লিশটি) প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।

২। কেন্দ্রের নাম	নিজস্ব বাড়ী	ভাড়া বাড়ী	দানকৃত বাড়ী
ক) ষ্টকমেন সেণ্টার	৪ (চারটি)	৫ (পাঁচটি)	—
খ) ষ্টকমেন সাব-সেণ্টার	২ (দুইটি)	১৩ (তেরটি)	—
গ) ভেটি ইউনিট	২ (দুইটি)	৩ (তিনটি)	—
ঘ) পশু চিকিৎসালয়	৪ (চারটি)	৬ (ছয়টি)	১ (একটি)
ঙ) প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	২২ (বাইশটি)	২১ (একুশটি)	৩ (তিনটি)

৩। হ্যাঁ আছে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

৫। উক্ত সেণ্টার গুলিতে গড়ে দৈনিক ১৬ টি রোগাক্রান্ত পশুর চিকিৎসা হয়।

Admitted Starred Question No. 62.

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত ল্যাম্পস্ ও পেক্স এর মোট সভ্য সংখ্যা কত ;

২) ১৯৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট কতজন সভ্যকে আর্থিক ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

৩) ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে শতকরা কতজন ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, এবং

৪) যাহারা এখনো ঋণ পরিশোধ করেন নাই তাদের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) ১, ৬৭, ১২১ জন।

২) ৮৯, ৯৯১ জন সভ্যকে,

৩) গড়ে শতকরা ১৫ জন,

৪) ক) ঋণ পরিশোধ করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সভ্যগণকে আবেদন জানাইয়াছেন,

খ) সমবায় বিভাগীয় কর্মী ব্যাংক কর্মী যৌথভাবে ঋণ ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

Admitted Starred Question No 104

By—Shri Fayzur Rahaman

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের মহকুমার কুর্তি বাজার নিকটবর্তী কুর্তি জলার বোরো ফসল রক্ষা করার জন্য তাল নদীকে সংস্কার করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। ঐ নদী সংস্কার করার জন্য কুর্তি এলাকার মানুষ সরকারের কাছে আবেদন করিয়া কোনো দরখাস্ত করিয়াছেন কি;

৩। গত ১৯৮২-৮৩ইং সনের আর্থিক বছরে কুর্তি জলার কত একর বোরো ফসল বন্যায় নষ্ট করিয়াছে,

৪। যে সমস্ত কৃষকের ফসল নষ্ট হয়েছে তাহাদের কোনো সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি,

৫। না দেওয়া হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। তাল নদী খনন করার জন্য এলাকার মানুষের পক্ষে আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

৩। আনুমানিক ২৫০ একর জমির বোরো ফসল নষ্ট করিয়াছে।

৪। ১২৫ জন কৃষক পরিবারের প্রত্যেককে ২২ মূল্যের আমন ধানের বীজ দেওয়া হইয়াছে।

৫। এই প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 137

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে দুগ্ধ প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত বহিঃরাজ্য থেকে কতটি গাভী আমদানী করা হয়েছে; (১৯৭৮-১৯৮৩ ইং ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত)

২। কতগুলি দুগ্ধ সমবায় সমিতির মাধ্যমে কতজনকে ঐ গাভীগুলি বিলি করা হইয়াছে ; এবং

৩। এই প্রকল্পে বর্তমানে রাজ্যে কত দুধ সরবরাহ করা হয় এবং কি পদ্ধতিতে তা করা হয় ?

উত্তর

১। পশুপালন দপ্তরে দুগ্ধ প্রকল্পের অধীনে উল্লেখিত আর্থিক বৎসরে বহিরাজ্য থেকে কোনও গাভী আমদানী করা হয় নাই, তবে উক্ত সময়কালে নিম্নলিখিত গাভীগুলি বিভিন্ন প্রকল্পে অধীনে ক্রয় করিয়া রাধাকিশোরনগর খামারে রাখা হইয়াছিল এবং পরে বিভিন্ন প্রকল্পের বিতরণ করা হইয়াছিল, যথা ১৯৭৮-৭৯ সনে ৮৫ টি, ১৯৭৯-৮০ সনে ৫৭ টি, ১৯৮১-৮২ সনে ১০১ টি। এছাড়া কয়েকটি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সদস্যগণকে দপ্তরের ভর্তুকী দিয়া যে কয়টি গাভী কিনা হইয়াছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
৮০ টি	৭৮ টি	৩০ টি	১২৯ টি	৬৮ টি

২। ৮ টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে মোট ৭৮৫ জন সদস্যদের মধ্যে ঐ গাভীগুলি বিলি করা হইয়াছে।

৩। বর্তমানে পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় মোট ৩৫ টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি আগরতলা ডেয়ারীতে দৈনিক ২৫০০ লিটার দুধ সরবরাহ করে। সমিতিগুলি হইতে প্রতিদিন দুধ সরকার কর্তৃক শতকরা ১০০ ভাগ পরিবহন ভর্তুকী দিয়ে আগরতলা ডেয়ারীতে আনা হয়। এই দুধের জন্য সদস্যদেরকে দুধের মান অনুযায়ী নগদ মূল্য দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 138

By—Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি রাজ্যের কয়েকটি হাঁস ও মুরগ ফার্মে ব্যাপকভাবে হাঁস মুরগী মরে নষ্ট হয় ;

২। যদি সত্য হয় তবে কোন্ কোন্ ফার্মে কতটি হাঁস, মুরগী মারা যায় ;

৩। এই ব্যাপক মৃত্যুর কারণ কি ছিল ;

৪। এই ঘটনার সম্যক তদন্ত করে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না ইহা সত্য নহে। তবে গত আর্থিক বৎসরে (১৯৮২-৮৩ ইং সনে) গান্ধী গ্রাম রাজ্যিক মুরগী পালন খামারে মুরগীর মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

২। গান্ধীগ্রাম রাজ্যিক মুরগী পালন খামারে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭,৭৫৩ টি।

৩। এই ব্যাপক মৃত্যুর কারণ ছিল রাণী ক্ষেত রোগের প্রাদুর্ভাব।

৪। ক) অসুস্থ ও সুস্থ পাখীগুলির আলাদা করিয়া রাখা হয়।

খ) অসুস্থ ও সুস্থ পাখীগুলিকে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়।

গ) আক্রান্ত ঘরের লিটার, (ধানের খোসা) কাঠের গুড়া খুরাইয়া ফেলা হয়।

ঘ) আক্রান্ত ঘরের ভিতরে ও বাহিরে ফিনাইল ও চুন ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

ঙ) মৃত পাখীগুলিকে আগুন দিয়া পুড়াইয়া ফেলা হয়।

চ) খামারের কর্মীদের নির্দিষ্ট কাজের স্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র যাতায়াত বন্ধ করা হয়।

ছ) মোরগ, মাংস ও ডিম ইত্যাদি বন্ধ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 191.

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :— .

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর-তীর্থমুখ সার্ভিসের জন্য সরকার যে দুটি বাসকে পারমিট দিয়েছিলেন তাহারা কয়েকমাস যাবৎ তীর্থমুখ না গিয়ে উদয়পুর যতনবাড়ী সার্ভিস দিতেছে ;

২। সত্য হইলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করিতেছেন কিনা ;

৩। রাঙ্গামাটি—আগরতলা টি. আর. টি. সি. সার্ভিস দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকার কারণ কি ;

৪। পুনরায় কবে নাগাদ উক্ত সার্ভিস চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় ;

৫। অমরপুর-ছেলাগাং যাতায়তের ব্যাপারে সরকার কোন সার্ভিসের কথা চিন্তা করিতেছেন কি ;

৬। করিলে কবে নাগাদ উক্ত সার্ভিস চালু করা সম্ভব হইবে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে অমরপুর-তীর্থমুখ ও উদয়পুর-তীর্থমুখ রুটে মিনিবাস ২টি তীর্থমুখ পর্য্যন্ত সার্ভিস দিতেছেনা।

২। হ্যাঁ উক্ত ২টি মিনিবাসের মালিকগণকে শো-কজ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। এস. টি. এ তাদের জবাবও আবেদনের ভিত্তিতে সম্যক পরিস্থিতি যথা রুটের দূরত্ব ও যাত্রী সংখ্যার স্বল্পতা বিবেচনা ক্রমে গত ১৭।৬।৮৩ তাং এক মিটিংএ উক্ত রুট ২টির টার্মিনাস পয়েন্ট আগরতলা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। এবং গত ২৩.৬.৮৩ তারিখে মালিকগণকে আগরতলা হইতে তীর্থমুখ পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে বাস চালাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

৩। অম্পি হইতে রাঙ্গামাটি ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে কোন কোন অংশ যাত্রী বাহী বাস চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত নহে বিধায় T. R. T. C. বাস বন্ধ থাকে।

৪। রাস্তার অবস্থা উন্নতি হইলে বাস চলাচল করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫। উদয়পুর-চেলাগাঙ্গ রুটে মিনিবাস চালাইবার জন্য গত ১৯.১১.৮২ তারিখে এস. টি.এর সিদ্ধান্ত মত অমরপুর মটর শ্রমিক সমবায় সমিতিকে একটি মিনিবাস পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে।

৬। আশাকরা যাইতেছে যে উক্ত মোটর সমবায় সমিতি কথিত রুটে শীঘ্রই বাস নামাইবেন, তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য উক্ত সমিতিকে নোটিশ দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 192.

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be plaesed to state :—

প্রশ্ন

১। ক) টি, আর, টি, সি-তে কয়টি বাস এবং কয়টি ট্রাক রয়েছে,

খ) কয়টি চালু এবং কয়টি অকেজো ; (বাস এবং ট্রাকের পৃথক পৃথক হিসাব)

গ) অকেজো বাস এবং ট্রাকগুলি চালু করার কোন ব্যবস্থা দপ্তর নিচ্ছে কিনা,

ঘ) ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকলে কবে নাগাদ তা চালু হবে ?

উত্তর

১। ক) টি, আর, টি, সিতে ১৪৫টি বাস এবং ৭১টি ট্রাক আছে,

খ) ৯০টি বাস ও ৪৭টি ট্রাক চালু অবস্থায় আছে। এবং ৫৫টি বাস ও ২৪টি ট্রাক অচালু অবস্থায় আছে।

গ) হ্যাঁ। অচালু ৫৫টি বাসের মধ্যে ৩৫টি বাস বড ধরনের মেরামতির জন্য ওয়ার্কশপে এবং অপর ২০টি অচালু বাস আর্থিক দিক থেকে মেরামতির জন্য লাভজনক হবে না বিধায় উক্ত বাসগুলিকে নিয়মানুযায়ী বাতিল করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। অচালু ২৪টি ট্রাকের ৫টি ট্রাক বড় ধরনের মেরামতির জন্য ওয়াকশপে আছে এবং অপর ১৯টি অচালু ট্রাক আর্থিক দিক থেকে মেরামতির জন্য লাভজনক নয় বিধায় উক্ত ট্রাকগুলিকে নিয়মানুযায়ী বাতিল করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

ঘ) মেরামত যোগ্য অচালু বাস ও ট্রাকগুলি যথা সম্ভব সত্বর মেরামতিক্রমে চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 212.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি রাজ্যের বহু সংখ্যক টেলিফোন প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ে থাকে ;

২। অবগত থাকিলে টেলিফোন যোগাযোগের অব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরকে জানানো হয়েছে কিনা ; এবং

৩। তাতে কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার এই বিষয় অবগত আছেন।

২। ত্রিপুরা বিধান সভা ২৯।৬।৭৮ তারিখে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন শাখার উন্নতি সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত এই প্রস্তাবে বিশেষ ভাবে (১) ত্রিপুরায় নূতন টেলিফোন ভবন নির্ম্মাণ (২) Automatic Exchange স্থাপন (৩) প্রত্যন্ত অনগ্রসর আদিবাসী অঞ্চলে টেলিফোনের/টেলিগ্রাফের সুযে গ সুবিধা এবং সম্প্রসারণ এবং (৪) Microwave লাইন স্থাপনে উল্লেখ থাকে।

এই প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকার গত ৮।৮।৭৮ তারিখে পত্রযোগে ডাক ও তার বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান।

তৎপর ১৯।৩।৮২ তারিখে ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী একটি বে-সরকারী প্রস্তাবমূলে টেলিফোন ও টেলি যোগাযোগের অব্যবস্থাব বিষয় তুলিযা ধরেন এবং কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার অনুরোধ রাখেন। এহ প্রস্তাব বিধানসভায় অনুমোদিত হয়।

১৬।২।৮৩ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোন ও টেলি যোগাযোগের অব্যবস্থায় বিষয় উল্লেখ করে এবং তার উন্নতি কল্পে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়কে পত্রযোগে অনুরোধ রাখেন।

৩। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২১।৬।৮৩ তারিখে পত্রযোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে Automatic Exchange আগামী ১৯৮৪ সনের মাঝামাঝি শেষ হইবে বলিয়া আশা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং কাজ এই শেষ হইলে ২৪০০ টেলিফোন লাইনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ইহা ব্যতিত একজন Director (Tele Com.) ত্রিপুরায় Posting দেওয়ার বিষয় ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানাইয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 215
By—Shri Matilal Sarkar.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে স্থায়ী জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে ;

২। অগভীর নলকূপ মঞ্জুর করার পদ্ধতি কি ;

৩। ব্লক ভিত্তিক অগভীর নল কূপের সংখ্যা কত ;

৪। বর্তমান আর্থিক বছরে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করার কি পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১২,১৩১ হেক্টর জমি স্থায়ী জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। উৎসাহী ও ইচ্ছুক ল্যাম্পস ও প্যাক্সের বা কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটির দরখাস্ত ত্রিপুরা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে উপযুক্ত বিবেচনা করলে, সেচ ও বন্যা উন্নয়ন দপ্তরে পাঠান এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর পরীক্ষার পর উপযুক্ত বিবেচনা করলে আর্থিক সংকুলানের ভিত্তিতে ক্রমাগত কাজগুলি হাতে নেন।

৩। পানিসাগর—৩টি।

কুমারঘাট—১৯টি।
সালেমা—১১টি।
খোয়াই—৩টি।
তেলিয়ামুড়া—৭টি।
জিরানীয়া—১৬০টি।
মোহনপুর—৬টি।
বিশালগড—১৯টি।
মেলাঘর—৪৫টি।
সাতাবাড়ি—১৩টি।
বগাফা—২৭টি।
রাজনগর—২০টি।
সাতচান্দ—২১টি।

মোট— ৩৬৪টি।

৪। বর্তমান আর্থিক বছরে ৩৪টি গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা আছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিচে দেয়া হল। ৮০টি অগভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা আছে তবে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এখনও করা হয়নি।

গভীর নলকূপের ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

১। পানিসাগর ব্লক— ১। রামনগর
২। রাধাপুর
৩। তিলথৈ বেতাঙ্গী
৪। রাগনা

২। কুমার ঘাট ব্লক— ১। ডটের বাজার

৩। সালেমা ব্লক— ১। নালিছড়া
২। চুমুবাড়ি
৩। ছোট সুরমা

৪। খোয়াই ব্লক— ১। সমতল পদ্মবিল
২। ছামু বস্তি
৩। চন্দ্রঠাকুর পাড়া
৪। উত্তর পদ্মবিল
৫। আশারাম ঝাড়ি

৫। তেলিয়ামুড়া ব্লক— ১। হাওয়াই বাড়ি
২। আমপুরা
৩। উত্তর কৃষ্ণপুর

৬। জিরানীয়া ব্লক— ১। কৃষ্ণ কবরা
২। মাতাম বাড়ী
৩। আজেন্দ্রনগর

৭। মোহনপুর ব্লক— ১। তারানগর
২। লেকুঙ্গা
৩। সুমালুঙ্গা
৪। সোনাইছড়ি
৫। বালুরগাঁও

৮। বিশালগড় ব্লক— ১। জম্পুইজলা
২। সুতারমুড়া
৩। মধুবন

৯। মেলাঘর ব্লক— ১। সমরবাড়ি পাথার
২। ভেলুয়ার চর

১০। মাতাবাড়ি ব্লক—১। আঠারবোবা
২। ধুচিথলা

১১। বগাফা ব্লক— ১। পতিছড়ি

১২। সাতচান্দ ব্লক— ১। রূপাইছড়ি

১৩। অমরপুর ব্লক— ১। সোনাইছড়ি

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 223

By—Shri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত পাঁচ বৎসর (বৎসর ভিত্তিক) কৈলাশহর সাবডিভিশন পূর্ত দপ্তরের অধীনে ডেভলাপমেন্ট কাজে সর্বমোট কত লক্ষ টাকার কাজ করা হইয়াছে।

উত্তর

১) বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৭৮-৭৯ —১,৫৬,০৫,৯৯৯ টাকা।
১৯৭৯-৮০ —১,১১,৯৭,৬৯৮ টাকা
১৯৮০-৮১ —১,৩২,২৬,৩১৪ টাকা।
১৯৮১-৮২ —১,২৮,৬০,৫৯৬ টাকা।
১৯৮২-৮৩ —১,৮৮,৪৯,২১৫ টাকা।

সর্বমোট খরচ— ৬,৭১,৩৯,৮২২ টাকা।

Admitted Starred Question No. 225

By—Shri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কৈলাশহর মহকুমার অধীনে চিনি বাগান গাঁওসভা এলাকাতে ডায়েরী প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে ১৪,০০০০.০০ (চৌদ্দ লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল ? এবং উক্ত টাকা জনসাধারণের উপকারার্থে ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৮৩ইং সনের মধ্যে খরচ করার কথা থাকা সত্বেও অদ্যাবধি কাজ আরম্ভ করা হয় নাই ?

উত্তর

১) কৈলাশহর মহকুমার চিনি বাগান গাঁওসভায় ডেয়ারী প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে ১৪,০০০০.০০ টাকার কোনও মঞ্জুরী ছিল না। তাই ৩১শে মার্চ্চ ১৯৮৩ইং এর মধ্যে উক্ত টাকা খরচ করার কোনও প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 239

By—Shri Shyama Ch. Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Wel Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বগাফা বান্ধুবন রিয়াং (এম, পি) পাবার নিকটে লাউগাং ছড়ার উপর বাঁধ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য করী হইতে পারে এবং

৩) না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) আপাতত: এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২) এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

৩) প্রাথমিক সমিক্ষায় লাউগাং ছড়াতে বাঁধ নির্মাণ আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 242.

By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১) আগরতলায় অবস্থিত কো-অপারেটিভ "আইতরমা"তে উহার প্রারম্ভ হইতে ৩১শে মে ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত মোট কত টাকার বিভিন্ন পণ্য বিক্রী হইয়াছে ; এবং

২) তাতে কত লাভ বা লোকসান হয়েছে ,

উত্তর

১) প্রারম্ভ হইতে ৩১শে মে ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত "আইতরমা"তে মোট পণ্য বিক্রীর পরিমাণ মং ১,৪৫,৭৯,৯৫০ টাকা।

২) উক্ত টাকার মধ্যে মং ১,৬৬,০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 240
By—Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ইং সনে ত্রিপুরায় ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর মাধ্যমে মোট কত পরিমাণ পাট, আলু ও কমলালেবু কেনা হয়েছে ; এবং

২) ৮৩-৮৪ইং সনে এ ব্যাপারে লক্ষ্য মাত্রা কত ধার্য্য করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৮২-৮৩ সনে ত্রিপুরায় ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর মাধ্যমে যে পরিমাণ পাট, আলু ও কমলালেবু কেনা হয়েছে তাহা এইরূপ ঃ—

পাট—৩২,৫৮২.২১ কুইণ্টাল

আলু—৫,৩৫১.০৪ কুইণ্টাল

কমলালেবু—৭,৬৬,০৪৭টি

২) ৮৩-৮৪ সনের লক্ষ্যমাত্রা এখনও ধার্য করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 275.
By—Shri Kali Kumar Debbarma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের চাকমা ঘাটের নিকট কি খোয়াই নদীতে ব্যারেজ হচ্ছে ;

২। হলে ঐ ব্যারেজ নির্মাণের ফলে ঐ এলাকায় বসবাসকারী লোকজন উচ্ছেদ হবে কি ;

৩। যদি উচ্ছেদ হয়, সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ব্যারেজ নির্মাণের ফলে কোথাও জল স্ফীতির জন্য কোনও লোকজন উচ্ছেদ হওয়ার আপাতত সম্ভাবনা নাই। তবে প্রজেক্ট কলোনী ষ্টোর ইয়ার্ড, অফিস গাইড বাঁধ প্রভৃতির জন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হইতেছে।

৩। জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রত্যেক মালিককে আইন অনুসারে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরন দেওয়া হইতেছে বিধায় পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 277.

By—Shri Kali Kumar Debbarma.

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় কত শতাংশ জমিতে স্থায়ী জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে ;

২। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে কত শতাংশ জমিতে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে ; এবং

৩। কি কি উপায়ে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে প্রায় ০·৮৭ শতাংশ জমিতে স্থায়ী জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে প্রায় ০·৮১ শতাংশ জমি স্থায়ী জল সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে।

৩। গভীর ও অগভীর নলকূপ হইতে পাম্পের সাহায্যে, নদী ও ছড়া হইতে পাম্পের সাহায্যে এবং স্থায়ী বাঁধ বেঁধে, খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Starred Question No. 284.

By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ইলেকট্রিকেল পোল বা পোষ্ট-এর অভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লাইন সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে—ইহা সত্য কি না,

খ) যদি তা সত্য হয় তাহলে পোল বা পোষ্টের অভাবের কারণ কি,

গ) এই সমস্যা সমাধানে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ক) আংশিক সত্য।

খ) সিমেণ্টের অভাব।

খ) লোহার খুঁটি যোগান ও সিমেণ্টের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 289.

By—Shri Nagendra Jamatia.

প্রশ্ন

১। অম্পি এলাকায় বাইমাবাড়ী ও ধনলেখা মাঠে গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। না থাকিলে, উক্ত দু'টি মাঠে জল সেচের কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। এই এলাকায় দুইটি রিভার লিফট্ স্কীম চালু আছে। যথা:— অম্পি মাঠ ও মন্ত্রণা পাড়া। উক্ত এলাকায় আরও পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার কাজ ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 291.

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অম্পির বৈশামুনি পাড়ায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

২। না থাকিলে তার কারণ ,

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 296

By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁৗছেছে সেই সমস্ত গ্রামের শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারকে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া হয়েছে ?

২। সত্য হলে তার কারণ ,

৩। যে সমস্ত পরিবারকে বিদ্যুতের লাইন দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের অতি সত্বর বিদ্যুতের লাইন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমায় যে সব দরখাস্তকারীগণ পদ্ধতিগতভাবে আবেদন করেছেন তাদের সকলকেই বিদ্যুতের সংযোজন দেওয়া হয়েছে। এখন ২৫ টি দরখাস্ত হাতে আছে।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না

৩। যেখানে বিদ্যুতের নিম্নচাপবাহী লাইন আছে, সেই সমস্ত জায়গায় যারা পদ্ধতি অনুসারে দরখাস্ত করেন ও টাকা জমা দেবেন তাদের সংযোজন দেওয়া হবে।

Admitted Question No. 298

By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর স্থায়ী সেতু না করার কারণ কি ?

২। ঐ স্থানে অস্থায়ী সেতু তৈরীতে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে সরকারের মোট কত টাকা খরচ করেছেন তার হিসাব,

উত্তর

১। ষ্ট্যটেজিক রোড প্রোগ্রামের আওতায় স্থায়ী পুল নির্মানের প্রস্তাব আছে। মঞ্জুরী এখনও পর্য্যন্ত না পাওয়ায় কাজটি আরম্ভ করা যায় নাই।

২। ২৭৪,৯৪৭ টাকা।

Admitted Starred Question No. 302
By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

1. If the Govt. is aware of the hevy damage of Boro crops by flood in Rudrasagar area of Sonamura even in spite of the Rudra Sagar flood protection scheme,

2. If so, has the Govt. any plan/scheme for protection of the Boro crops from flood,

3. If there is any such plan/scheme then what is its nature and when it will be executed ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখনও এরকম কোন scheme নেওয়া হয় নাই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Question No. 303
By—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তর দেবেন্দ্রনগর গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত উপজাতি অধ্যুষিত "অভিচরন বাজারে" শেড (shed) তৈরীর কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরকম কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

ANNEXURE 'B'

Admitted Un-Starred Question No. 34
By—Shri Ratna Prava Das

প্রশ্ন

১। অরুনধুতি নগরের পৌর এলাকার বাইরের অংশে কত বছর ধরে জলের হাউস্ কানেকশান দেওয়া বন্ধ আছে এবং তার কারণ।

২। কত দিনের মধ্যে হাউস্ কানেকশন দেওয়া হবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ঐ এলাকার জল সংকট দূর করার জন্য গত পাঁচ বছরে মোট কতটি ইদারা তৈরী করা হয়েছে।

৪। বেলাবরের গভীর কূপটির কাজ করে শুরু হয়েছে ' এবং

৫ ঐ কূপটি কবে পর্যন্ত চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। জলের অপ্রতুলতা ও জল কর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকায় ১৯৭৯ ইং থেকে House Connection বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২। ইহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে এখনও কোন সঠিক তারিখ বলা যাবে না।

৩। পৌর এলাকার বাইরের অংশে ১২টি ইদারা তৈরী করা হয়েছে।

৪। বেলাবরের গভীর নলকূপটি ৮১ ইং মে মাসে খনন করা হয়েছে এবং

৫। গভীর নলকূপটি ডিসেম্বরের ৮২ থেকে চালু হ যাছে। নির্ধারিত পাইপ লাইনের কাজ এখন শেষ হয় নাই। আগামী ২ বছরের পাইপ লাইন শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Unstarred Question No 35

By—Smti Ratnaprava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে রাজ্য সমবায় ব্যাংক থেকে মোট কতজন কৃষক এবং কতজন শ্রমিক মোট কত টাকা ঋণ পেয়েছে

উত্তর

১) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে রাজ্য সমবায় ব্যাংক ৩২২৮ জন কৃষককে মোট ২৮.৫৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। রাজ্য সমবায় ব্যাংক সরাসরি কোন শ্রমিককে ঋণ প্রদান করে না তবে শ্রমিকদের স্বার্থে গঠিত এরূপ ১১টি সমবায় সমিতিকে ১৯৮২-৮৩ সনে ২২.৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে।

Admitted Unstarred Question No 36

By—Smti Ratnaprava Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। এমন কোন সমবায় সমিতি আছে কি যার নব-নির্ব্বাচিত বোর্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের হাতে সমিতির পরিচালনার ভার হস্তান্তর না করে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বোর্ডই দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে ছিল বা এখনও আছে,

২। যদি এ রকম সমিতি থাকে তবে সেইগুলির নাম কি, এবং

৩। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত বোর্ডের হাতে পরিচালন দায়িত্ব না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। এই ধরনের কোন সম্মতি নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 38.
By—Smt. Ratnaprava Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি সমবায় সমিতি চালু আছে। ল্যাম্পস্ কতটি, প্যাক্স্ কতটি, প্রাইমারী মার্কেটিং এবং শ্রমিক সমবায় সমিতিই বা কতটি ;

২। বর্ত্তমানে মোট কতটি সমবায় সমিতি লিকুইডেশনে আছে, এবং

৩। সমিতিগুলির লিকুইডেশনে যাবার কাণ কি ?

উত্তর

১। ৫৭৭টি (৩০ শে জুন ১৯৮২ইং পর্য্যন্ত),

ক) ল্যাম্পস্	৫৪টি।
খ) প্যাক্স্	২০৬টি।
গ) প্রাইমারী মার্কেটিং	১৪টি।
ঘ) শ্রমিক সমবায় সমিতি	৯টি।

২। ৩৩১ টি ; এবং

৩। দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা এবং পুনরোজ্জিবনের সম্ভাবনা না থাকা।

Admitted Starred Question No. 47
By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-oprerative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি হোলসেল কনজিউমার্স ফেডারেশণ এবং এ জাতীয় সংস্থা আছে ;

২। হোলসেল কনজিউমার্স সেণ্টারগুলির জন্য যে সব জিনিষ পত্র কেনা হয় তারজন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে ;

৩। এই সংগঠনগুলিতে কোন্ কোন্ সরকারী অফিসার কাজ করছেন এবং তারা অন্যান্য সরকারী কাজকর্মের সংগে জড়িত কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন রাজ্যের একমাত্র এ জাতীয় সংস্থা।

২। মালপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ফেডারেশনের একটি সাব-কমিটি আছে।

৩। এই সংগঠনে সমবায় বিভাগের ১ জন এসিস্টেন্ট রেজিষ্ট্রার এবং ১ জন সেইলস্ অফিসার, ২ জন কো-অপারেটিভ অফিসার এবং ১ জন কোপারেটিভ ইন্সপেক্টার সর্ব্বক্ষণের জন্য কাজ করছেন।

Admitted Question No. 49

By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৩ ইং সনের মধ্যে পি. ডাব্লিও ডি. এর রাস্তা করার জন্য ধর্মনগর সাবডিভিশন নং ১, সাব ডিভিশন নং ২ এবং দামছড়া সাবডিভিশন এ কোন কোন রাস্তার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২। অধিগৃহিত ভূমির ক্ষতি পুরণ দেওয়া হয়নি এমন রাস্তা গুলোর নাম এবং

৩। ক্ষতিপূরণ দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ ?

উত্তর

১) বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর রাস্তা।

খ) ধর্ম্মনগর হইতে বরুয়াকান্দি ভায়া আলগাপুর।

গ) ধর্ম্মনগর কামেশ্বর হইতে কালাছড়া।

ঘ) চোরাইবাড়ী হইতে পীয়ারীছড়া।

ঙ) কালাছড়া হইতে শনিছড়া।

চ) ধর্মনগর হইতে বরুয়াকান্দি।

ছ) পূর্ব চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর।

জ) কালাছড়া গোবিন্দপুর মহাদেবটিলা।

ঝ) নূতন বাজার হইতে কালাছড়া।

ঞ) ইচাইলালছড়া হইতে খোযানজুরী।

ট) শনিছড়া হইতে মশন টীলা।

ঠ) নয়াগাঁও হইতে জলাবাসা।

ড) ধর্ম্মনগর হইতে তিলথৈ।

ঢ) বিদ্যামন্দির সেটডিয়াম সম্মুখস্থ পুকুর হইতে কলেজ রাস্তা।

ঞ) নয়াপাড়া হইতে কলেজ রোড।

ত) বিদ্যামন্দির ষ্টেডিয়াম হইতে পুরানো ডি. এ. রোড।

২। রাস্তাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) নয়াগাঁও হইতে জলাবাসা।

খ) ধর্ম্মনগর হইতে তিলথৈ।

গ) বিদ্যামন্দির ষ্টেডিয়াম সম্মুখস্থ পুকুর হইতে কলেজ রাস্তা।

ঘ) নয়াপাড়া হইতে কলেজ রোড।

ঙ) বিদ্যামন্দির ষ্টেডিয়াম হইতে পুরানো ডি, এ, রোড।

৩। জমি অধিগ্রহণের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট দাবীদারদের টাকা দিতে বিলম্ব হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, Agartala, on Monday, the 18th July, 1983 at 11.00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 Ministers, the Dy. Speaker and 42 Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৩২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কতটি পদ শূণ্য আছে, তার শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব;

২। শূণ্য পদগুলি পূরণ করার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে?

উত্তর

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে তপশীলি জাতির ১১৪০ টি ও উপজাতির ৩০৬৫ টি সংরক্ষিত খালি পদ আছে।

২। শূণ্য পদগুলি পূরণের জন্য প্রথাগত উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি ঠিক যে, সার্ভিস এণ্ড এপয়েন্টমেন্ট এবং অন্যান্য দপ্তরে ক্লাস—ওয়ান এবং টু শ্রেণীর অফিসার পদে কোন এস, টি, এবং এস, সি, কর্মচারী নেই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাশ টু শ্রেণীতে যোগ্যতা ভিত্তিক নেওয়া হয়। সেজন্য সে সব শ্রেণীতে যোগ্য উপজাতি বা এস, সি, প্রার্থী পাওয়া যায় না বলে সেগুলি এখনো খালি রয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পদগুলি দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে আছে, এই পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কোন রকম ব্যবস্থা নেবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এস, টি, এবং এস, সি, দের শিক্ষার জন্য নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা তপশীলি জাতি এবং উপজাতির ছাত্রদের দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে ডাক্তারী পড়তে হলে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ নম্বর ধরা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রেও তাই ধরা হয়েছে। টেকনিক্যাল পোষ্টগুলিতে উপযুক্ত তপশীলি প্রার্থী পাওয়া যায় না বলে সেগুলি এখনো খালি রয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টেকনিক্যাল পোষ্ট ছাড়া অন্যান্য পোষ্টগুলি কতদিন ধরে খালি রয়েছে এবং সেগুলি এখনো পূরণ করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মি: স্পীকার স্যার, অন্যান্য যে সব পদগুলি এখনো পূরণের বাকি রয়েছে সেগুলি পূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে মাননীয় সদস্য জানেন যে, কোন চাকুরীর ক্ষেত্রে নামগুলি এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ থেকে আসে এবং তারপর ইনটারভিউ হয়। তবে তপশীলি জাতি এবং উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা কোন তদন্ত নেই না। সেসব কিছু চাকুরী যেমন পুলিশের চাকুরী রয়েছে তাতে ইনটারভিউ নেওয়া হয়েছে এবং এখন এটা আন্ডার প্রসেসে রয়েছে। আমরা আশা করি, খুব শীঘ্র ই এর একটা বড় অংশকে আমরা নিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকাশী রাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ ১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মি. স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৭১।

প্রশ্ন

১। গত ১লা জানুয়ারী ৮৩ থেকে ২৭.৫.৮৩ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে খুনের সংখ্যা কত,

২। কয়টি ক্ষেত্রে খুনীদের সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে,

৩। যারা খুন হয়েছেন তাদের মধ্যে কোন্ রাজনৈতিক দলের কতজন,

উত্তর

১। ৪৫টি,

২। ২৯টি,

৩। তদন্ত শেষ না হতে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি তার ভিত্তিতে বলছি—

সি, পি, আই (এম)—১৪ জন,
কংগ্রেস (আই) দলের—১১ জন,
টি, ইউ, জে, এস—৭ জন,
অন্যান্য—২৩ জন,

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৯৩।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন আদালতে ১৯৭৮ ইং সনে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে মে, ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছে?

২। আজ পর্য্যন্ত কতগুলি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, এবং

৩। মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকারকে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

উত্তর

১
২ তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৮৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৮৫।

প্রশ্ন

১। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার কর্ত্তৃক দেওয়া পে কমিশন এওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার পর বেতন ভাতার ক্ষেত্রে কোথাও কি কোন ডিস্‌ক্রিপেনসি ধরা পড়েছে ?

২। যদি ডিস্‌ক্রিপ্যানসি দেখা দিয়ে থাকে তা কয়টি ক্ষেত্রে, এবং

৩। এগুলি দূরীভূত বা সংশোধনের জন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি ?

উত্তর

পে কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ পরীক্ষার্ন্তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া কার্য্যকরী করার পরে বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারী সমিতি এবং কিছু কিছু কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের অভিযোগ করিয়াছেন।

(১) ও (২) উপরোক্ত অভিযোগগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে, সুতরাং এখনই কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না এবং তাহা কিভাবে দূর করা যাইতে পারে তাহা বলা সম্ভব নহে।

তবে আমরা একটা ইনটারনেল সাব কমিটি গঠন করিয়াছি এবং অভিযোগগুলি সেই কমিটির নিকট পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল এই পরীক্ষাও শেষ হইয়া গিয়াছে। এইন সরকারী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই সরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিবেন।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পে কমিশনের সুপারিশ ক্রমে কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন. তার জন্য অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট রাজ্য সরকার কোন দাবী রেখেছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সমগ্র বিষয়টি অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট পেশ করে টাকা বরাদ্দের দাবী করেছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, পে কমিশনের যে সুপারিশ ছিল সে সুপারিশ অনুযায়ী হুবহু বা আদৌ পে কমিশনের রিপোর্ট ইমপ্লিমেণ্ট করেছেন কি না, না নিজেরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার পে কমিশনের সমস্ত সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি। পে কমিশনের রিপোর্টের অনেক জায়গায় আমরা কিছু কিছু সংশোধন করে তা চালু করেছি।

মি: স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৮।

প্রশ্ন

১। কর্মরত চৌকিদারদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রূপে গণ্য করা হয় কিনা;

২। হলে কবে থেকে তা কার্যকর করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১লা নবেম্বর ১৯৭৯ ইং হইতে কার্যকর করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি চৌকিদারকে চতুর্থ শ্রেণী রূপে গণ্য করার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা কি কি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—তারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

শ্রীমতিলাল সরকার—ইহার ফলে কি তাদের দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার এটা পুলিশ দপ্তর থেকে ঠিক করে দেয়। পুলিশ দপ্তর যদি মনে করে তাদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন করা দরকার তা হলে করতে পারে।

শ্রীমতিলাল সরকার—ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে চৌকিদারকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রূপে গণ্য করা হয় কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আমার কাছে তথ্য নেই।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন চৌকিদার আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এই সংখ্যাটা আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার - মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, শ্রীভানুলাল সাহা এবং শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার (বেক্কেটেড)।

শ্রীজওহর সাহা—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থীর নেতা বিনন্দ জমাতিয়ার সংগে মুখ্যমন্ত্রী এ পর্য্যন্ত কতবার আলোচনা করেছেন ;

২। এই আলোচনার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। শ্রীবিনন্দ জমাতিয়ার সাথে মুখ্যমন্ত্রীর কয়েক দফা আলোচনা হইয়াছে।

২। আলোচনা অব্যাহত আছে।

শ্রীজওহর সাহা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা নিয়ে হাউসে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এর উপর আর কোন সাপ্লিমেন্টারী করার দরকার নেই।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, একটা মাত্র সাপ্লিমেন্টারী আমি করব। যে উগ্রপন্থী নেতা বিনন্দ জমাতিয়া যিনি ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত এবং যার নেতৃত্বে অনেক লোক বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে তার নিরাপত্তার জন্য সরকার দৈনিক কত টাকা খরচ করছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এই হাউসের সামনে আমি বলেছি, তার নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। তবে টাকা পয়সার হিসাব আমি এখন দিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার শান্তির বাজারে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইতে পারে;

৩। না থাকিলে কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে খোলা হবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা:—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।

প্রশ্ন

১। ক) উপজাতি যুব-সমিতির সঙ্গে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কিনা;

খ) বিভিন্ন সময়ে ধৃত উগ্রপন্থীদের স্বীকারোক্তীতে এ ধরণের সম্পর্কের উল্লেখ আছে কিনা;

গ) কোন বিধায়কের সংগে উগ্রপন্থীদের যোগাযোগের তথ্য সরকারের নিকট আছে কিনা?

উত্তর

১। (ক) ও (খ)। "সম্পর্ক" শব্দটির অর্থ পরিষ্কার নহে। তথাপি সরকারের নিকট প্রাপ্ত তথ্য এবং গ্রেপ্তারকৃত উগ্রপন্থীদের জবানবন্দীতে প্রকাশ পায় যে, কতিপয় উগ্রপন্থী দল উপজাতি যুব সমিতি হইতে আশ্রয় এবং নানা প্রকার সাহায্য লাভ করিয়াছে।

গ) গত ২৪শে মে ১৯৮৩ইং অম্পি থানার অন্তর্গত লংথুং অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় বড় গাছিয়ায় জনৈক উগ্রপন্থী শ্রীবিনয় দেববর্মা গুলিভরতি রাইফেল সহ ধরা পড়ে। তাহার নিকট গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং তারিখ বিধান সভার অধিবেশনে প্রবেশের জন্য উপজাতি যুব-সমিতির এম, এল, এ, শ্রীবুদ্ধ দেববর্মার সুপারিশকৃত একটি ভিজিটর কার্ড পাওয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, গত বিধানসভার নির্বাচনে তৈদুর কবরুক এলাকায় উগ্রপন্থীরা যুব-সমিতির সমস্ত সদস্যদের এবং আমাকেও পর্য্যন্ত ঢুকতে দেয় নাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—এই রকম খবর আমার কাছে নেই।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—১৯৮৩ সনের যে ভিজিটর কার্ডের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই রকম কোন কার্ড আমি দিয়েছি বলে আমার জানা নেই। তবে বহু উপজাতি দর্শক গ্যালারীতে আসেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা খুব উদ্বেগের কথা যে শ্রীদেববর্মা এই ধরণের বিবৃতি দিলেন। যাঁরা বিধান সভায় দর্শক নিয়ে আসেন গ্যালারীতে তাঁদের একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু তিনি যে বললেন বহু লোক আসে, কিন্তু এই যদি করে তাহলে তো উদ্বেগের কথা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্যার, গত বছর বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মার একজন দর্শক এ বিধান সভায় এসে গণ্ডগোল করেছিল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালের জুন মাসের ৯ ও ১০ তারিখে সংঘটিত তেলিয়ামুড়ার দাঙ্গার মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে কি ; এবং

২। না হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এই প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছিল এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সমস্ত কেস ঠিক নয় সেগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু কেন আজ পর্যন্ত সেটা করা হল না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মামলার সংগে যারা জড়িত তাদের ক্ষেত্রে আমরা কড়াকড়ি করি। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র আইনে যারা অভিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও আমরা কড়াকড়ি করি। এই দুইটি কারণে মামলা প্রত্যাহার করা যাচ্ছে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭৯ সালে তেলিয়ামুড়ায় যে দাঙ্গা হয়েছিল, তা অনেক দিন হয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও এখন নূতন করে কেইস সাজিয়ে বা ওয়ারেণ্ট ইস্যু করে আসামী ধরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এটা আপনি অবগত আছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — স্যার, এই সম্পর্কে কিছু খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে। স্যার,

আমি আগেই বলেছি যে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সংগে যুক্ত যারা এখনও আত্মগোপন করে আছেন, তারা এখন পর্যন্ত কোর্টে এসে আত্মসমর্পণ বা হাজিরা দিচ্ছেন না ফলে ঐ মামলা-গুলির বিচার করতে কোর্টের কিছু দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বিচার তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ঐসব আসামীদিগকে কোর্টে হাজির করতে হলে গ্রেপ্তার বা ওয়ারেন্ট ইস্যু করা ছাড়া সরকারের কাছে অন্য কোন পথ খোলা নাই। কাজেই এই অবস্থায় যারা আসামী, এমন কি যিনি প্রশ্ন কর্ত্তা, তাঁর বাবাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই সংবাদ নিশ্চয় আপনি বাড়ী গেলে জানতে পারবেন। স্যার, আমরা আগেও আবেদন করেছিলাম যে যারা আসামী তারা যেন কোর্টে হাজির হয়ে বিচারের কাজ তরান্বিত করেন এবং কোর্টে হাজির হলে তাদের জামীন পেতে যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থাও আমরা সরকার থেকে করব বলে আস্বাস দিয়েছিলাম। কাজেই আমি বলতে চাই যে কেউ যাতে হয়রাণি বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা দেখাই আমাদের কাজ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আমি এখানে ১৯৭৯ সালের তেলিয়ামুড়ার দাঙ্গার কথা বলেছিলাম, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সম্পর্কে বলছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, দাঙ্গা ১৯৭৯ সালে হউক আর ১৯৮০ সালেই হউক, সেই দাঙ্গার সংগে যারা যুক্ত তারা সবাই আসামী এবং তারা এখন পর্যন্ত আত্মগোপন করে আছেন, কোর্টে এসে আত্ম সমর্পন করছেন না বা হাজির হচ্ছেন না, যার ফলে এগুলির বিচার করতে কোর্টের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সুখদয়াল জমাতিয়ার বয়স ৯০ বছর, বলতে গেলে তিনি এখন ইন্‌ভেলিড, তাকেও হত্যার কেইসের সংগে জড়িত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটাকে অন্যায় বা অবিচার বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে উনার বাবার নামে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হয়েছে কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কেন হয়েছে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— কেন হয়েছে, সেটা তো আপনারাই ভাল জানেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, যিনি অপরাধী তার বয়স ৯০ বছরই হউক আর ৩ বছরই হউক, তাকে কি অপরাধী বলা হবে না ? যিনিই অপরাধ করেন না, কেন, তার বয়স যতই হউক, তাকে নিশ্চয় অপরাধী বলতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— আমার অমরপুরে এমন অনেক উপজাতি আছে, যাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই, অথচ আজকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের বিরুদ্ধেও ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মূল প্রশ্নটা ছিল তেলিয়ামুড়ার দাঙ্গা সম্পর্কে, অথচ আপনি প্রশ্ন করছেন অমরপুর সম্পর্কে। কাজেই আপনার এই প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে না।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৫।

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর সাব-ডিভিশনে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে লিগ্যাল এইড বাবদ কত টাকা সরকার বিভিন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দিয়াছেন, তার পরিমাণ এবং ঐ সমস্ত পরিবারের মোট সংখ্যা ?

২) কতজন উক্ত সাহায্যের জন্য আবেদন করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত সাহায্য পান নাই, তার সংখ্যা ?

উত্তর

১) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর মহকুমার লিগ্যাল-এইড বাবদ সরকার বিভিন্ন ব্যক্তিকে সর্ব মোট ২৯৭৫.৪০ টাকা সাহায্য দিয়াছেন। উক্ত সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২৭ জন।

২) ১০ জন আবেদনকারী আবেদন করা সত্বেও উক্ত সাহায্য পান নাই। লিগ্যাল-এইড কমিটি তাহাদের আবেদনগুলি মঞ্জুর করেন নাই।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ১০ জন আবেদনকারী এই সাহায্য পান নাই, তার কারণ কি জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা এর জন্য একটা লিগ্যাল-এইড কমিটি করে দিয়েছি, সেই কমিটিই বলতে পারবেন ঐ সব আবেদনকারীরা কি কারণে সাহায্য পান নাই।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের শ্রেণীর সব লোকই লিগ্যাল এইড পেতে পারেন, তার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— যাদের আর্থিক সঙ্গতি নাই, শুধু তারাই নিজ পক্ষ সমর্থন করায় জন্য একজন প্লিডারকে যাতে নিয়োগ করতে পাবেন, তার জন্য সরকার সাহায্য দিয়ে থাকেন। কাজেই আবেদনকারীর দরখাস্ত অবশ্যই এস. ডি, ওর মাধ্যমে সরকারের কাছে আসতে হবে যে সত্যি ঐ আবেদনকারী লিগ্যাল-এইড পাওয়ার উপযুক্ত এবং সরকার সেই অনুযায়ী লিগ্যাল-এইড মঞ্জুর করে থাকেন। এখন যদি কেউ না পেয়ে থাকে, তাদের কেইসগুলি আমাদের দিলে আমরা এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সুপ্রীম কোর্ট রুলিং দিয়েছিলেন লিগেল এইড-এর জন্য সরকারী সাহায্যের দেওয়ার জন্য এবং রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন কি যে কি ধরনের কেইস হলে এই এইড পাবে এবং কি ধরণের কেইস হলে পাবে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, রুলিংয়ের কথা আমরা জানি। ক্রিমিন্যাল কেইসগুলির জন্য আমরা কিছু রেষ্ট্রিকশান রেখেছি, তাছাড়া কোন রেষ্ট্রিকশান নাই। আর এই ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছ থেকে কোন অর্থ এখনও পাওয়া যায় নাই। আর কেউ যদি মনে করেন—এখানে বিরোধী দলনেতা একজন এডভোকেট, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এই ব্যাপারে ভলান্টারী সার্ভিস দিতে পারেন। আমার তো মনে হয় এই জন্য ভলান্টারী সার্ভিস হওয়া উচিত এবং এই জন্য ভলান্টারী সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমি সকলকে আবেদন করছি।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লিগেল এইড সম্পর্কে এস. ডি. ও. লেভেলে একটা কমিটি আছে বলছেন—সেই কমিটির নিকট যারা বিরোধী দলের সমর্থক তাদের ক্ষেত্রে এই লিগেল এইড পাওয়ার আবেদনগুলি কমিটির নিকট বিবেচিত হয় না, এই কথা ঠিক কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, সরকারের কাছে বিরোধী দল বলে কোন প্রশ্ন নাই যারা পাওয়ার উপযুক্ত তাদেরই সাহায্য দেওয়া হয়।

শ্রী জওহর সাহা :—স্যার, আমার কাছে প্রমাণ আছে বিরোধী দলের সমর্থক এই জন্য তাদের আবেদন বিবেচিত হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৮২-৮৩ সালে এই লিগেল এইড বাবদ ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অমরপুর মহকুমার জন্য গত ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে আমাকে লিগেল এইড কমিটি করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই কমিটির কোন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য ইন্‌ভাইট করা হয় নাই। সেই লিগেল এইড কমিটি কি এখনও চালু আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, প্রশ্নটি এসেছে কৈলাসহর সম্পর্কে, অমরপুর সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কোয়েশ্চান নং—৩২৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং—৩২৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেক মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য নিরাপত্তা বাবদ মাসিক ব্যয় কত ?

উত্তর

মুখ্যমন্ত্রী—	টাঃ ৫,০৩৪·৩৩
উপমুখ্য মন্ত্রী—	,, ৪,৮১১·৫৫
শ্রম মন্ত্রী—	,, ৪,০৬৮·৯৬
পূর্ত্ত মন্ত্রী—	,, ৪,০২০·৪৩
শিল্প মন্ত্রী—	,, ৪,৪৭৭·৬২
পঞ্চায়েত মন্ত্রী—	,, ৪,১৬৪·২৬
সমবায় মন্ত্রী—	,, ৪,২৮৯ ৮১
মুদ্রণ মন্ত্রী—	,, ৪,২২৫·২৮
কৃষি মন্ত্রী—	,, ৩,৯৭৩·৯৬
স্বাস্থ্য মন্ত্রী—	,, ৩,৯৭২·২৭

বন মন্ত্রী—	,, ৩,৬৭৪·৮৪
কারা মন্ত্রী—	,, ৩,৮৬৩·৯০
খাদ্য মন্ত্রী—	,, ৩,০২০·৮৫
অধ্যক্ষ—	,, ৩,০১০·৭৯
উপাধ্যক্ষ—	,, ৩,৮৫৮·৩৭

মোট :— টাকা : ৬১,৪৫৭·২২ পয়সা :

প্রশ্ন

২। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিধায়কদের জন্য কতজন দেহরক্ষী কর্মী নিযুক্ত আছেন;

৩। বিধায়কদের দেহরক্ষী স্থায়ী নিযুক্তি এবং তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

২। ২০ জন।

৩। কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীমানিক সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্যে কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রী আসলে তাদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের কি পরিমান টাকা ব্যয় করতে হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হয় না।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিরোধী দলনেতা অশোক ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য বিধায়কদের সিকিউরিটির জন্য মাসে কত টাকা খরচ হচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ২০ জন সিকিউরিটি বিধায়কদের জন্য নিযুক্ত আছেন, তার মধ্যে একজন সি. পি. এম.র আর বাকী সবাই বিরোধী দলের বিধায়কদের জন্য।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে মন্ত্রীদের সিকিউরিটির জন্য মাসে ৬১,৪৫৭·২২ পয়সা খরচা হচ্ছে। কিন্তু এই সরকার দাবী করেছেন যে তাঁরা গরীবের সরকার (ভয়েসঃ স্যার, এটা একটা ষ্টেটমেণ্ট হচ্ছে)।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লীমেণ্টারী হচ্ছে না। সাপ্লীমেণ্টারী করার জন্য নিয়ম আছে, আপনি সেই নিয়ম অনুযায়ী করুন।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, আজকে আমরা – বিশেষ করে কর্মচারীদের জন্য চিন্তা করতে পারছি না, অথচ মন্ত্রীদের সিকিউরিটির জন্য মাসে এত টাকা খরচ করছি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী স্যার—মাননীয় সদস্যদের সাপ্লিমেণ্টারীর জবাব আমি দিচ্ছি—মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য নয় ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তারা কাজ করছেন এবং সেই ২১ লাখ মানুষের স্বার্থেই এই সিকিউরিটি রাখতে হচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য শ্রী সাহা নিশ্চয় খুশী হতেন না কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে হেণ্ড গ্র্যানেড ছোড়া হয়েছিল -- এবং আমার মনে হয় না, কোন সৎ মানুষ এই ব্যবস্থা

করবেন যাতে মন্ত্রীরা উগ্রপন্থীদের হাতে শিকার হবেন। শ্রী সাহা নিশ্চয় খুশী হতেন না আজকে এই চেয়ারটায় যদি উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে হেণ্ড গ্রানেডে ছিন্ন ভিন্ন উনার এক টুকরা মাংস এনে রেখে দেওয়া হত, সেই মাংসের টুকরাটুকু দেখে তিনি নিশ্চয় খুশী হতেন না। এই সব বিপদের ঝুকি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় এবং জনস্বার্থেই এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হচ্ছে। এই নিরাপত্তাটুকু যদি আমরা না রাখি তাহলে ত্রিপুরার ২২ লাখ জনসাধারণ আমাদের ছেড়ে দেবে না উরা আমাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে। এটা আপনাদের বুঝার অসুবিধা আছে, যেহেতু আপনাদের সংগে জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আছে কাজেই আমাদের এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, এই ধরণের ঘটনা যদি হয় তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখের। আমরা সেই সব ঘটনার নিন্দা করছি এবং ধিক্কার জানাই। কিন্তু প্রশ্ন হল কিছু দিন আগে উনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন ওনারা কংগ্রেসের মন্ত্রীদের বলতেন যে, এদের এত সিকিউরিটি লাগে, এই সরকার হচ্ছে পুলিশি সরকার। আর আজকে এই সরকারের বাস্তব অবস্থা আমরা কি দেখছি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেস আমলে তো বিরোধীরা বাংলাদেশে ট্রেনিং নিতে যেত না। সেই আমলে যারা বিরোধীদল হিসাবে কাজ করেছেন তারা ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৭৫, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৭৫।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্ব্বাপক ব্যবস্থা চালু করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

থাকিলে কবে হইবে?

উত্তর

১। আছে।

২। এই বছরেই হইবে।

মিঃ স্পীকার :—জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৯৫, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপলাই ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৯৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর ফুড গোডাউনের বর্তমান ষ্টোরকীপার ঐ গোডাউনের দায়িত্ব নেবার পর হইতে কয়েকশত কুইনটল চাল, লবন ইত্যাদি সামগ্রীর হিসাবে গড়মিল দেখা যায়, এবং

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত জিনিসগুলি ঐ ষ্টোরকীপার অবৈধভাবে গোডাউন হইতে পাচার করার ফলে এই গড়মিল পরিলক্ষিত হয়;

৩। সত্য হইলে ঐ কর্মচারীটির বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১। হিসাব এবং প্রকৃত মজুতের মধ্যে গড়মিলের রিপোর্ট আছে।

২। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

৩। তদন্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ষ্টোরকীপারকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে কথা বললেন যে অমরপুর ফুড গোডাউনের ষ্টোরকীপার এই গোডাউন থেকে কয়েক শত কুইনটল চাউল নিয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেই বিষয়টি তদন্তাধীন আছে। এই সংগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, মোট কত কুইনটল চাউলের এখন পর্য্যন্ত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—গত ৩১শে মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ৮৩,১১ টন চাউলের হিসাবের গড়মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ধরণের ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কি না?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কর্মচারীটি যাকে সাসপেনশন করা হয়েছে সেই ষ্টোরকীপার তিনি কোন কর্মচারী সংস্থার সংগে জড়িত এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেণ্টারী হিসাবে আসে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০৬, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীরাম কুমার নাথ : —মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি রেশন সপ আছে;

২। এর মধ্যে কয়টি ব্যক্তিমালিকানাধীন আছে;

৩। সর্বাধিক কত ভোকতা পিছু একটি করে রেশন সপ হয়ে থাকে?

৪। রেশনসপগুলির হিসাব নিকাশ পরীক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা রয়েছে

উত্তর

১। মোট ৯১১ টি।

২। মোট ৬০৯ টি।

৩। সর্বোচ্চ ৫৩০ রেশন কার্ডের ২৫০০ ভোক্তাকে নিয়ে একটি রেশন সপ খোলা হয়।

৪। রেশনসপগুলিতে পারিবারিক কার্ড হোলডার রেজিষ্টার আছে এবং তাহাতে সাপ্তাহিক হিসাবে কার্ড পিছু কত চাউল, গম ইত্যাদি বিলি করা হয় তাহার হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা ব্যতিত প্রত্যহ বিক্রয় খাতাতেও প্রতিদিনের বিক্রয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত হিসাবের খাতাগুলি খাদ্য দপ্তরের পরিদর্শক প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরীক্ষা করেন এবং যদি কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে তাহা হইলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫০০ কার্ড হোলডার হলেই একটা রেশন সপের ব্যবস্থা করা হয়। আগরতলা এবং আরও বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের এলাকা আছে যে ৫০০ কার্ড হোলডার আছে, কিন্তু সেখানে কোন রেশন সপের ব্যবস্থা নেই। যারফলে জনসাধারণের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত অঞ্চলে ৫০০ কার্ড আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে রেশন সপ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না সেটা জানাবেন কি না?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্যান্য এলাকায়ও রেশনসপ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যে সমস্ত এলাকায় ৫০০ কার্ড হোলডার আছে সেই সমস্ত এলাকায় রেশন সপ দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অম্পিতে যে রেশন সপ আছে। তা ২১৩ টা গাঁওসভা কাভার করে, এর ফলে লোকদের ৮।১০।১২ কিলো মিটার দূর থেকে এদের আসতে হয়। এজন্য প্রায়ই তারা রেশনের জিনিস পত্র নিতে আসে না। কাজেই এই অবস্থায় তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কাজেই প্রতিটি গাঁওসভার মিডলে একটি করে রেশন সপ করার কথা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—এই ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করেছি। গত ২৮ শে এপ্রিল তারিখে অমরপুর যাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রত্যেক বাজার বারে যাতে ওরা রেশন তুলতে পারে সে জন্য যেন ১২টা হতে রেশন সপ খোলা হয়, সে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিটি গাঁওসভায় যদি রেশন সপ খোলার জন্য আগ্রহী ডিলার পাওয়া যায়, তাহলে আমরা ব্যবস্থা করব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কসট-এ মাল দেওয়া হয়, তাতে তাদের পোষায় না। এ ছাড়া রেশন দেওয়া হয় নাই কিন্তু কার্ডে দেওয়া হয়েছে এই রকমও লেখা হয়েছে। এই ব্যাপারে খাদ্য দপ্তর আলোচনা করে দেখবেন কি? বিলোনীয়ার দেবীপুর অঞ্চলে গত বি. ডি সি. এর মিটিংয়েও এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, এই রেশন দোকানগুলি প্রাইভেট ডিলারদের হাতে থাকে। আমরা প্রাইভেট ডিলারদের হাত থেকে কো-অপারেটিভে দিতে চাই। আমরা আরো বেশী লোক পেতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কো-অপারেটিভ নিতে চান না এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পোষায় না বলে। ডিলাররা অসাধু উপায় অবলম্বন করে দিচ্ছেন। কিন্তু কো-অপারেটিভের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলেই করছেন না। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে তুলেছেন তা খুবই ন্যায় সঙ্গত প্রশ্ন। ট্র্যান্সপোর্ট কস্ট আমরা যা দিচ্ছি, তাতে মাল নিতে তাদের লাভ করার সুযোগ আমরা যা দিই তা খুব সামান্য। আমি আশা করব, খাদ্য দপ্তর এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—আমরা আরো একটি কথা এই যে, রেশন কার্ডে যে মাল দেওয়া হচ্ছে বলে এখানে দেখান হচ্ছে তাতে দীর্ঘ দিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করছি যে, মাল কার্ড হোলডাররা পাচ্ছে না। এ সব এনকোয়ারী করে দেখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি জানি, এনকোয়ারী হচ্ছে না। এবং এর জন্যই রেশন মাল নিয়ে নয় ছয় করা হচ্ছে, তা খাদ্যমন্ত্রী জানেন কি?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, প্রতি সপ্তাহে এইগুলি তদন্ত করে দেখা হয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন, কো-অপারেটিভে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে রেশন সপ গুলি। অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁও সভার এক নাম্বার রেশন সপকে বে-সরকারী মালিকাধীন থেকে মুক্ত করে পঞ্চায়েতের হাতে অর্পন করার জন্য এলাকাবাসী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন কি?

শ্রীরাম কুমার নাথ :—এই রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একবার আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাচ্ছি, রেশন সপ আমরা ইচ্ছা করলেই নিয়ে নিতে পারি না। কেন না, ডিলারদের কাছে আমাদের কিছু কনট্রাক্ট থাকে। সেই জন্য আমরা এক তরফা বাতিল করলে সে কোর্টে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে কোর্টে গেছে। কাজেই, আমরা এক তরফা বাতিল করতে পারি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—গত ২৮.২.৮৩ ইং তারিখ থেকে খাদ্য বিভাগ থেকে রেশন কার্ড কনজিউমার্স লিষ্ট বের করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২১,৯২,২১৭টি কার্ড আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৮১ সালের সেনস্যাসে আমরা জানি, ত্রিপুরার লোক সংখ্যা হচ্ছে, ২০,৫৩,০৫৮ জন। কাজেই ১,৩৯,১৫৯টি ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে যে দুর্নীতি চলছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে আমি আপনার আবার অনুমতি চাচ্ছি। আমরা এই সম্পর্কে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একটি সাব-কমিটি করার জন্য অনুরোধ

করব। শুধুমাত্র ইন্সপেক্টর দিয়ে প্রত্যেক কার্ড তদন্ত করে দেখা যায় না। পঞ্চায়েতে সাব-কমিটি হলে পরে ভুয়ো রেশন কার্ডের হদিস পেতে সুবিধা হবে। কাজেই এ ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ আপনারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করুন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, সম্প্রতি বিভিন্ন খুন ও হামলার ঘটনায় যে সমস্ত আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী রয়েছে এমন তথ্য সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষ দিতে সক্ষম হয়েছেন,

২। সত্য হইলে এরূপ কেইসের সংখ্যা কতগুলি এবং এই কেইসগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে,

৩। এটা কি সত্য যে বিভিন্ন ঘটানায় জড়িত আসামীদের কেউ জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের এলাকায় গিযে সন্ত্রাস সৃষ্টি চেষ্টা করছে,

৪। সত্য হইলে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১ এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর তথ্য প্রত্যেক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভরশীল। কোন কোন ঘটনায় প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী পাওয়া যায়, আবার কোন ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায় না। তবে পুলিশের কর্তব্য হইল প্রতিটি ঘটনার বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করা এবং প্রমানাদি ও সাক্ষীর বিবরণ সহ আদালতে চাজশীট দাখিল করা। যেহেতু প্রশ্নটি অস্পষ্ট সেই জন্য সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব-পর নয়।

৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি, মাঝে মাঝে পুলিশ অভিযোগ পান যে অপরাধীগণ আদালত হইতে বেইলে মুক্ত হইয়া তাহাদের এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় গোলমাল শুরু করেছে। ঐ সমস্ত ঘটনায় অপরাধীদের বেইল নাকচ করিবার জন্য আদালতে সক্রিয় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গার সময় সরকারের নিকট জমা দেওয়া বন্দুকগুলি ফিরে পাবার আবেদন করলে সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হবে কিনা,

২। হ্যাঁ হলে সকলকেই তা দেয়া হবে কি,

৩। যদি দেওয়া হয় তাহলে কি ভাবে ফেরৎ পাওয়া যাবে ?

উত্তর

১। ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, ৯টি থানার যথা, (১) তেলিয়ামুড়া, (২) কল্যাণপুর, (৩) কিল্লা, (৪) অমরপুর (বীরগঞ্জ) (৫) অম্পি, (৬) কমলপুর, (৭) আমবাসা, (৮) মনু এবং (৯) ছামনু থানাধীন এলাকাধীন জমা দেওয়া বন্দুকগুলি যাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন নাই কেবল তাহাদের ক্ষেত্রে আবেদনের ভিত্তিতে বন্দুক ফেরত দেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

৩। যদি শাসক আবেদনের ভিত্তিতে বন্দুক ফেরত দেওয়ার বিষয় ঘোষিত সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবেচনা করিবেন।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা (x) বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি

NO-CONFIDENCE MOTION (ANNEXURES-"A" & "B")

Mr Speaker :—Hon'ble Member, I have received two no-confidence Motions aganist the Council of Ministers Headed by Shri Nripen Chakraborty, one motion by Shri Shyama Charan Tripura and the other by Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee. I have editted and admitted both the Motions as they are of simila nature. I shall have to take the leave of the House.

First of all, I shall read the Motion of Shri Shyama Charan Tripura as editted and ask the Members, who are in favour of in granting the Motion being moved in the House. If 12 Members rise, i will be taken as leave being granted.

Now the Motion is as follows :—

" That the House is expressing want of Confidence in the Council of Ministers, Tripura"

The Members who are in favour of the Motion please rise in their seats. (16 Members rose in favour of the motion) .

16 Members as are in favour of the Motion, the leave is granted.

I have decided to take up the Motion for discussion on 19. 7. 83 after the question hour. Other business of the day and the days following will be

re-allocated as per recommendation of the Business Advisory Committee.

I have received many Short Notice questions from the Members which according to explanation of Rule 39 may not be determined to be Short Notice questions Members, before giving Short Notice question are requested to consult explanation (1) of the Rule 39, which reads thus and submit notice.

"Explanation :—A short notice question means a question relating to matter of urgent Public inportance and will be answered orally."

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১১ ই জুলাই তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গাঁও সভার খেতেংজুরী গ্রামের শ্রীপিতাম্বর নাথ মশাইর বাড়ীতে কতিপয় নক্সালপন্থী কর্তৃক সশস্ত্র ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্‌থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, ২১শে জুলাই এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৫ই জুন ১৯৮৩ইং এক অগ্নিকাণ্ডে অমরপুর মহকুমার অশ্বিনীহাইস্কুল অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উথ্‌থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২১শে জুলাই বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৭ই জুন ১৯৮৩ইং প্রদীপ আচার্য্য নামে জনৈক কনেষ্টবলের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্‌থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২২শে জুলাই বিবৃতি দিতে পারবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার ও শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন—নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"১৩ই জুলাই ১৯৮৩ইং রাত্রে নন্দন নগরে শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ১৩.৭.৮৩ইং তারিখ রাত্রি ১টা ৫মিঃ হইতে ২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ১২।১৫ জন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী আগ্নেয়াস্ত্র, ভোজালী, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূর্ব আগরতলা থানাধীন নন্দননগরস্থ শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীর দালানের দরজা কুঠার দ্বারা জোর পূর্বক ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। নগদ প্রায় ১২,০০০ টাকা, প্রায় ১৪ তোলা ওজনের স্বর্ণের জিনিষ, ৪টি হাতঘড়ি, একটি এয়ার গান ইত্যাদি লুঠ করিয়া নিয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় মং ৩৫,০০০টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকা। ডাকাতেরা শ্রীদেওয়ানজী ও শ্রীমতী দেওয়ানজীকে ভোজালীর ভোঁতা দিক দিয়া আঘাত করে ফলে তাহারা সামান্য আহত হন। দুষ্কৃতকারীরা শ্রীদেওয়ানজী, শ্রীমতী দেওয়ানজী, তাহাদের কন্যা শ্রীমতী স্বপ্না দেওয়ানজী এবং গৃহ পরিচারিকা শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা নমঃ কে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া লুঠ তরাজ চালায়। আহত প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

এই ঘটনায় শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজীর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫৩৯৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ২৫ (৭) ৮৩ পূর্ব আগরতলা থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-৭-৮৩ইং তারিখ চার ব্যক্তি যথা (১) শ্রীআবদুল আলী, বয়স ২৩ বছর, পিতা শ্রীআবদুল কাদির, নন্দন নগর, (২) শ্রীমহিদ মিঞা, বয়স ২২ বৎসর পিতা শ্রীআবদুল কাদির, নন্দন নগর, (৩) শ্রীসতুলাল দাস, বয়স ৩০ বৎসর, পিতা মৃত মহানন্দ দাস, লংকামুড়া ও (৪) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেব, বয়স ২৩ বৎসর, পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দেব, হাতিপাড়া এয়ারপোর্ট থানা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরের দিন ১৫-৭-৮৩ইং তারিখ কোর্টে চালান দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আরো (পাঁচ) ব্যক্তিকে, যথা :—(১) শ্রীদিলীপ ঘোষ, বয়স ২৫ বৎসর পিতা শ্রীগোপাল ঘোষ, ধলেশ্বর, পূর্ব আগরতলা থানা, (২) শ্রীরাজু দত্ত, বয়স ২৬ বৎসর, পিতা মৃত সুবল দত্ত, আমতলী, থানা—আমতলী, (৩) শ্রীপ্রহ্লাদ দে, বয়স ২৮ বৎসর, পিতা শ্রীকানাই দে, ভট্টপুকুর, পশ্চিম আগরতলা থানা, (৪) শ্রীরতন সরকার, বয়স—২৬ বৎসর, পিতা শ্রীক্ষিতিশ সরকার, রামনগর রোড নং—৪, পশ্চিম আগরতলা থানা ও (৫) শ্রীখগেন দেব, বয়স—২৭ বৎসর, পিতা-মৃত রমেশ দেব, চানমারী এয়ারপোর্ট থানা, গত ১৫.৭.৮৩ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের পরই কোর্টে চালান দেওয়া হইবে।

ধৃত শ্রীদিলীপ ঘোষের গৃহ তল্লাসীর সময় তাহার হেপাজত হইতে নিম্ন লিখিত দ্রব্যসমূহ এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয় :—

১) এয়ারগান— ১টি।
২) এস-বি-বি-এল-গান— ১টি।
৩) বে আইনীভাবে রক্ষিত রিভলবার—১টি।
৪) ভোজালী— ২টি।
৫) টর্চলাইট— ৭টি, ৩টি ২ ব্যাটারীর এবং ৪টি ৩ ব্যাটারীর।
৬) কুঠার— ১টি।

পুলিশের একজন সিনিয়র অফিসার ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করে ঘটনাটির তদন্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন।

তদন্তের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেহেতু শচীন্দ্র দেওয়ানজী একজন কংগ্রেস আই-এর নেতা, সেহেতু এখানে যারা ডাকাতি করেছেন তারা সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে এই তথ্য আছে এইটা এর সঙ্গে মেলেনা, এটা তার ঠিক বিপরীত।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ডাকাত দলের মধ্যে যে দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার বাড়ী থেকে অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, সেই দিলীপ ঘোষ ১৯৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারী যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল, সেই নির্ব্বাচনে সুখময় বাবুর সঙ্গে তার দলের হয়ে পোলিং এজেণ্ট হিসাবে কাজ করেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—প্রাথমিক তদন্তে এটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইটা কি ঠিক যে দিলীপ ঘোষ, এন, এস, ইউ, আই, এর প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করার জন্য, মারধোর করেছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এইসব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐ দিন যে ডাকাতি হয়ে গেল তার আগে সবসময় নাকি পুলিশ টহলে যেত, কিন্তু সেদিন পুলিশ টহলে যায় নি এবং এই যে দিলীপ ঘোষকে ধরা হল সেই দিলীপ ঘোষ ১৯৭৮ সনে কমরেড হিসাবে কাজ করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এইসব তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে দিলীপ ঘোষ পৌর সভার নির্বাচনে শচীন নাথের হয়ে পোলিং অ্যাজেণ্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বিবৃতি দিলেন তাতে দেখা গেল যে, এয়ারগান, রিভালভার এইসব জিনিষপত্র তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। যে দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে একজন কংগ্রেস (আই)-এর কর্মী। যারা এইসব করে বেড়াচ্ছেন, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই লোকগুলি কংগ্রেস (আই-এর প্রাইভেট আরমি হিসাবে কাজ করেছেন যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর মারধোর করে, এটাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং দিলীপ ঘোষের পকেটে এই ধরনের একটা লিষ্ট পাওয়া গেছে যাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী যারা আছেন এই ধরনের কিছু নাম সিলেক্ট করেছেন। এবং ওরা কংগ্রেস (আই)-এর প্রাইভেট আরমি হিসাবে কাজ করেছেন, এই কর্মীদের খুন করার জন্য। এই ধরণের তথ্য আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, এইসবই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে এইটা খুবই উদ্বেগজনক যে এই ধরণের একটি সমাজবিরোধী দল যারা এই ধরণের অপরাধ করে বেড়াচ্ছিল। পুলিশকে নিশ্চয়ই আপনারা ধন্যবাদ জানাবেন, তারা একটি ভাল কাজ করেছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। এই ধরণের সামাজবিরোধী লোকগুলি যারা আছে, আমি আশা করব, মাননীয় সদস্যরা, তাদের যাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে, বিগত বিধানসভার নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস (আই) বহিঃ রাজ্যে থেকে যে আরমি এনেছিল তারা শচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীতে প্রতিনিয়ত মিটিং করে, বামফ্রন্টের কর্মীদের আক্রমণ করার জন্য, এই দলের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ ছিল তা জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রীশচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীতে বাইরের কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে দিলীপ ঘোষ ছিল কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এয়ারগান রাখতে লাইসেন্সের প্রয়োজন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— এইটা আমার জানা নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিশান স্যার, এই যে দিলীপ ঘোষের বাড়ীতে এয়ারগান পুলিশ পেয়েছে এবং উদ্ধার করা হয়েছে, সেই এয়ারগানটি কি শচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ী থেকে চুরি যাওয়া কিংবা লুট করা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই সমস্ত পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

মিঃ স্পীকার :—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের মাতাবাড়ী অঞ্চল কমিটির সম্পাদক অমর দত্তের গত ২.৬.৮৩ ইং দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—গত ২-৬-৮৩ইং তারিখ রাত ৮-৩০ মিঃ এর কিছু পূর্বে উদয়পুরের মাতার বাড়ীর ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী শ্রীঅমর দত্তকে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী ছুরিকাঘাতে আহত করে মাতারবাড়ীর শ্রীসতীশ সুত্রধরের পুকুরে ফেলে দেয়। পরে অভিযোগকারিণী শ্রীঅমর দত্তের ভগ্নি অন্যান্যদের সাহায্যে তাহাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে। উদয়পুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এই আঘাতজনিত কারণে শ্রীদত্তের মৃত্যু ঘটে। হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শ্রীঅমর দত্ত আততায়ী শ্রীস্বপন দে ও তাহার সংগীদের নাম বলিয়া যান। এই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

এই ঘটনায় রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৬)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ৪ (চার) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় :—

১। শ্রীযদুগোপাল মজুমদার—পিতা শ্রীউপেন্দ্র মজুমদার, মাতারবাড়ী, থানা রাধাকিশোরপুর।

২। শ্রীসুভাষ দেব, পিতা—মৃত সবীন্দ্র দেব, C/O. শ্রীউপেন্দ্র মজুমদার, মাতারবাড়ী, থানা রাধাকিশোরপুর।

৩। শ্রীগোবিন্দ শীল, পিতা শ্রীবীরেন্দ্র শীল, অমর সাগরের পশ্চিম তীর, থানা—রাধাকিশোরপুর।

৪। শ্রীস্বপন দে, পিতা—শ্রীগোবিন্দ দে, ফুলকুমারী ১নং থানা—রাধাকিশোরপুর।

রাধাকিশোরপুর থানার ১নং ফুলকুমারীর অপর একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীপরিমল দাস পিতা শ্রীসতীশ দাস যাহাকে এই ঘটনায় পুলিশ খুজতে ছিল সে গত ৩০-৬-৮৩ইং তারিখ রাতে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হন।

অভিযুক্ত শ্রীস্বপন দে-ই একমাত্র বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। এই হত্যাকাণ্ডটি রাজনৈতিক কারণেই সংঘঠিত হইয়াছে বলিয়া তদন্তে জানা যায়।

ঘটনাটি রাজ্য সি, আই, ডির তদন্তাধীন আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, গত ৩০-৬-৮৩ইং তারিখে অমর দত্ত প্রাইভেট টিউশানি সেরে মাতারবাড়ী বাজারে আসে এবং এই বাজার থেকেই দুষ্কৃতকারীরা তাকে ধরে নিয়ে যায় অমর পালের বাড়ীতে এবং সেখানে তাকে মারধোর করে। তারপরে দুলালের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আবার মারধোর করে। তারপরে আবার সুত্রধরের বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং আবার মারধোর করে এবং সেখানে সুত্রধরের বাড়ীর মাটির কোঠার বাহিরে তাকে প্রথম ষ্টেপ করে। ষ্টেপ করার পর রক্ত যখন পিনকি দিয়ে উঠে তখন মাটির দেয়ালে রক্তের দাগ লেগে থাকে। তারপরে তাকে সুত্রধরের ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে যখন সে চীৎকার করে, তখন আবার তাকে

ধানের মধ্যে ষ্টেপ করে এবং সেখানে ধানের মধ্যেও রক্তের দাগ লেগে আছে। সুত্রধরের ঘরের ভিতরে অমরকে মেরে পরে তাকে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে, এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন। এটি সি. আই. ডির হাতে দেওয়া হয়েছে তারা তদন্ত করে দেখছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যে বাড়ীতে, যে ঘরের মধ্যে অমল দত্তকে খুন করা হয়েছে সে ঘরের মধ্যে তাকে ষ্টেব করা হয়েছে সে ঘরের চালে রক্ত আছে, ঘরের মধ্যে রক্ত আছে, ঘরের ধানে রক্ত আছে, অমরের শরীরেও ধান ছিল। অমলকে যখন খুন করা হয় তখন ঘরের মালিক বাড়ীতে ছিলেন কিনা এবং যে ঘরের মধ্যে তাকে খুন করা হল সে ঘরের লোকদের সাক্ষী-সাবুদ নেওয়া হয়েছে কিনা এবং তাদের বাড়ীতে অন্যান্য যে সকল লোক ছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা কারণ ঘটণাটা সন্ধেবেলা হয়েছে এবং ঘরের মালিক ও অন্যান্যরা দেখেছে কারা কারা খুন করেছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের কাছে যেসব তথ্য আছে আমি অনুরোধ করব উনি যেন যিনি তদন্তকারী অফিসার আছেন সে পুলিশ অফিসারকে তথ্য দেন। সব ব্যাপারটাই যখন তদন্তাধীন তখন এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই যে উদয়পুরে খুনটা সংঘটিত হল সেটা সি পি আই. (এমের)ই ইনফাইটিং এর ফলে হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলেছি যে যারা যারা অপরাধী তারা কংগ্রেস-(ই)র কর্মী।

গভার্ণমেণ্ট বিজনেস

(ফিন্যানশিয়েল)

ডিসকাশন এ্যাণ্ড ভোটিং অন্ ডিমাণ্ডস্

ফর গ্র্যাণ্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৩-৮৪।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :— ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাবরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।

আজকের কার্য্যসূচীতে বারটি (১২) বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন করা হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও (কাটমোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাটমোশনে) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাটমোশনের) উপর

আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

কাট-মোশান যাঁরা এনেছেন তাদের ৯ জনের একটি নামের তালিকা আমি পেয়েছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এখন আর হবে না কারণ এখন অন্য পয়েন্টে চলে গিয়েছি।

ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনার জন্য মোট ২০০ মিনিট নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে শাসক দল ১২৮ মিনিট এবং বিরোধী দল (নির্দ্দল সহ) ৬৪ মিনিট পাইবেন। বাকী ৮ মিনিট ভোট গ্রহণের জন্য রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিতে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াংকে কাট-মোশান সহ ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশান নাম্বার-২, মেজর হেড-২১৩, সামচুয়েরী এলাউন্স সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এন্টারটেইনমেণ্ট এণ্ড হসপিটালিটির উপর টাকার সংস্থান আছে, কাজেই আলাদা করে সামচুয়েরী এলাউন্সের কোন প্রয়োজন থাকছে না। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে মাননীয় মন্ত্রীরা তাদের বেতনের ১০ শতাংশ নেন না, আমার মনে হয় এই সামচুয়েরী এলাউন্সের মাধ্যমে ইনডাইরেক্টলি পুষিয়ে নিচ্ছেন। সে কারণে এই এলাউন্স আমি কোনরকমেই সাপোর্ট করতে পারি না।

আমার আরেকটি কাট-মোশানের ডিমাণ্ড নাম্বার-২২, মেজর হেড-২৮৮, রিয়াং মুভমেণ্ট সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, রিয়াং মুভমেণ্ট যারা রিয়েলি পার্টিসিপেণ্ট ছিলেন তারা কোন আর্থিক সাহায্য পায় নাই। রিয়াং মুভমেণ্টে আমাদের ওখানেই সবচেয়ে বেশী শহীদ হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা এই মুভমেণ্টে শহীদ হয়েছেন, যারা ইনভলভমেণ্টে ছিলেন, শহীদ হয়েছেন তারা প্রকৃতপক্ষে কোন সাহায্য পায় নাই। আর যারা পেয়েছেন তারা একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা পাওয়াতে তাদের কোন কাজে আসেনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদেরকে এককালীন এতগুলি টাকা দেওয়ার পরিবর্ত্তে যদি তাদের পার্মানেণ্টলি কোন রিহেবিলাইটেশনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমরা বাধিত হব। কাজেই এই যে মিস-ইউজ হচ্ছে সে কারণে আমি কাট-মোশান এনেছি। আমার পরবর্তী কাট-মোশানের ডিমাণ্ড নাম্বার-৪৫, মেজর হেড-৫০৫ ইমপ্রুভড সীড সম্পর্কে। সেখানে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পেয়েছি যে রাইট টাইমে রাইট পার্সনকে সীড দেওয়া হয়নি। সীজন চলে যাওয়ার পরে বিলি হওয়ার ফলে প্লেনটেশন করার পক্ষে বা জার্মিনেইট করার পক্ষে কোন কাজ আসেনি। যাও পরে দেওয়া হয়েছে তাও ইম্প্রুভড সীড় বলে আমার মনে হয়নি। কাজেই

মিস-ইউজ হচ্ছে সেভাবে আর হতে দেওয়া যায় না। তারজন্যই আমি এই কাট-মোশান এনেছি। আমি আমার সমস্ত কাট-মোশনগুলিকে এভাবে সাপোর্ট করে এবং অন্যান্য সদস্যরা যারা কাট-মোশান এনেছেন তাদের কাট-মোশানগুলিকেও সাপোর্ট জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কাট-মোশানের ডিমাণ্ড নাম্বার-২, মেজর হেড-২১১। আমার কাট-মোশানটা হচ্ছে সামচুয়েরী এলাউন্স সম্পর্কে। একই সম্পর্কে,

এরজন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তারপরে- আমার আরেকটা কাট-মোশান হচ্ছে—ডিমাণ্ড নাম্বার-৪৫, মেজর হেড-৩০৫, পাচে'জ অব্ এগ্রিকালচার ইম্প্লিমেণ্ট সম্পর্কে। আমরা দেখেছি এগ্রিকালচারের জন্য গাঁওসভাগুলিতে, যেসব যন্ত্রপাতি, পাম্পসেট, স্প্রে মেশিন বা পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রায় সময়েই নষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই এতে আমার মনে হয় যে, এগুলি কোন নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা হয়নি এবং লেস কোয়ালিটির। যারজন্য প্রায় সময়েই নষ্ট হয়ে থাকে। আমার মনে হয় যেসব প্রতিষ্ঠান সিউরিটি দিতে পারত সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে আনা হয়নি। কাজেই এ ক্ষেত্রে যেভাবে টাকা এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং যে কাটকোশন এনেছেন সাম্পচ্যুয়ারী এলাউন্স সম্পর্কে সেটাও আমি সমর্থন করছি। সাম্পচুয়ারী এলাউন্স অব্থা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টার এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না।

তারপর আমি আরেকট কাট মোশন এনেছি ডিমাণ্ড নাম্বার—১১ মেজর হেড ২৬০

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Office expences"

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি গত পাঁচ বৎসর ধরে শুধু মাত্র পুলিশের ব্যাপারে খরচ বাড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করা হবে, বলা হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে অপরাধের সংখ্যা অনেকগুন বেড়ে গেছে, আমরা দেখেছি সেই জুনের দাঙ্গায় হাজার লোক প্রান হারিয়েছেন। সুতরাং যদি জনসাধারণের নিরাপত্তার রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে এত লোক খুন হয় কিভাবে। তাহলে বলতে হবে যে, এই টাকাগুলি নিরাপত্তার নামে রেখে মিসইউজ করা হচ্ছে। সুতরাং এই ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার পরবর্তী কাট মোশন হচ্ছে—ডিমাণ্ড নাম্বার—১৯ মেজর হেড ২৫৫। এই হেডে যে মোবাইল টাস্কা ফোর্স গঠন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, এই টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সি, পি, আই, (এম) এর এম, এল, এ, দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা তাইতো আমরা দেখেছি

আমাদের বিধানসভার যে আসনটি শূণ্য রয়েছে। সেই বিধায়ক শ্রীপরিমল সাহা নিরাপত্তার অভাবে অকালে তাকে প্রান দিতে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে, এত পুলিশ ফোর্স—যেমন সি. আর. পি, বি. এস. এফ, থাকতেও ত্রিপুরায় জনসাধারণের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। আজকে আমরা দেখেছি যে, কড়া পুলিস কনভয় দিয়ে টি. আর. টি, সি. বাস চালিয়েও কোন নিরাপত্তার গ্যারেন্টি সরকার জনসাধারণের দিতে পারছেন না। সুতরাং আমি এটাকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না।

আমার পরবর্তী কাট মোশান হচ্ছে—

ডিমাণ্ড নাম্বার—২৯।
মেজর হেড—২৯৯

"ডিজ-এপ্রোভ্যুল্ অব্ পলিসি রিগারডিং হায়ার এডুকেশান ইন এগ্রিকালচার"।

আমি জানিনা এখানে হায়ার এডুকেশান ইন এগ্রিকালচার এর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন। আজকে ত্রিপুরায় যে খাদ্যের পরিস্থিতি তাতে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি।

আমরা কৃষি দপ্তরের ব্যর্থতাই দেখেছি। সুতরাং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ড এনেছেন তা আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ আমি বলব যে, এই টাকাটা ডিমাণ্ড করে অন্যভাবে খরচ করা হবে। একচুয়াল যে পারপাস সে পারপাসে সেটা খরচ করা হবে না। সুতরাং আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না। এবং আমি এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছি এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যারা এখানে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন আমি সেসব কাট মোশানগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, ৯ এবং ১১ এর উপর কাট মোশান এনেছি।

ডিমাণ্ড নাম্বার—৩, মেজর হেড—২৬৫ স্পেশাল কমিশন অব্ এনকুয়্যারী। এর উপর কাট মোশান এনেছি। এটা হলো তদন্ত কমিশন। এই তদন্ত কমিশনের জন্য এই বছর যে অর্থ বরা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ আমি দেখেছি ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারীতে ধর্মনগর মহকুমার কুর্তিঘাটে পুলিশের গুলিতে যে ৭ জন খুন হয়েছিলেন সেই হত্যার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছিল সে কমিশনের রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে পুলিশ অফিসার এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন সেই মিঃ সান্যালকে বাচানোর জন্য কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার আনানো হয়েছিল। এই মিঃ সান্যালকে বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যার পূর্বে বিশালগড়ে বদলী করা হয়। সুতরাং সেই হত্যাকারী পুলিশ অফিসারকে বাঁচানোর জন্য সরকার নানানভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবং তারফলেই যে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন না। সুতরাং আমি এই ডিমাণ্ডে যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

এই ক্ষেত্রে পরিস্কারভাবে কমিশন এই পুলিশ অফিসারদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অথচ গোবিন্দ তেলী সহ ৭ জন নিহত হয়েছে এবং আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে কেস চলছে। কিন্তু দোষী পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে আজও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। অথচ সেই পুলিশের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল সেই লোক এখন কৈলাশহর জেলে আছে। সুতরাং আমি এই ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করছি এবং কাট মোশনকে সমর্থন করছি এবং আশা করি ট্রেজারী বেনচের মাননীয় সদস্যরাও আমার কাটমোশনকে সমর্থন করবেন।

আর একটা কাট মোশন আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১, মেজর হেড ২২৫। টাস্ক ফোর্স। যারা ভারতবাসী নয় তাদের খুঁজে বের করার জন্য এই টাস্‌ক ফোর্স এবং এদের খরচের জন্য ২৭,২৫,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই মোবাইল টাস্ক ফোর্সের কার্যকলাপ কি, তারা, কারা তাদের আজ পর্যন্ত চোখে দেখতে পাই নি। তাহলে এই টাকাটা নেওয়া হচ্ছে গোপনে খরচ করার জন্য। যদি তাদের কোন প্রয়োজন না হয় তাহলে কেন দিস আন-নেসা সারী একস্‌পেনডিচার ? সুতরাং এই যে পুলিশ খাতে ১৫ কোটির টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি। পুলিশকে আরও টাকা দেওয়া হোক, তার জন্য আমার সামান্যতম আপত্তি নাই। তাদের অস্ত্র শস্ত্র মডার্ণা ইজেশান করার জন্য যদি আরও ৩০ কোটি টাকা ধরা হত তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু বিপুল টাকা রাখা হয়েছে অপ্রয়োজনীয় খরচের জন্য তারপর ত্রিপুরা নন্‌-গেজেটেড পুলিশ অ্যাসোসিয়েশানকে অরুন্ধুতিনগরে পাঁচ গণ্ডা জমি দেওয়া হয়েছে তাদের অফিসের জন্য। তাদের ৩০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে অফিস কনসট্রাকশনের জন্য। টেলিফোন দেওয়া হয়েছে নাম্বার ১১৯। এটা কি জনস্বার্থে? কাজেই আমি এটার বিরোধিতা করছি। এই বলেই আমার কাট মোশনের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশনের সমর্থনে এবং যে ডিমাণ্ড এসেছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

প্রথমে আমি আমার কাট মোশনে রেখেছি ডিমাণ্ড নং ৩ মেজর হেড ২১৫ এর উপর। অফিস একস্‌পেনসেস্‌। এতে যে টাকা রাখা হয়েছে আমি এর বিরোধিতা করছি। গত নির্বাচনেও আমি দেখেছি বিভিন্ন এলাকায় যারা ভোটার লিস্‌ট তৈরী করেন, এটা তো তাদের জন্যই খরচটা। কিন্তু তারা বিভিন্ন এলাকায় কি কাজ করছেন? আমার ওখানে বরবুরিয়ায় যে সমস্ত রিয়াং ভিলেজ আছে সেখানে রিয়াংকে জমাতিয়া বলে লেখা হয়েছে এবং যখন ওরা ভোট দিতে গেলেন তখন তাদের ভোট দিতে দেওয়া হয় নি। তারা ইলেকশনের পরে আমার কাছে এসে জানিয়েছিল এবং আমি ইলেক্টর‍্যাল অফিসারের কাছে গিয়েছি। তিনি বললেন, এস, ডি, ও, অফিসে এনকোয়ারী করা হবে। কিন্তু আমি জানি এটা সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। কারণ যিনি গিয়েছিলেন ভোটারলিস্‌ট তৈরী করতে তিনি একজন বামফ্রন্ট সমর্থক। বামফ্রন্ট যেটা বার বার বলছেন ফ্রি অ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেকশান, সেটা যে তারা কতখানি কার্যকরী করছেন এ থেকেই বুঝা যায় যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা

লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেক নির্বাচনে সমন্বয় কমিটির কর্মচারীদের প্রিসাইডিং অফিসার, কাউনটিং অফিসার করা হয়। যেমন অম্পিতে মোবিলাইজ করা হয়েছে। ভোটারদের ইনফলুয়েন্স করা হয়েছে। ছামনুতে প্রচুর ভোট বাতিল হয়েছে যেখানে যুব সমিতির এলাকা। সদরের মানদাই এলাকায় ও এটা করা হয়েছে যার জন্য আমরা ৬০।৭০ ভোটে হেরেছি। ২০০ থেকে ২৫০ ভোট আমাদের বাতিল হয়ে গেছে। এগুলি সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। ভোটার লিস্ট থেকে নাম সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে এমন অনেক ভিলেজ আছে। আমরা সময় সময় ইলেকটোর‍্যাল অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু যেহেতু এই ভুলগুলি সুপরিকল্পিত এইগুলি আর সংশোধন হবে না।

আমার দ্বিতীয় কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১১ মেজর হেড ২৫৫। এটা হচ্ছে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশান অ্যাণ্ড ভিজিল্যান্স। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই ক্ষেত্রে ৯৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, যে লক্ষ্যে এই টাকা ধরা হয়েছে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেটা কার্যকরী করা হয় না। তৈতুতে টি, আর, টি, সি, বাস অ্যাটাক করা হলো। এটা সবাই জানেন এবং পুলিশ স্বীকারও করেছে যে, এটা উগ্রপন্থীদের কাজ।

কিন্তু টি, ইউ, জে, এস এর এলাকায় গিয়ে সি, পি, এম সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। সবাই এর নামে কেস্ দেবে। নইলে সি,পি,এম সদস্যপদ নাও। কিন্তু তাদের বিবেক আছে। কাজেই যেটা তারা চায় না সেটা তারা করতে পারে না। তারা পুলিশের কাছে ভয়ে আসতে পারে না। সেই ভাবে আসামীদের লিষ্ট তৈরী হয় এবং কেসও সেভাবে তৈরী হয়। এই ভাবে উগ্রপন্থীরা আড়াল হয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ কষ্ট ভোগ করছে। যেমন, কিছুদিন আগে রাজ বাড়ীতে যেখানে পুলিশের গুলিতে একজন নিরীহ মানুষ খুন হয়েছিল গত ডিসেম্বরে। সেখানে টি, ইউ, জে, এস, এবং সি, পি, এম, এর লোক রয়েছে। তারা অভিযান করলো এবং ধনদা জমাতিয়া নামে এক জনকে ধরলো এবং তাকে মারধোর করল। সেই রাত্রে তারা ঘেরাও করলো এবং খাইছাংতাং রিয়াংকে গুলি করে হত্যা করে।

পরের দিন যখন থানাতে নিয়ে আসবে, সেই রাতেই সেখানে পুলিশ গিয়ে ঘেরাও করলো এবং পুলিশ আসার সংবাদ পেয়ে সেখানে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছিল তখনই সেই হেটগেরীকে গুলি করে হত্যা করা হল। ধনঞ্জয় জমাতিয়া যে উগ্রপন্থী হত্যা করলো, উপস্থিত লোকেরা তাকে ধরে রাখলো। কাজেই যে উগ্রপন্থীর কাজ করলো সে হয়ে গেল ভাল লোক আর যারা সেই কাজে বাধা দিলো, তারা হয়ে গেল খারাপ লোক, তারা সবাই আসামী, তাদের সবাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। সেখানে সি, পি, এমের একজন ভাল লোক ছিল পুলিশ তাকেও এমন ভাবে নির্যাতিত করতে শুরু করলো, সে দুই হাজার টাকা দিয়ে কোন মতে রেহাই পেল। সেখানে দুজন ছিল সি, পি, এম, আর বাকী সবাই ছিল ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির লোক। এটাকে এম, পি, বাজুবন রিয়াং সমর্থণ করলো কারণ তাঁর সমর্থণ না করে উপায় নেই, সি, পি, এমের সমর্থক সেখানে বাড়াতে হবে। কাজেই সেখানে পুলিশ পাঠানো হল, যাতে টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা ইলেকশনের কোন রকম কাজ না করতে পারে। ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা নিশ্চয় জনস্বার্থে করা হয়েছে, জনগণকে হয়রানি করার জন্য নয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রকৃত দোষী

তাকে ধরা হয় না, তার কোন শাস্তি হয় না, অথচ যারা নিরীহ লোক তাদের নানা ভাবে হয়রানি করা হয়, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা কাটমোশান আছে, সেটা হল ডিস-এ্যাপ্রুভাল অব গভর্ণমেণ্ট পলিসি—ডিমাণ্ড নাম্বার ২২, মেজর হেড ২১১। এখানে ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। স্যার আমরা এর মধ্যে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল আমাদের যারা রাজ্য সৈনিক বাহিনীতে কাজ করছেন, তাদের পেন্সান দেওয়ার কথা রাজ্য সরকার অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন। আজকে যারা প্রাক্তন সৈনিক আছেন, তারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে। তাদের জন্য যে পেন্শানের ব্যবস্থা করা হলো, তার মধ্যে আমরা দেখতে পারছি যে যারা শাসক পার্টির স্বার্থে কাজ করবে বা যারা সি, পি, এমের ওয়ার্ক করবে, তারাই শুধু পেন্সন পাওয়ার যোগ্য। স্যার, এটা আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে রাজ্য সৈনিক বাহিনীর যে সব সদস্য বিশেষ করে উপজাতি সদস্য যারা আছেন? তারা যদি সি. পি. এমকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় অথবা সি. পি. এমের হয়ে কাজ কর্ম করে, তারাই শুধু পেন্সন পাবেন, অন্যরা পাবার যোগ্য নয়। কারণ, আমার জানা মত তৈলানিতে যারা প্রাক্তন সৈন্য আছে, তারা এক সঙ্গে প্রায় ৫০ জন এ্যাপ্লিকেশান করেছিল, তাদের মধ্যে কাঁট ছাঁট করে মাত্র ১০ জনকে পেনশন দেওয়া হয়েছে, আর বাকী ৪০ জনকে দেওয়া হয়নি। তৈলানিতে যে সব সৈনিক আছে, তাদের ১২ জনকে আমি জানি যে তাদের নিকট রাজ্য সৈনিক বোর্ডের বিভিন্ন অস্ত্র বা চিহ্ন আছে, তারা আমার মাধ্যমে, যেটা নাকি আমি এক সময়ে মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবুকেও দেখিয়েছিলাম। তিনি সেগুলি দেখলেন, কিন্তু রাখতে চাইলেন না, তাদের ক্ষেত্রেও সরকার কোন সাহায্য স্যাঙ্কশান করতে রাজী হলেন না। অবশ্য একজনকে কিছু জমি এলট করা হয়েছে, কারণ সে নাকি সি, পি, এম, হতে চেয়েছে। এখন তার মাধ্যমে বাকী যারা আছে, তাদের সি, পি, এম, করার জন্য, নানা ভাবে চেষ্টা চলছে। কাজেই, এভাবে যদি জনস্বার্থের টাকা খরচ হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক যে মুল্যবোধ অথবা গণতান্ত্রিক যে অধিকার, সেটা আদো রক্ষিত হয় কিনা, তা বিবেচনা করে দেখার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাই সরকারের কাছে আমার আবেদন, এই অর্থ যাতে ঐ সৈনিকদের মাধ্য যথার্থভাবে খরচ করা হয়, সে দিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কাট মোশানগুলি এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করছি। আমি সেগুলিকে সমর্থন করতে বিরোধী সদস্যরা যে সব কথা বলেছেন, তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, এই পুলিশ সম্পর্কে সব সময়ে বিরোধীদের একটা স্বাভাবিক ভয় আছে, এটা আমরা জানি চাঁদনী রাতে চোর ডাকাতরা ভয় পায়, পুলিশের খাতে টাকা বৃদ্ধির কথা শুনে কংগ্রেস উপ-জাতিরাও ভয় পায় কারণ, যখন কোথাও চুরি, ডাকাতি রাহাজানি হয়, তখন যদি সেই চুরি, বা রাহাজানির সঙ্গে যুক্ত আসামীদের ধরা হয়, তখন এই বিরোধীরা সমস্বরে বলে উঠেন যে যেহেতু তারা বামফ্রণ্ট করে না সেহেতু তাদেরকে চুরি, ডাকাতি রাহাজানির অভিযোগ রাখা হয়েছে, আর যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, অমনি তারা বলে উঠে ওরা নাকি সি, পি,

এমের লিডার সেজে গেছে। না ধরলে, গুণ্ডা, ধরলে কংগ্রেস বা উপজাতি যুব সমিতি, ছেড়ে সি, পি, এম, তাহলে তাদের কোন কথাটা ঠিক? তাদের কোনটাই ঠিক নয়। কাজেই এই সব চোর ডাকাত ধরতে গেলে, পুলিশের প্রয়োজন, কারণ সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের। আজকে যারা দেশের মধ্যে দাঙ্গা লাগায় বা কারো সম্পতি নষ্ট করে, সেই দাঙ্গা বা সম্পতি যাতে নষ্ট না হতে পারে, নাগরিকের নিরাপত্তার বিধান যাতে করা যায়, সেজন্য সরকার পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াবে, তাতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই। এটা সাধারণ মানুষও স্বীকার করবেন। কিন্তু আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে যে সমস্ত দাঙ্গার আসামী আত্মগোপন করে আছেন, তারা যদি আজ লোকালয়ে এসে, জনসমক্ষে এসে হাজির হতেন এবং তাদের অপকর্মের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে হয়তো একটা মীমাংসা হয়ে যেত। আর তাহলে পরে এই সব দাঙ্গার জন্য পুলিশের বাবদে এত টাকা খরচ কর হত না। আমি বলব যে এই পুলিশের বাবদে বেশী খরচ করার জন্য এই বিরোধী পক্ষই দায়ী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আবার রিসেসের পরে বলবেন।

এই সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিংহ।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাঠমোশানগুলি এখানে আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। স্যার গত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরার যে ক্ষতি করেছে, একেবারে মৃত্যু শয্যায় নিয়ে গিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে পুনর্জীবিত করার যে চেষ্টা করছেন সেই চেষ্টাকে বাধা দিয়ে বামফ্রন্টকে জনসাধারনের কাছে হেয় করার জন্য বিরোধী পক্ষ থেকে যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেই চেষ্টার ফলই হচ্ছে এই সব কাটমোশান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের যে সন্ত্রাস চলছে কার দৌলতে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, শিবের কাছে একজন বর চেয়েছিল যে, আমি যার মাথায় হাত দিব সে যেন ভস্ম হয়ে যায়। শিবও তথাস্থ বলে বর দিলেন। বর পেয়ে শিবের মাথায় হাত দিতে চেয়েছিল। আজ তেমনি অশোক বাবুদের বরে পূর্ব গুণ্ডারা অশোক বাবুদেরই খতম করতে চায়। যারজন্য অশোক বাবুদের পুলিশ পাহারা দিতে হয়েছে। সেই সন্ত্রাসকে বন্ধ করতে হলে আমাদের পুলিশকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এবং তাকে শক্তিশালী করতে গেলে পুলিশের খাতে আমাদের আরও টাকা ধরতে হবে। আজকে পুলিশের খাতে বেশী করে টাকা ধরা হচ্ছে বলে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মনে বিরাট ভয় দেখা দিয়েছে। এবং সেজন্যই তাঁরা এই সব কাটমোশান এনেছেন। আর একটি কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এই নির্বাচনের জন্য ভোটার লিষ্টের জন্য যে টাকা খরচা করা হয়েছে সেই প্রসংগে এখানে বলা হয়েছে যে ভোটার লিষ্টে

উনাদের অনেকের নাম বাদ পরেছে—স্যার, এই ব্যাপারে সরকারতে যথাসময়েই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট সময়ও সেইজন্য দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে যাদের নাম বাদ পরেছে তারা যেন সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের নাম ভোটার লিষ্টে উঠিয়ে নেন। সরকার ভোটার লিষ্ট সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে তখন যদি কেউ না সংশোধন করে তাহলে তার নাম বাদ পরতে পারে এবং তার পর এই কথা বলার কোন যুক্তি থাকে না আর তাছাড়া আর উনারা বলেছেন যাদের নাম বাদ পরেছে তারা সবাই কংগ্রেস বা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। এই সব কথারও কোন যুক্তি থাকে না। কাজেই আমি এই সব কাটমোশানের বিরোধীতা করছি। আর একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না কথাটা হচ্ছে গত ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্ব ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হয় নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট তার সীমিত ক্ষমতায় ত্রিপুরার রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি করেছে ঐ বুধাছড়া এলাকায় একটা রাস্তার জন্য কংগ্রেসী আমল থেকে শুনে আসছি এইতো আগামী বাজেটেই এর জন্য টাকা ধরা হবে এই করেই গত ৩০টা বছর কাটিয়ে দিয়ে গেল। এক চাকা মাটিও সেই রাস্তার জন্য পরে নাই। সেখানে বামফ্রন্টের আমলে সেখানে রাস্তা হয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করছে সেই সব গাড়ী দিয়ে সার বীজ এই সব জিনিষ কৃষকদের ঘরে পেঁছে যাচ্ছে। এইগুলি উনারা দেখছেন না এবং দেখছেন না বলেই এখানে এই সব কাটমোশান আনা হচ্ছে স্যার, আজকে যদি আমরা ত্রিপুরার রাস্তা ঘাটের উন্নতি করে ত্রিপুরার কৃষকদের ঘরে তাদের প্রয়োজনে সার বীজ এইসব জিনিষ যথাসময়ে পেঁছে না দিতে পারি তাহলে কৃষকেরা কি করে তাদের জমিতে ফসল উত্পাদন করবে এবং কৃষকেরা যদি ঠিক সময়ে তাদের উৎপাদন বাড়াতে না পারে তাহলে ত্রিপুরা উন্নতি কি করে হবে! ত্রিপুরার জনসাধারণই তাদের উপরোক্ত বিচার করবে। এই বলে সমস্ত কাটমোশানের বিরোধীতা করছি এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেইগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশান হচ্ছে ৭নং ডিমাণ্ডের উপর মেজর হেড ২৬১—আমার কাটমোশান হচ্ছে "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular mattser viz.—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Vigilance." এবং এই খাতে ধরা হয়েছে টাঃ ১২,৬৪,০০০.০০। আমি আমার কাটমোশান সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভিজিলেনস-এ বিগত ৫ বছরের মধ্যে এর কার্যকলাপ ত্রিপুরার জনসাধারন জানে কি না জানি না, কিন্তু আমরা এর সম্পর্কে কিছুই দেখতে পাইনি। আজকে ত্রিপুরার ট্রেজারী বেঞ্চের অনেকেই বলেছেন যে, ত্রিপুরার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে বন। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই বনজ সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে আজকে বন নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই

সব দুর্নীতির সংগে অভিযুক্ত কারা—আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন গোদামে যে ভাবে নয় ছয় হচ্ছে সেই অভিযোগের সংগেইবা কারা যুক্ত—সেই সব ঘটনা সম্পর্কে এই ভিজিলেন্স কিছু করছে কি না, আমরা জানি না। বিশেষ করে আমরা দেখেছিলাম কংগ্রেস আমলে যখন এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম'স কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটি একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, যারা জন প্রতিনিধি আছেন—মন্ত্রী এম, এল, এ তাঁর তাদের এসেটের ডিক্লারেশান দিতে হবে। যখন আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন তিনি উচ্চ কণ্ঠে এই হাউসের ভিতরে এবং বাইরে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন।

আজকে উনার কণ্ঠস্বর নীরব কেন ? আজকে যারা মন্ত্রী পদে আসীন আছেন তাদের এসেটের ডিক্লারেশান চাওয়া হয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর এই ব্যাপারে নীরব দেখছি। আরেকটা ব্যাপারে আমরা দেখছি, একজন সিনিয়র অফিসারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ভিজিলেন্স কেস দিয়েছেন। তিনি মনিপুর কেডার ভুক্ত। উনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। কি দুর্নীতি তা বলা হয় নাই। এটা যে দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে করা হয়েছে সেটা আমাদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। কাজেই ভিজিলেন্স কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। এই খাতে যে বাড়তি অংক ধরা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার জনস্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে কি না সেটা ভাববার আছে। আমার আরেকটা কাট-মোশন আছে ১১ নং ডিমাণ্ডের উপর, মেজর হেড ২৮০ ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে গ্র্যান্ট দেয় এই খাতে সেটা ত্রিপুরার জনস্বার্থে ব্যয়িত হয় কিনা। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অধিকাংশ ঘরবাড়ীই বাঁশ ও ছনের তৈরী। কাজেই এখানে অগ্নি নির্বাপকের আরও বেশী ব্যবস্থা থাকা দরকার। যেমন শান্তীর বাজার এমন একটা জায়গা যেখানে একটা ফায়ার সার্ভিস আশু দরকার। সেই জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব শান্তির বাজারে একটা ফায়ার সার্ভিস সেন্টার খোলার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট-মোশনের পক্ষে বক্তব্য রেখে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আজকে কতকগুলি ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি, এবং সরকার পক্ষ থেকে ডিমাণ্ডে যে টাকা চাওয়া হয়েছে, সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করছি যে, বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই সরকারের কাজকর্মে ত্রিপুরার মানুষ খুবই খুশী এবং সেই জন্যই তারা দ্বিতীয়বার এই দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এই সরকারের উপর জনগণের আস্থা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ১১নং ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কাট মোশন এনেছেন ভিজিলেন্সের উপর। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু তিনি নিজেও একটা কাট মোশন এনেছেন। কিন্তু আমরা যেটা দেখি, আজকে ত্রিপুরার পাহাড়ে জঙ্গলে উপজাতি যুব-সমিতি এবং সমতলে কংগ্রেস (ই) দুষ্কৃতকারীরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কয়েকদিন আগে এই বিধানসভায় একটা কলিং অ্যাটেনশন আনা হয়েছিল, গত তেরই জুন যেখানে

ঘটনাস্থলেই যেখানে একজন উগ্রপন্থী মারা গেছে। কমলপুরে ইন্দিরা কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীরা দোকান বন্ধ করে রাখছে, বিশালগড়ের মত "রাস্তা রোখ" আন্দোলনের মত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা বহুবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা শেষ করার জন্য বলেছি, কিন্তু কিছুই হয় নি। এক দিকে তারা বলেছে সি. আর. পি. বাড়াও এবং আরেকদিকে অর্থ বরাদ্দটা তারা মেনে নিতে পারছে না। কাট মোশান আনছে। উগ্রপন্থী দমন করার জন্য সি. আর. পি. পুলিশ যেমন দরকার ভিজিলেন্সেরও দরকার আছে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব-সমিতি ধুমাছড়াতে স্বাধীন ত্রিপুরার ঘোষণা করেছিল এবং এই ব্যাপারে তারা একটা ম্যাপও বের করেছিল। সেই স্বাধীন ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী হলেন শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিজয় রাংখল এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তারাও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বলে জানা গিয়েছিল। তারপর তৈদু বাড়ী। সেখানে বলা হয়েছিল যে, ত্রিপুরাকে স্বাধীন করতে হবে। এদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপের জন্য ভিজিলেন্সের রিপোর্টের দরকার আছে।

মাননীয় সদস্য জওহর বাবু এই ব্যাপারে কাট মোশান না আনলেও মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু এনেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, জওহর বাবুর সঙ্গে নগেন বাবুর একটা সম্পর্ক আছে একথা সবাই জানে। জওহর বাবু বিগত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস (ই) থেকে নমিনেশন না পেয়ে নির্দ্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস হয়ে। কংগ্রেস (ই) এর সঙ্গে উপজাতি যুব-সমিতির যে অশুভ আঁতাত তা জওহর বাবু সমর্থন করেন। কাজেই জওহর বাবু যে নগেন বাবুর সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। স্যার, বাজেট আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম, উপজাতি যুব সমিতির কিছু সংখ্যক সদস্য বেড়িয়ে গিয়ে হিল্‌স্ পিপলস্ পার্টি বলে একটি দল গঠন করেন। দেবব্রত বাবু বেড়িয়ে গিয়ে একটি পুস্তিকা বেরও করেছেন। শ্যামাচরণ বাবু তা সহ্য করতে পারছেন না, তাই এখানে আমার বক্তব্য রাখার সময় বাধা দেওয়া হচ্ছে হৈ চৈ করে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রাইবেল বেঞ্চ —১২ হাজার তো দিয়েছেন, আরো কিছু দিন না, তাহলে এই রকম আরো কিছু পুস্তিকা বের করতে পারবে)।

নির্ব্বাচনের আগে নাকি তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, তিন জন মন্ত্রী তো আমরা পাবই। কাজেই মন্ত্রী হবার আশায় আমাদের এক হতে হবে। ৬ষ্ঠ তপশীলির আলোচনা এখন বাদ দিয়ে আগে এম. এল. এ. হওয়া যাক। মন্ত্রী হতে হবে, কাজ করতে হবে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, জহর বাবুকে নগেন বাবুর শিষ্যই বলা চলে। এই জহর বাবু অবাধে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেখানে আমরা উগ্রপন্থীদের ভয়ে যেতেই পারছি না, সেখানে জওহর বাবু সার্টিফিকেট নিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজকে উপজাতি যুব-সমিতির দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য আজকে কোন সুযোগ সুবিধ না পেয়ে এখানে বিধান সভায় হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। কেন না, এতে উপজাতিদের বলতে পারবেন। দেখ আমরা তোমাদের জন্য বিধান সভায় কত সরব। কাজেই মাননীয় সদস্যরা এখানে যে কাট্‌ মোশানগুলি এনেছেন সবগুলি কাটমোশানের বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ড-গুলিকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৯ এবং মেজর হেড ২৬৫ এর উপর। আমার ডিমাণ্ডের বিষয় বস্তু হলো :—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that need to establish Government Guest House at Shillong." এইখানে বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা ভবন দিল্লীতে নির্মাণ করা হয়েছে, গৌহাটিতে করা হয়েছে। কিন্তু শিলং-এ এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। বামফ্রন্ট সরকার থেকে বলা হয়েছিল, পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ থেকে ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস করা হবে, তার মধ্যে ৩০টি সীট হবে ত্রিপুরার ছেলেদের জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভেশন যে কি করা হয়েছে তা আপনারা সবাই জানেন। কাজেই, এই ক্ষেত্রে যে ব্যয়বরাদ্দ করার জন্য দাবী করা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের জন্য একটা ভাল সেন্টার করার জন্য পূর্ব্ব ভারতের একটি হেড কোয়াটার করার জন্য। কেন না, ত্রিপুরা থেকে ট্রাইবেল, নন্-ট্রাইবেল ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করতে যায়। কিন্তু তারা খুবই অসুবিধায় পড়েছে কোন রেসিডেন্স কিংবা রেষ্ট হাউস না থাকার জন্য। এখন পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ জনের মত ত্রিপুরার ছেলে-মেয়ে শিলংয়ে পড়াশুনা করছেন। তারা খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। কাজেই সেখানে একটি রেষ্ট হাউসের খুব দরকার আছে বলে আমি মনে করি। বিগত পাঁচ বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকার শাসন করে গেলেন এবং এই বৎসরও জনগণ তাঁদেরকেই আবার ক্ষমতায় বসিয়েছে, কাজেই তাঁরা গর্ব্ব করতে পারেন। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে আপনারা আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটিও পূরণ করা হচ্ছে না। কাজেই আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ করব, ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যাতে ভাল করে পড়াশুনা করতে পারে তার সুযোগ সুবিধার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হবেন। কারণ আপনারা জানেন ত্রিপুরা থেকে যদি কেউ কলকাতায় যায় তাহলে সেখানে ত্রিপুরা ভবনে থাকতে পারেন এবং দিল্লীতে গেলেও ত্রিপুরা ভবনে থাকতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শিলং-এ এখনও কোন কিছু করা হচ্ছে না। অথচ বিগত ৫ বছরে সেটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, খুব সম্ভব সেখানেও জায়গা খরিদ করা হয়েছিল। এখন বোধ হয় সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। উপরন্তু বলা হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৩৫০ কোটা বিশিষ্ট একটা বিল্ডিং তৈরী করা হচ্ছে সেখানে ত্রিপুরাকে ২০ টি কোটা দেওয়া হবে। দেওয়া হলেই কি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই সে দিক থেকে ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, এই ব্যাপারে আপনারা চেষ্টা করবেন। আমার আর একটা কাট মোশান

হলো Demand No, 11 Major Head—260

"That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievennce that :—

Need to establish a Fire Service Stations at Santir Bazar, Manughat, Ambassa, Nutan Bazar and Chelagong."

বিশেষভাবে গরমের সময় নানা জায়গায় বাজার- করে দেওয়া হয়। ধানসভা বিহাট নির্ব্বাচনের প্রাক্ মুহূর্ত্তে আমবাসা এবং ডলুবাড়ীতে ট্রাইবেল বাজারের দোকানগুলি আগুনে

দগ্ধ হয়েছিল। সেখানে সরকার কি অবগত আছেন, কমলপুরে একটা ফায়ার সার্ভিস সেণ্টার আছে সেটা আমবাসাতে ব্যবহার করা যাচ্ছে না? শুধু আমবাসা নয় কৈলাশহর সাবডিভিশনে একটা বিশেষ হেড কোয়াটার নর্থ ত্রিপুরা, সেখানে একটা ফায়ার সার্ভিস সেণ্টার থাকলে অন্যান্য জায়গাতে যেমন ছামনু, মনু, ময়নামা, ধুমাছড়া, কলমছড়া, কুমারঘাট এই সব জায়গাতে যাওয়া আসার খুবই কষ্ট কাজেই এই সব জায়গায় ফায়ার সার্ভিস রাখা একান্ত প্রয়োজন। একসিডেণ্টলি যেখানে আগুন লাগে সেই সব ব্যবস্থা রাখার জন্য উত্তর ত্রিপুরায় মনু বাজারে একটা সেণ্টার করা দরকার। কাজেই এই সমস্ত কাজে বহু টাকা বাজেট ধরা হয়েছে তা সত্বেও কেন এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে না, তার জন্য আমি ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে এবং কাট মোশানের সপক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে আমার কাঞ্চনপুর এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকার যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আর্মি ক্যাম্প বসানো হয়েছে তার জন্য এলাকার জনসাধারণ তীব্র বাধা দিয়েছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে হয়রানির সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে, এই বছর যখন জম্পুই এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলাম, আগে প্রোগ্রাম থাকা সত্বেও আমার কাছে যে সমস্ত কাগজপত্র ছিল সমস্ত ঘেটে দেখেছে এম. এল. এ পরিচয় দেওয়া সত্বেও। তারা গাড়ী পাস করতে দেয় নি। এই রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে আনন্দ বাজার বিরাট ট্রাইবেল এলাকা কাঞ্চনপুর থেকে জীপে টেইলারে মাল লোড করে নিতে হয়। এইভাবে লোড করে যখন রেশনের মাল নিয়ে যাচ্ছিল তখন পথের মধ্যে সমস্ত চাউল, গম, কেঃ তৈল এবং লবন ইত্যাদি ফেলে দিয়ে একটা একটা করে চেক করে এইভাবে হয়রানি করা হয়। শুধু তাই নয় আনন্দ বাজার এলাকায় তারা বিনা পয়সায় ট্রাইবেলদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন এবং তারা যদি টাকার দাবী করেন তাহলে হইতো টাকা দেওয়া হবে না' তোমরা সরকারের কাছে দাবী কর। একদিনের কাজের কথা বলে ৩/৪ দিন কাজ করিয়েছে এমন ঘটনাও আছে। জুনের দাঙ্গা যখন সংঘটিত হলো তখন আমরা টের পাইনি কারণ আমরা কাঞ্চনপুর এলাকায় পাহাড়ী-বাঙ্গালী মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলেছি। কেন সেখানে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে মিলিটারী ক্যাম্প বসানো হলো? কোন দিন তো চুরি ডাকাতি, হয় নি। তা সত্বেও আজকে তাঁরা এই মিলিটারী ক্যাম্প আরও জোরদার করছে, বিশেষ করে তুইপাল্লা এবং ভদ্রমনি রিয়াং পাড়ার আশে-পাশে যারা বামফ্রণ্টের পক্ষে তাদের অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে। কারণ, তাঁরা তো আর বাংলা বলতে পারে না, তাই শুধু বলেছে তোমরা সি পি. এম কর, তোমরা ভাল না এবং তাদের ভাষায় আরও অনেক কিছু বলেছে৷ যেমন বামপন্থী, বাম হটাও ইত্যাদি। এই এলাকায় নারী নির্য্যাতন সম্পর্কে ঘটনা আছে। কাজেই, শান্তি এলাকার মধ্যে যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে সেটা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ রেখে এবং ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে আমার বক্তব্য রেখে এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং হচ্ছে ৯, মেজর হেড—২৫২। "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent Disapproval of the policy viz....Disapproval of the policy of upgradation and standard of general administration." মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা গত ৫ বৎসরে যে যারা ত্রিপুরা সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ সি, পি, আই, (এম) পার্টি তাদের আমলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশান আপ গ্রেডেশান কতটুকু হয়েছে, সেটা খুব সংক্ষেপে বলার চেস্টা করব। আমরা দেখেছি আপ গ্রেডেশানের নামে সেক্রেটারীয়েটের চারিদিকে একটা প্রাচীর তোলা হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে থেকে যাতে আরো দূরে রাখার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে। শুধু প্রাচীর নয়, বল্লম গেথে দেওয়া হয়েছে যাতে জনসাধারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা না করতে পারে। আমরা একটা কথা শুনেছি যে নলেজ উইদাউট ডিসকাশান, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান উইদাউট অথরিটি এবং মানি উইদাউট ট্রেড্ ইজ ইউজলেস। আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হয়ে গেছে উইদাউট অথরিটি। আজকে মাননীয় মন্ত্রীদের অথরিটি থাকতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজকে সেই অথরিটিকে পরিচালনা করছেন তাদের কো-অর্ডিনেশান কমিটি। কমিটি ঠিক করে দেয় মন্ত্রীরা কোথায় বসবেন, মন্ত্রীদের প্রাইভেট সেক্রেটারী, কে হবেন, পারসনেল অ্যাসিস্টেন্ট কে হবেন, কোন রুমে বসবেন। সবকিছুই ঠিক করে দেয় কো-অর্ডিনেশান কমিটি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি সার্কুলার জারী করেছিলেন কর্মচারীরা যতে ঠিক সময়মত অফিসে আসেন। এইটা আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি বলেছিলাম এইমাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এইটা উইথড্র করবেন। সেটা দেখা গেল যে কো-অর্ডিনেশান কমিটি কিছু সংখ্যক যারা কমিটিকে নিজের স্বার্থে পরিচালিত করেন তারা মুখ্যমন্ত্রীকে গিয়ে, বললেন আমরা আপনাদের জন্য চুরি করি, ব্যালট পেপার ছাপাই, নির্বাচনে জেতাই, আর আপনি কিনা বলেছেন ঠিক সময় মত অফিসে আসতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার এত দুঃসাহস। মুখ্যমন্ত্রী সার্কুলার তুলে নিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আহ্বান জানাতে চাই, আপনি একবার গিয়ে দেখে আসুন অফিসগুলির অবস্থা। কো-অর্ডিনেশান কমিটির পাণ্ডাদের যে দৌরাত্ম্য সেই দৌরাত্ম্য জনসাধারনের নাভিশ্বাস। আজকে মাননীয় সদস্যরা, মাননীয় মন্ত্রীরা হাসতে পারেন, কিন্তু আমি জানি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মূল কর্তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বুঝবেন তিনি কতখানি অসহায়। আজকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের পলিসি হবে আপ-গ্রেডেশানের জন্য যারা লোক্যাল, যারা অ্যান্টি ক্যাডারের লোক তাদের সম্পর্কে কনসিডারেশান থাকা উচিত। তাদের যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ দেওয়া উচিত। আজকে আমরা এখানে কি দেখতে পাই, আমি কারো নাম বলব না, কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে কারোর বিরুদ্ধে বলার পক্ষপাতি নই, কারণ আমার ব্যক্তিগত কোনকিছু এখানে জড়িয়ে নেই। এম, টি ক্যাডারের যে সমস্ত অফিসার আছেন তাদের ডিমরেলাইজ করার জন্য বাইরে থেকে অফিসার এনে বসাচ্ছেন। যার জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান পলিসি আজকে জায়গায় মার খাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে বললাম এবং বিস্তারিত বলার

সুযোগ আমাদের আগামীকাল রয়ে গেছে। আমার আর একটি কাটমোশান হচ্ছে- নিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২৫৫। That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent Disapproval of the policy viz--Dis-epproval of poliay in respect of Secrct Service expenditure." মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাতে গেলে পুলিশ বাহিনী দরকার এবং পুলিশ বাহিনীর সংগে সিক্রেট সার্ভিস যেটা সি, আই, ডি বলুন বা আই, জি, পি বলুন সেই কতগুলি দরকার হয়। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের কাছে রাজ্যের প্রত্যেকটা খবর পৌছানোর জন্য। পলিসিগত ভাবে আমি এইটাকে সমর্থন করতে পারছিনা এই কারণে যে গত ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় এই যে সিক্রেট সার্ভিস একেবারে ফেইল করেছে। গত জুনে একটা সুপরিকল্পিতভাবে রায়ট হল, কিন্তু সেই রায়টের খবর এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসে পৌছল না। এটা কি সম্ভব? এইটা সম্ভব হয়েছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ সালে এই বামফ্রন্ট সরকার যখন গদীতে এসেছেন তখন দেখলাম এই সিক্রেট সারভিসের যে টাকা সেই টাকাটা হচ্ছে আন-এ্যাকাউন্টেড মানি। তার জন্য এ, জির কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। তারজন্য পি. এ. সির কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না কি ভাবে টাকাটা খরচ করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় সোর্স মানি। কতগুলি রেজিষ্ট্রারের কতগুলি নাম্বার থাকে। নাম্বারটা হচ্ছে সোর্স নাম্বার এখানে সোর্স মানিটা সম্পূর্ণভাবে ওদয়ষ্টেজ হয়েছে। আমি মনে করি কেডার পোষার জন্য সোর্স মানি ব্যবহার হয়েছে। যারা শিক্ষিত ছিল, যারা সোর্সে প্রকৃত খবর আনতে পারত আজকে তাদের ছাটাই করা হয়েছে আর সে ক্ষেত্রে সোর্স মানিটা দেওয়া হয়েছে কেডারদের মধ্যে। এভাবে কেডারদের টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তাদেরকে পোষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেজন্য পুলিশ এডমিনিষ্ট্রেশানের এই অবস্থা। আজকে আমরা দেখেছি কোন প্রাইয়র ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব খবর পানানোর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। উগ্রপন্থীদের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর বিরুদ্ধে তার তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখবেন। আমরা জানি এর মধ্যেই তিনি তীব্র ভাষায় শান দিচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যটা জনসাধারণ জানেন। এতে হয়ত আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই আমি ডিস্-এপ্রোভ্যাল অব্ দি পলিসি ইন রেসপেক্ট অব্ সিক্রেট সার্ভিস এক্সপেণ্ডিচার, এটা মনে করি এটা দরকার আছে কিনা। আমরা এ রাজ্যে বাস করি সে রাজ্যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চাই এডমিনিসট্রেটিভ কঠোর হউক এটা আমরা চাই, পুলিশের এফিসিয়েন্সি বাড়ুক সেটাও আমরা চাই কিন্তু যে পলিসিতে বামফ্রন্ট সরকার চলেছে সেটাকে আমরা ডিস্এপ্রোভ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমার আরেকটি কাট-মোশান ছিল ফরেষ্ট সম্পর্কে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯, মেজর হেড ৩১৩, আজকে বামফ্রন্ট সরকার আমার পরে রাজ্যে ডিফরেষ্টেশন কথটা হয়েছে, কত একর, এ ফরেষ্টেশান হয়েছে কত একর, পাহাড়ে পাহাড়ে নূতন কোন প্লেণ্টেশান হয়নি। বরং সমস্ত শাল গাছগুলি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। কেডারদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গর্জন গাছগুলি চলে যাচ্ছে হয় তিনসুকিয়াতে নয় গৌহাটিতে-যেখানে প্লাই-উড কারখানা আছে। ত্রিপুরার গর্জন গাছ হচ্ছে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যেসব কাট-মোশান আছে সেগুলিকে ও অন্যান্য সদস্যরা যেসব কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা যেসব ডিমাণ্ড এনেছেন সে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং যেসব ডিমাণ্ডের উপর কাট-মোশান আনা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কাটমোশান এনে বিরোধীদলের নেতা মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য্য পুলিশের খাতে টাকা বাড়ান হয়েছে বলে বক্তব্য রেখে টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কোন খবর দিতে পারেনা। দাঙ্গার খবর দিতে পারেনি বলেও বক্তব্য রেখেছেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, একটা রাজ্যে যেমন রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থাকে তেমনি কেন্দ্রের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থাকে তাহলে রাজ্যের গোয়েন্দারা না হয় পারল না কিন্তু কেন্দ্রের গোয়েন্দারা পারল না কেন ? তারা ত রাজ্যে ছিল। মাননীয় সদস্যরা তাহলে শ্রীমতি গান্ধীর সেখানেও এ ব্যাপারে কাট-মোশান আনলে তবে বুঝা যেত যে, তারা সত্যিই জনদরদী কিনা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এডমিনিসট্রেটিভ লোকদের কাছে অসহায়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি তাদের নিজের দলের কাছে সে রকম অবস্থায় নয়? ওরা কি বলেন আর কি করেন। তাদেরকেও ত পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাঁচতে হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যিনি পুলিশের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেন না তিনিই আবার পুলিশের বিরুদ্ধে বলছেন। কিন্তু আমি একটা কথাই বলতে চাই যে, কংগ্রেস আমলে পুলিশের ভূমিকা কি ছিল ? আর এখন কি হয়েছে। এখন কোথায় কোন গণ আন্দোলনের উপর পুলিশের অত্যাচার হয়েছে ? আর কংগ্রেস আমলে ত ঐ সুখময়বাবু পুলিশকে দিযে গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ত সে রকম কোন কিছুই করেননি তারা কি বলতে পারবেন যে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে ? তাদের আজকে ভাবতে হবে যে, পুলিশের ভূমিকা আগের চাইতে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে তখন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আজকে তারা সমাজের একজন জীব হিসাবে বাঁচতে চেষ্টা করছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশকে সে সুযোগ দিয়েছেন। ওরা বলছেন এগ্রিকালচারের টাকা কমিযে দিতে, কিন্তু আমি বলতে চাই ওরা কি ত্রিপুরা কোন উন্নতি চান না ? ত্রিপুরা হচ্ছে একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এখানে আর তেমন কোন প্রধান উৎপাদন নেই যে, ত্রিপুরার মানুষ সেটাকে অবলম্বন করে বাঁচতে পারে। তার উপর ত্রিপুরা রাজ্যের ৭ শতাংশ জায়গা হচ্ছে টিলা আর বাকী অংশে শুধু কৃষি হয়। এমন অবস্থায় যখন কৃষির জন্য এখানে ডিমাণ্ড এসেছে টাকার জন্য তখন ওরা বলছেন কৃষি খাতে টাকা কমিয়ে দিতে। তাহলে ওরা কি চান ? এখানে যখন সবার জন্য চাওয়া হচ্ছে তখন ওরা তার বিরুদ্ধে বলছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— এসব না করে ত্রিপুরার কথা ভাবুন। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা গ্রামে গঞ্জে বাস করে, যারা কৃষক তাদের ডিমাণ্ড কাট করলে রাজ্যটা থাকে না। সেই দিক দিয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে, উৎপাদন কতটা বেড়েছে, উন্নত সার বীজ কতটা প্রয়োগ করা হয়েছে

অন্যান্য মোশানারী কতটা কেনা হয়েছে এই সমস্ত পরিসংখ্যান দিয়ে আমি বক্তব্য বাড়াতে চাই না। এইগুলি হাউসে আগেই দেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমি কাট মোশনের বিরোধীতা করছি। তাঁরা বলেছেন ফরেষ্টে গাছ চুরি হচ্ছে। বামফ্রণ্ট সেগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ১৯৬২ সালে ডুব তলীতে ১৬ একর জমির মধ্যে শাল গাছ ছিল। একজন কংগ্রেসের বড় নেতা নিজের নামে সেটাকে জোত করে নিলেন। তারপর একজন কংগ্রেসী কণ্টাক্টরের কাছে সেটা বিক্রি করেছেন। ভারত মজুমদার, যিনি একজন বড় কংগ্রেসী। তার ছেলে অনন্ত মজুমদার। সেটা তাঁরা পেয়েছিলেন উপেন্দ্র কিশোর নামে একজন জমিদারের কাছ থেকে। তারা কংগ্রেসী আমলে খাস ভূমি নিয়ে নিজের নামে রেকর্ড করিয়েছেন। এখন এক এক করে ধরা পড়ছে। যখন এসব চোরাই বন্ধ করার জন্য বলা হয় তখন বলেন খুন করে ফেলব। কাজেই অশোক বাবু যে বলছেন—আসলে এখনও ৩০ বসররে জঙ্গল সাফাই করতে হচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওরা যেব প্রশ্ন করেছেন, এটা নিশ্চয়ই আমি দাবী করতে চাই না যে, ফরেষ্ট এর ক্ষেত্রে, এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্রে সব সমস্যা সমাধান বামফ্রণ্ট সরকার করে ফলতে পেরেছে। কিন্তু সমস্যা এই সমস্ত সমাধান করার চেষ্টা করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার চেষ্টা করছেন। এখানে বসে মনে করবেন না যে, আপনারা কয়েক জনের জন্য ত্রিপুরা। অসংখ্য মানুষ রয়েছে গ্রামে। তাদের জন্য কর্মচারীর কথা ভাবুন, সুষ্টু চিন্তা করুন। গরীব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হোন। নইলে পরে আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটবে। নির্বাচন আরও রয়েছে। সেগুলিও এই রকম চেহারাই নেব। কাজেই এই কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১—মেজর হেড ২৬০ এর উপর যে কাট মোশান আমি এনেছি এই হাউসে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে আজকে আমরা দেখি সারা ত্রিপুরাতে প্রতি বছর কত লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। এগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। আর এপর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে ফায়ার সার্ভিস চালু করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে দাবী এসেছে। ঠিক এই রকম একটা দাবী অমরপুর থেকে এসেছে। অমরপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলাইয়া, তীর্থমুখ, করবুক নিয়ে নূতন বাজার, চেলাগাং এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে যাতে চেলাগাং-এ ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র খোলা হয়। ঠিক এই রকম, বিশেষ করে শান্তির বাজার, মনুঘাট, আমবাস, এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গাতে যাতে ফায়ার সার্ভিস সেণ্টার খোলা হয় তার জন্য দাবী রাখছি। আজকে যে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এইগুলি রক্ষা করার জন্য সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। এই কারণেই আমি যে কাট মোশান এনেছি এই জিনিষটার গুরুত্ব বুঝতে সকলকে আমরা অনুরোধ করব যাতে সকল সদস্য আমার এই কাট মোশনকে সমর্থন করেন।

এই অবস্থার গুরুত্ব বুঝে, আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তারাও বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলি আছে, সেগুলিকে সমর্থণ করেন। স্যার, আমার আর একটা কথা হল, এই যে ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরাতে ফায়ার সার্ভিস যেটা আছে, তার যথাযত উন্নয়ন না করে, তাকে আরও সীমিত করার জন্য নানা চেষ্টা করে আসছেন। অর্থাৎ এই ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থাটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাকে সীমিত করার চেষ্টা চলছে। তার কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই, সেটা হল এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর ১৯৭৯ সালে দিল্লীর ইণ্ডাসট্রিয়েল ফায়ার ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে মোট ১৪টি পোরটেবল পাম্প কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকার ১৩টি পাম্পের ডেলিভারী নিয়েছেন এবং কোম্পানীকে এই পাম্পগুলির জন্য তার মুল্য হিসাবে মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সরকার থেকে আগাম দিয়েছেন, অথচ ঐগুলি সবই এখন অকেজো হয়ে রয়েছে। তারপর আর একটা উদাহরণ হল, এই ফায়ার সার্ভিসে ফোরম্যানের একটা পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটা দেওয়া হল এমন একজন লোককে, যাকে পি,-ডবলিউ, ডিপার্টমেণ্ট থেকে আনতে হয়েছে, আর তার নাম হচ্ছে শ্রীহরলাল রায়, তাকে নাকি ডেপুটেশানে আনা হয়েছে। অথচ তার জন্য এই ডিপার্টমেণ্টের একজন লোককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকে বসিয়ে দেওয়া হল, সেই লোকটি এই পোষ্টে প্রমোশন পাওয়ার জন্য অনেক আগেই সরকারের বিরোদ্ধে মামলাদায়ের করেছেন। তার মামলার নং হচ্ছে টাইটেল স্যুট নং ফোর অব নাইন্টিন সেভেন্টি ফাইভ। কারন হিসাবে যেটা দেখানো হল, সেটা হল তার নাকি ডিপ্লোমা ছিল না, কাজেই তাকে দেওয়া হল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাকেও একটা পোষ্ট দেওয়া হল। ফলে ঐ একটা পোষ্টের এ্যাগেন্স্টে দুইজন লোক নেওয়া হল এবং তার জন্য সরকারকে প্রতি মাসে ১৭০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অবশ্য কিছুদিন আগে সেই শ্রীহরলাল রায়কে মেন্‌নটেনেন্স স্থপারেনটেণ্ডের পোস্টে প্রমোশন দেওয়া হল। তাই এই সব উদাহরণ-গুলি থেকে এটা সহজে অনুমান করা যায় যে ফায়ার সার্ভিস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে আউট-পুট বা স্থবিধা পাওয়ার কথা, সেটা পাচ্ছে না, গ্রামের মানুষ এই ফায়ার সার্ভিসের স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যদি প্রসাশনের অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তা ভেবে অবাক হতে হয়। আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এই সব কাটমোশানের বিরোধীতা করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই সব কাট মোশান গুলি আনার জন্য আমাদের সমালোচনা করেছেন বটে, কিন্তু আজকে প্রশাসনের মধ্যে যে অবস্থা চলছে, সেটা তারা কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তারা আমাদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করেছেন, এই কারনে যে আমরা তাদের দুর্নীতিগুলি জনসম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তাই আমি এই হাউসের সকল সদস্যদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে প্রশাসনের মধ্যে যে সব দুর্নীতি বা দোষ ত্রুটি আছে, সেগুলিকে অবিলম্বে দূর করার চেষ্টা করুন এবং যাতে একটা সচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, তার দিকে সবাই নজর দিন। কিন্তু সেটা না করে যদি আপনারা আপনাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে কোন কিছু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তাহলে তার ফল খুব একটা ভাল হবে না, এই হুসিয়ারী আমি দিতে চাই। কারণ ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল আর ১৯৮৩ সালের নির্বাচনের

ফলাফল এক নয়। ১৮৭৮ সালে আপনারা এখানে ৫৬ জন সদস্য নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ১৯৮৩ তে আপনারা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তা একবার চিন্তা করে দেখুন। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের কোন এক মাননীয় সদস্য, আমার সম্পর্কে প্রসঙ্গ ক্রমে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। তার অবশ্য একথা বলার কারণ আছে কারণটা হল অমরপুরে আমি যেখানে বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই মহকুমা থেকে আপনাদের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে নি। উনি শুধু আমার কথাই বলেন নি, নগেন বাবু এবং শ্যামা বাবু সম্পর্কেও কিছু কথা বলেছেন। আর আমি এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি না, সেখানকার লোক বিশেষ করে অমরপুরের লোক তাদের এই সব বক্তব্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন। তাই আমি আশা করব যে ১৯৮৩ সালের নির্বাচনের শিক্ষা নিয়ে আপনারা আগামী দিনে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ কর্ম করবেন এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিকৃত করবেন যাতে, ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের জনগন আপনাদের কার্য্য দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এই কথাগুলি বলে আমার যে কাটমোশান আছে এবং বিরোধী পক্ষের অন্যান্য সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কাট মোশান এনে যে সব বক্তব্য রেখেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। এবং বিরোধীতা করে বলতে চাইছি যে, উপজাতি যুব সমিতি তৈতুতে কিছুদিন আগে যে সম্মেলন করলেন, সেই সম্মেলনে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল? আমি যতটুকু জানি, তাতে বলতে পারি যে, সেই সম্মেলনে তারা নির্বাচনে কাকে প্রার্থী দেবেন, সেই সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা হয় নি। এমন কি তাদের যে ৪ দফা দাবী এবং সেই দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন করার যে সিদ্ধান্ত তারা আগে নিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কেও কোন কিছু আলোচনা হয় নি। তারা সেই তৈতুর সম্মেলনে যেটা করেছেন, সেটা হল, তারা সেখানে স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৪৯ সালের পর যারা এসেছেন, তাদের যাতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতাড়ণ করা যায়, তার দাবী তুলেছিলেন। কাজেই, আমার বক্তব্য হচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা, যারা এখানে আছেন, যারা স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়েছিলেন, তারা তাদের সেই ডাক প্রত্যাহার করেছেন কিনা? না তাদের স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক এখনও আছে? এই ত্রিপুরা রাজ্য একদা শান্তিতে ছিল। সেই শান্তির পরিবেশ নষ্ট করে, অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা নাকি হতাশাগ্রস্ত, তাদেরকে নিয়ে আপনারা কি বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনে সামিল হন নি? ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে, কংগ্রেস পরাজিত। কাজেই এই যে পরাজিত গোষ্টি তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই তারা এখন যে হতাশায় ভোগছে, সেই হতাশায় তাদেরকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার ইন্দন যোগাচ্ছে এবং তারা তাদের চক্রান্ত দ্বারা চেষ্টা করছে যে, ত্রিপুরাতে যেন তেন প্রকারে রাষ্টপতির শাসন কায়েম করা হউক। আজকে তারই প্রতিধ্বনি ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে কন্দরে শুনা যাচ্ছে, উগ্রপন্থীরা এখানে সেখানে হামলা করছে। উপজাতি যুব সমিতিও তাদেরকে এই কাজে সাহায্য করছে। শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরাতে অশান্তি এলো কি করে? এটা কি সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী জন গোষ্টির কাজ নয়?

চক্রান্ত করে বামফ্রন্টকে হটানো যায় কিনা, দাবী করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসন দিতে হবে। তারা রাষ্ট্রপতির শাসন আদায় করার জন্য '৮০ সালে জুনে দাঙ্গা করা হয়েছে (ইণ্টারাপশান) শচীন্দ্র দেওয়ানজীর বাড়ীতে কারা ডাকাতী করেছে? অস্ত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেগুলিকে প্রতিরোধ করতে গেলে পুলিশকে শক্তিশালী করতেই হবে। এবং আমরা সেগুলি করতে চাইছি বলেই বিরোধী পক্ষ ভয় পেয়ে আমাদের বাধা দেওয়ার জন্য এইসব কাটমোশান এনে এর বিরোধীতা করছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, একজন বিধায়ক কি করে বলতে পারেন যে পুলিশকে কেন টেরীকট দেওয়া হবে। কি করে একজন দায়িত্বশীল বিধায়ক এই কথা বলতে পারেন (ইণ্টারাপশান) ক্ষতি হয় না। তারজন্য (ইণ্টারাপশান) উদের নামে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। তারজন্য আপনারা কংগ্রেস অফিস করতে পারেন, আপনারা টি. ইউ. জে. এস. অফিস করতে পারেন, এই জন্যই এইগুলি লিগেলাইজ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই জিনিষটা বুঝতে হবে। আমি এই কথা বলছি না, আমরা সব কিছু করে দিতে পারব। এই কথা আমরা কেউ বলছি না। আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে. সেগুলি অতিক্রম করতে হবে আজকে আমরা কৃষকদের সময় মত বীজ, সার ইত্যাদি পেঁৗছে দিতে পারি না। এই সব সমালোচনা আমরা নিশ্চয় গ্রহণ করব এবং এইজন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে এই ব্যাপারে আমরা কি করে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারি। আপনারা আজকে বলছেন যে, পুলিশের খাতে কেন এত টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। আপনারা আপনাদের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বন্ধ করুন আপনারা আপনাদের অস্ত্রগুলি জমা দিয়ে দিন, তাহলে আমাদের আর পুলিশের খাতে এত টাকা খরচা করতে হবে না। সেগুলি জমা দিয়ে গণতন্ত্রের পথে আসুন তাহলেই আর খরচা হবে না। (ইণ্টারাপশান) সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এবং যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম যে, গাবর্দিতে একটা পুলিশ আউট পোষ্ট দরকার। কারণ, সেখানে অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে আগেও একটা পুলিশ আউট পোষ্ট ছিল—সেখানে অনেক সরকারী অফিস আছে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে, ল্যাম্পস আছে, বাজার আছে কাজেই, এই সব জিনিষ চিন্তা করে সেখানে আউট পোষ্ট দেওয়ার বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করবেন বলে আশা করছি। আমি এই ব্যাপারে টাকারজলার ও. সি. র সংগে আলোচনা করছিলাম তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনি নাকি এস. পি. র সংগে দেখা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তার পক্ষে টাকারজলা থেকে গাবর্দি পর্য্যন্ত কাভার করা অসুবিধা আছে। তাছাড়া কিছুদিন আগে গুলিরাইপাড়া যে বাজার, সেই বাজার লুট হয়েছিল। সেইজন্য আমি এই ডিমাণ্ডকে বিরোধীতা করছি। শুধু তাই নয়, সদরের রামনগর থেকে সোনামুড়া পর্য্যন্ত গরু পাচার হচ্ছে এবং পুলিশ সেগুলি বন্ধ করতে পারছে না। আর একটি ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তুইনাই বাড়ীতে কিছু দুষ্কৃতকারী এক বাড়ীতে গরু চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে। সেই বাড়ীতে কোন

পুরুষ লোক ছিল না। ছিল বাড়ীর মালিকের স্ত্রী এবং আর দু'টি মেয়ে, ছিল—তার শালী এবং বোন—তাদের রাত ১২টার সময় ধরে নিয়ে যায় এবং ২টার সময় ফেরত দিয়ে যায়। আর একটি ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানেন, গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ করবুকে পুলিশ বৃক্ষমালী জমাতিয়ার বাড়ীতে ঢুকে ৮ জনকে আহত করে। তারমধ্যে একটি মেয়ে কুশকণ্যা জমাতিয়া এবং বৃক্ষমালী জমাতিয়ার এক বছরের ছেলেকেও আহত করে সেই ছেলেটির মাথা ফাটিয়ে দেয়।

আর একটা ঘটনার কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে চন্দ্ররাণী জমাতিয়া তার পরার পাছড়াটি পুলিশ খুলে নিয়ে গিয়েছিল। এই হচ্ছে পুলিশের কাজ। পুলিশ-এর কাজ হচ্ছে শান্তি রক্ষা করা এই হচ্ছে পুলিশের শান্তি রক্ষার নমুনা। তার উপর আজকে সারা ত্রিপুরায় দেখা যাচ্ছে, আজকে এখানে বাজার পোড়া হচ্ছে, বাজার লুঠ হচ্ছে কাল সেখানে স্কুল ঘর পোড়ানো হচ্ছে, অথচ পুলিশ সেগুলি বন্ধ করতে পারছে না। কাজেই আমরা এই পুলিশের জন্য যে এত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই বরাদ্দ আমরা সমর্থন করতে পারি না এবং যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে আমি সেগুলির পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আরবের রহমান।

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেই কাট মোশান সমর্থন করি না। আমার যে ডিমাণ্ড নাম্বার—৩১, এই ডিমাণ্ডের উপর কিছু বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১, মেজর হেড ২৯৯ স্পেশিয়াল এণ্ড ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াজ, মেজর হেড—৩০৭ সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান মেজর হেড—৩১৩ ফরেষ্ট। এই ডিমাণ্ডগুলির কাটমোশানের উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার উপর কিছু বলতে চাই।

১৯৪৮ সন থেকে ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত বাগান হয়েছে ৫২ হাজার হেক্টার জমিতে। ১৯৭৮-৮২ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে ত্রিপুরায় বাগান হয়েছে ২৪ হাজার হেক্টার জমিতে। তবে এরমধ্যে ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত কিছু কিছু বাগান নষ্ট হয়েছে। বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরায় প্রতি বৎসর নতুন নতুন বাগান হচ্ছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় ২৭-৫ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। এই বৎসর ২৮ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হবে। এরফলে প্রায় তিন লক্ষ উপজাতি ভাই বোনেরা কাজ পেয়েছে। এছাড়া প্রায় ১০৪১ টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই বৎসর আরো ৪৬০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে আগে কোন রাস্তা ঘাট ছিল না, এখন সেখানে অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে। সেখানে রাস্তা হয়েছে ১০২৫ কি, মি, দীর্ঘ। এই জঙ্গলের মধ্যে উপজাতি ভাই বোনেরা আছেন, তারা কোন দিনই রাস্তাঘাট দেখেননি। আজকে তারাই রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করছেন। হাট বাজারে যাচ্ছেন। সেখানে নতুন নতুন বাজার হাট নির্মা করা হয়েছে। ফরেষ্ট দপ্তর থেকে রাতাছড়া, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের জঙ্গলে ২২০ টি জলাধার নির্মান করা হয়েছে। সেখানে যেসব কুচি আছে সেসব কুচিকে বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করে সেখানে মাছের চাষ করা হচ্ছে। এই

জলাধার গুলিকে যাতে করে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির হাতে দেওয়া যায় তারজন্য আলাপ আলোচনা চলছে। ফরেষ্ট করপোরেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৪,৬০০ টি রাবার বাগান করা হয়েছে। সেই রাবার বাগানগুলিতে প্রতি বৎসর ৩৫০০ শ্রম দিবস কাজ পাওয়া যাচ্ছে। এই রাবার বাগানের মধ্যে রাস্তাঘাট হচ্ছে। গরীব মানুষরা আজকে সেখানে কাজ পাচ্ছেন। আজকে এই রাবার বাগানে ত্রিপুরার শ্রমজীবির শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ পাচ্ছে। আজকে এই ফরেষ্ট বিভাগে মোট ২০ হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে যারা ক্লাস সিক্স পাশ করেছে, তারাও সেখানে চাকুরী পাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার কফি, সাক সব্জি ইত্যাদি চাষ হচ্ছে।

সেখান থেকে অফিসার এনে আমরা আমাদের ত্রিপুরাতে কফি চাষের জন্য চেষ্টা করছি। আজকে ত্রিপুরাতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট পডারী ঘাসের চাষ এই প্রথম আরম্ভ করেছে। অল্প জমিতে যাতে বেশী ঘাস জন্মানো যায় তার চেষ্টা চলছে এবং তার একটা এক্সপেরিমেন্ট এখানে চলছে। এখন দেখছি এই ঘাস ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ ও ঘরে ঘরে করছে। তারপরে আসছে সামাজিক বনায়ন। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ২১ লক্ষের মত। তাই কাঠের সমস্যা এখানে দিন দিন বাড়ছে। সেই সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য এখানে ফায়ার ওড সৃষ্টি করার জন্য বন দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ৬০৬টি পরিবার উপকৃত হয়েছে এবং ৫,৫০০ হেকটর জমিতে ফায়ার ওডের বাগান হয়েছে। প্রতি বছর ৬ থেকে ৭ হেক্টর জমিতে ফায়ার ওড প্ল্যানটেশান করা হচ্ছে। ত্রিপুরার গোমতী এবং অন্যান্য নদীগুলির মাটি ক্ষয় রোধ করার জন্য সেখানে ফরেষ্ট দপ্তর বাগান তৈরী করছেন। সেখানে গরীব উপ জাতী শ্রমিক ভায়েরা দশ টাকা মজুরী হিসাবে কাজ করছেন এবং দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে আরও দুই টাকা বাড়িয়ে কাজ করানোর জন্য। পাহাড় অঞ্চলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট কিছু কিছু পুলের কাজও করছে। এই পুল তৈরী হচ্ছে দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী জায়গাতে যোগা-যোগের সুবিধার জন্য। কাজেই আমার যে ডিমাণ্ড নং৩১, আমি আশা করছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যবা এই ডিমাণ্ডকে এবং অন্যান্য ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন। আজকে এই বিধানসভায় যে সমস্ত ডিমাণ্ডের মাধ্যমে অর্থের বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আবার ডিমাণ্ড নং২৯ ও ৪৫, আজকে বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কিছু কিছু বিরোধী সদস্য তারা এখানে কাট মোশান এনেছেন। যদি তারা জেনেশুনে এনে থাকেন তাহলে কোন আপত্তি নাই। আমার ধারণা তারা বিষয়টিকে মোটেই তলিয়ে দেখেন নি। এটা অস্বীকার করার কারণ নেই, আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা আছে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও করার উপায় নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিক্ষেত্রে যে পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে দেখা যায় রাজ্যগুলিকেও যুক্ত তালিকার মধ্যে এনেছেন। কৃষি পরিকল্পনা খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করছেন না। ১৯৮২-৮৩ সালে এই কৃষি খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা

কমিশন ৩·৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে মাত্র ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা করেছেন। অর্থের দিক থেকে গতবারের তুলনায় মাত্র ৬ ভাগ বৃদ্ধি করেছেন। সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নত রজ্যেগুলির ক্ষেত্রে যেখানে ২৪ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই তুলনায় এখানে মাত্র ৬ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে। স্বাভাবিক কারণে এটা বলা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রতি বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। এই সমস্ত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করার জন্য একটা অপকৌশল গ্রহণ করেছেন। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে এই এরকম কটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সয়েল কনজার্ভেশন যেটা ডিমাণ্ড নং ২৯ মেজর হেড ৩৬০, এখানে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা ১৯৭৮ বা ১৯৭৯ সালের আগে কি অবস্থায় ছিল? আমি যদি গত এক বছরের হিসাব দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন সয়েল কনজার্ভেসন আজ কি অবস্থায় এসেছে। আজকে আমাদের ৩০ এ্যাসেট গড়ে উঠেছে সেখানে সারা বৎসর প্রায় ১,০০০ (হাজার) শ্রমিক কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। আজকে ভূমি সংস্কার কিংবা ভূমি সংরক্ষণই বলুন, ১৯৮২-৮৩ সালে করা হয়েছিল ৫,৫২৫ হেক্টর। আজকে ১৯৮৩-৮৪ সালে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ৫,৮০০ হেক্টর। আজকে গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রোগ্রামে ১৯৮২-৮৩ শ্রম দিবস পালিত হয়েছে, ৫,৪৫,০০০। আজকে ১৯৮৩-৮৪ সালে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে, ৫,৫০,০০০। ১৯৮২-৮৩ সালে সয়েল কনজারভেশনে ১৭৮টি জলাশয় খনন করা হয়েছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ১২০০ মত। ভূমি সংরক্ষণের জন্য ফল চাষের এলাকা ১৯৮২-৮৩ সালে এ্যাসেট হয়েছে ১৮২ হেক্টর, ১৯৮৩-৮৪ সালের ২১০ হেক্টর ধার্য্য করা হয়েছে। জল নিষ্কাসনের জন্য নালা কাটা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য করণে কিংবা বালি পড়ে জমি নষ্ট হওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য ১৯৮২-৮৩ সালে ১২৫ কি, মি, ড্রেন করা হয়েছিল। এই বছরে সেই ক্ষেত্রে বরাদ ধরা হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা। বিশেষ কিছু জায়গা চিহ্নিত করে কিংবা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল যা আছে তাতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সেখানে ২টি ওয়াটারশিপ করবেন বলে ঠিক করেছেন। এই জায়গা ২টি হচ্ছে রাঙ্গাছড়া ও মহারানী। তার জন্য ১ কোটি টাকার প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এন, ই, সি, এর এপ্রুভেল পাওয়া গেলেও এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকারের অনুমোদন না পাওয়াতে কাজটায় আমরা হাত দিতে পরিনি। অবশ্য এব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকার ওয়াকিবহাল আছে। আজকে সমতল ভূমির জায়গা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে এসে গেছে। আজকে ৭০ ভাগ ভূমিহীন গরীব জুমিয়াদের সমতল ভূমিতে পুনর্বাসন করা যাবে না। কেন না, ত্রিপুরা রাজ্যে টিলা ভূমিই হচ্ছে ৬০ ভাগ। তাদের বাঁচার জন্য, পুনর্বাসনের জন্য টিলা জমিতে যাতে ব্যাবস্থা করা যায়, তার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এ জন্য হর্টিকালচার টিলাকে সাজাচ্ছেন এবং প্ল্যান প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ফল চাষ করা হয়েছিল ১৪১০ হেক্টর জমিতে। আজ ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৪০০ হেক্টরের উপর জমিতে কর্মসূচী সাফল্য মন্ডিত করার জন্য ১৯৮২-৮৩ সালে রাজ্য লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে কৃষি সীডস বিলি করা হয়েছে, ৭৯৯,০০০ হাজার। আজকে ১৯৮৩-৮৪ সালে ফলের চারা উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ১৪ লাখের মধ্যে নারকেল চারা ২ লক্ষের মত। ফলের চাষ যাতে ১৯৮৩-৮৪ সালে আরো বাড়ানো যেতে পারে, তার জন্য গত বৎসর কয়েক লক্ষ চারা বিলি করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ৮ লক্ষের মত

বিভিন্ন বীজ এবং কমলা লেবুর চারা আমরা কৃষি ফার্মে সোয়া লক্ষের মত উৎপাদন করেছি। এবং বিলিও করেছি। কমলা লেবুর চারা সঙ্গে সঙ্গে লাগান যায় না। এর জন্য দুই বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। সে দিক থেকে জম্পুই এবং সাকানে যেখানে উচু জায়গা, মাটির সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক আছে সেখানে যাতে উৎপাদন আরো বাড়ান যায় তার জন্য কমলা লেবুর চারার উৎপাদন আরো বাড়িয়ে ১০ লক্ষ্যে মত করাল ক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে যাতে ঐ সব অঞ্চলে ফলের চারা বিতরণ করা যায়। এছাড়া যে সব জিনিসের বাণিজ্যিক বাজার আছে যেমন, তুলা, পান, তামাক, আঁখ এইগুলির চাষ বৃদ্ধি করার জন্য এবং এইগুলিকেও যুক্ত করার জন্য আজকে কর্ম সূচীর মধ্যে রাখা হয়েছে এবং এই কাজের মাধ্যমে যাতে জুমিয়ার পুনর্বাসন দেওয়া যায় তার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন। হর্টিকালচারকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজে লাগানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানকে রাজ্যে সরকারের প্ল্যানের সাথে যুক্ত করা যায় কিনা এবং এর সঙ্গে ৬০—৭০ ভাগ জুমিয়াকেও যুক্ত করা যায় কিনা তাও চিন্তা করে দেখা হচ্ছে। এই সব প্রোগ্রামে আজকে কর্ম সূচী অনুযায়ী উন্নত মানের আলু বীজ ৪১০ টন কৃষকের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছিল ১৯৮২-৮৩ সালে। ১৯৮৩-৮৪ সালে গরীব কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ৫০০ টনের মত। এ ছাড়াও আমরা কৃষি কাজেও আরো অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় যখন আসেন নি, যখন কংগ্রেস রাজত্ব চলছিল তখন যে দাম পেত তা খুবই কম ছিল এবং মহাজনরাও মুনাফাখোররা যাতে অধিক লাভ পেতে পারে সে জন্য কৃষকরা যাতে কম দাম পেতে পারে সে জন্য বাজারের সুব্যবস্থা ছিল না। এবং এ জন্য যতটুকু সরকারী তরফ থেকে করা সম্ভব তা তারা করেন নি। আমরা দেখেছি, এইখানকার জুমিয়ারা আগে পাট উৎপাদন করত। কিন্তু ১০ | ১৫ টাকা মন দরে পাট বিক্রি করতে হত বলে তারা পাট উৎপাদন করা ছেড়ে দিয়েছে। কাশীরামবাবু যে কাট মোশান এনেছেন তিনি নিজেও জানেন, তার এলাকা জোলাইবাড়ীতে ১০ | ১৫ টাকা মন দরে বিক্রী করতে হয়েছে। তারা উৎপাদন করতে যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। সেই ঋণের টাকা শোধ করার ক্ষমতা তাদের থাকত না। তবে আজ যে আমরাও তাদের সহায়ক মূল্য দিতে পেরেছি তা হয়ত বলা যায় না। তবে যাতে তাদের কম দামে বিক্রী করতে না হয়, সে যাতে মুনাফা ঠিক রাখতে পারে সে দিক থেকে বাজারকে উন্নত করার চেষ্টা করছি। ১৯৮২-৮৩ সালে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করে ৬৫টি বাজার করা হয়েছে। এই সালেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য সরকারের স্কীমে আরো ৬৫টি বাজার তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে কৃষকরা বাঁচতে পারে। এ ছাড়াও তাদের উন্নতি করার জন্য নূতন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এখানে কৃষিতে স্বয়ম্ভর হতে গেলে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ১·৫ ভাগ জমিকে সেচের আওতায় এনেছেন। এই সেচ ব্যবস্থাকে যাতে আরও উন্নতি করা যায় তার জন্য এই সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এটা হয়তো ঠিক, কৃষকরা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সময় মতো দিতে পারেন না। ত্রিপুরাতে যারা গরীব অংশের মানুষ যারা বিভিন্নভাবে ব্যাংক বা অন্যান্য অংশ থেকে ঋণ নেন তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমার ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বেশী টাকা ফেরৎ দিয়েছেন। আমরা ভারতবর্ষের ৪টা রাজ্যের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে, আমার ত্রিপুরা রাজ্যই

সবচেয়ে বেশী টাকা ফেরৎ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে কৃষকদের ঋণ দেওয়া হয়। ৪ কোটি টাকার মতো ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের কৃষকরা সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করছেন না। সেদিক থেকে আমাদের রাজ্যকে আরও উন্নত করা দরকার। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিছু কাট মোশান এনেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ, আমি বলবো এই বাজেট বই আপনারা ভাল করে পড়েননি। যদি পড়তেন তাহলে কাটমোশান আনতে পারতেন না। হয়তো কিছু কাটমোশান আনতে হবে তার উপর ভিত্তি করেই এনেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে যে অবস্থা যে পরিকল্পনা এবং যে সমস্ত দাবী-দাওয়া আমাদের সরকার এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন বাস্তবে সেটা কার্যকরী হচ্ছে না। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিমান বীজের দরকার সেই সমস্ত বীজ তাঁরা দিচ্ছেন না। ভারতবর্ষের যে সমস্ত আণ্ডার টেকিং আছে সরকার সেখান থেকে এই সমস্ত বীজ সংগ্রহ করে থাকেন এবং যে সমস্ত রাজ্যে এই সুযোগ সৃষ্টি হয়, ৩টা ষ্টেট কর্পোরেশন আছে যেটা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া আণ্ডারটেকিং আমরা বার বার বলেছি তাদের যে, আমাদের জায়গার দরকার, জমির দরকার কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন জায়গা পাওয়া যায় নি। এই বছর বাদামের জন্য আমরা ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছি, কিন্তু যখন বীজ লাগানোর সময় চলে গেছে তখন তাঁরা বলেছেন "আমরা দিতে পারব না, আপনারা অন্য কোন জায়গা থেকে আনবার চেষ্টা করুন"। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা। দ্বিতীয় হচ্ছে ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ তৈরী করে থাকেন প্রতি বছর। স্বাভাবিকভাবে আজকে প্রশ্ন উঠেছে, কেন এখনও আমাদের রাজ্যে আমরা বীজ উৎপন্ন করতে পারছি না ? ৩২ বছর যারা এখানে রাজত্ব করছেন তাঁরা কেন তার জন্য কোন উদ্যোগ নেননি ? এখানকার কৃষকদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তাদের উন্নতি করা। যদি আমার রাজ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ সংগ্রহ করতে না পারি, তাহলে এই রাজ্যের উন্নতি হবে না, এই রাজ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে না। তাদের উপর বেশী করে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে বলে আমার কৃষকরা ঠিক মতে বীজ পাচ্ছেন না। কারণ, বীজ এসে সময় মতো পৌছায় না। যদি তাঁরা চেষ্টা করতেন তাহলে মনে হয় সময় মতো এসে বীজ পৌছত। তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আমরা ভর্ত্তুকী দেবার চেষ্টা করছি, যাতে কৃষকরা বাচতে পারেন। আমরা এই প্রস্তাব করছি, জাতীয় স্তরে যে ন্যাশনাল সীড প্রজেক্ট সেখানে করা হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক সেখানে সাহায্য দেন, আমার ত্রিপুরাকেও যেন তার অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ন্যাশনাল সীডের আওতার মধ্যে এনেছেন, আমরাও প্রস্তাব দিয়েছি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে যাতে ন্যাশনাল প্রজেক্টের আওতার মধ্যে আনা যায়। এই রাজ্যের কৃষকদের বীজের যে সমস্যা সেই সমস্যার জন্যই এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি সীর কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে খামার তৈরী করে সমস্ত কৃষকদের বীজ দিয়ে সাহায্য করেন এবং কৃষকরা যাতে ঠিক সময় মতো বীজ পেতে পারেন সেই বীজ পাবার জন্য খামার তৈরী করেন। এই সমস্ত বীজ সরবরাহ করার জন্য আজকে এখানে খামার তৈরীর জন্য আমরা বলেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

যে সমস্ত পরিকল্পনা আমরা চেয়েছি সেই পরিকল্পনাগুলি ঠিকভাবে কার্য্যকরী করার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও এগিয়ে আসবেন এবং এই বীজ সরবরাহে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সে দিক থেকে আপনারা সাহায্য করবেন। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন এনেছেন, সেটা হচ্ছে সার। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকারের সারের নীতির ক্ষেত্রে তাঁরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আণ্ডার টেকিং নিয়েছেন, কর্পোরেশন করেছেন কিছু আবার বে-সরকারী মালিকাধীন লোক নিয়েছেন। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই কিছু অসুবিধা হচ্ছে। আমরা বলছি, সার কর্পোরেশন যেখানে রয়েছে সেখানে বাফার ষ্টক করা উচিত। আমার আগরতলা শহরে, যে সমস্ত জিলা রয়েছে সেখানেও বাফার স্টক করা উচিত, কিন্তু করা হচ্ছে না। সেখানে ঠিক মতো সার উৎপন্ন করছেন না। সবচেয়ে বেশী ফলনদায়ী যে সার "সুফলা" সেটা তৈরী হয় বোম্বেতে। কৃষকদের বীজের যে চাহিদা সেই চাহিদা আমরা মেটাচ্ছি আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে। ১৯৮১-৮২ সালে আমরা ৭ হাজার মেট্রিক টন ব্যবহার করেছি।

১৯৮৩-৮৪ সনে এই সমস্ত সারের সংগে আরো বেশী কাজে লাগাতে চাই। এইটা দুর্ভাগ্যজনক এই হাউসে এর উপরেও একটি কাট মোশান এনেছেন। তারা বলেছেন, কোয়ালিটি কণ্ট্রোল অব ফারটিলাইজার। এই সমস্ত সার যে রকম কোয়ালিটি থাকা দরকার, সেই কোয়ালিটির হয়না, সেই পরিমাণ উন্নতমানের হয় না। তারা ঠিকমত জানে না বুঝে না। সেই সার জমিতে ব্যবহার করে বরাবর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছি যে ধরনের ফসল হওয়া দরকার আয় যে ধরনের হওয়া দরকার সেই ধরনের হয় না। সরকার তার জন্য সেদিকে উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকে সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে সারের মধ্যে যে ভেজাল থাকে সেই ভেজালটাকে নিরোধ করা যায় যাতে বন্ধ করা যায়। আজকে যেহেতু আমরা এর জন্য উদ্যোগ নিয়েছি, তার জন্য তারা কাটমোশান এনেছেন। এটা ভাবতেও অবাক লাগে। আজকের কাটমোশানের মধ্যে অন্যতম হল কৃষির উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এটার উপর একটি কাটমোশান এনেছেন। আমি শুধু একটি ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যে কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে, কংগ্রেস আমলে কি করেছে আর বামফ্রন্ট সরকার এই ৫-৬ বৎসরে কি করেছে। ১৯৫১ সাল থেকে ৭৬ সন পর্য্যন্ত মহান ঐতিহাসিক বৎসর জরুরী অবস্থা পর্য্যন্ত ত্রিপুরা থেকে অ্যাগ্রি বি. এস.সি, পড়ার জন্য মাত্র ১০২জন বাইরে গিয়েছে ১৯৭৬ পর্য্যন্ত। কিন্তু সেখানে আমাদের বামফ্রন্টের আমলে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকরে ১৬৮জনকে পাঠিয়েছেন, এই বৎসর ২৯ জনকে নাম স্পনসর করেছে। আমরা এন. ই. সির কাছে লিখেছি, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখেছি যাতে করে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য আরও সিট বাড়ানো হয়; এই দাবী জানিয়ে। যাতে আরও বেশী করে ছাত্র নিযুক্ত করা যায়। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এইখানে আসার সংগে সংগে আমরা যে কাজ করেছি তা রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। এখানে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করতে হবে, এই দাবীও আমরা রেখেছি। নাগাল্যাণ্ডে কৃষি কলেজ হয়েছে, মনিপুরে হয়েছে, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আজকে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেদেখা যায় ত্রিপুরাতেও কৃষিকলেজ স্থাপন করা দরকার। কৃষি কলেজ এখানে স্থাপন হলে পরে এখানে জুমিয়া কর্পোরেশান আছে, বা অন্যান্য যেসমস্ত কাজকর্ম আছে সেই কাজকর্মের সংগে আধুনিক ধরনের শিক্ষাকে আরও বেশী করে সংযুক্ত করা যাবে। আমরা তার জন্য

অনুরোধ করেছি এখানে যে সংস্থা আছে সেগুলির সঙ্গে যাতে এখানকার কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা আর কিছুটা সংযুক্ত করা যেতে পারে তার জন্য এইখানে রিজিওন্যাল সেণ্টার করতে। কারণ উত্তর ত্রিপুরার আবহাওয়ার সংগে দক্ষিণ ত্রিপুরার আবহাওয়া মেলে না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি এখানে কৃষি কলেজ স্থাপন করার জন্য, আই. সি. আর. সেণ্টারকে রিজিওন্যাল সেণ্টার হিসাবে স্থাপন করার জন্য এবং আরও কিছু সাব-সেণ্টার করার জন্য। কিন্তু এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা পালন করা দরকার সেই ভূমিকা ত আমরা দেখিনা।

আর একটি কাটমোশান আনা হয়েছে জিনিসপত্রের উপর। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে কাটমোশগুলি আনা হয়েছে তা সত্যিই অবাক করবার মত। আমরা সাবসিডি দিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি কৃষকদের দেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করব যে সমস্ত সদস্যরা তাদের কাটমোশান এনেছেন তা জনস্বার্থবিরোধী। আমি কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করছি। এবং যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেইস করা হয়েছে তা পাশ করার জন্য সমস্ত সদস্য সাহায্য করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে আমার বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে যেসব কাটমোশান আনা হয়েছে সেই সমস্ত সম্পর্কে আমি কিছু ক্ষিছু করে বলব। প্রথমে কাঞ্চনপুরের নির্বাচিত সদস্য আমাদের নিজ সীমানায় মিলিটারীর ভূমিকা সম্পর্কে এখানে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটা খুব উদ্বেগজনক। বিধায়ককে লাঞ্ছিত করা, গ্রামে দরিদ্র উপজাতি জুমিয়া ভাইবোনদের লাঞ্ছিত করা, এইসব অভিযোগ তিনি এনেছেন। আমি হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই সম্পর্কে যিনি মিলিটারী কর্তৃপক্ষ আছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি হাউসকে জানাছি আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেঠীকে লিখেছি এই অঞ্চলটাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করার কোন প্রয়োজন নেই। এই নোটিফকেশানটা যেন তারা প্রত্যাহার করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা একটা করে খুব কম সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকাশিরাম রিয়াং ও মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার এই ধরনের দুটো কাট মোশান এনেছেন। সামপচুয়েরী অ্যালাউন্স সম্পর্কে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩০০ টাকা এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী ২০০ টাকা, এই সম্পর্কে তারা কাটমোশান উপস্থিত করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা খুব হাস্যকর। আমাদের যারা মন্ত্রীরা আছেন তারা অন্যান্য যেকোন রাজ্যের মন্ত্রীর তুলনায় অনেক কম বেতন পান এবং টি, এ, ডি, এ, কম পান। এবং সাম্পচুয়েরী অ্যালাউন্সও অনেক বেশী। বিভিন্ন রকমের যারা অতিথি হন, তাদের জন্য অ্যালাউন্স এনটারটেইনি করতে হয়। তাদের ডিনার, তাদের লাঞ্চ সবকিছু মন্ত্রীর তহবিল থেকে সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয় তারা যে ঘরবাড়ীতে থাকেন, সেখানে ফ্রিজ, টেলিভিশনের আধুনিক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকে। তারা যখন বিদেশে অর্থাৎ রাজ্যের বাইরে বেড়াতে যান পরিবার পরিজন নিয়ে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে সরকারী পয়সায় এবং এইটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে ২০-৩০ জন করে মন্ত্রী থাকে ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে। কি রকম হাতি পুষতে হয়। আমাজের ২-১ জনের মন্ত্রীর বাড়ীতে ২-১ জন হয়ত গিয়ে দেখছেন। কি বাসস্থানে তারা থাকেন, কি ধরনের ষ্টাইলে

তারা থাকেন। এইটা নিয়ে তারা কাটমোশান এনেছেন, এইটা বড় লজ্জাকর। আপগ্রেডেশান সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আপগ্রেডেশানে যে অর্থ দেখেছি, ফিনান্স থেকে আপগ্রেডেশানের জন্য কিছু টাকা দেন। সেই সম্পর্কে হয়ত মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জানেন না। ৭ম ফিনান্স থেকে আপগ্রেডেশানের জন্য কিছু টাকা পেয়েছি। বিচার দপ্তরের কোর্টের সংখ্যা বাড়ানো, পুলিশকে হাউসিং সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ডিফিকাল্ট এরিয়ার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, ট্রাইবেল সুপারভাইজারদের কিছু বাড়ীঘরের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া। সেই সব সম্প্রসারিত করার জন্য, তাদের জন্য আমরা টাকা খরচ করেছি, এটার নামই হচ্ছে আপগ্রেডেশান। মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা অশোকবাবুর অথরিটি আছে এবং মাননীয় সদস্য এটাকে স্বৈরাচারী বলেছেন। অশোকবাবু আবার স্বৈরাচার ফিরে আসুক, এটাই চান। কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না, জনগণের সঙ্গে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেন না। পুলিশকে তারা চাকরের মত ব্যবহার করতে চায়। মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার, সেই সরকার এখন আর নেই, সেই সরকারের মৃত্যু হয়েছে। তাদের সেই সরকার আর নেই। এইটা গণতান্ত্রিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারের যা কাজ করা উচিত তাই করবে। কংগ্রেস (আই) -এর রাজত্বে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যত বার "ন্যাসা" "অ্যাসমা" প্রয়োগ করা হয়েছে তা এখানে হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যে কর্মচারীদেরকে ওরা বিভিন্ন ভাবে আটক করে রেখেছেন, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজকে কেউ বলতে পারবেনা প্রসাশনের উপর কোন জায়গায় আজকে কোন আক্রমণ হয়েছে। সমন্বয় কমিটি গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। ওদের নাম শুনলে তাদের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি কাটমোশান আনা হয়েছে। আমাদের পুলিশ প্রশাসন আছে তার মধ্যে যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে এখানে সেই সম্পর্কে কাটমোশান আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আরও অনেক বেশী টাকা খরচ করেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গোয়েন্দা দপ্তর আরও শক্তিশালী করা দরকার ঠিক, কিন্তু ওরা যদি বলতেন যে, এই সামান্য টাকায় আর শক্তিশালী করা সম্ভব নয় তাহলে খুশী হতাম। সে দিক থেকে আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আমরা অল্প টাকা রেখেছি। এ রাজ্যে যারা দুস্কৃতকারী তাদের সংখ্যা কম নয় এবং তাদের খোঁজখবর নিতে হলে শুধু টেইনে নয় পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলেও গোয়েন্দা রাখতে হবে। সেজন্য আরও শক্তিশালী করার দরকার আছে এটা আমি স্বীকার করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা একটি কাট-মোশান এনেছেন সেটা হচ্ছে, এই যে তদন্ত কমিশন আমরা গঠন করেছি সেটা সম্পর্কে। মুস্কিল হল গণতন্ত্রের মধ্যে একটা খরচ আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় কিন্তু পাকিস্তানে হয় না এবং বাংলাদেশে হয় না। এখানে যে এখন পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের কিছু চিহ্ন হয়েছে সেজন্য ভোটের বাক্স তৈরী করতে কত কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখন শুনেছি নাকি ফটো তোলা হবে, আবার মেশিনও নাকি বসান হবে। সেসব ত করতে হয়। আমাদের এখানে যে তদন্ত কমিশন গঠন করেছি তাতে প্রশ্ন উঠেছে যে, আমরা পুলিশের জন্য উকিলের ব্যবস্থা করেছি, অথচ অন্যদের

জন্ত কোন ব্যবস্থা করছি না। কারণ হল পুলিশকে কর্তব্যরত অবস্থায় গুলি চালাতে হয় সেজন্য পুলিশকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের সরকারের দায়িত্ব এবং আমরা সে সরকারী দায়িত্ব পালন করছি। আমার মনে হয়, সব রাজ্যেই এই দায়িত্ব পালন করছে। প্রশ্ন হয়েছে এ. কে. দে কমিশন যারা খুন হয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে উকিলে সাহায্য দেওয়া হয়নি বলে। এটা শুধু তাদের ক্ষেত্রে নয়, জোলাইবাড়ীতে সি. পি. এমের লোকেরা খুন হয়েছে সেখানে ওরা দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু তাদেরকেও দেওয়া হয়নি। আমাদের দেওয়ার কোন নীতি নাই। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল বলে হুর্‌য়ায় যারা খুন হয়ছিল এবং তাদের পক্ষে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তাদেরকে এডভোকেটের জন্ম কিছু খরচ আমরা দিয়েছি, কিন্তু সেজন্য তারা আমাদেরকে বাধ্য করতে পারেন না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, স্যানাল নাকি এখন অফিসে আছে এবং সেখানে খুন খারাপি করছে এটা সত্য নয়। ওনারা কোথা থেকে বলেন আমরা জানিনা। তবে এটা মোটেই ঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ. কে. দে. কমিশনের রিপোর্ট আমরা হাউজের কাছে উপস্থাপিত করব মাননীয় সদস্যরা একটু অপেক্ষা করুন। আর ২টা কমিশন এখন কাজ করছেন। তার মধ্যে মুদমুদি কমিশনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, আরেকটি কমিশন কাজ আরম্ভ করেছে। সে কমিশনের নাম হচ্ছে পি. কে. চন্দ কমিশন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটি কাট-মোশান এনেছেন ভিজিল্যান্স সম্পর্কে। মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাই, ভিজিল্যান্স অর্গেনাইজেশনে অনেক কর্মী আমরা রেখেছি এবং মাননীয় সদস্য যিনি এই কাট মোশান এনেছেন আমি এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিশনের যে রিপোর্ট সে রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু সে ডিপার্টমেণ্টকে এসিষ্ট করার জন্য একটি সাব-কমিশন নিযুক্ত আছে এবং তাতে বহু কর্মী আছে, অফিসার আছে। তারা ভালভাবে কাজ করছেন। ১৯৮২ সালে ৬৩ টি কম্‌প্লেইন ভিজিলেন্স সাব-কমিশনের কাছে পাঠান হয়েছে আর একটি কমপ্লেইন এর আগের বছরের ছিল। মোট ৬৪ টি কম্‌প্লেইন আছে, সেগুলির কাজ শেষ হয়েছে। তারমধ্যে ১১ জন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে করাপশনের তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। এখন তাদের বিরুদ্ধে একশন নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট তাদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস্ শুরু করেছে। ২৫ জন নন-গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে করাপশন প্রমানিত হয়েছে এবং প্রসিডিং শুরু হয়েছে। এতে শিক্ষাদপ্তর আছে, এনিমেল হাজবেণ্ড্রি আছে, ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন আছে, ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই আছে, ফিশারি আছে, পি. ডাব্লিও আছে, তার মধ্যে পি. ডব্লিওর একটু বেশী আছে এগ্রিকালচার আছে, ইনডাস্ট্রি আছে, ফরেষ্ট আছে, যে ফরেষ্ট সম্পর্কে তারা চীৎকার করছেন, পুলিশ, টি, আর, টি, সি, মিউনিসিপালিটি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আছে। এসকল ডিপার্টমেণ্ট থেকে যেসব অভিযোগ আমরা পেয়েছি, সেসব আমরা তদন্ত করে দেখেছি। মাননীয় সদস্যরা যদি কোন অভিযোগ পাঠান সেগুলিও আমরা এই ভিজিলেন্সে পাঠিয়ে দিই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটি কাট-মোশান আনা হয়েছে। সেটা এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। কাট-মোশানটি হচ্ছে ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান এণ্ড ভিজিলেন্স। সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের জানতে চাই যে,

এখানে ৫টি শাখা কাজ করছে। প্লেনিং এণ্ড রিসার্চ সেল এণ্ড রিসার্চ ব্যুরো একটি, ডেথ স্কোয়ার একটি, ফটো গ্রুপস্ সেল একটি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ একটি আছে। ওরা সুন্দর ভাবে কাজ করছেন। ওরা আসামীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এটা অন্য রাজ্যে সম্ভব না। পাঞ্জাবে সি. বি. আই. ও এতটা করতে পারছে না। আমাদের এখানে অনেক জায়গায় আসামীকে গ্রেপ্তার করে চালান করতে পারছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আরেকটি কাট-মোশান আছে সেটি হচ্ছে—নিউ টি. এ. পি. ব্যাটিলিয়ান্ সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, ডেমোক্রেসিকে সাপ্রেস করার জন্য এটা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় ওনারা নিজেদের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখছেন। কারণ এখানে ডেমোক্রেসিকে সাপ্রেস করার বা আটকের কোন প্রচেষ্টা এখনও চালু হয়নি। এখানে পুলিশ কোন রকম গণ আন্দোলনের উপর গুলি চালাচ্ছে না। যে সমস্ত রাজ্যে চালান হয় সে সমস্ত রাজ্য হচ্ছে কংগ্রেস-ই শাসিত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য এটা করা হচ্ছে। এই নিউ টি. এ. পি. ব্যাটিলিয়ানের নাম আমরা দিয়েছি ক্ষত্রিয়ার রাইফেলস্ ব্যাটিলিয়ান। এই নামে আরেকটি টি. এ. পি. ব্যাটিলিয়ান আমরা করতে যাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা একটি কাট মোশান এনেছেন মোবাইল টাস্ক্ ফোর্স এর কাজ কর্ম সম্পর্কে। আমি বলতে পারি যে, এই মোবাইল টাস্ক্ ফোর্স ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত মোট ১৪,২০০ জন বিদেশীকে ত্রিপুরার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। এবং আমি এটা বলতে পারি যে, এই টাস্ক্ ফোর্স তার যথেষ্ট কাজ করছেন।

আরেকটি কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল—ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান সম্পর্কে। আমি বলতে পারি যে, আমবাসাতে একটা ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান হচ্ছে, সুতরাং মনুঘাটে আর ফায়ার সার্ভিসের কোন দরকার নেই। যেখানে বি. ডি. ও এর হেড কোয়ারটার রয়েছে সেখানেই একটি করে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান তৈরী করা হয়েছে। কুমারঘাটে একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান করা হচ্ছে। সেখান থেকে মনুঘাট এবং যতনবাড়ীতে যে ফায়ার সার্ভিস হচ্ছে সেখান থেকে চেলাগাং পর্য্যন্ত চালান যাবে। আবার শান্তির বাজার একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য রাংখল তার কোট মোশানে বলেছেন যে যারা আগুনের ধ্বংস কার্য্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সরকার থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের সেই ঋণের টাকা মুকুব করা হবে কি না? আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের এই ক্ষতির পরিমাণ ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদের ঋণ মুকুব করা হবে।

শ্রীরাংখল আরেকটি কাটমোশান এনেছেন যে, ত্রিপুরার বাইরে শিলংএ আর নতুন করে গেষ্ট হাউস খোলা হবে কিনা বা ছাত্রাবাস করা হবে কি না? আমরা শিলংএ আর নতুন করে গেষ্ট হাউস বা ছাত্রাবাস তৈরী করতে পারছি না। গৌহাটিতে আমাদের একটি গেষ্ট হাউস করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটি কাট মোশান এনেছেন, নির্ব্বাচন সম্পর্কে। উনি তার ভাষণে বলেছেন যে, বামফ্রণ্ট সরকার গত নির্বাচনে নাকি রিগিং করেছেন। আমি বলব যে, যদি আমরা রিগিং করতাম তবে আর মাননীয়

সদস্যদের এই হাউসে আসতে হত না। তারা যে এসেছেন এটাই প্রমাণ করেছে যে, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। তবে বিগত কংগ্রেস আমলে এই রিগিং প্রথা ছিল। এবং কোর্টেও এটা প্রমাণিত হয়েছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরাও গেষ্ট হাউস সম্পর্কে একটি কাটমোশান এনেছেন। আমি আগেই এর জবাব দিয়েছি। এখানে একস্ সার্ভিসম্যানদের সম্পর্কে একটি কাট মোশান আনা হয়েছে। আমি বলতে পারি যে, এই রাজ্যে যে সৈনিক বোর্ড রয়েছে সে বোর্ড চমৎকার কাজ করেছে। একস্ সার্ভিসম্যানদের খাস জমি এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। একস সৈনিকদের বিধবাদের জমি এলটমেণ্ট করা হয়েছে। প্রাক্তন সৈনিকদের সরকার মাসিক ৩০ টাকা করে পেনসন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই জমি এলটমেণ্ট এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা শুধু বেছে বেছে সৈনিকদের দেওয়া হচ্ছে বলে এখানে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা অসত্য।

মাননীয় স্পীকার স্যার আরেকটা কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাশিরাম রিয়াং। ফ্রিডম ফাইটারদের পেনশন সম্পর্কে। আমি বলব যে, এই পেনসন এর ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন মাননীয় কারামন্ত্রী শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী। আর মেম্বারস হচ্ছেন শ্রীবাজুবন রিয়াং, সংসদ সদস্য, শ্রী এস, এন, ভরদ্বাজ, তিনি একজন প্রাক্তন ফ্রিডম ফাইটার, শ্রীচিত্ত চন্দ, শ্রী এস, কে, দত্ত, শ্রী টি, এন, দত্ত, শ্রীকুকুন্দ রিয়াং, শ্রীরামপ্রসাদ রিয়াং, শ্রীকান্তবাই রিয়াং, শ্রীমনাহাই রিয়াং প্রভৃতি সদস্যগণ। সুতরাং কোন ফ্রিডম ফাইটারদের পেনসন দিতে হলে এই কমিটির সুপারিশ অনুসারেই করা হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আবেকটি কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার অফিস এক্সপেণ্ডিচার সম্পর্কে। অফিস এক্সপেণ্ডিচারে যে কি টাকা লাগতে পারে সেটা উনি নিজে একজন হেডমাষ্টার হয়েও বুঝতে পারেন না। এই অর্থের বড় ধরনের টাকা লাগে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ইউনিফরম বাবদ।

আরেকটি কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা—গাবর্দ্ধি বাজারে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্যে। এ রকম অনেক বাজার আছে যেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্যে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু সেসব বাজারে পুলিশ ক্যাম্প বসানো সম্ভব নয়। তাছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ী গর্জন মুড়াতেও একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবী করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পুলিশ ক্যাম্প বসানোর মত কোন প্রয়োজন আমরা মনে করি না। আমরা মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি যে, সে সব এলাকায় কোন প্রকার উপদ্রব বা বিপদ যা মাননীয় সদস্যরা আশংকা করছেন তা হবে না যদি না মাননীয় সদস্যরা উপদ্রবকারীদের প্ররোচিত করেন।

সুতরাং মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে মোটামুটি সকল কাট মোশানের জবাব। আমি আশা করছি যে, সকল মাননীয় সদস্যগণ আমাদের সকল ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করবেন, এই বলে, আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

M. Speaker :— Now, I am putting the Demand (s) to vote separately, one after another, of course, I shall first put to vote the CUT MOTION (S) if any, relating to the Demand (s).

Now, the questions before the House is the Cut Motions moved by Shri Kashiram Reang and Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 2, Major Head—213.

The Cut Motion moved by Shri Kashiram Reang, Demand No. 2—Major Head 213 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent this approval of the policy viz.—

Payment of Sumputary Allowances of the Dy. Chief Minister and Chief Minister" And

The Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 2, Major Head—213,

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy viz.

Dis-approval of policy regarding Sumptuary Allowance."

(The Two Cut Motions were put to vote and LOST.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the Demand for grant No. 2, Major Head—213, moved by the Hon'ble Chief Minister Shri Nripen Chakraborty, that a sum not exceeding Rs. 9,00,000/- exclusive of the charge expenditure of Rs. 8,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1984 in respect of Demand No. 2 under the following Major Heads—

1. 213, Council of Minister. Rs. 9,00,000/-

(The Motion was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker—Demand No. 3. There are two Cut Motions on this Demend.

The question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on Demend No. 3, Major Head—265 "That the amount of the Demend be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on special commission of enquiry."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Then the question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 3, Major Head—215 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on office expenses".

(The Cut Motion was put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker—Now the question before the House that the Demand for grant No. 3 moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 1,49,43,000 exclusive of the charge expenditure of Rs. 7,70,000 [inclusive of the sum specified in columm 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Aceount) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :—

1. 214—Administration of Justice.	Rs.	1,08,30,000
2. 215—Election.		40,00,000
3. 265—Other Administrative Services.		1,13,000

(The Demand was put to vote and passed by voice vote.)

Mr. Speaker—Now, Demand No. 7. There is one Cut Motion on this Demand, Major Head—265.

The question that the Cut Motion Moved by Shri Monoranjan Majumder on the Demand No. 7, Major Head—265 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Vigilance"

(The Cut Motion was put and lost by voice vote)

Mr. Speaker—Now the question befor the House is the Demand for Grant No. 7 moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 12,64,000 [inclusive of the sum specified in columm 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :—

1. 265—Other Administrative Services.	Rs.	12,64,000

(The Demand was put to vote and PASSED by voice vote.)

Mr. Speaker—Now Demand No. 9. There are 3 Cut Motions on this Demand.

The Qustion that the Cut Motion moved by Shri Diba Chandra Hrankhwal on Demand No. 9—Major Head—265 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : Need to establish Government Guest House at Shillong".

(The motion was put and LOST by voice vote.)

Then the question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan

Tripura, on Demand No. 9—Major Head—265 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and climinate the wasteful expenditure on Guest House, Govt. Hostels etc".

(The Motion was put and LOST by voice vote.)

Then agaiu the question that the Cut Motion moved by Shri Ashok Bhattacharjee on Demand No. 9, Major Head—252 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent dis-approval of the policy viz.

Dis-approval of tha Policy of upgradation and standard of general administration".

(The Motion was put and LOST by voice vote.)

Mr. Speaker—Now, the question before the House is that the Demand for grant No. 9, moved by the Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 1,70,44,000 [inclusive of the sum specified in cloumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983] be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 9 under the following Heads :—

1.	252—Secretariat General Services.	1,55,75,000/
2.	265—Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hostel etc.)	12,69,000/-
3.	265—Other Administrative Services (training of T. C. S./Secretariat Officers.	2,00,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker—Now, Demand No. 11. There are 8 Cut Motions on this Demand. I am now putting the Cut Motions to vote.

The Question that the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on the Demand No. 11, Major Head—255, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Mobile Task Force"

(The Motion was put and LOST by voice vote.)

The question that the Cut Motion Moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on Demand No. 11, Major Head 260 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wastful expenditure on Office expences".

(The Motion was put and lost by voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 11, Major Head—255, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 93,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful exprnditure on Criminal investigation and vigilance".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

The question that the Cut Mtion moved by Shri Ashoke Bhattacharjee on the Demand No. 11 Major Head—255 "That the amoant of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent dis-approval of the policy viz.—

Dis-approval of Policy in respect of secret Service expenditure",

(The Motion was put to vote and LOST).

The Question that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder, Shri Diba Chandra Hrangkhal, & Shri Jawahar Saha on the Demand No. 11, Major Head 260 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to establish a Fire Service Station at Santir Bazar, Manughat, Ambassa, Nutan Bazar and Chelagong".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

The Question that the Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on the Demand No. 11, Major Head—255 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent dis-approval of the policy viz.—

Dis-approval of policy regarding new T. A. P. Battalion".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia, on Demand No. 11, Major Head—255 ."That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up RAC or CRP out post at Garjan Mura Bazar in Udaipur".

(The Motion was put to voice vote and lost).

The Question that the Cut Motion moved by Shri Buddha Deb Barma on the Demand No. 11, Major Head—255 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to set up a Police Out-post at Gabardi Bazar and Golirai Bazar in Sadar, West Tripura".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exdeeding Rs. 15,79,39,00 [inclusive of the sum specified in column 3 of Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983/], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 11 under the following Major heads :—

255—Police	Rs. 12,76,63,000
265—Other Administrative Service. (Civil Defence)	Rs. 4,30,000
260—Fire Protection & Control	Rs. 98,70,000
265—Other Administrative Services. (Home-Guard/Training)	Rs. 1,24,66,000
344—Other Transport & Communication Services (Wireless Planning & Co-Oodination)	Rs. 75,10,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, demand for grnt No. 22. There are two cut motions on this demand.

First questtion before the Hose is cut motion moved by Shri Kashiram Reang on this Demand for Grant No. 22 (Major head : 255) that the amount of the demnd be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy viz Disapproval of policy to the participant in Reang-Movement".

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Second question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia on this Demand for Grant No. 22 (Majot head : 288) that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disaproval of the policy viz "Diasproval of Government policy on Rajya Saynık Board". (The Motion was put to voice vote and lost).

Next I am putting the main demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 18,08,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the changes which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 22 under the following Major heads :—

265—Other Administrative Services	Rs. 10,000
288—Social Security & Welfare	Rs. 17,01,000
295—Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day)	Rs. 97,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the demand for Grant No. 34. There is no cut motion. I am putting the motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,90,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accoutn) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the yearending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 34 with following Major head :— 314—Community Development Rs. 8,90,000".

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now Demand.for Grant. 39. There is no cut motion on this demand. I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 9,83,43,000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriatin (Vote on Account) Bill, 1983,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 39 under the following Major heads :— 247— Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings) Rs. 2,42,000

265—Other Administrative Services (State Lottery & A. F. C).	1,81,000
266—Pension & Other Retirement Benefit.	1,35,80,000
268—Misc. General Services	8,43,37,000
288—Social Security & Welfare	2,000
295—Other Social & Community Services	1,000

The Demand was put to voice vote and passed.

Now demand for Grant No. 31. There is no cut motion on this demand. I am putting the demand to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 6,23,68 000 [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 31 under the following Major heads :—

299—Special & Backward areas	Rs. 16,12,000
307—Soil & Water Conservation	1,46,24,000
313—Forest	4,36,32,000
500—Investment in General Financial & Trading Institution	25,00,000",

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—There is no cut motion on the Demand No. 46. Now the question before the House is that a sum not execeding Rs. 2,49,50,000 exclusive of charge expenditure of Rs. 4,80,87,000 inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 46 under the following Major Head :—

1.	500—Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs.	1,00,000/-
2.	766—Loans to Government Servants.	Rs.	2,48.50,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

মিঃ স্পীকার :—ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত যে সময়টুকু দরকার সেই সময়ের জন্য সভার কার্য্যকাল বাড়ান হল।

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumdar in respect of Demand No. 29 Major Head 299 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent Disapproval of the policy viz. Disapproval of policy regarding Higher Education in Agriculture."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumdar in respect of Demand No. 29. Major Head 305 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failute to control and eliminate wasteful expenditure other charges."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 7,25,12,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads—

299—Special & Backward Areas	Rs.	54,07,000/-
305—Agriculture	Rs.	5,67,05,000/-
307—Soil & Water Conservation	Rs.	1,04,00,000/-

(It was put to voice vote and passed)

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Kashiram Reyang in respect of Demand No. 45. Major Head 505 "that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent Dis-

approval of the policy viz. Disapproval of policy regarding improved seed with subsidy and withour subsidy."

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a Cut Motion moved by Shri Kashiram Reyang in respect of Demand No. 45, Major Head 505 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to reprensent Disapproval of the policy viz. Disapproval of policy regarding purchase of Agricultural implement."

(It was put to voice vote and lost).

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 3,04,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote of Account) Bill, 1983], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1984 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads.

500—Investment in General Financial & Trading Institution.	Rs. 2,00,000/-
505—Capital Outlay on Agriculture	Rs. 3,02,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

সভার কাজ আগামী ১৯শে জুলাই ১৯৮৩ইং মঙ্গলবার বেলা ১১ঘ: ০০মি: পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE 'A'

Admitted Starred Question No. 216

By—Shri Matilal Sarkar, M.L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় প্রতি মাসে কত মেট্রিক টন চাউল আমদানীর প্রয়োজন ;

২। বর্তমানে F. C. I. থেকে প্রাপ্ত চাউলের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় কত কম ; এবং

৩। আমদানীকৃত চাউলের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

উত্তর

১। বর্তমান সময়ে ১০,০০০ মেট্রিক টন।

২। ২,৫০০ মেট্রিক টন।

৩। চাউলের মাসিক বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন। এছাড়াও বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে মন্ত্রী পর্যায়ে বিষটি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 238

By—Shri Bhanulal Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান খাদ্য চাহিদা কত ;

২। কি পরিমান খাদ্য শস্য প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে রাজী হয়েছেন ;

৩। দুর্গম অঞ্চলে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার (বর্ষার আগে) গড়ে তোলার আবেদনে কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর সাড়া দিয়েছেন কি ?

৪। খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ; এবং

৫। এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই; পি চালু রাখার প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া গিয়াছে কি ?

১। ১০,০০০ মেঃ টন চাউল ,

২। ৭,৫০০ মেঃ টন চাউল ;

৩। মাসিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যে অনুরোধ জানানো হয় তাহাতে দুর্গম অঞ্চলে মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তোলারও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে নাই।

৪। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর নিকট মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে চাউলের বরাদ্দ বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রনালয়ের নিকট এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর ও ভারতীয় খাদ্য নিগমের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীদিগকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে যাহাতে ক্রমাক্রমে খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি, খাদ্য চলাচলের ব্যবস্থা এবং খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু চাউলের বরাদ্দ বৃদ্ধি না পাওয়ায় রাজ্য সরকার পরবর্ত্তী মাসের বরাদ্দ থেকে FCI হইতে চাউল অগ্রিম সংগ্রহ করিয়া কোনক্রমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতেছে।

৫। চাহিদার তুলনায় এন, আর. ই. পির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বরাদ্দের পরিমান অপ্রতুল। এস. অর. ই. পির জন্য কোন কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নাই সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দকৃত চাউল থেকেই এস. আর. ই. পির চাউল সরবরাহ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 319

By Shri Rabindra Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে এযাবত মোট কয়টি রেশন শপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে ;

২। এরমধ্যে কয়টি রেশন শপের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 323.

By—Shri Narayan Das: M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance/Appointment & Services Department be pleased to state :—

Question

a) Whether the Government is aware of the demands of the T. C. S. Officers for granting them an intermediate scale of pay and a special allowance as has been granted to police officers;

b) If so, will the Government concede these demands ?

Answer

a) Yes

b) The matter will be examined and decision will be taken in due course.

Starred Question No. 383 (Admitted No. 286)

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) রাজ্যের কয়টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান আছে ;

খ) ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান স্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোন বিশেষ গাইড লাইন আছে কি ;

গ) থেকে থাকলে তা কি ;

ঘ) রাজ্যে চলতি আর্থিক বছরে নতুনভাবে কোন ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান চালুর আছে কি ;

ঙ) থাকলে কোথায় কোথায় করা হবে ?

উত্তর

১। ক) রাজ্যের ১০টি মহকুমা সদরে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান আছে।

খ) হ্যাঁ।

গ) সাধারণতঃ কোন স্থানে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়।

১) এলাকার জনসংখ্যা ৫০,০০০ হাজার এবং তার অধিক কি না;

২) গুদাম ঘরের অবস্থান;

৩) বিস্ফোরক পদার্থের গুদাম ঘরের অবস্থান;

৪) দাহ্য পদার্থের গুদাম ঘর;

৫) পাটের গুদাম ঘর;

৬) সিনেমা হাউসের অবস্থান;

৭) ইঞ্জিনিয়ারিং ফেক্টোরিজ;

৮) ইলেক্ট্রিক ইনষ্টলেশান;

৯) পেট্রোলিয়াম বিপনন কেন্দ্র;

১০) ফায়ার ওয়ার্ক ফেক্টোরিজ ইত্যাদি।

ঘ), ঙ) হাঁা। চলতি আর্থিক বছরে তিনটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। তেলিয়ামুড়া এবং গণ্ডাছড়ায় ফায়ার ষ্টেশান অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে স্থাপন করা হইবে। বৎসরের শেষার্দ্ধে শান্তির বাজারে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশান খোলার সিদ্ধান্ত আছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Uustarred Question No. 30.

By—Shri Jawhar Saha and
Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা নগদে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কোন সরকারী কর্ম্মচারী উক্ত টাকা নগদে পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন কি না;

খ) আবেদন করে থাকলে কোন কোন দপ্তরের কতজন উক্ত টাকা নগদে পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং এই পর্য্যন্ত কতজন আবেদনকারীকে নগদে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে;

গ) না দেওয়া হলে তার কারণ: এবং কবে নাগাদ তাহাদের ঐ টাকা নগদে দেওয়া হইবে?

উত্তর

ক)
খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
গ)

Admitted Unstarred Question No, 32

By—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-chagre of the Apptt. & Serxices Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে কত শূন্য পদ রয়েছে।
(দপ্তর অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব)

২। শূন্যপদগুলি পূরণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৭৪৬৯টি শূন্যপদ আছে। দপ্তর অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব সঙ্গীর তালিকা দেওয়া হইল।

২। শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে।

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPARTMENT/OFFICES OF THE GOVERNMENT (UNSTARRED Q. NO. 32)

Sl. No.	Name of Deptts/Offices	Number of Vacant Posts
1.	State Planning Machinary	8
2.	Tripura Public Service Commission	5
3.	Food & Civil Supplies Directorate	45
4.	Chief Electoral Officer	15
5.	Civil Defence Directorate	3
6.	Panchayat Raj Directorate	42
7.	Employment Service & M. P. Directorate	18
8.	Directorate of Higher Education	112
9.	Prisons Directorate	67
10.	Tripura Ind. Dev. Cordn. Ltd.	5
11.	Asstt. Transport Commissioner	4
12.	Directorate of Fire Service	84
13.	Tripura Tribal Auto-. Dist. Council	35
14.	Public Works Department	677

15.	Animal Husbandry Directorate	243
16.	Tripura Road Transport Corporation	305
17.	Printing & Stationery Department	65
18.	Directorate of Fisheries	133
19.	Dte. of Social Welfare & Social Edn.	322
20.	Dte. of State Lottery anp Small savingg	3
21.	Dte. of Statistics & Evaluation	18
22.	Secretariat Admn. Department	79
23.	Rajya Sainik Board	2
24.	Tripura Forest Development Corporation	75
25.	Law Departmeut.	15
26.	Infor., Cultural Affairs & Tourism	139
27.	Town & Country Planning Organisation	6
28.	District Magistrate & Collector (West)	78
29.	Chief Conservator of Forests	246
30.	Commissioner af Taxes.	12
31.	Administrative Reforms Department	2
32.	Tripura Small Industsies Corporation	12
33.	Dte. of Land Records & Settlement	139
34.	Inspector General of Police	980
35,	District Magistrate & Collector (South)	30
36.	Directorate of Research	6
37.	Directorate of Health Services	822
38.	Labour Directorate	11
39.	Dist. & Sessions Judge, West, North, South	2
40.	Directorate of Cooperation	91
41.	Rehabilitation Department	1
42.	Rural Engineering Division. Agartala.	2
43.	Directorate of School Education	1,367
44.	Chief Inspector of Factories	2
45.	Directorate of Industries	341
46.	Appointment & Services Department	176
47.	Deptt. of Welfare for Sch. Castes & Schedule Tribe	90
48.	Agriculture Department.	524
		7,469

Admitted Un-Starred Question No. 33

By—Smti. Ratnaparva Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে চরম খাদ্য সংকটের জন্য অনাহারে মৃত্যুর যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা দূরীকরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় খাদ্য সংকটের দরুণ অনাহারে মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ নাই। সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকানে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হইতেছে এবং তাহা ভোক্তাদের নিকট ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা হইতেছে।

Admitted Un-Starred Question No. 262 (Admitted No 40)

By—Smti. Ratnaprava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। একথা কি সত্য যে, স্বশাসিত জেলার ভেতর থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও বসবাসকারীরা ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়ে আগরতলা ও তার আশে পাশে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে ইতিমধ্যে কত পরিবার এসেছে তার সংখ্যা সরকারের কাছে আছে কি ; এবং

৩। এই পরিস্থিতিতে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। না মহাশয়া।

২,৩। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 41

By—Smti. Ratnapava Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. A. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি সচিবালয়ে বেশ কিছু ফাইল পুড়ানো হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তাকি সত্য ;

এও কি সত্য যে, পুড়ানো ফাইলগুলির অধিকাংশই জুনের দাঙ্গা সম্পর্কিত;

সরকার পুড়ানো ফাইলগুলি পূর্ণ বিবরণ সহ একটি তালিকা দেবেন কি ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে ;
অবশিষ্ট প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 205. (Admitted No. 42)

By—Smti. Ratuna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be eased to state-

প্রশ্ন

১। স্বশাসিত জেলা এলাকায় বৈরীরা জন সাধারণের কাছ থেকে জোরপূর্ব্বক চাঁদা আদায় করার ফলে জনমনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে সরকারের কাছে তার কোন তথ্য আছে কি ;

২। যদি থাকে তাহলে প্রতিরোধের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের কোন কোন স্থানে বৈরীদের দ্বারা জোর পূর্বক চাঁদা আদায়ের কয়েকটি ঘটনার খবর সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে।

২। বৈরীদের এ সমস্ত অবৈধ কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য সরকার কতগুলি ব্যবস্থা নিয়াছেন। কয়েক জন বৈরী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হইতে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। বৈরীদের ধরার জন্য ঐ সমস্ত এলাকায় পুলিশ অভিযান অব্যাহত আছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 43
by—Smti. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রেশনের অপেক্ষাকৃত ভাল চালগুলি বহুদিন ধরে খোলা বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় হওয়ার সম্পর্কে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই অপকর্মে কারা লিপ্ত ; এবং

৩। তা রোধ করার জন্য সরকার কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২। এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 267 (Admitted No. 44)
By—Smti. Ratna Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। একথা কি সত্য যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে স্বশাসিত জেলা এলাকার বাইরে থেকে ব্যাপক ভাবে গরু চুরি করে স্বশাসিত জেলা এলাকার প্রত্যন্তরে নেওয়া হচ্ছে, এবং প্রচুর টাকার বিনিময়ে কিছু কিছু হৃত গরু ফেরতও পাওয়া যাচ্ছে;

২। যদি সত্য হয় তবে সরকার এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন।

উত্তর

১। না মহাশয়া।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 45
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে নাগরিক সার্টিফিকেট পাবার জন্য দরখাস্ত বছরের পর বছর ধরে জমা পড়ে রয়েছে ?

২। এগুলো দ্রুত সুরাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

৩। ৩ বৎসরের অধিক সময় যাবৎ কি পরিমাণ দরখাস্ত পড়ে রয়েছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে কিছু সংখ্যক নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট মঞ্জুরীর দরখাস্ত নানা কারণে বকেয়া আছে।

২। হ্যাঁ; বকেয়া দরখাস্তগুলির আইন মোতাবেক যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩। তিন বৎসরের অধিক সময় যে সব দরখাস্তের নিষ্পত্তি হয় নাই তাহার সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল

(এ) নাগরিকত্ব আইনের ৫(১)(এ) ধারা মতে বকেয়া দরখাস্তের সংখ্যা—৮৭১

(খ) জন্মসূত্রে অথবা সংবিধানের ৫ম অনুচ্ছেদ এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ (এ) (বি) (i) ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সরকারী পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য বকেয়া দরখাস্তের সংখ্যা—৩১

Admitted Unstared Question No. 472 (Admitted No. 54)
By—Shri Manoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রতি বছরে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য শিক্ষক, পুলিশ কর্মচারী, কারু শিল্পীদের নামের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট করেন কিনা ;

২। করে থাকলে এই সুপারিশের ভিত্তি কি ;

৩। উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে রাজ্য সরকার আলাদা ভাবে কোন প্রকার অনুদান বা পুরস্কার দেন কি ;

৪। দিয়া থাকিলে গত পাঁচ বৎসর কাহাদের এইরূপ অনুদান বা পুরস্কার দিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

২। (ক) রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য শিক্ষক নির্বাচনে প্রধান প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

১। নির্বাচিত শিক্ষক হবেন ১৫ বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ এবং প্রধান শিক্ষক হবেন ২০ বছরের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ,

২। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং উন্নয়নের ইচ্ছা ;

৩। শিক্ষকের সামাজিক খ্যাতি ;

৪। ছাত্র ছাত্রিদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও উৎসাহ ;

৫। সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ ,

৬। সহপাঠিদের প্রতি আন্তরিকতা ;

৭। অভিযোগ মুক্ত।

(খ) পুলিশ :—

যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারীর চাকুরীতে ভাল রেকর্ড আছে, যাহারা ১৫ বছরের অধিক কর্ত্তব্য কর্মে সুস্পষ্ট প্রগাড নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন অথবা যাহারা কর্ত্তব্য কর্মে অসাধারন দক্ষতা পদর্শন করেছেন তাদের নাম রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(গ) কারুশিল্পী :—

প্রতি বৎসর কারুশিল্পীদের নিকট হইতে দরখাস্ত ও কাজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত কাজের নমুনা পরীক্ষার জন্য একটি রাজ্য ভিত্তিক নির্বাচক মণ্ডলী আছেন। ঐ নির্বাচক

মণ্ডলী তাদের কাজের নমুনা পরীক্ষা করিয়া যাহাদের নমুনা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয় তাঁহাদের নাম কর্মজীবনের ইতিহাস এবং কাজের নমুনাগুলি সহ সুপারিশ করা হয়।

৩। (ক) শিক্ষক :—

না।

(খ) পুলিশ :—

না।

(গ) কারুশিল্পী :—

হ্যাঁ।

৪। (ক) শিক্ষক
(খ) পুলিশ — প্রশ্ন উঠে না।

(গ) কারুশিল্পী :—

গত পাঁচ বৎসরে তিনজন কারুশিল্পী রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের মধ্যে দুইজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য একজন অনিয়মিত কর্মী হিসাবে ত্রিপুরা Handloom and Handicraft Development Corporation এ কর্মরত আছেন।

—::—

Printed by
The Manager, Tripura Government Press
Agartala.

GPA—16-7-85—170—J. C. No. 2363